দ্বিতীয় ভাগ

৯ সংখ্যা

১ বৈশাখ ১৭৬৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অদ্য নূতন বৎসরে সংপ্রবেশ করিলেন। এই পত্রিকার জন্ম দিবসাবধি দিন দিন এই সভার উন্নতি বোধ হইতেছে, প্রতি মাসে ইহার প্রকাশের পরে সভ্য শ্রেণীর সঙ্খ্যা অধিক হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বে এ সভার সভ্যগণের যে সঙ্খ্যা ছিল, এই অষ্ট মাস মধ্যে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা পরমেশ্বরের উপাসনার নাম শ্রবণে বিরক্ত হইতেন এইক্ষণে তাঁহারা এই পত্রিকা পাঠ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তাহার প্রচার বিষয়ে সাহায্য প্রদানে আগ্রহ হইতেছেন, এবং অনেক ব্যক্তি প্রতিমার আরাধনাদি কাল্পনিক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন।

এদেশে কোন বিষয়, যাহা সাধারণ সাহায্যের প্রতি নির্ভর করে তাহা সম্পন্ন হওয়া যে কিরূপ দুষ্কর তাহা সকলেরই বিদিত আছে। এই হেতু এ পত্রিকা প্রকাশের ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কৃতকার্য্য না হইবার প্রতি অত্যন্ত আশঙ্কা হইয়াছিল, এবং কেবল তজ্জন্য ইহার পরমায়ু এক বৎসর নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছিল; কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞান হইতেছে যে সে আশঙ্কার সময় অন্ত হইতেছে; এবং বিদ্যালোচনার বাহুল্য দ্বারা লোকের অন্তঃকরণে প্রচুররূপে জ্ঞানের উদ্রেক হইতেছে। অতএব ভরসা হয় যে স্বদেশীয় লোকের সাহায্য দ্বারা ইহার জীবনের পূর্ব্ব সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দীর্ঘায়ু প্রদানে শক্য হইব।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত বক্তৃতা করিলেন যে যখন একাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রের মধ্যে সেই শাস্ত্র অতি শ্রেষ্ঠ রূপে গ্রাহ্য হইতেছে যে শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে, যথা সমুদয় বেদের মধ্যে উপনিষৎ, মহাভারতের মধ্যে ভগবদ্গীতা, ও তন্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র; এবং যখন পূর্ব্বকালের মহানুভব ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ এবং মান্যরূপে গণ্য হইয়া বিখ্যাত আছেন যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানি ছিলেন, যথা মনু, ব্যাস, পরাশর, শৌনক, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, রামচন্দ্র ইত্যাদি; তখন এই অজ্ঞান তিমির আচ্ছন্ন কালের পূর্ব্বে যে এক অদ্বিতীয় নিত্য পরমেশ্বরের উপাসনা এদেশে বিস্তীর্ণ ছিল, এবং অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাহা গৃহীত হইত তাহার প্রতি কোন সংশয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞানী যে সকল হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা মানবীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইতেছে, যথা।

ভূতানাং প্রাণিনঃশ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাংবুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃশ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃস্মৃতাঃ ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥

মনুঃ ॥

স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে কীটাদি প্রাণি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বুদ্ধিজীবি পশু সকল শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কর্ত্তব্যতা বুদ্ধিবিশিষ্ট তাঁহারা শ্রেষ্ঠ তদপেক্ষা যাঁহারা ঐ কর্ত্তব্যতা জ্ঞান পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানি ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হয়েন।

প্রতিমা পূজাদি কাল্পনিক ধর্ম্ম সকল, যাহা এইক্ষণে এ দেশময় ব্যাপ্ত দেখিতেছি তাহা প্রথমে কেবল অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের মনঃস্থিরের জন্য ভগবান্ বেদব্যাস প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সূত্রে এদেশ হইতে এক ব্রহ্মের উপাসনা প্রায় লুপ্ত হইয়া কাল্পনিক ধর্ম্মই লোকের সাধারণ ধর্ম্ম রূপে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল তাহা স্মরণ করিতে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। যবন রূপ দুর্দান্ত দানবেরা ভারতবর্ষকে অধিকার করাতে হিন্দু ধর্ম্মের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার আর বিলম্ব ছিলনা। তাহারদিগের কেবল এই প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল যে যে উপায় দ্বারা হউক এদেশীয় ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিবে। মামুদ শাহ প্রভৃতি যবন দৈত্যের দৌরাত্ম্য ভাবনা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাহারদিগের অত্যাচারে জ্ঞানের আলোচনা খর্ব্ব হইল, জ্ঞানের হ্রাসতা প্রযুক্ত বেদের অর্থ অনবগম্য হইল, এবং ধর্ম্ম পথে নানা প্রকার প্রবঞ্চনার প্রবলতা জন্য এদেশবাসি মনুষ্য সকল ভণ্ড ধর্ম্ম জালে বদ্ধ হইল। বিদ্যার যে সকল প্রাচীন বীজ ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে লাগিল, সুতরাং এদেশে জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর হইল, ইহাতে ভারতবর্ষে সত্য ধর্ম্মের পথ প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইল। এবম্প্রকার সময়ে ঈশ্বর প্রসাদে এদেশ ইংলণ্ডীয় সুপাণ্ডিত ন্যায়বান্ মনুষ্যদিগের অধিকৃত হওয়াতে অন্য দিক্ অর্থাৎ ইউরোপ হইতে বিদ্যারস্রোত প্রবাহিত হইয়া এদেশস্থ লোকের অন্তঃকরণকে অজ্ঞান রূপ মলিনতা হইতে পরিষ্কার [illegible]

বশতঃ তাঁহার যথার্থ উপাসক, ভারতবর্ষের পরমহিতৈষী, স্বদেশোজ্জ্বলকারী, আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান্, এক অসাধারণ মনুষ্য বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার এক সর্ব্ব শক্তিমান্ আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিলেন — এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়। তিনি স্বয়ং একাকী তর্কের দ্বারা সকলকে নিরস্ত করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে এক অপ্রত্যক্ষ পরব্রহ্মের আরাধনাই যথার্থ ধর্ম্ম, এবং কেবল ইহাই বেদাদি সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, এবং তাহার আলোচনা জন্য ১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এতৎ ব্রাহ্ম সমাজ এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সমাজ যদিও অতি দুঃসাধ্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তথাপি ইনি যে ক্রমশঃ কৃতকার্য্য হইতেছেন তাহার সংশয় নাই। ইহার স্থাপনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের সময়ের সহিত এ সময়ের তুলনা করিলে এইক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের বাহুল্য প্রমাণ হইবে। তাঁহার প্রথমকালে কণ্টকিবনের মধ্যে এক চম্পকবৃক্ষের ন্যায় তিনি এদেশস্থ অজ্ঞানিদিগের মধ্যে এক মাত্র জ্ঞানী দীপ্তবান্ ছিলেন। তিনি শারীরিক আয়াস, মানসিক পরিশ্রম, দেশ পর্যটন, অর্থের ব্যয়, মানের ত্রুটি, পরিবারের যন্ত্রণা ইত্যাদি নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াও ঈশ্বর জ্ঞান প্রচারে কালক্ষেপণ করিয়াছিলেন; তথাপি প্রায় সমুদয় স্বদেশস্থ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শত্রুভাব ব্যতীত এক দিনের নিমিত্তে মিত্র ভাবে কটাক্ষপাত করে নাই। কিন্তু এসময়ে তিনি অসত্ত্বেও কত ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া ব্রহ্ম জ্ঞান প্রচারের নিমিত্তে ব্যগ্র হইয়াছেন, তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিতা হইয়া নানা উপায় দ্বারা এই ধর্ম্মের বিস্তার করিতেছেন, যে সভা হইতে বংশবাটীতে এক পাঠশালা সংস্থাপন হওয়াতে বালক পর্য্যন্তও ঈশ্বরের উপাসনা শিক্ষা করিতেছে, এক যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠা প্রযুক্ত অনেকবিধ জ্ঞান জনক গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়াতে তদ্দর্শনে আবাল [illegible]

তেছে। আহা এই কাল যদি মহাত্মা রামমোহন রায়ের বর্ত্তমান কাল হইত তবে এ সমুদয় ঘটনা কি তাঁহার প্রতি সামান্য আহ্লাদের কারণ হইত? বিশেষতঃ অদ্যকার এই আনন্দ পূর্ণ সমাজে আমারদিগের সহিত উপবেশন পূর্ব্বক এই ব্রহ্মোপাসক মহোদয় মণ্ডলীকে দর্শন করিলে তাঁহার অন্তঃকরণে কি সামান্য আহ্লাদের সঞ্চার হইত!

যে বঙ্গদেশে কোন সভার জীবন সম্বৎসর হওয়া দুষ্কর, এবং যেখানে বিজাতীয় ধর্ম্ম মহা পরাক্রম দ্বারা চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিতেছে, সেখানে যে এই সমাজ পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে ইহা নিতান্ত কেবল এই ধর্ম্মের সত্যতার ফল। কিন্তু হে সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞানোৎসাহি মহোদয় গণ! এ সমাজ কি কিঞ্চিৎ বলবান্ হইয়াছে, এইক্ষণে যেন আর যত্নের আলস্য হয় না। বিবেচনা করিলে অধুনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন আবশ্যক। যে রূপ কোন বৃক্ষের বীজরোপণের কাল অপেক্ষা উন্নতির কালে অধিক শত্রু বৃদ্ধি হয়; কীট সকল তাহার মূলচ্ছেদন করে, পশুগণ তাহার শাখা পল্লবাদি ভক্ষণ করে, এবং চৌরেরা তাহার ফল পুষ্প অপহরণ করিতে চেষ্টিত হয়, তদ্রূপ এসমাজের বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সহিত তাহার বিপক্ষদলেরও অধিক শত্রুতা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং যে পরিমাণে ইহার উন্নতি হইতেছে, সেই পরিমাণে তাহারদিগেরও দ্বেষের আধিক্য হইতেছে। অতএব যে রূপ বৃদ্ধিকালে সেই বৃক্ষকে কীট চৌরাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য অধিক যত্ন আবশ্যক, তদ্রূপ এক্ষণে এই সমাজকে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অধিক যত্ন আবশ্যক হইয়াছে। সাহসকে আশ্রয় কর, উৎসাহকে প্রজ্বলিত কর, এবং সমাজের কর্ম্ম সাধন জন্য ব্যগ্র হও। আমারদিগের কার্য্য অতি মহৎ, আশা অতি দীর্ঘ, ফল অতি আশ্চর্য্য, তৎপরিমাণে আমারদিগের পরিশ্রমও অতি বৃহৎ হইবে। অসাধারণ কার্য্য কি অসাধারণ ক্লেশ বিনা সিদ্ধ হয়! এবং ঐহিক সাধনা বিনা কি পারমার্থিক সুখ প্রাপ্ত হয়! আমি পুনর্ব্বার উচ্চারণ করিতেছি যে অতি কঠিন কর্ম্মের ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছি, যেহেতু এ দেশের অধিপতিরা আমারদিগের বিধর্ম্মি, স্বদেশস্থ লোক আমারদিগের বিপক্ষ, এবং কি আক্ষেপ! কি লজ্জার বিষয়! যে আপন পরিবার আমারদিগের বিরোধী। এই সকল ভয়ঙ্কর কণ্টক দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া এক জনের উৎসাহে, কি এক জনের যত্নে, কি এক জনের সাহায্যে নির্ভর করিয়া আমরা স্বয়ং অলস রহিব? এবং চিরকাল কি সম ভাবে কালক্ষেপণ করিব? অদ্য অপেক্ষা কল্য অধিক উৎসাহি হও, এবং কল্য অপেক্ষা তৎপর দিবস অধিকতর যত্ন কর। যদিও ব্রহ্মোপাসক সমুদয় মহোদয়দিগের শরীর সর্ব্বদা একত্র হওয়া দুষ্কর, কিন্তু যখন তাঁহারদিগের মনের ঐক্য আছে তখন তন্মধ্যে যিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন, কেবল ব্রহ্ম জ্ঞান প্রচার তাঁহার সকল কার্য্যের মূলীভূত হইবে। সকল বিবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারদিগের মধ্যে কেবল এই বিবাদ থাকিবে যে এই মহৎ কার্য্যে কে অধিক সাহায্য করিতে পারে। ফলতঃ আমারদিগের চেষ্টা নিষ্ফলা হইবার আর সংশয় নাই, যত কাল জ্ঞান আলোচনার অল্পতা ছিল, ততকাল এধর্ম্মের খর্ব্বতা ছিল, কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে এইক্ষণে এদেশের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে যেখানে ছাত্রেরা যুক্তির দ্বারা কেবল এক পরমেশ্বরের উপাসনাই সত্য ধর্ম্ম জানিতেছে, এবং গৃহে যে সকল কাল্পনিক প্রতিমা পূজাদির অনুশীলন দেখে, তাহাকে কাল্পনিক ধর্ম্ম রূপে বোধ করিতেছে, অতএব তাহারদিগকে এই মাত্র উপদেশ দেওয়া আবশ্যক যে তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া জানিতেছেন, তাহাই আমারদিগের শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, সুতরাং ইহা হইলে যাঁহারা এইক্ষণে আমারদিগের বিপক্ষ আছেন, তাঁহারদিগের সন্তানেরাই আমারদিগের স্বপক্ষ হইবেক; তখন ঈশ্বর প্রসাদে এদেশ ব্যাপিয়া বংশবাটীর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ন্যায় বিদ্যালয় সকল স্থানে স্থানে স্থাপিত হইবে যেখানে বালকেরা যুক্তি এবং

শাস্ত্র উভয় দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রাপ্ত হইবে। এমত আহ্লাদ জনক কাল উপস্থিত হইলে সূর্য্য কিরণের ন্যায় অখণ্ড ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা এই ভারতবর্ষ পূর্ণ থাকিবে, তৎকালাবধি ব্রহ্ম জ্ঞানের হ্রাস হইবার আর সম্ভাবনাও থাকিবে না। আমারদিগের ভারতবর্ষে এমত সুখের কাল কোন্ দিন উপস্থিত হইবে!

অদ্যকার সমাজ দর্শনে এ সমাজকে অনেক কৃতকার্য্য দেখিয়া অন্তঃকরণ যে রূপ প্রফুল্ল হইতেছে, তাহাতে কোন ক্ষোভ, কোন আশঙ্কা চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, কেবল এই আশা হইতেছে যে ভবিষ্যৎ বৎসরে স্বদেশের অধিকভাগে ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রভা বিকীর্ণ দেখিব।

হে জগদীশ্বর এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা ব্রাহ্মদিগের প্রতি অর্পণ কর॥

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "যদি মন্দির মসজিদ গিরিজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?" উত্তর, মসজিদ গিরিজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণমৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা এ দুইয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত, যেহেতু মসজিদ গিরিজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা ঐ মসজিদ গিরিজাকে ঈশ্বর কহেন না, কিন্তু স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা উঁহাকে ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন তাহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন, এই সকল ভোগ শয়নাদি ঈশ্বর ধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মসজিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ॥
বেদান্তসূত্রং॥

যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "ইহাতে যদি কেহ কহে যে বেদান্তে সকলই ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি? তবে কি কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য কি গম্যা বা কি অগম্যা, যখন যাহাতে আত্মসন্তোষ হয় তখন সেই কর্ত্তব্য যাহাতে অসন্তোষ হইবে সে অকর্ত্তব্য।" উত্তর, যে ব্যক্তি এমত কহে যে সকলই ব্রহ্ম তাহাতে বিহিত অবিহিতের বিভাগ কি? তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা করা যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাহা হইতেছে তাহার বাস্তব সত্তা নাই যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের, আর সেই ব্রহ্ম সত্তাকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায় তাহাকে সেই সেই রূপে ব্যবহার করিতে হয়; যেমন এক অঙ্গ হস্ত রূপে অন্য অঙ্গ পাদ রূপে প্রতীত হইতেছে, যে পাদ রূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গমন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা যায়, আর যে হস্ত রূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গ্রহণ রূপ ব্যাপার সম্পন্ন করা যায়, আর যাহার দাহিকা শক্তি দেখেন তাহাকে দাহ কর্ম্মে আর যাহার শৈত্য গুণ পায়েন তাহাকে পানাদি বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না। ভট্টাচার্য্যের মতানুযায়িদিগের প্রতি এ আশঙ্কার এক প্রকার সম্ভাবনা আছে যেহেতু তাঁহারা জগৎকে শিব শক্তিময় অথবা বিষ্ণুময় কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান যাঁহারদিগের তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির প্রভেদ চক্রে অথবা পঙ্গতে করেন না এবং যে ব্যক্তি ধ্যান সময়ে ও পূজাতে যুগলের সাহিত্য সর্ব্বদা স্মরণ করেন এবং যাঁহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে আমার আরাধ্য দেবতারা নানা প্রকার অগম্যাগমন করিয়া

ছেন এবং ঐ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তাঁহারপ্রতি এক প্রকার অগম্যাগমনাদির আশঙ্কা হইতে পারে কিন্তু যেব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে বিধি নিষেধের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তিনি সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বদ্রষ্টা সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ রূপ ফল দেন সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাস প্রযুক্ত তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষা নিমিত্ত যথা সাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবেক।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "এতাদৃশ শাস্ত্র বিরুদ্ধ স্বকপোল কল্পিতানুমানে বৈধ বহু পশু বধ স্থানের সিদ্ধপীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে বুচরখানার সিদ্ধপীঠত্ব কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য অন্য কল্পনা যাহারা করে তাহারা স্বস্ত্রী ও তদিতর স্ত্রী মাত্রেতে কি রূপ ব্যবহার করে ইহা তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।" উত্তর, যাহার পর নাই এমত উপাসনা বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের প্রতি এ প্রশ্ন করা অত্যাবশ্যক হয়। অতএব যে পক্ষে কল্পনা ব্যতিরেকে নির্ব্বাহ নাই তাহারদিগের এ প্রশ্ন করা অতি আশ্চর্য্য।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন "যে হে অগ্রাহ্যনাম রূপ অমুকেরা আমরা তোমারদিগকে জিজ্ঞাসি তোমরা কি? ইত্যাদি" উত্তর, আমারদিগকে সোপাধি জীব করিয়া বেদে কহেন ইহা দেখিতেছি। ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত না হইলে উপাধির নাশ হয় না একারণ তাহার জিজ্ঞাসু হই সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমরা বিশ্ব গুরু ও সিদ্ধ পুরুষ ইত্যাদি গর্ব্ব রাখি না, এবং ভট্টাচার্য্যের উপকৃতি স্বীকার করি, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় হয়, এনিমিত্তে স্বকীয় দোষ সকল দেখিতে পাইতেছিলাম না, ভট্টাচার্য্য তাহা জ্ঞাত করাইয়াছেন, উত্তম লোকের ক্রোধও বর তুল্য হয়।

যদি বল আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না অতএব সাকার উপাসনা সুলভ তাহাই কর্ত্তব্য। উত্তর, উপাসনার নিয়মের সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি উপাসনা অকর্ত্তব্য হয় তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না যেহেতু তাহার নিয়মেরও সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য অতএব অনুষ্ঠানে যথা সাধ্য যত্ন কর্ত্তব্য হয়। বরঞ্চ যজ্ঞাদি এবং প্রতিমার অর্চ্চনাদি কর্ম্মকাণ্ডে যথা বিধি দেশ কাল দ্রব্য অভাবে কর্ম্ম সকল পণ্ড হয় কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা স্থলে ব্রহ্ম জ্ঞানানুঅর্জ্জনের প্রতি যত্ন থাকিলেই ব্রহ্মোপাসনা সুসিদ্ধ হইতে পারে, কারণ কেবল এই যত্ন করণের বিধি মনুতে প্রাপ্ত হইতেছে।

> যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
> আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥
>
> মনুঃ॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন॥

আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনাচারির নিন্দা করেন অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসি হয়েন, আর গোপনে নানা বিধ আচরণ করেন। আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্ট রূপে ভোজন করে, আপনাকে কোন মতে সদাচারি না দেখায়, যে দোষ তাহার আছে তাহা অঙ্গীকার করে, এদুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বক ধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়। এ প্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য আমারদিগকে বক ধূর্ত্ত করিয়া বেদান্তচন্দ্রিকাতে কহিয়াছেন।

দ্বিতীয়, এক জন নিষিদ্ধাচারী সে আপনাকে বিশ্বগুরু করিয়া জানে আর এক জন নিষিদ্ধাচারী সে আপনার অধমতা স্বীকার

করে এই দুইয়ের মধ্যে কাহার অপরাধ মার্জ্জনার যোগ্য হয়।

তৃতীয়, এক ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে যাহা আমি বলি এই শাস্ত্র, ইহাই নিশ্চয় কর, তোমার বুদ্ধিকে এবং বিবেচনাকে দূরে রাখ, আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান, আমার তুষ্টির জন্যে সর্ব্বস্ব দিতে পার ভালই নিদান তোমার ধনের অর্দ্ধেক আমাকে দেও, আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আর এক জন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষা বিবরণ করিয়া লোকের সম্মুখে রাখে এবং নিবেদন করে যে আপনার অনুভবের দ্বারা এবং বেদ সম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ আর যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয় তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর আর অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে ভয় এবং সম্মান কর এদুইয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায়। এপ্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে আমারদিগকে স্বপ্রয়োজন পর করিয়া লিখিয়াছেন। এখন ইহার সমাধা বিজ্ঞলোকের বিবেচনায় রহিল। হে সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বর তুমি আমারদিগকে দ্বেষ মৎসরতা মিথ্যাপবাদে প্রবৃত্ত করাইবে না।

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা।

যথা সাধ্য পরস্পর উপকার কর্ত্তব্য, যেহেতু পরস্পর সাহায্য ব্যতীত কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না। এই সামান্য বস্ত্র যাহা আমরা প্রত্যহ পরিধান করি বিবিধ সহকারি বন্ধুগণ কর্ত্তৃক কৃত না হইলে প্রাপ্ত হইতাম না। তন্তুকারকেরা কৃষি কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন কার্পাস হইতে যন্ত্র দ্বারা তন্তু নির্ম্মাণ করে, বস্ত্র নির্ম্মাণকারকেরা সেই তন্তু দ্বারা বিবিধ যত্নে বস্ত্র প্রস্তুত করে। এই রূপ সাহায্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকল আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য আমরা প্রাপ্ত হই। এই পরস্পর সাহায্য শক্তি পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যদিগকেই দিয়াছেন, এমত নহে; পশু পক্ষি কীট পতঙ্গ প্রভৃতি চেতনাচেতন সকল বস্তুতেই পরস্পর সাহায্য করিবার যোগ্যতা দিয়াছেন। এই পরস্পর সাহায্য শক্তি না থাকিলে পৃথিবীর কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হইত না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকারা পরস্পর সহকারে যে অত্যাশ্চর্য্য গৃহ নির্ম্মাণ করে তাহা কোন প্রকারে একটি মধুমক্ষিকা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। এই সমুদয় সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণু পরস্পর আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যদ্রূপ পরস্পরকে আশ্রয় দিতেছে তাহা না দিলে কোন প্রকারে সৃষ্টি রক্ষা হইতে পারে না।

সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আমারদিগকে পরোপকারে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তে এতদ্রূপ সুন্দর নিয়ম সৃজন করিয়াছেন, যে বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীয়োপকারে যত্নবান্ হইলে পরের উপকার কৃত হয়। মনুষ্য সকল লাভ জনক বাণিজ্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নানা দিগ্দেশীয় লোক নানা প্রকারে লাভ প্রাপ্ত হয়েন। যদ্রূপ রথ চক্র সকল বারম্বার তাহারদিগের নিজ নিজ নাভিকে পরিবেষ্টন করত অন্য কোন নগর বা ভবন বেষ্টন করিতে পারে, তদ্রূপ মনুষ্য গণ স্বীয়োপকারে প্রবৃত্ত থাকিয়া এক কালেই বহু জনের বহু উপকার করিতে পারেন।

পরমেশ্বরের কার্য্যের কি আশ্চর্য্য কৌশল! এক বস্তু স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াও অন্য বস্তুকে আশ্রয় প্রদান করে; অগাধ সাগরের জলবিম্ব সকল বিনষ্ট হইয়া পুনঃ সেই সাগরে সংমিলন পুরঃসর নদ নদীর প্রবাহে সাহায্য প্রদান করে, পঞ্চভূত জাত শরীর বিনষ্ট হইয়া পুনঃ সেই পঞ্চভূতে সংমিলন পুরঃসর তরু তৃণাদির উৎপত্তি জন্য সাহায্য প্রদান করে, যে তরু তৃণজ ফল পুষ্প কর্ত্তৃক পশু পক্ষি মানবাদির নানা প্রকার উপকার হয়।

অতএব হে সভ্য মহোদয় গণ, সাধ্যমত পরোপকারে প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের এই শ্রেষ্ঠ নিয়ম প্রতিপালন করিতে যত্নশীল হউন, যাহাতে আপনারদিগের মঙ্গল হইবেক। অ.

আশঙ্কা নিরাকরণ।

আশঙ্কা—আপনারা এই সৃষ্টিরূপ কার্য্য দেখাইয়া তাহার কারণ রূপে পরমেশ্বরকে প্রতিপন্ন করেন, আপনারা এই দেখান যে পরমেশ্বর না থাকিলে এ বিচিত্র জগতের সৃষ্টি হইতনা, ইহাতে প্রমাণ হয় বটে যে যে সময়ে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল সে সময়ে অবশ্য ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান কালে যে তিনি আছেন তাহা সে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ হয় না। ইহা আপনারা স্বীকার করিয়া থাকেন যে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে এমত নিয়মের অর্পণ করিয়াছেন যে তজ্জন্য সৃষ্টির প্রবাহ ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে। এই গ্রহ চন্দ্র পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাহাতে এমত নিয়মের সংস্থাপন করিয়াছেন যে তাহারা স্বীয় স্বীয় পথে সেই নিয়মানুসারে ক্রমাগত ভ্রমণ করিতেছে, মনুষ্য পশু বৃক্ষাদিকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে এমত বীজের সহিত যুক্ত করিয়াছেন যে তাহা হইতে ক্রম প্রবাহে অনন্তকাল পর্য্যন্ত মনুষ্য পশুবৃক্ষাদি চলিয়া আসিতেছে। যদি সৃষ্টির এমত নিয়ম থাকিত, যে যে কলে এই গ্রহ পৃথিবী চন্দ্র নিয়ত সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিতেছে সেই কলকে ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় সময়ে সময়ে শোধন করিবার প্রয়োজন হইত, এবং সৃষ্টির আরম্ভ কালে যেমন মনুষ্য পশু বৃক্ষাদি বীজ ভিন্ন নির্ম্মিত হইয়াছিল তদ্রূপ প্রতি মনুষ্য পশু বৃক্ষাদি এপর্য্যন্ত পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইত তবে যে হেতুতে পরমেশ্বরের সত্তা সৃষ্টির পূর্ব্ব কালে প্রমাণ হইতেছে সেই হেতুতে বর্ত্তমান কালেও তাঁহার সত্তার প্রমাণ হইত। কোন মনুষ্য কর্ত্তৃক যদি এপ্রকার ঘটিকা যন্ত্রের নির্ম্মাণ হইতে পারে যে একবার তাহা চালাইয়া দিলে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত চলে তবে সেই ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণের দুই শত বৎসর পরে সেই যন্ত্র দেখিয়া যথার্থ এপ্রকার অনুমান হইতে পারে বটে যে এক জন ঘটিকা যন্ত্রের নির্ম্মাণ কর্ত্তা অবশ্য ছিলেন, কিন্তু সেই যন্ত্র দৃষ্টে যদি কেহ এমত অনুমান করে যে সেই যন্ত্রকার তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত আছে এবং যত দিন ঐ যন্ত্র থাকিবে ততদিন ঐ যন্ত্রকার বাঁচিয়া থাকিবে তবে তাহার এঅনুমান ভ্রান্তি মূলক কি না? তদ্রূপ এই সৃষ্টি আলোচনা করিয়া সৃষ্টি কালে যে পরমেশ্বর ছিলেন তাহার প্রতি দৃঢ় নিশ্চয় হয় বটে কিন্তু সেই হেতুতে বর্ত্তমান কালে যে পরমেশ্বরের সত্তা আছে তাহা কোন প্রকারে প্রমাণ হয় না। অতএব ঘোরতর যে সকল তার্কিক তাহারদিগকে দুস্তর্ক হইতে নিরাস করিবার নিমিত্তে এমত কোন দৃঢ়তর প্রমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য যাহার দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে বর্ত্তমান কালেও পরমেশ্বর বিদ্যমান আছেন।

নিরাকরণ—পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহারদিগকে অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সেই পরমেশ্বর বর্ত্তমান কালেও স্থিতি করেন। পরমেশ্বর এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে কোন বস্তু ছিলনা তিনি সমুদয় বস্তু স্বীয় শক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বিশেষ বিশেষ নিয়মের সংস্থাপন করিয়াছেন সুতরাং সমুদয় বস্তু তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ হইবার পূর্ব্বে যেমন ধাতু দ্রব্য প্রভৃতি ছিল কেবল তাহারদিগকে সংযোগ করিয়া কোন যন্ত্রকার ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করে তদ্রূপ এই জগৎ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে যদি নির্ম্মাণ যোগ্য বস্তু সকল থাকিত যাহা হইতে পরমেশ্বর কেবল এই জগৎকে নির্ম্মাণ করিতেন অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা না হইয়া তিনি কেবল এই জগতের নির্ম্মাণ কর্ত্তা হইতেন তবে ইহা প্রমাণ হইত না বটে যে বর্ত্তমান কালে তিনি আছেন,

কিন্তু যখন তিনি অন্য কোন বস্তু না লইয়া কেবল আপনার শক্তি যে মায়া তাহাহইতে

তিনিএই জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা হইয়াছেনতখন এই বিশ্বের স্থিতি তাঁহার সত্তাকে অবশ্য অপেক্ষা করে। ঘটিকা যন্ত্রকার যদি ঈশ্বর সৃষ্ট কোন ধাতু দ্রব্যাদি না লইয়া মায়া দ্বারা আপনিই পৃথক্ ধাতু দ্রব্যাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাতেঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিত তবে অবশ্য ঐযন্ত্রের স্থিতি যন্ত্রকারের সত্তাকে অপেক্ষা করিত সুতরাং ঐ যন্ত্রকারের বিনাশের সহিত ঐযন্ত্রেরও বিনাশ হইত। যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সূর্য্যের প্রতি নির্ভর করিয়া আছে তদ্রূপ এই সমস্ত বিশ্ব ঈশ্বরের সত্তার প্রতি নির্ভর করিয়া আছে,যদি সূর্য্য নষ্ট হয় তবে যেমন প্রতিবিম্ব থাকিতে পারে না তদ্রূপ পরমেশ্বরের সত্তার হানি হইলে জগতের সত্তা থাকিতে পারে না। অতএব যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই সমুদায় জগৎ দীপ্তি পাইতেছে তিনি নাই আর এই জগৎ আছে এমত সংশয়ই যুক্ত হয় না। তাঁহার অধিষ্ঠান ভিন্ন কেহ থাকিতে পারে না।

প্রশ্নঃ— আত্মানাত্মবিচারে কোঽবাধিকারী।

উত্তরঃ —সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নোঽধিকারী। সাধনচতুষ্টয়াভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি প্রত্যবায়োনাস্তি কিন্তু অতীব শ্রেয়োভবতি।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যোক্তং।

ব্রাহ্ম সমাজের নিয়ম।

প্রতি বুধবারে সূর্য্যাস্ত সময়ে সাপ্তাহিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

প্রতি মাসে প্রথম রবিবারে সূর্য্যাস্ত সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

প্রতি বৎসরে ১১ মাঘ দিবসে সূর্য্যাস্ত সময়ে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

আগামি ৩১ বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যা পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক সভ্য মহাশয়েরা উক্ত সময়ে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

যাহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

যে সভ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রাপ্ত না হইবেন, তিনি সম্পাদক মহাশয়কে অবগত করিলে তদ্রূপ ঘটনা আর না হইবার উপায় করিতে ক্রুটি হইবেক না।

বিজ্ঞাপন।

যদি কোন ব্যক্তি তত্ত্ববোধিনী সভাতে ডাক দ্বারা পত্র প্রেরণ করেন তবে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ডাকের মূল্য দিয়া পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

যাঁহারা এই পত্রিকাতে প্রকাশের জন্য কোন কোন বিষয় লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের প্রতি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন যে এইক্ষণে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইতেছে তন্নিমিত্তে স্থানাভাব হওয়াতে তাঁহারদিগের লিখিত বিষয় সকল প্রকাশ করিতে অশক্ত জন্য ক্ষুব্ধ রহিলাম।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

সাম্বৎসরিক সভার সংবাদ।

কেবল এক মাত্র ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্মের উপাসনা এই দেশে সাধারণরূপে প্রচার করিবার জন্য ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন রবিবারে দশ জন মাত্র সভ্য দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিতা হয়। তখন এই নিয়ম ছিল যে প্রতি সভ্য আপন লাভের চতুঃষষ্টি অংশের একাংশ সভায় দান করিবেন। এই নিয়ম উক্ত শকের সমুদায় কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, এবং তাহার দ্বারা ২০৬।।৵০ আদায় হইয়াছিল। এই শকে প্রতি রবিবারে উপাসনা সভা হইয়া তাহাতে উপনিষৎ পাঠ এবং ব্যাখ্যা দ্বারা পরব্রহ্মের আরাধনা হইত, এবং উক্ত সভাতে সভ্যেরা ঈশ্বরোপাসনা বিষয়ক বক্তৃতা করিতেন।

১৭৬২ শকে ধনসংগ্রহের পূর্ব্ব নিয়ম রহিত হইয়া মাসিক দাতব্যের নিয়ম স্থাপিত হয়। এই শকে ১০৫ জন সভ্য ছিলেন, যাঁহারা উক্ত বৎসরে মাসিক দাতব্য দ্বারা ১০৭৭ টাকা সভাতে প্রদান করেন, এবং ৩৮২৴০ এক কালীন দান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই রূপে ১৭৬২ শকে পুস্তক বিক্রয়াদি সর্ব্ব স্বদ্ধ ১৫৩৮।৵৫ আয় হয়, এবং তন্মধ্যে ১৪৮৭৷১০ ব্যয় হয়। এই শকে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত কঠোপনিষৎ ৫০০ সঙ্খ্যক পুস্তক মুদ্রিত করা যায়; বালক কালাবধি আমারদিগের বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিবার নিমিত্তে তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন প্রাতঃপাঠশালা কলিকাতায় স্থাপিতা হয়; এবং উপাসনার পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্ত হইয়া এই নিয়ম হয় যে "প্রতিমাসে প্রথম রবিবারে উপাসনা সভা হইবেক"।

১৭৬৩ শকে ১১২ জন সভ্য সভাভুক্ত ছিলেন যাঁহারা উক্ত বৎসরে ২৩৮৯।৶১০ মাসিক দাতব্য প্রদান দ্বারা সভাকে আনুকূল্য করেন, এবং ৩৫।।১০ এক কালীন দান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপে পুস্তক বিক্রয়াদি সর্ব্ব স্বদ্ধ ২৪৭৬৷১০ টাকা আয় হয় তন্মধ্যে ২৩০৪৸৶৫ ব্যয় হয়।

১৭৬৪ শকে ৮৩ জন সভ্য সভাভুক্ত ছিলেন যাঁহারা উক্ত বৎসরে ২৮৯২৸৶০ মাসিক দাতব্য প্রদান দ্বারা সভাকে আনুকূল্য করেন, এবং ৫৩।।১০ এককালীন দান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই প্রকারে পুস্তক বিক্রয়াদি সর্ব্ব স্বদ্ধ ৩৪৭৬।৴ আয় হয়, তন্মধ্যে ২৮৯৬৸৴১৫ ব্যয় হয়। এই বৎসরে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার ঐক্য হয়, তাহাতে কিয়ৎমাস সকল কার্য্য ব্রাহ্মসমাজের গৃহেতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। এই শকে কলিকাতার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা রহিত হয়। এই সভা হইতে পাঠশালা স্থাপন করিবার প্রয়োজন এই যে সেখানে বেদান্ত

বেদ্য ব্রহ্ম জ্ঞানের উপদেশ করা যায়, তজ্জন্য কেবল বাঙ্গালা এবং অল্প সংস্কৃত ভাষা শিখাইবার আবশ্যক ; কিন্তু কলিকাতায় এরূপ বালক পাওয়া যায় না যে কেবল বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে এ নিমিত্তে প্রাতঃপাঠশালা স্থাপন করা গিয়াছিল যে তথায় ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শিক্ষা এবং বেদান্ত অভ্যাস করিয়া পরে ১০ ঘণ্টার সময়ে ছাত্রেরা ইংরাজি শিক্ষার জন্য অন্য অন্য বিদ্যালয়ে গমন করিতে পারে; কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় প্রাতঃকালে ৯ ঘণ্টা অবধি নিযুক্ত থাকিয়া পরে ১০ঘণ্টার সময়ে অন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া তাহারদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল এপ্রযুক্ত বালকেরা ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করাতে পাঠশালা ভগ্ন প্রায় হইল। তাহাতে বিবেচনা হইল যে যদি এরূপ কোন পাঠশালা করা যায় যে তাহাতে ১০ ঘণ্টা অবধি ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইংরাজি বাঙ্গালা সংস্কৃত ভাষাতে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া যায় তবে বেদান্তের তাৎপর্য্য যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহার উপদেশ ছাত্রদিগকে উত্তম রূপে দেওয়া যাইতে পারে সুতরাং সে পাঠশালার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কলিকাতা নগরে যে সকল উত্তম বিদ্যালয় আছে এবং সে সকল বিদ্যালয়ে যে প্রকার বাহুল্য রূপে ইংরাজি ভাষার অনুশীলন হয় তাহাতে যে এসভার অল্প আয় দ্বারা স্থাপিত পাঠশালাতে তদ্রূপ ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে ইহা সম্ভব নহে, অতএব নির্দ্ধারিত হইল যে পল্লীগ্রামের কোন স্থানে উক্ত প্রকার এক পাঠশালা স্থাপিত হয়, এবং তদনুসারে কলিকাতার পাঠশালা রহিত করিয়া বংশবাটীতে তৎ পাঠশালা স্থাপন করিবার প্রস্তাব সভ্য গণ কর্ত্তৃক নিশ্চিত হইল।

পরে ১৭৬৫ শক বর্ত্তমান হইয়া এ সভাকে ক্রমশঃ উজ্জ্বল করিতে লাগিল। এই শকে ১৩৮জন সভ্য সভাভুক্ত ছিলেন যাঁহারা ৩৩৮৮৶ মাসিক দাতব্য প্রদান দ্বারা সভাকে আনুকূল্য করেন এবং ৬৭৮৷৷৫ এক কালীন দান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই রূপে পুস্তক বিক্রয়াদি সর্ব্ব স্বদ্ধ ৪৪১৬৷৵১০ আয় হয়, এবং গত বৎসরের অবশিষ্ট ৯৩৯৵১৫ সহিত ৫৩৫৫৷৷৵৫ একত্র হয় তন্মধ্যে ৪৬৮২৮৶ ব্যয় হয়। এই শকে গত বৎসরের প্রতিজ্ঞানুসারে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বংশবাটীতে স্থাপিতা হয়, কলিকাতাতে এই কার্য্যালয় স্থাপিত হয় যেখানে সভার সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং এই স্থানে এক মুদ্রা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নানা প্রকার জ্ঞানজনক পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকার এবং মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকার চূর্ণক মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহার কৃত অন্য অন্য গ্রন্থেরও চূর্ণক প্রকাশিত হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও হইতেছে; দশোপনিষদের মধ্যে কঠ, বাজসনেয়, তলবকার, মুণ্ডক, এবং মাণ্ডুক্য, এই পঞ্চোপনিষদের বৃত্তি সহিত মূল মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, এবং অপর পঞ্চোপনিষৎ শীঘ্র মুদ্রিত হইবে। প্রতি মাসে এক পত্রিকা প্রকাশ হয় তাহাতে বহুবিধ জ্ঞানদায়ক বিষয় প্রকটিত থাকাতে অনেক ব্যক্তি এসভাকে সাহায্য করিতে আগ্রহ হইতেছেন। ইংরাজিতে অনুবাদিত উপনিষদের চূর্ণক এবং শাস্ত্র বিষয়ক অন্য অন্য তর্ক প্রকাশ হইতেছে। তদ্ব্যতীত অন্য যন্ত্র হইতে বৃত্তি সহিত মূল কঠোপনিষৎ ও বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ দেবনাগরাক্ষরে উক্ত শকে মুদ্রিত হইয়াছে। এবম্প্রকারে বহুবিধ গ্রন্থাদি প্রচার প্রযুক্ত সভার কার্য্য আশু সফল হইবার সুন্দর উপায় হইতেছে। দুই ব্রাহ্মণ ছাত্র কার্য্যালয়ে অবস্থিতি পূর্ব্বক বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেছেন, এবং পরমেশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ক নিয়ম জানিবার জন্য জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন। এতদ্রূপে তত্ত্ববোধিনী সভার অবস্থা এইক্ষণে উজ্জ্বল রহিয়াছে, এবং ক্রমে অধিকতর উজ্জ্বল হইবার আশা হইতেছে।

এই শকে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রভৃতি

স্থাপিত জন্য ব্যয় বাহুল্য হওয়াতে সভা ব্রাহ্মসমাজকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া অন্য হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং উপাসনা কাণ্ড ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অর্পণ করিয়া আপনি কেবল ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন।

১৭৬১ শকে যখন সভা সংস্থাপিতা হয় তখন কেবল ১০ জন সভ্য মাত্র নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাহাতে উক্ত শকের নিয়মে ২০৬৷৷৵ আদায় হইয়াছিল। ১৭৬২ শকে একেবারে পূর্ব্বাপেক্ষা ৯৫ জন অধিক সভ্য হয়েন, এবং ১৩৩১৷৷৴৫ অধিক আয় হয়। ১৭৬২ শক অপেক্ষা ১৭৬৩ শকে ৭ জন অধিক সভ্য হয়েন, এবং ৯৩৮৷৴৫ অধিক আয় হয়। ১৭৬৩ শক অপেক্ষা ১৭৬৪ শকে যদিও ২৯ জন সভ্য ন্যূন হয়, কিন্তু ৯৯৯৸১০ অধিক আয় হয়। অতএব এশকে সভ্যের সঙ্খ্যা হ্রাস হইলেও সভার অবস্থা হ্রাস না হইয়া অধিক উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পরন্তু ১৭৬৪ শক অপেক্ষা ১৭৬৫ শকে যাঁহারা ধন দান করিয়াছেন এরূপ ৫৫ জন সভা অধিক হয়েন, এবং ৯৩৯৸৶১০ অধিক আয় হয়। অতএব স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে তত্ত্ববোধিনী সভার অবস্থা নানা বিধ বিঘ্ন সত্ত্বেও বর্ষে বর্ষে ক্রমশঃ উত্তম হইয়াই আসিতেছে; ইহাতে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করা যায়।

ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন এইক্ষণে প্রচুর হইতেছে। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের কালে বাহুল্য রূপে এবিষয়ের আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি পরলোক গত হইলে কিয়ৎ কাল ব্রহ্মোপাসনার আলোচনা খর্ব্ব হইয়াছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাও ম্লান হইয়াছিল, কিন্তু এই কালে তত্ত্ববোধিনী সভার যত্ন দ্বারা অনেক লোক ব্রহ্ম জ্ঞানের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। এইক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয় এবং বহু ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে আগমন পূর্ব্বক যত্নের সহিত বেদ পাঠ এবং ব্যাখ্যা শ্রবণ মনন করেন। অনেক স্থানে এবিষয়ের তর্ক হইয়া থাকে, এবং অনেক ব্যক্তি ইহার চর্চ্চা করিতে আহ্লাদিত হয়েন। ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনার প্রতি বিশেষ প্রমাণ এই যে সম্প্রতি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম বিষয়ক গীত সকল মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছেন, এবং তাহার ভূমিকাতে ঈশ্বরোপাসনার প্রতি যে উৎকৃষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা হইতে পারে। হে পরমেশ্বর এই সভার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার ক্ষমতা সভ্যদিগের প্রতি অর্পণ কর।

কোন ঈশ্বর পরায়ণ বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্রহ্মসঙ্গীতের ভূমিকা।

করুণাময় পরমেশ্বরের সত্তা ও অনির্ব্বচনীয় মহিমা এই পৃথিবীর চেতনাচেতন ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ বস্তু দ্বারা দেদীপ্যমান হইতেছে। ইহা জগৎ বিদিত যে যে সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বরের নিয়মে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি হইতেছে এবং ঋতু সকল যথাযোগ্য কালে স্ব স্ব সময়োচিত চিহ্ন স্বয়ং ধারণ করিতেছে তিনি পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটেরও আহার প্রদান করিতেছেন। আর ইহাও ব্যক্ত আছে যে আমরা ধনোপার্জ্জনাদি বৈষয়িক ব্যাপারে মত্ত হইয়া ঐ পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হই কিন্তু তিনি ক্ষণ মাত্র আমারদিগকে বিস্মৃত নহেন, ঐ পরদেবতার নিয়ম বশতঃ নিদ্রাবস্থায় আমারদিগের প্রাণ বায়ুর ঊর্দ্ধ সঞ্চালন এবং অপান বায়ুর অধঃসঞ্চালন হইতেছে। আর রজনীতে যখন আমারদিগের অত্যন্ত প্রিয় স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিত্রাদি নয়ন নিমীলন করিয়া নিদ্রা যান তখন হিংস্র কীট পতঙ্গাদি হইতে তিনিই তাঁহারদিগকে রক্ষা করেন। অতএব এতাদৃশ করুণা নিধান পরমেশ্বরের জ্ঞানে যদ্যপি যত্নবান্ না হওয়া যায় তবে অবশ্যই আপনারদিগকে অপরাধি এবং কৃ-

তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়। মনুষ্য জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি আমারদিগের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার করিলে তাহার প্রত্যুপকার করণ পুরঃসর আমরা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য পরমেশ্বর আমারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রক্ষা করিতেছেন তথাচ তাঁহাকে স্মরণ করিতে আমারদিগের মনে একবারও উদয় হয় না।

ধনোপার্জ্জনাদি বৈষয়িক ব্যাপারে আসক্তিই পরমাত্মবিস্মরণের কারণ, কিন্তু এমত বোধ করা উচিত নহে যে অর্থোপার্জ্জন সর্ব্বদা নিন্দনীয়, যেহেতু অগর্হিত উপায় দ্বারা পরিবার পোষণ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অধিকাংশ লোক ধনাসক্ত হইয়া আত্মতত্ত্বকে অনাদর করত কেবল ধনার্থ শারীরিক ও মানসিক চেষ্টায় আয়ুঃ শেষ করেন, তাঁহারা মনে করেন যে ধনই পরম পুরুষার্থ, তদ্ভিন্ন পারলৌকিক পদার্থ আর নাই, সুতরাং অর্থোপার্জ্জনাতে পরমার্থ উপাসনা বিস্মৃত হয়েন। ঐ সকল লোকেরা যে ধনোপার্জ্জনার্থে আত্যন্তিক চেষ্টা করেন তাহার বিশেষ এক কারণ এই, যে তাঁহারা ধনকেই তাবৎ সুখের মূল বোধ করেন কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, সে রূপ বোধ কেবল তাঁহারদিগের ভ্রম মাত্র। ধন দ্বারা উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোগ এবং উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান নির্ব্বাহ হয় বটে, কিন্তু তন্মাত্রকে সুখ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; সুখ ও দুঃখ মনের ধর্ম্ম। মনুষ্যের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইবার যদি কোন উপায় থাকিত তবে অবশ্য দেখা ও দেখান যাইত যে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া ভ্রমণকারিদিগের মধ্যে শত শত ব্যক্তি মানসিক দুঃখে দুঃখিত রহিয়াছেন। বাস্তবিক সদুপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা যদিও গর্হিত এবং নীতি বিরুদ্ধ না হউক তথাপি তাহাতে আসক্ত হইয়া কেবল তদর্থ চেষ্টায় জীবন ক্ষেপ করাতে মনুষ্য জন্মের সার্থক্য কদাপি নাই, যেহেতু নীতিজ্ঞ হইয়া উত্তমরূপে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ এবং জগদন্তর্গত ভৌতিক পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্তে পরমেশ্বর মানবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

ঐ বিভু স্বসৃষ্ট মনুষ্য পশ্বাদি তাবৎ প্রাণিকে সামান্যতঃ আহার নিদ্রা প্রভৃতি কতিপয় সাধারণ ধর্ম্ম প্রদান করিয়া মনুষ্যজাতিকে পশ্বাদি হইতে পৃথক্ এবং প্রধান করিবার নিমিত্ত তাহারদিগকে বুদ্ধি এই এক পদার্থ অধিক দিয়াছেন। অতএব যে মনুষ্য পশ্বাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় সেবা সম্পন্ন হইলেই আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করেন, তিনি পশ্বাদির মধ্যে গণ্য হইতে পারেন; আর পরাৎপর পরমাত্মতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য মানব জাতিকে বুদ্ধি দিয়াছেন, যে ব্যক্তি শিক্ষা দ্বারা ঐ বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্পাদন পুরঃসর তত্ত্বজ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া উক্ত অভিপ্রায় সফল না করেন তিনি কখনই নিরতিশয় আধ্যাত্মিক সুখাস্বাদনে অধিকারী হইতে পারেন না।

অপর যদিও এ পৃথিবীতে প্রবঞ্চনাদি দুষ্কর্ম্ম ব্যূহের প্রাবল্য হেতু আপাততঃ পারত্রিক পদার্থাপেক্ষা ঐহিক পদার্থ স্বার্থ প্রিয়জ্ঞান হয়, তথাচ ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা, নীতি জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে যে যথার্থ সুখ হয় না এ সিদ্ধান্তে কাহারও সন্দেহ নাই। সকলেই স্বীকার করেন যে পাপি মনুষ্য কুবেরের তুল্য ধনবান্ হইলেও সুখী হইতে পারে না, কিন্তু জীব মাত্রের হিতৈষি ঈশ্বরোপাসক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধনাদি বিরহেও পরম সুখ ভোগ করেন এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্টি হেতু সর্ব্বদা নির্ব্বৃত থাকেন। ধর্ম্মের সহিত সুখের এবং অধর্ম্মের সহিত দুঃখের যে এই সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে তাহা এক প্রকার পরমেশ্বরের দয়ার প্রতি প্রমাণ হইতে পারে, যখন আমরা একাগ্রচিত্ত হইয়া এতদ্বিষয় চিন্তা করি তখন পরমেশ্বর যেন সাক্ষাৎ আমারদিগকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তও ধার্ম্মিক হইতে আদেশ করিতেছেন এমত বোধ হয়। অধিকন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম কেবল পারত্রিক সুখ দুঃখের কারণ নহে ইহ লোকেও অনেক ব্যক্তির তজ্জন্য সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছে, অতএব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যে সুখ

ও দুঃখের কারণ এবং জগদীশ্বরের প্রিয় ও অপ্রিয় ইহা সপ্রমাণার্থে প্রমাণান্তরান্বেষণ করায় প্রয়োজন বিরহ।

পূর্ব্বে উক্ত হইল যে পরমেশ্বর ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং আত্মজ্ঞানোপার্জনার্থ মনুষ্য জাতিকে বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, অতএব যে ব্যক্তি ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষমতা পাইয়াও তাহারপ্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি অবশ্য জগদীশ্বরের নিকটে অপরাধী হয়েন। যদি বল ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান অতিদুঃসাধ্য, শিক্ষা দ্বারা তদ্দত্ত বুদ্ধির প্রাখর্য্য করিলেও তাঁহার স্বরূপ জানা যাইতে পারে না। উত্তর, পরমাত্মা বুদ্ধির অগম্য হয়েন বটে কিন্তু যত দূর পর্য্যন্ত বুদ্ধি যাইতে পারে তাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহার তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করা উচিত এবং আবশ্যক। যদি বল পরমেশ্বর অতীন্দ্রিয় এবং তাঁহার সত্তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না সুতরাং তাঁহার জ্ঞানার্থ যত্ন বিধান বৃথা। উত্তর, পরমেশ্বরের স্বরূপ অতীন্দ্রিয় বটে কিন্তু তাঁহার সত্তা দুর্জ্ঞেয় নহে, সৃষ্টির মধ্যে যে কোন বস্তুর যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই তাঁহার সত্তা অনায়াসে জানা যাইতে পারে, কারণ মনুষ্যাদির জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরে এবং বৃক্ষাদির অঙ্কুরাবধি ফলোদয় পর্য্যন্তাবস্থা রূপ কার্য্যে, যাহাতে দৃষ্টি করা যায়, জগতের কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার সত্তার নিশ্চয় হয়।

অতএব পরমেশ্বরজ্ঞান সর্ব্ব জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং পরম সুখের মূল এই বিবেচনায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু কর্ত্তৃক বিরচিত পরমাত্মবিষয়ক যে সঙ্গীত তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সুখ সেব্য উপায় বোধে পুনর্ম্মুদ্রিত করা গেল, যদিও তত্ত্ব জ্ঞানের নিমিত্ত বিবিধ দর্শন শাস্ত্র প্রস্তুত আছে তথাচ সঙ্গীত শ্রবণে যাদৃশ আমোদ জন্মে শাস্ত্রের দুরূহার্থালোচন দ্বারা পরমার্থানুসন্ধানে আশু তাদৃশ প্রবৃত্তি সম্ভবে না। আর ঐ সকল গানে সংসারের অনিত্যতা এবং পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বের বিষয় বারম্বার বর্ণিত আছে। সর্ব্বকালীন পৃথিবীস্থ জ্ঞানি মনুষ্য সকল পরমেশ্বরকে এক এবং অদ্বিতীয় চিদাত্মা রূপে স্থির করিয়াছেন অথচ সর্ব্ব কালেই মূর্খ ও স্ত্রীলোকেরা সাকারোপাসনা করেন। কিন্তু আমারদিগের আদি শাস্ত্রে কেবল এক আত্মার উপাসনারই বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা

আত্মানমেবোপাসীত॥
তমেবৈকং জানথ॥

ইত্যাদি বেদেতে পুত্তলিকার উপাসনার নামও শুনা যায় না অতএব ঐ বিষয়কে কাল্পনিক কহিতে পারা যায়। পুত্তলিকা পূজার সৃষ্টি পুরাণ হইতেই হইয়াছে কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ রূপে তাহার পোষক নহে, যেহেতু স্থানে স্থানে তাহার নিন্দা পুরাণেও শুনা যায়। যথা

মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ॥
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥

অর্থাৎ মৃত্তিকা শিলা ধাতু ও কাষ্ঠাদিতে যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বর বোধ করে তাহারা ক্লেশ ভোগ করে কখনও পরম শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

এবং পুরাণে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যে যে সকল ব্যক্তির চিত্ত পাপাচ্ছন্ন প্রযুক্ত সত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না তাহারদিগকে ক্রমশঃ ধর্ম্মপথে আনিবার নিমিত্ত সাকার উপাসনা সৃষ্ট হইয়াছে এ কথা যুক্তি সিদ্ধও বটে, কারণ মূঢ়লোকেরা আপনারদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ অনিত্য পদার্থাবলোকনে আসক্ত প্রযুক্ত অতীন্দ্রিয় বস্তু গ্রহণে অক্ষম, অতএব আপাততঃ পুত্তলিকা পূজাদি মিথ্যা ধর্ম্মের উপদেশ দ্বারা তাহারদিগকে ধর্ম্ম পথে আনয়নের উপায় না করিলে তাহারদিগের কখনই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের ও যথার্থ পরমার্থ চিন্তনের সম্ভাবনা থাকে না।

এইক্ষণে জগদীশ্বরের সন্নিধানে একাগ্র চিত্তে এই প্রার্থনা করা যায় যে এই সঙ্গীত শ্রবণে অস্মদ্দেশীয় আপামর জনগণের পরমাত্মতত্ত্বানুসন্ধানে অনুরাগ জন্মিয়া মিথ্যা ধর্ম্ম বিষয়ক বিশ্বাসের ক্রমশঃ শৈথিল্য সম্পাদন হইয়া এক অদ্বিতীয় নির্গুণ নিরাকার সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মোপাসনায় সকলের প্রবৃত্তি হউক।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক।

অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বব্যাপি যে পরব্রহ্ম তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে এবং পরিমিত ও মুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য ভগবদ্গৌরাঙ্গ পরায়ণ গোস্বামিজী যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে, বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন। প্রথমতঃ প্রশ্ন করেন যে " সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন ইহার উত্তর বাক্য কি সংগ্রহ করিব? যেহেতু এ কথা সকল দর্শনকারদিগের সম্মত। কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে ব্রহ্মেতে কোন উপাধি দোষ স্পর্শ হইবে না অথচ বেদেরা প্রতিপন্ন করিতেছেন তাহার প্রকার কি।" উত্তর, বেদ সকল ব্রহ্মের সত্তাকে কি রূপে প্রতিপন্ন করেন আর উপাধি দোষ স্পর্শ বিনা কি রূপে ব্রহ্ম তত্ত্ব কথনে বেদেরা প্রবৃত্ত হয়েন ইহা জানিবার নিমিত্ত লোক সকলের উচিত যে পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশোপনিষদ্ বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করেন। যদি চিত্ত শুদ্ধি হইয়া থাকে তবে বেদান্তের বিশেষ অবলোকনের পরে পুনর্ব্বার এতাদৃশ প্রশ্নের সম্ভাবনা থাকে না। সংপ্রতি আমরাও এবিষয়ে সঙ্ক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

অন্যদেব তদ্বিদিতাৎ ॥
তলবকারোপনিষৎ॥

যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়, ব্রহ্ম সে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন।

অথাত আদেশো নেতি নেতি ॥
বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ ॥

এ বস্তু ব্রহ্ম নহে এবস্তু ব্রহ্ম নহে ইত্যাদি রূপে যাবৎ অন্য বস্তু হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন এই মাত্র ব্রহ্মের উপদেশ বেদে করেন।

কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ দেখিয়া আর জড় স্বরূপ শরীরের প্রবৃত্তি দেখিয়া এই সকলের কারণ যে পর ব্রহ্ম তাঁহার সত্তাকে নিরূপণ করা যায়।

আপনি লেখেন যে "তোমারদিগের যদি কোন বেদান্ত ভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার এমত জ্ঞান হইয়া থাকে তবে সে কুজ্ঞান।" উত্তর, ভগবৎ পূজ্যপাদ আপনার ভাষ্যে ব্রহ্মকে বেদের স্পষ্টার্থের বিপরীত আকার রহিত করিয়া কহিয়াছেন এমত কেহ স্বীকার করিতে পারে না কারণ প্রত্যক্ষ তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্ত সূত্রে ব্রহ্মকে নাম রূপের ভিন্ন করিয়া স্পষ্ট রূপে এবং প্রসিদ্ধ শব্দে সর্ব্বত্র কহেন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥
কঠোপনিষৎ ॥

পরব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এসকল গুণ নাই তিনি হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য নিত্য হয়েন ॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং ইত্যাদি ॥
মণ্ডুকশ্রুতিঃ ॥

সে ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন আর হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন এবং জন্ম রহিত বর্ণ রহিত এবং চক্ষুঃ শ্রোত্র হস্ত পাদাদি অবয়ব রহিত হয়েন ইত্যাদি ॥

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যং ॥
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ॥

ব্রহ্ম দৃষ্টিগোচর হয়েন না এবং ব্যবহারের যোগ্য তিনি হয়েন না আর হস্ত পাদাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি গ্রাহ্য হয়েন না এবং তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না এবং তাঁহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে আর তিনি শব্দের নির্দ্দেশ্য নহেন।

অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

ব্রহ্ম কোন প্রকারেই রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বত্র প্রাধান্য হয়।

অতএব এই সকল স্পষ্ট শব্দ হইতে প্রসিদ্ধ যে অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে তাহার জ্ঞানকে কুজ্ঞান করিয়া কহিতে তাঁহারাই পারেন যাঁহারদিগের বেদে প্রামাণ্য নাই অথবা যাঁহারা প্রতারণার উদ্দেশে কিম্বা পক্ষপাত করিয়া স্পষ্টার্থের বিপরীত অর্থ কল্পনা করেন।

আর লেখেন যে " বেদ ও ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পারে না।" উত্তর, যদ্যপি বেদ দুর্জ্ঞেয় বটেন তথাপি বেদের অনুশীল-

ন করা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম হইয়াছে অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ।

ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণোধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গোবেদোঽধ্যেয়োজ্ঞেয়শ্চ ইতি ॥

শ্রুতিঃ ॥

ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম এই যে ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিবেন এবং অর্থ জানিবেন ।

আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥

মনুঃ ॥

ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর প্রণবএবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন ॥

বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও বেদার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে আমারদিগের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে এই নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মসংহিতাতে তাবৎ বেদার্থের বিবরণ করিয়াছেন ।

যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং ॥

শ্রুতিঃ ॥

যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য ।

বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব ভগবান্ বেদব্যাস ও বেদান্ত সূত্রে তাবৎ অর্থ স্থির করিয়াছেন অতএব বেদ দুর্জ্ঞেয় হইয়াও এই সকল উপায়ের দ্বারা সুগম হইয়াছেন ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না ।

বেদাদযোর্থঃস্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেদ্যদি ।
ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কাশঙ্কাস্যান্মনীষিণাং ॥

ব্যাসস্মৃতিঃ ॥

বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহাতে যদি শঙ্কা জন্মে তবে ঋষিরা যে রূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের আর কি শঙ্কা হইতে পারে ॥

আর লেখেন যে “ পরমার্থ বিষয়ে প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে পারে না । ” ইহার উত্তর, অনুমানাদি সকল প্রমাণের মূল যে প্রত্যক্ষ তাহা প্রমাণ না হইলে তাবৎ প্রমাণ উচ্ছন্ন হইয়া যায়, যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হয় তবে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র যাহা প্রত্যক্ষ দেখি এবং প্রত্যক্ষ শুনি তাহার অপ্রামাণ্য হইয়া সকল ধর্ম্ম লোপ হইতে পারে, আর প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিফল হয় । কিন্তু বেদ শাস্ত্রকে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ করিয়া লোককে জানাইলে নবীন মতাবলম্বিদিগের উপকার আছে যেহেতু বেদের প্রামাণ্য থাকিলে তাঁহারদিগের স্বয়ং রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ ও ভাষা পয়ার সকল যাহা বেদ বিরুদ্ধ তাহা লোকে মান্য হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষকে প্রমাণ স্বীকার করিলে জন্যকে নিত্য করিয়া ও অচেতনকে সচেতন করিয়া এবং এক দেশস্থায়িকে বিশ্বব্যাপক করিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না ; সুতরাং নবীন মতাবলম্বিরা বেদে এবং প্রত্যক্ষে অপ্রামাণ্য জন্মাইবার চেষ্টা আপন মতের স্থাপনের নিমিত্ত অবশ্যই করিবেন, কিন্তু বেদ যাহার বিচারণীয় না হয় ও প্রত্যক্ষ যাহার গ্রাহ্য নহে তাহার বাক্য বিজ্ঞ লোকের গ্রাহ্য কি প্রকারে হইতে পারে ?

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং ।
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদাদিতে যাহার প্রামাণ্য নাই তাহার বাক্য কেহ প্রমাণ করে না, আর যে মতের স্থাপনের নিমিত্তে বেদকে অবিচারণীয় কহিতে হয় আর প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ জানাইতে হয় সে মত সত্য কি মিথ্যা ইহা বিজ্ঞ লোকের অনায়াসে বোধ গম্য হইতে পারে ।

পুনশ্চ লেখেন যে “ বেদার্থ নির্ণায়ক যে মুনিগণ তাঁহারদিগের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে একারণ বেদার্থ নির্ণায়ক যে পুরাণ ইতিহাস তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ বলিতে হইবে । ” উত্তর, বেদার্থ নির্ণয়কর্ত্তা মুনিগণের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে এনিমিত্ত যদি বেদ বিচারণীয় না হয়েন তবে পরস্পর বিরুদ্ধ যে ব্যাসাদি মুনি বাক্য তাহা কি রূপে বিচারণীয় হইতে পারে ? অতএব এই যুক্তির অনুসারে পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি যাহা মুনি বাক্য তাহাও বিচারণীয় না হইয়া সকল ধর্ম্মের লোপাপত্তি হয় । দ্বিতীয়তঃ এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে দুর্জ্ঞেয় নিমিত্ত

বেদ যদি ব্যবহার্য্য না হয়েন তবে আপনারা গায়ত্রী সন্ধ্যা জপ সংস্কার প্রভৃতি বেদ মন্ত্রে করেন কি পুরাণ বচনে করিয়া থাকেন। যদি বেদমন্ত্রে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন তবে বেদকে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অমান্য কেন করেন? পুরাণাদিতে বেদার্থকে এবং নানা প্রকার নীতিকে ইতিহাস ছলে অজ্ঞানি স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুদিগের নিমিত্তে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন সুতরাং সাক্ষাৎ বেদ হইলে শূদ্রাদির শ্রোতব্য হইতেন না এবং আপনকার যেমতে বেদ অবিচারণীয় হয়েন সে মতে পুরাণাদি সাক্ষাৎ বেদ হইলে তাহাও অবিচারণীয় হইতে পারে। তবে যে বেদের তুল্য করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে বেদ হইতে গুরুতর লিখেন আর আগমকে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এসকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র। যেমন " ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং " অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন যে এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন, আর যেমন পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তর শত নামের ফলে লিখিয়াছেন। যথা

রাজানোদাসতাং যান্তি বহ্নয়োযান্তি শীতৃতাং॥
পদ্মপুরাণং॥

এই স্তবের পাঠ করিলে রাজা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন আর অগ্নি সকল শীতল হয়

যদি এই বাক্য প্রশংসা পর না হইয়া যথার্থ হইত তবে এই স্তব পাঠ করিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে কদাপি দগ্ধ হইত না। আর দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয় এমত স্মৃতিতে কহিয়াছেন সে নিন্দা দ্বারা শাসনপর না হইয়া যদি যথার্থ ব্রহ্ম হত্যা হইত তবে পূতিকা ভক্ষণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কেন না করে? এই রূপে ঐ সকল বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর কোন স্থানে বা শাসনপর হয়। পুরাণ ইতিহাসের যে তাৎপর্য্য তাহা ঐ পুরাণ ইতিহাসের কর্ত্তা তাহাতেই কহিয়াছেন।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থাঃ প্রদর্শিতাঃ॥
ভাগবতং॥

স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ এই সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে পারে না এনিমিত্ত ভারতের ব্যপদেশ দ্বারা তাবৎ বেদের অর্থ স্পষ্ট রূপে কহিয়াছেন।

সর্ব্ববেদার্থসংযুক্তং পুরাণং ভারতং তথা
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কৃপার্থং মুনিনা কৃতং॥
ভাগবতং॥

সকল বেদার্থ সম্বলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে স্ত্রী শূদ্র পতিত ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদব্যাস কহিয়াছেন॥

অতএব বেদ এবং বেদশিরোভাগ উপনিষদের আলোচনাতে যাহারদিগের অধিকার আছে তাঁহারা সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাই কৃতার্থ হইবেন।

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি॥
শ্রুতিঃ॥

সেই পরমাত্মাকে বেদ বাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল জানিতে ইচ্ছা করেন॥

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞোযত্রতত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ সব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
মনুঃ॥

যে ব্যক্তি বেদ শাস্ত্রের অর্থ যথার্থ রূপে জানে এবং তাহার অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে থাকে ইহ লোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়॥

যাবেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়োযাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তানিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃস্মৃতাঃ

বেদের বিরুদ্ধ যে যে স্মৃতি ও বেদ বিরুদ্ধ তর্ক সে সকলকে নিষ্ফল করিয়া জানিবে যেহেতু মনু প্রভৃতি ঋষিরা তাহাকে নরক সাধন করিয়া কহেন।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সঙ্খ্যাবধি অষ্টম সঙ্খ্যা পর্য্যন্ত পুস্তক বদ্ধ হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হয়, তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। তাহার মূল্য ৫ মুদ্রা স্থির করা গিয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রামতারক ঘোষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দত্ত দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে প্রচলিত নিয়মানুসারে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইয়াছেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি করা এবং সকল অবস্থাতে তাঁহার প্রতি মনের তুষ্টি রাখা ব্রহ্মোপাসকদিগের উপাসনা হইয়াছে। পরমেশ্বরের করুণা হইতে পরমেশ্বরকে ভিন্ন করিয়া স্মরণ করা অসাধ্য। এই বিশ্বের রচনা কেবল তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে এমত নহে; ইহার প্রত্যেক অংশ তাঁহার অনন্ত করুণাকেও সম্যকরূপে প্রকাশ করিতেছে। যে পরিমাণে জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে, সেই পরিমাণে মনুষ্যের মনে পরমেশ্বরের করুণার প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মিতেছে। যাহার বোধ হইয়াছে যে সাধারণরূপে আমারদিগের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা জন্য ঈশ্বর এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সুবোধ ব্যক্তির মন তাঁহার প্রতিপ্রেম রসে কেন না আর্দ্র হইবে? যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে যে পরমেশ্বর অতি সুশ্রাব্য যে স্বর সেই স্বর পক্ষিগণকে প্রদান করিয়া এবং যাহার ঘ্রাণ অতি মনোরম্য সেই সৌরভ দ্বারা পুষ্প সকলকে রমণীয় করিয়া ধরণীর সকল ভাগে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন এবং যে বর্ণেতে দৃষ্টির সুখ জন্মে সেই বর্ণ দ্বারা যখন উপরে তাবৎ আকাশকে এবং নিম্নে তৃণ পত্রাদিকে চিত্রিত করিয়াছেন, তখন তিনি আমারদিগের সুখের জন্য যে এই পৃথিবীর রচনা করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ কি! কোন কোন বিষয়ে আপাততঃ ক্লেশ বোধ হয় বটে, কিন্তু বিচারতঃ সে ক্লেশ পর্য্যন্ত আমারদিগের হিতের জন্য হইয়াছে। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে যদি ক্লেশের অনুভব না হইত, তবে নিয়মিত কালে ক্ষুধা শান্তির যত্ন না করাতে শরীর ক্রমে ভগ্ন হইতে পারিত। নিদ্রার প্রয়োজন হইলে যদি দুঃখ অনুভব না হইত, তবে আমোদ বা অন্য কার্য্য দ্বারা সমস্ত রাত্রি জাগরণ হইলে অনায়াসে পীড়া উপস্থিত হইতে পারিত। রোগগ্রস্ত হইলে যদি অসুখ বোধ না হইত তবে আরোগ্যের জন্য চেষ্টা না করাতে ক্রমে ক্রমে শরীর ক্ষয় হইয়া নষ্ট হইত। পুত্রাদির পীড়া এবং বিয়োগ জন্য যদি যন্ত্রণা এবং শোক অনুভূত না হইত, তবে তাঁহারদিগের পালন করিতে যত্নের ত্রুটি হইত। অতএব প্রত্যক্ষ স্পষ্ট সুখ ও স্বচ্ছন্দতা দূরে থাকুক, যে সকল বিষয় দুঃখের কারণ জ্ঞান হয়, তাহাতেও পরমেশ্বরের পূর্ণ দয়া প্রকাশ পাইতেছে। যদিও অনন্ত পরমেশ্বরের করুণার দৃষ্টান্তও অনন্ত এপ্রযুক্ত সে সমুদয় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য, তথাপি এক বিষয় যাহা পুনঃ পুনঃ অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে, তাহা বলিতে অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিতেছে। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে এক অভ্যাস শক্তি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমারদিগের হিতের নিমিত্ত আর কি অবশিষ্ট রাখিয়াছেন? ইহার দ্বারা তিনি সকল দুঃখের শমতা করিয়াছেন, এবংআপনার অপক্ষপা-

তের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর করিয়াছেন। যিনি যে অবস্থায় থাকুন, তাঁহার জীবন অভ্যাস দ্বারা সেই অবস্থার যোগ্য হয়। ধনি ব্যক্তি প্রতি দিন পায়সান্ন ভোজন দ্বারা যেরূপ পরিতুষ্ট হয়েন, নির্ধন ব্যক্তি শাকান্ন আহার দ্বারা তদপেক্ষা অল্প সুখী হয়েন না। অট্টালিকার অধিকারী অট্টালিকায় বসতি করিয়া যেরূপ সুখী হয়েন, পর্ণ নির্ম্মিত কুটীর বাসী তাহার অপেক্ষা অল্প সুখী হয়েন না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্বে যিনি গৃহ মধ্যে স্নিগ্ধ ছায়াতে থাকিয়াও গ্রীষ্ম জন্য কাতর হইতেন, অভ্যাস বশতঃ তাঁহার শরীরে সূর্য্যের উত্তাপও সহ্য হইতেছে। দিন দিন মনুষ্যের অবস্থা যেমন পরিবর্ত্ত হইতে থাকে, তাহার সঙ্গে দিন দিন তিনি সেই পরিবর্ত্ত অবস্থার যোগ্যতাও উপার্জ্জন করিতে থাকেন। এই আশ্চর্য্য সামর্থ্য না থাকিলে মনষ্য এ পৃথিবীর যোগ্য হইত না। হে জগদীশ্বর তোমার এই করুণা এবং মহিমা যেন ক্ষণ কাল নিমিত্তে বিস্মৃত না হই।

আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমান করিতেছি যে পরমেশ্বর সাধারণ রূপে সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াও নিরস্ত হয়েন নাই, তিনি প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি বিশেষ বিশেষ উপকার করিতেছেন। কোন ব্যক্তি যদি তাঁহার শৈশব কাল অবধি সমুদয় অবস্থা আলোচনা করেন, তবে তাঁহার স্মরণ হইবে যে তিনি কত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং কত আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন, এবং কত বিষয়ে আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অবশ্য উপলব্ধি করিবেন যে চক্ষুর অগোচর এক জন রক্ষা কর্ত্তা রজনীতে নিদ্রাকালে এবং দিবসে জাগ্রৎকালে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। এবম্প্রকার করুণাপূর্ণ পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া যাহার মন পুলকিত না হয়, তাহাকে কি মনুষ্য বলা যায়?

তিনি আমারদিগকে যেপ্রকার স্বভাব যুক্ত করিয়াছেন, এবং যেরূপ অবস্থায় স্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল আমারদিগের হিতের নিমিত্তেই হইয়াছে; আমরা অন্ধ জীব, অন্ধকার কুটীর মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় জ্ঞানের আলোক দ্বারা এক এক বার কিঞ্চিৎ মাত্র দর্শন করি। আমরা সকল বিষয়ের একদেশ মাত্র দৃষ্টি করি, সমুদয়ে নেত্র ক্ষেপ করিতে অশক্ত থাকিয়া সকল অংশ পরিষ্কাররূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কিন্তু ইহাতে আপনার দূর দৃষ্টির অভাব স্বীকার না করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি দোষারোপ করা আরও কি অজ্ঞানের কর্ম্ম? যদি বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া কেহ মনে করেন যে পরমেশ্বর মনুষ্যের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে এইক্ষণ অপেক্ষা অধিক বলবান্ না করিয়াছেন কেন? তবে তাহার উত্তর এই যে আমারদিগের ঐ ইন্দ্রিয় গণকে বর্ত্তমান অপেক্ষা যে অধিক বল না দিয়াছেন সে আমারদিগের মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়াছে; যদি তাহারদিগকে অধিকতর বলবান্ করিতেন তবে তাহারা আমারদিগের কেবল দুঃখের কারণ হইত। শ্রবণ শক্তি যদি এইক্ষণ অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক হইত, অধুনা যে সকল শব্দ অতি কোমল বোধ হইতেছে তাহা বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ঙ্কর ধ্বনি জ্ঞান হইত, যে সকল বাদ্যযন্ত্র ও বিহঙ্গাদির মধুর স্বর দ্বারা এইক্ষণে চিত্ত প্রফুল্ল হইতেছে, তাহা বিকট হইয়া চিত্তের বিকলতাকেই জন্মাইত, এবং নানা কর্কশ শব্দপ্রতি নিমেষে অন্তঃকরণকে বিরক্ত করিত। তদ্রূপ আঘ্রাণ শক্তি যদি অধিক হইত, তবে যে সকল অল্প দুর্গন্ধ এইক্ষণে মনের গোচরও হয় না তাহা প্রতিক্ষণ অনুভূত হইয়া কেবল ঘৃণাকর হইত, যেহেতু অল্প দুর্গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের অবস্থিতি প্রায় সকল স্থানেই আছে, এবং দূর স্থিত গলিত বস্তুর গন্ধ যাহা এইক্ষণে নিকটস্থ হইতে পারে না, ঘ্রাণ গোচর হইয়া তাহা চিত্তকে নিয়ত বিকল করিত। ইহা হইলে এই পৃথিবীতে কি জীবন রক্ষা পাইত?

পরমেশ্বর আমারদিগকে কি জন্য অধিক উৎকৃষ্ট করেন নাই, এ প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে ইহা বিবেচনা করা উচিত যে তিনি কি নিমিত্ত আমারদিগকে অধিক অপকৃষ্ট করেন নাই। শরীর নির্ম্মাণের নিমিত্তে যে রূপ

অধঃস্থিত পদ, মধ্যস্থিত উদর, এবং উপরিস্থিত মস্তক আবশ্যক হইয়াছে, সেই রূপ বিশ্ব রচনার নিমিত্তে উত্তম মধ্যম অধম সকল প্রকার অবস্থাবিশিষ্ট বস্তু এবং জীব রচিত হইয়াছে যাহারদিগের প্রত্যেকে আপন আপন নিয়মিত কর্ম্ম করাতে সমুদয় বিশ্ব জীবিত রহিয়াছে। সমুদয় জগতের মধ্যে পৃথিবী এক অংশ এবং সমুদয় জীবের মধ্যে মনুষ্য এক জীব মাত্র — তাহারা জগতের কার্য্য করিবার নিমিত্তে উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। লতা যে জন্য বৃক্ষ অপেক্ষা স্থূল হয় নাই, বৃক্ষ যে জন্য পর্ব্বত অপেক্ষা গুরু হয় নাই, এবং পর্ব্বত যে জন্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ হয় নাই, মনুষ্যও সেই জন্য অন্য উৎকৃষ্ট জীব হইতে শ্রেষ্ঠ হয় নাই। পদ যে জন্য উদরাপেক্ষা অধঃস্থানে রহিয়াছে এবং উদর যে জন্য মস্তক অপেক্ষা নিম্নস্থানে রহিয়াছে, মনুষ্যও সেই জন্য বর্ত্তমান পদে স্থাপিত হইয়াছে।

বিশ্ব মধ্যে এক সাধারণ মনুষ্য জাতি থাকা যেরূপ যুক্তি সিদ্ধ, সমুদয় মনুষ্যের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি যদি বিবেচনা করেন, তবে দেখিবেন যে তাঁহার জীবনও তদ্রূপ আবশ্যক। প্রজা ব্যতীত কি রাজা হওয়া সম্ভব হয়? রাজা, কর্ম্মচারী, বিচারপতি, সৈন্য, সেনাপতি, ইহারদিগের মধ্যে কাহারও অভাবে কি রাজ্যের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়! বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী, সেবাকারী ইহারদিগের মধ্যে কাহারও অভাবে কি দেশের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়! তত্ত্ববেত্তা, কর্ম্মবেত্তা, জ্যোতির্ব্বেত্তা, পদার্থবেত্তা, ইত্যাদি নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যে কাহারও অসত্ত্বে আলোচ্য বিদ্যার কি ত্রুটি হয় না? এই সকল মনুষ্যের প্রত্যেকে বিবেচনা করিলে জানিবেন যে তাঁহার কর্ম্ম নিমিত্তে অবশ্য এক জন এসংসারে আবশ্যক, অতএব ঈশ্বর যদি তাঁহাকেই সেই মনুষ্য করিয়াছেন তবে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় তুষ্ট হওয়া কি অত্যন্ত উচিত নহে? বিশেষতঃ প্রত্যেক মনুষ্যের অবস্থাতেই বিশেষ বিশেষ সুখের সম্বন্ধ আছে, যাহা অন্য অবস্থাতে প্রাপ্ত হয় না। ধনী তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভোগে সুখী হয়েন, সেনাপতি যুদ্ধে জয়ী হইলে আনন্দিত হয়েন, জ্যোতির্ব্বেত্তা সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ এবং ধূমকেতুর উদয় প্রভৃতি ভবিষ্যৎ ঘটনা গণনা করিয়া প্রফুল্ল চিত্ত হয়েন, গণিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এক রেখা বা এক ত্রিভুজ বা অন্য কোন রাশিকে আলোচনা করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েন, কিমিয়া বিদ্যাতে বিদ্বান্ ব্যক্তি জল ও বায়ুকে বিভাগ করিয়া এবং ছিন্ন বস্ত্র হইতে শর্করা নির্গত করিয়া মহা উল্লাসিত হয়েন; ইহাঁরা সকলে আপন আপন সুখের এরূপ প্রিয় হয়েন যে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন সুখের ইচ্ছা করেন না। ইহাতে পরমেশ্বরের কি করুণা এবং অপক্ষপাত প্রকাশ পাইতেছে!

আমারদিগের রচনা কর্ত্তা জগতের মঙ্গল জন্যই কেবল সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন। আমারদিগের দুর্ব্বল বুদ্ধিতে যদি কোন বিষয় অন্যায় বোধ হয় সে আমারদিগেরই ভ্রম। যিনি সকলের আদি অন্ত এক কালে জানিতেছেন, যিনি এক কটাক্ষে জগতের এক শেষ হইতে অন্য শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন, যিনি সকলের বাহ্য ও অন্তর্গত সমুদয় ব্যাপার অবিভাগে অবিকল দেখিতেছেন, যিনি প্রতি নক্ষত্রবাসি ও প্রতি গ্রহবাসি জীবকে আমারদিগের সহিত তুলনা করিয়া যথাক্রমে উত্তম মধ্যম অধম পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনিই জানেন কি কারণে আমরা এখানে জন্মিয়াছি এবং কি কারণেই বা এঅবস্থায় রহিয়াছি। অতএব আনন্দ পূর্ব্বক তাঁহার নিয়মে তুষ্ট থাকিয়া কর্ম্ম কর। সকল বিষয়ে সেই এক সকলকর্ত্তার প্রতি নির্ভর কর, এবং তাঁহার অনন্ত দয়াতে বিশ্বাস রাখিয়া সদা প্রফুল্ল থাক। তিনি যাহা করেন তাহাই মঙ্গলের কারণ এই প্রত্যয় যেন অন্তঃকরণকে ক্ষণকাল পরিত্যাগ না করে।

যদি অল্প উপকারি মনুষ্যকে মনুষ্যের প্রীতি করা উচিত হয়, তবে যিনি আমারদিগের জীবনের কর্ত্তা এবং সকল সৌভাগ্যের কারণ, তাঁহার প্রতি নিয়ত প্রীতি না করা এবং শ্রদ্ধা না রাখা কি মূঢ়তা হয়! কিন্তু মনুষ্যের

প্রতি প্রণয়ে এবং জগদীশ্বরের প্রতি প্রীতি করাতে অনেক প্রভেদ আছে। মনুষ্যের সহিত সমান ভাবে সদ্ভাব করিয়া থাকি কিন্তু পরমেশ্বরকে অতি মহদ্ভাবে চিন্তা করিতে হয়। তাঁহার কার্য্য এপ্রকার মহৎ ও আশ্চর্য্য, এবং তাঁহার শক্তি এরূপ বৃহৎ ওবিচিত্র, এবং কুকর্ম্মের প্রতি তাঁহার এপ্রকার শাসন ও ঘৃণা যে প্রসন্ন মনে তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়াও অপরাধ ভয়ে শঙ্কার সহিত সাবধান পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে হয়। প্রীতি এবং শঙ্কা এই উভয় ভাব মিশ্রিত যে ভক্তি সেই ভক্তি সংযুক্ত চিত্ত দ্বারা পরমেশ্বরকে দৃষ্টি করা উচিত।

তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপাসনা কালেই কেবল যে এই ভক্তির অনুভব করিব, এমত নহে; সর্ব্বদা হৃদয় মধ্যে তাঁহাকে ভক্তির সহিত দৃষ্টি করা উচিত। জগতের যে কোন কার্য্যের প্রতি নয়নের নিক্ষেপ হয় তাহাই ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করে। সে মহিমা মনোগত হইলে কি ভক্তির উদয় ব্যতীত এক নিমেষ ক্ষেপ করা যায়! মহাবীর্য্যবান্ সূর্য্য অবধি সূক্ষ্মতম কীট পর্য্যন্ত, মহা ভয়ঙ্কর বজ্র অবধি অতি মনোহর কুসুম পর্য্যন্ত, মহা বিস্তীর্ণ সাগর অবধি অতি ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু পর্য্যন্ত বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু বিশ্বনির্ম্মাতার মহা শক্তি, এবং অচিন্ত্য জ্ঞানকে প্রতিক্ষণ প্রমাণ করিতেছে। তাঁহার সকলই আশ্চর্য্য! মনুষ্যের শক্তিদ্বারা যে সকল কার্য্য শোভা উৎপন্ন হইতে পারে জগতের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে সে সকল কার্য্য শোভা কোথায় থাকে? মধ্যাহ্ন সময়ের প্রচণ্ড দিবাকর, প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের মহৎ শোভা, অনন্ত তুল্য অতল মহাসাগরের বিস্তৃতি, এবং অন্ধকারময় শব্দ রহিত ঘোর দ্বিপ্রহর রজনী কালে নক্ষত্রপূর্ণ আকাশ মণ্ডল, এই সমূহ গভীর মহৎ কার্য্য চিন্তাদ্বারা চিত্ত আপনার শরীররূপ পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইবার জন্য কি ব্যস্ত হয় না, এবং এই বাসস্থান পৃথিবীকে বিস্মৃত হইয়া পরম জনকের ক্রোড়ে অবস্থিতি করিবার জন্য ঊর্দ্ধপথে কি ধাবিত হইতে থাকে না? যে পার্শ্বে দৃষ্টি পাত করি সেই পার্শ্বেই ঈশ্বরের ভক্তি জনক নানা ব্যাপার নয়নের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যদ্দ্বারা এই প্রকার শঙ্কাযুক্ত প্রীতি মনোমধ্যে নিরন্তর উদয় থাকিলে কুকর্ম্মের ইচ্ছা পর্য্যন্ত দমন থাকে। যিনি দুষ্কর্ম্মের নিকটে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" রূপে অতি ভীষণ বেশে প্রকাশ পায়েন, সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে কুকর্ম্ম কি চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে? এবম্প্রকার ভক্তিমান্ মনুষ্য পরমেশ্বরের নিকটে সদা সাবধান রহেন, তাঁহার মনে প্রতিজ্ঞার শৈথিল্য হইতে পারে না, এবং কোন অসৎ চিন্তা তাঁহার চিত্তকে মলিন করিতে সমর্থ হয় না।

হে জগদীশ্বর বিষয়েতে মগ্ন হইয়া যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই এমত কৃপা আমারদিগের প্রতি প্রকাশ কর।

অ.

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক।

গোস্বামী লেখেন যে "বেদান্ত সূত্র অতি কঠিন, ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না পাইয়া বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থ স্বরূপ পুরাণ চক্রবর্ত্তি শ্রীভাগবত মহাপুরাণ করিয়াছেন," এবং এই বিষয়ে গরুড়পুরাণের প্রমাণ লিখিয়াছেন যথা

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।"

উত্তর। শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন এমত বিবাদ করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি কিন্তু বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ যে পুরাণ শ্রীভাগবত নহেন ইহাতে কি অন্যের কি আমারদিগের সকলেরই নিশ্চয় আছে; এবং ইহাও

অনেকে জানেন যে তাবদ্দেশের অশ্রুত নবীন বার্ত্তা এতদ্দেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্প্রতি উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহা স্থাপনের নিমিত্ত গরুড় পুরাণীয় কহিয়া ঐ রূপ বচনের রচনা করিয়াছেন। তথাপি শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ যে নহেন এবিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ ঐ সকল বচন যাহা আপনি লিখিয়াছেন প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীধর স্বামী যিনি ভাগবতকে লোককে পুরাণ করিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন তিনিও এরূপ গরুড় পুরাণের স্পষ্ট বচন থাকিতে ইহা হইতে অস্পষ্ট বচন সকল ভাগবতের প্রমাণের নিমিত্ত আপন টীকার প্রথমে লিখিতেন না। তৃতীয়তঃ আপনকার লিখিত গরুড় পুরাণের বচনের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে ইতিহাসশ্রেষ্ঠ যে মহাভারত ও বেদার্থ নির্ণায়ক যে বেদান্ত সূত্র তাহার অর্থকে শ্রীভাগবতে বিবরণ করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণের মাহাত্ম্য কথনে আপনি পূর্ব্বে লেখেন যে পুরাণ সকল সাক্ষাৎ বেদ এবং সাক্ষাৎ বেদার্থকে কহেন ইহাতে আপনকার পূর্ব্বাপর বাক্যে বিরোধ হয়। চতুর্থতঃ এদেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এই অবসর পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড় পুরাণ বলিয়া বচন সকলের রচনা করিয়াছেন এবং দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে যাঁহারদিগের জন্ম এবং অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ এমত নবীন নবীন ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন করিবার নিমিত্ত যেমন ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণ বলিয়া বচন সকলকে কল্পনা করিয়াছেন সেই রূপ কোন কোন শাক্ত শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়া কালীপুরাণকে ভাগবত রূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণীয় বচনেরও প্রকাশ করেন।

> ভগবত্যাঃ কালিকায়ামাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
> নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥
> কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানোধূর্ত্তাবৈষ্ণবমানিনঃ
> অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥

যে গ্রন্থেতে নানা অসুর বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন তাহাকে ভাগবত করিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানি ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্য যুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবেক॥

অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থকারের অধৃত বচন সকলকে শুনিবা মাত্র যদি পুরাণ বলিয়া মান্য করা যায় তবে পূর্ব্বের লিখিত বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং এই রূপ শাক্তের কথিত বচন এই দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং অর্থের অনির্ণয় ও ধর্ম্মের লোপ এককালেই হইয়া উঠে। অতএব যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্ব্ব সম্মত টীকা না থাকে তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ শ্রীভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য নহেন ইহা যুক্তির দ্বারাতেও অতি স্বব্যক্ত হইতেছে যেহেতু "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অবধি "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ শত বেদান্ত সূত্র সংসারে বিখ্যাত আছে তাহার মধ্যে কোন সূত্রের বিবরণ স্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলেই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য রূপ গ্রন্থ শ্রীভাগবত বটেন কি না তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক।

> বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ
> স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
> মর্কান্ ভোক্ষ্যান্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
> দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥
>
> ভাগবতং॥

কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়িয়া দিতেন ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়া দুর্ব্বাক্য কহিলে হাসিতেন, আর চৌর্য্য বৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে সুস্বাদু দধি দুগ্ধ তাহা ভক্ষণ করিতেন আর আপন খাদ্য ঐ দধি দুগ্ধ বানরদিগকে বিভাগ করিয়া দিতেন আর খাইতে না পারিলে সেই সকল ভাণ্ড ভাঙ্গিতেন আর খাদ্য দ্রব্য না পাইলে ক্রোধ করিয়া গোপ বালকদিগকে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন॥

> এবংধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ।
> স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকোঽয়মাস্তে॥
>
> ভাগবতং॥

এই রূপে পরিষ্কৃত গৃহের মধ্যে বিষ্ঠা মূত্রাদি ত্যাগ করিতেন, চৌর্য্য কর্ম্ম করিয়াও সাধুর ন্যায় প্রসন্নরূপে থাকিতেন॥

শ্রীভগবানুবাচ॥

> ভবত্যোযদি মে দাস্যোময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ।
> অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ॥
>
> ভাগবতং॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদিগের প্রতি কহিতেছেন যদি তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে তোমরা হাস্য বদনে আমার নিকট ঐ রূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর॥

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং।
গণ্ডে গণ্ডং সংদধত্যাঃপ্রাদাৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং॥
ভাগবতং॥

নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডল দ্বয় তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন গণ্ড সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ড দেশে অর্পণ করিতেছেন এমন যে কোন গোপী তাঁহার মুখ হইতে চর্ব্বিত তাম্বূল শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিতেন॥

বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্ব্ব লোক বিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন? অধিকন্তু কৃষ্ণ নাম আর তাহার অন্য অন্য প্রসিদ্ধ নাম ও তাঁহার রূপ ও গুণ বর্ণনেতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু বেদান্ত সূত্রে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কি কৃষ্ণের কোন প্রসিদ্ধ নামের লেশও নাই; সুতরাং তাঁহার রূপ গুণবর্ণনের সহিত বিষয় কি? অতএব যাঁহার সামান্য বোধ আছে এবং পক্ষপাতে যিনি নিতান্ত মগ্ন না হইয়া থাকেন তিনি অবশ্যই জানিবেন যে যে গ্রন্থ যাঁহার উদ্দেশে হয় তাহাতে সেই দেবতার অথবা সেই ব্যক্তির প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের বর্ণন বাহুল্য রূপে অবশ্যই থাকে কিন্তু সর্ব্ব প্রকারে তাহার নাম গুণ বর্ণন হইতে শূন্য হয় না। অতএব এই সকল বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে বেদান্ত সূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই। কেবল যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ আপন ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা অক্ষর সকলকে খণ্ড বিখণ্ড করত বেদান্ত শাস্ত্রকে স্পষ্টার্থের অন্যথা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে এবং তাঁহার রাস ক্রীড়াদি লীলাপক্ষে বিবরণ করিয়াছেন এমত নহে কিন্তু এই রূপে শৈব সকলও ঐ বেদান্তসূত্রকে নিজ ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা শিব পক্ষে ও তাঁহার কোচ বধূর সহিত লীলা পক্ষে অক্ষর সকলকে ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন এবং এই রূপে বিষ্ণু প্রধান শ্রীভাগবতকে কালী পক্ষে ব্যাখ্যা কোন শাক্ত বিশেষে করিয়াছেন; অতএব এ ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা প্রকরণকে এবং প্রসিদ্ধার্থকে ত্যাগ করিয়া এরূপ ব্যাখ্যার প্রামাণ্য করিলে কোন্ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য তাহা স্থির না হইয়া শাস্ত্র সকল কদাপি প্রমাণ হইতে পারে না। ষষ্ঠতঃ বেদান্ত ভিন্ন অন্য অন্য দর্শনকার আপন আপন দর্শনের ভাষ্য কেহ করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য আচার্য্য সকলে করিয়াছেন অতএব এরীতি দ্বারাও বুঝা যায় যে আপন কৃত বেদান্ত সূত্রের অর্থ বেদব্যাস করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য ভগবান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন। সপ্তমতঃ শাস্ত্রের প্রমাণ শাস্ত্রান্তরও হয়েন অতএব গোতম কণাদ জৈমিনি প্রভৃতি অন্য অন্য দর্শনকার যাঁহারা বেদব্যাসের সমকালীন এবং ভ্রম প্রমাদ রহিত ছিলেন তাঁহারা এবং তাঁহারদিগের ভাষ্যকারেরা যখন আপন আপন গ্রন্থে বেদান্ত মতকে উত্থাপন করিয়াছেন তখন অদ্বৈতবাদ বলিয়া বেদান্তের মতকে কহিয়াছেন কিন্তু আপনকার মতে শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য সাকার গোপীজন বল্লভ যে পরিমিত রূপ তিনি যে বেদান্তের প্রতিপাদ্য হয়েন এমত কেহ কহেন নাই। অষ্টমতঃ বেদার্থ বিবরণ কর্ত্তা যত মুনি তাঁহারদিগের মধ্যে ভগবান্ মনু সকলের প্রধান তাঁহার বাক্যের বিপরীত যে সকল স্মৃতি বাক্য তাহা অপ্রমাণ হয় যেহেতু বৃহস্পতি কহেন।

মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে॥

মনুর অর্থের বিপরীত যে ঋষিবাক্য তাহা মান্য নহে।

অতএব সেই ভগবান্ মনু বেদের অধ্যাত্ম কাণ্ডের অর্থের বিবরণে বেদান্ত সম্মত অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করেন কিন্তু ভাগবতীয় হস্ত পদাদি বিশিষ্ট পরিমিত বিগ্রহকে প্রতিপন্ন করেন নাই।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমংপশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥
মনুঃ॥

যে ব্যক্তি স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে দেখে এমত রূপ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মার্পণ ন্যায়ে যাগাদি কর্ম্ম করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়॥

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্রং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥
মনুঃ॥

সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্ম জ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম করিয়া জানিবে যেহেতু তাবৎ ধর্ম্ম হইতে আত্ম জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং তাহার দ্বারাই মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
সসর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং॥
মনুঃ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্ব ভূতে আত্মাকে সমতা ভাবে জ্ঞান করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়॥

বরঞ্চ যেমন অন্য অন্য দেবতাকে এক এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া ভগবান্ মনু কহিয়াছেন সেই রূপ বিষ্ণুকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাত্র করিয়া কহেন। যথা

মনসীন্দুং দিশং শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং।
বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিং॥
মনুঃ॥

মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র এই রূপ কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দিক হয়েন পাদের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও বলের অধিষ্ঠাতা হর এবং বাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্নি আর গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও সন্তান উৎপত্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি হয়েন, ইঁহারদিগের ঐ ২ অঙ্গের সহিত অভেদরূপে ভাবনা করিবেক॥

নবমতঃ অন্য অন্য পুরাণ ইতিহাস করিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ না হইলে পর শ্রীভাগবত রচনা করিলেন এই আপনকার যে লিখন ইহার প্রামাণ্যে আদৌ কোন ঋষি বাক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ পশ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্ব্বের গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোষ হয় নাই এরূপ যুক্তির দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে চাহেন তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদব্যাস রচনা করেন তবে ঐ যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীভাগবত করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচিলেন।

ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশৎ চতুর্ব্বিংশতি শৈবকং॥
দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি।
ভাগবতং॥
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
বিষ্ণুপুরাণং॥

ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবতকে সর্ব্বদা পঞ্চম করিয়া কহেন।

দশমতঃ যদি বল শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ হইতে শ্রীভাগবতকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। উত্তর, কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্ব্বোত্তম করিয়া কহিয়াছেন এমত নহে বরঞ্চ প্রত্যেক পুরাণের শেষে ঐ রূপে সেই সেই পুরাণকে অন্য হইতে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা।
ভাগবতং॥

অর্থাৎ ভাগবত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন॥

প্রাণাধিকা যথা বামা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ।
ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতেষু সরস্বতী॥
তথা সর্ব্ব পুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তং॥

অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন

এই রূপ প্রশংসার দ্বারা অন্য অন্য পুরাণের অপ্রাধান্য তাৎপর্য্য হইলে পুরাণ সকল পরস্পর অনৈক্য হইয়া কোন পুরাণের প্রামাণ্য থাকে না অতএব ইহার তাৎপর্য্য প্রশংসা মাত্র কিন্তু অন্য পুরাণের খণ্ডন তাৎপর্য্য নহে। অধিকন্তু এস্থলে এক জিজ্ঞাসা এই যে যদি বেদ বেদান্ত শাস্ত্র কাঠিন রচনা এবং দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত আপনকার মতে অবিচারণীয় হয়েন তবে শ্রীভাগবত যাহাকে বেদ বেদান্ত হইতে কঠিন এবং দুর্জ্ঞেয় দেখা যাইতেছে তিনি কি রূপে বিচারণীয় হইতে পারেন?

ইহার অপর ভাগ আগামিতে প্রকাশিত হইবেক॥

অজ্ঞানিদিগের নিমিত্তে পুত্তলিকায় উপাসনা এবং জ্ঞানিদিগের নিমিত্তে ব্রহ্মের উপাসনা যে আমারদিগের শাস্ত্রের মর্ম্ম ইহা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকাতে ভূরি ভূরি প্রমাণের দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং আমরাও তাহা এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্খ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছি; তথাপি এই বিষয়ের এক পত্র এই পত্রিকাতে প্রকটিত করিবার নিমিত্তে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ মিত্রজ মহাশয় প্রেরণ করিয়াছেন। যদিও এই পত্র এইক্ষণে এইপত্রি-

কাতে প্রকাশ করাতে কোন উপকার নাই কারণ এই বিষয়ের বাহুল্য প্রমাণ পূর্ব্বে একবার প্রকটিত হইয়াছে তথাপি আমরা এতন্নিমিত্ত এই পত্রের কিয়দংশ প্রকাশ করিতেছি যে সকলে জানিতে পারিবেন যে আমারদিগের পরিশ্রম নিষ্ফল হইতেছে না। শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম যাহা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে এবং যাহা আমরা এই পত্রিকা দ্বারা প্রকাশ করিতেছি তাহাতে অনেকের ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে এবং এইক্ষণে এই মিত্রজ মহাশয়ের ন্যায় অনেকে স্পষ্ট জানিতেছেন যে কেবল অজ্ঞানিদিগের জন্য শাস্ত্রে পুত্তলিকা পূজার বিধান হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞানিদিগের ব্রহ্মোপাসনা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের পত্র ॥

আমারদিগের দেশে ব্রাহ্মণেরা প্রায় কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা সামবেদী এবং সেই বেদ মন্ত্রে উপনয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণ শব্দের প্রতিপাদ্য হইয়া সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, কিন্তু ইঁহারা কি কারণ আত্ম বিস্মৃত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানকে অনাদর পূর্ব্বক আপনারদিগকে কানিষ্ঠাধিকারি স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন এবং নানা দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি মৃত্তিকা ও পাষাণে নির্ম্মাণ করিয়া তাহারদিগকে মন্ত্র বলে প্রাণ দান দিয়া উপাসনা করেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তন্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবতাদিগের উপাসনা করিবার বিধি কোন বেদেতে শুনা যায় না। বরঞ্চ বেদে ইহা স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে আত্মোপাসনা যে ব্যক্তি না করে তাহার অশুভ হয়। যথা

অসূর্য্যানাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ॥
শ্রুতিঃ॥

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মন্ত্রের ভাষ্যে লেখেন যে আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অসুর হয়েন তাহারদিগের দেহকে অসূর্য্য দেহ কহি দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত এই দেহ সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে, ঐ সকল দেহকে আত্ম জ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন।

নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।

এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক ও পারত্রিক দুর্গতি হয়॥

যদি কেহ কহেন তন্ত্র শাস্ত্রে দেবতাদিগের উপাসনা করিবার অনুমতি আছে ঐ শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। উত্তর, ঐ শাস্ত্রেই কহিয়াছেন যে যাহার বিশেষ বোধাধিকার হয় নাই সেই ব্যক্তি কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিক মিথ্যা রূপের উপাসনা করিবে, আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আত্মার শ্রবণ মনন রূপ উপাসনা করিবেন। অতএব বিশেষতঃ যাঁহারদিগের বেদ শাস্ত্রে অভিমান আছে এবং যাঁহারা তাহাতে শ্রদ্ধা রাখেন এবং বুদ্ধিমান্ হয়েন তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিমার আরাধনাকে পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠ হয়েন, কারণ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে সংসার দুঃখ হইতে মুক্তিপাইবার আর অন্য পন্থা নাই।

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের সহিত এক জন মহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের যে বিচার হয় তাহার চূর্ণক মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে, তত্ত্ববোধিনী সভার যে সভ্য প্রার্থনা করিবেন তিনি বিনা মূল্যে এক খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদ্দুর্লভ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নবীনচাঁদ দত্ত, শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামধন মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত শ্যামকিশোর পাল দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইয়াছেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

দ্বিতীয় ভাগ
১২ সংখ্যা
১ শ্রাবণ ১৭৬৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

পরমেশ্বর আমারদিগের অন্তঃকরণে স্ত্রী পুত্ত্রাদি স্বপরিবারের মঙ্গলের জন্য যেরূপ স্নেহ প্রদান করিয়াছেন, আত্মীয় প্রতিবাসি এবং স্বদেশস্থ লোকের হিতের নিমিত্তেও তদ্রূপ প্রণয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি কোন প্রবাসি ব্যক্তি দূর হইতে আপন দেশকে স্মরণ করেন, তবে তিনি জানিবেন যে জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কিপ্রকার মনোহর হয়। যে স্থানে আমরা শৈশবকালে স্নেহ মিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্য ক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্য কাল যাপন হইয়াছে, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভ অবধি সহযোগি বান্ধবদিগের প্রীতি দ্বারা সতত চিত্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে, যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত বান্ধবমণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন মান বিদ্যা বুদ্ধি রাজ্য সম্পদ যাহা কিছু আমারদিগের প্রাপ্ত হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাব সিদ্ধ নহে? স্বদেশ এপ্রকার প্রিয় যে তাহার নদী পর্ব্বত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রণয়কে আকর্ষণ করে এবং আহ্লাদকে জন্মায়। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবী মধ্যে আর নাই, কারণ এই জন্মভূমিই সমুদয় প্রিয় বস্তুর আবাস হইয়াছে। এবম্প্রকার সুখের আকর যে স্থান যে স্থানে আবহমান কাল পূর্ব্ব পুরুষের নিবাস হইয়াছে এবং অসীমকাল পর্য্যন্ত পরপুরুষের নিবাসের সম্ভাবনা আছে তাহাকে কি অযত্ন এবং অবহেলা করা যায়! একপ প্রিয় যে ভূমি তাহার উন্নতি এবং মঙ্গলের নিমিত্তে চেষ্টা না করিয়া কি মনুষ্যের স্বভাব নিরস্ত থাকিতে পারে!

কিন্তু এদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উক্ত স্বভাবের কি বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়! জ্ঞান হয় যে স্বদেশের প্রতি প্রীতি করা যে মনের ধর্ম্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকের চিত্ত হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। নিরুৎসাহ, এবং অল্প প্রতিজ্ঞা এদেশের মহাশত্রু। কোন কর্ম্মের উদ্যম নাই, এবং যদিও কদাচিৎ প্রথমে উদ্যম হয় তথাপি তাহার কিঞ্চিন্মাত্র স্থিরতা নাই; সকল উত্তম বিষয়ে শৈথিল্য আমারদিগের এদেশস্থ লোকের যে অসাধারণ গুণ তাহা সম্যক্‌রূপে বিখ্যাতই আছে। যে একতা দ্বারা জগতের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, সে একতা আমারদিগের বিজাতীয় বিপক্ষ; বিচ্ছেদ এবং কলহ আমারদিগের ঘোরতর আত্মীয়। কোন বিপদ যতক্ষণ আপন মস্তকে পতিত না হইবে, ততক্ষণ আমরা তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করি না। ভিন্ন পল্লীতে গৃহদাহ আরম্ভ হইলে নিশ্চিন্ত থাকি, পরে যখন অগ্নির স্রোত প্রবল হইয়া আপনার গৃহোপরি লগ্ন হয় তখন আর উপায় কি? সমুদয়

দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হয় । এই প্রকার ব্যবহার দ্বারা ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা সঙ্ঘটিত হইয়াছে । যাহাতে আপনার বা আপন পরিবারের স্বার্থ আছে কেবল তাহাতেই লোক সকল যত্ন করিয়া থাকেন,এই সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া একপদও অগ্রসর হইতে তাঁহারা অভিলাষি হয়েন না । ইহা অবশ্য স্বীকার করি যে সাধারণের মঙ্গল চেষ্টা যে অতি সৎকার্য্য তাহা আধুনিক অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি জানিয়াছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহারদিগের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা নাই। কেহ কহেন যে "এপ্রকার বৃহৎ কর্ম্মে আমার ক্ষুদ্র সাহায্য কি ফলদায়ক হইতে পারে ?" কিন্তু তাঁহার স্মরণ করা উচিত যে অনেক সূক্ষ্ম সূত্র একত্র করিয়া প্রকাণ্ড মদমত্ত হস্তিকেও বদ্ধ করা যায় । কেহ বা আপন স্বভাব বশতঃ প্রকাশ্য সমাজে অগ্রসর হইতে ক্ষুব্ধ হয়েন,কিন্তু তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে যে স্থলে তাঁহার দৃষ্টান্ত মাত্র দ্বারা অনেক উপকার সম্ভব, সেস্থলে তাঁহার সংশ্রব না থাকা অবশ্য উচিত কর্ম্মের অন্যথা হয় । কাহারও অন্তঃকরণে তৃণসংযুক্ত অগ্নির ন্যায় উৎসাহের শিখা একেবারে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, কিন্তু স্বভাববশতঃ পরক্ষণেই তাহাকে নির্ব্বাণ দেখিতে হয় । সাধারণের মঙ্গলজনক কত কর্ম্মের সূচনা হইয়াছিল, সে সকল কোন কালে লুপ্ত হইয়াছে । অদ্য যাহার অঙ্কুর দৃষ্টি করি,কল্য তাহাকে উচ্ছিন্ন দেখিতে পাই।বিশেষতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে উৎসাহের অভাব প্রযুক্ত অশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা হইতেছে । রাজকীয় ব্যাপারে শিক্ষিত হওয়া রাজা এবং রাজকর্ম্মকারিদিগের উচিত ; কৃষিকার্য্যে যত্নবান্ হওয়া কৃষকদিগের প্রয়োজনীয় ; শিল্পকার্য্যে নিপুণ হওয়া শিল্পকারদিগের আবশ্যক ; বাণিজ্যে পারদর্শী হওয়া বণিক্‌দিগের উপযুক্ত ; কিন্তু রাজা, কৃষক, শিল্পী, বণিক্, সকলেরই সামান্য রূপে ধর্ম্মজ্ঞান এবং সত্য ব্যবহার সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ । সত্য ধর্ম্মকে আশ্রয় না করিলে দেশে সত্য ব্যবহার প্রচলিত হয় না, সুতরাং নানা পাপের বৃদ্ধি হইয়া দেশ মধ্যে নানা উপদ্রবের সঞ্চার হয় । তাহার দৃষ্টান্ত স্থল এই ক্ষণে বিশেষ রূপে এই বঙ্গদেশই হইয়াছে ।

এ নিরুৎসাহের তুলনায় ইউরোপীয়লোকের স্বভাব কি উৎকৃষ্ট জ্ঞানহয়! তাহারদিগের উৎসাহের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা আর মনুষ্যের মধ্যে ধর্ত্তব্য হইতে পারি না। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মূল অতি দুর্ব্বল, তথাপি কেবল তাঁহারদিগের উৎসাহ প্রতিজ্ঞা এবং পরিশ্রম দ্বারা উক্ত ধর্ম্ম এইক্ষণে প্রায় পৃথিবীময় বিস্তীর্ণ হইয়াছে । ইহার যে এক দৃষ্টান্ত আমারদিগের এই সময়ে ঘটনা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় । ডফ সাহেব প্রভৃতি পূর্ব্বে স্কটলণ্ড দেশীয় যে সভার অধীনে থাকিয়া এবং যাহার আশ্রয় দ্বারা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করত স্বধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন সংপ্রতি এক ঘটনা দ্বারা তাঁহারা সেই সভা হইতে পৃথক্ হইয়া তথাকার আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হওয়াতে এখানকার বিদ্যালয় উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহারা এই বিপত্তি দ্বারা নিরাশ না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ উৎসাহ এবং প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক আপনারদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা প্রায় এই দশ মাস মধ্যে ৬৪০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন; ইহারদিগের উৎসাহের কথা কি কহিব এবিষয়ে ২৫০০ মুদ্রা পর্য্যন্ত এক ব্যক্তি দান করিয়াছেন । প্রার্থনা বিনা আমেরিকা প্রভৃতি দূর দেশ হইতে কত জন স্বয়ং উদযোগি হইয়া ধন, পুস্তক, বিজ্ঞানযন্ত্রাদি প্রেরণ করিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বতোভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বপাঠশালার গৃহপরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালি পল্লীর মধ্যস্থলে এক শোভনতম অট্টালিকাতে আপনারদিগের পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন । এই স্থলে পূর্ব্ব পাঠশালা অপেক্ষা ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে,—এইক্ষণে তথায় এক সহস্রের অধিক বালক অধ্যয়ন করিতেছে । আশ্চর্য্য যে এই কিঞ্চিৎ কালের মধ্যে কতক গুলিন মিশনরিদিগের উৎসাহ দ্বারা এপ্রকার উপায় হইয়াছে যাহাতে এই বৃহৎ বিদ্যালয় এবং তদ্ব্যতীত

ঘোষপাড়া, বরাহনগর, প্রভৃতি গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের ব্যয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে। তাঁহারদিগের কৌশল এরূপ চমৎকার যে ধর্ম্মসভার এক জন প্রধান সভ্য নিমতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ধন দ্বারা ইহারদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। ইউরোপীয় লোকের কি প্রকার প্রবল উৎসাহ, এবং আমারদিগেরই বা কি প্রকার কর্ম্মের নিয়ম তাহা এই দৃষ্টান্তে কাহার না বোধ হইতে পারে? তাঁহারা আপন ধর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার করিবার জন্য এই প্রকার প্রগাঢ় যত্ন এবং পরিশ্রম করিতেছেন, কিন্তু আমরা কি দুর্ভাগা যে আপনারদিগের সত্য ধর্ম্মকে স্বীয় দেশে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা মাত্রও করি না। তাঁহারা অলঙ্ঘ্য সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া ভারতবর্ষের বক্ষ মধ্যে প্রবেশ করত এদেশের সনাতন সত্য ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতেছেন, আমরা আপনদেশে থাকিয়া সেই আপনার ধর্ম্মকে আশ্রয় দিবার জন্য একত্র হইতে পারি না। তাঁহারদিগের মধ্যে সকলে আহ্লাদ পূর্ব্বক উদ্যোগি হইয়া বিনা প্রার্থনাতেও সাধারণ বিষয়ে সাহায্য করিবার নিমিত্তে ব্যগ্র হয়েন, কিন্তু এদেশের কি দুরদৃষ্ট যে আমারদিগের মধ্যে কেহ কোন মঙ্গল সূচক বিষয়ে উৎসাহী হইয়া অপরের নিকটে ভিক্ষা করিলেও আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহারা পরস্পর সাহায্য দ্বারা অক্লেশে রাশি রাশি ধন সংগ্রহ করত স্বধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্তে পৃথিবীময় বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন, কিন্তু আমরা প্রায় পঞ্চবৎসর অবধি যত্ন করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বারা একটি উত্তম পাঠশালার ব্যয়োপযোগি ধন একত্র করিতে পারি নাই। ইহা কি শত শত বার শ্রবণ করা এবং পাঠ করা যায় নাই যে খ্রীষ্টানেরা স্বধর্ম্মপ্রচারের জন্য আপনাদিগের জীবনকে বলিদান দিয়াছে? অদ্যাপি কি সম্বাদপত্রে দৃষ্টি করা যায় না যে খ্রীষ্টানেরা অমুক দেশের লোক দ্বারা আঘাতি এবং হত হইয়াছে? এই সকল লোকের উৎসাহযুক্ত চিত্তের সহিত আমার দিগের নিরুদ্যম মনের তুলনা করিলে আমরা আর মনুষ্য নামের যোগ্য হই না। ফলতঃ নিরুৎসাহ এবং আলস্যের মূল এদেশে এপ্রকার গাঢ় রূপে নিবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার উচ্ছেদ করা অতি দুঃসাধ্য। স্বদেশের প্রতি স্নেহ এবং প্রণয়ের অভাবে লোকের চিত্ত পাষাণ স্বরূপ হইয়াছে, তাহাতে আর দেশের হিতজনক কোন বাক্য বা অভিপ্রায় বিদ্ধ হয় না। এই বিষয়ে যাহা লিখিতেছি তাহার এই মাত্র ফল সম্ভাবনা বোধ হইতেছে যে কেহ কহিতে পারেন যে এই বারের পত্রিকার রচনা উত্তম হইয়াছে; কিন্তু হে স্বদেশস্থ বান্ধবগণ আমরা এ প্রশংসার প্রার্থিত নহি। আমারদিগের একান্ত অভিলাষ এই যে এই সকল অভিপ্রায় অনুসারে তোমরা কর্ম্ম কর, সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর এবং সেই সত্যধর্ম্ম আপনার দেশে বিস্তার রূপে প্রচারের জন্য উৎসাহযুক্ত হও। বিবেচনা কর যে পরমেশ্বর আমারদিগকে কি উৎকৃষ্ট দেশে স্থাপন করিয়াছেন! অতি পূর্ব্বতন কালাবধি ভারতবর্ষের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্তে কোন্‌দেশের লোক ব্যগ্র না হইয়াছেন? পৃথিবীর কোন্ খণ্ডস্থ মনুষ্য বা আমারদিগের ভারতবর্ষের সম্পত্তি দ্বারা ধনাঢ্য নামে বিখ্যাত না হইয়াছেন? এবং অবনী মধ্যে কোন্ দেশীয় লোকের প্রমুখাৎ ভারতবর্ষের সুখ্যাতি ব্যক্ত না হইয়াছে? ঈশ্বর প্রসাদাৎ জ্যোতিষ আদি নানা শাস্ত্র প্রথমে কেবল আমারদিগের দেশেই প্রকাশ হইয়াছিল, এবং সকল দেশের পূর্ব্বে আমারদিগের দেশই জ্ঞান এবং সভ্যতার রাজধানী ছিল, এবং এক জগৎ কর্ত্তা অচিন্ত্য পরমেশ্বরের উপাসনা যে সত্য ধর্ম্ম, যাহা জ্ঞানি লোক সকল দেশে সকল কালে প্রতিপন্ন করেন, পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ তাহাই আমারদিগের এই দেশের আদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এবম্প্রকার উত্তরে হিমালয় অবধি দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত অতি বিস্তীর্ণ যে আমারদিগের ভারতবর্ষ তাহার শ্রেষ্ঠতা এবং সমাদর সকল কালে সকল স্থানে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব

ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমারদিগকে যে উত্তম দেশের অধিবাসি করিয়াছেন, তাহার উন্নতির নিমিত্তে চেষ্টা না করিলে আমরা কি অপরাধি হই না? ইহা কি উচিত হয় না যে আমরা পরস্পর সকলকে ভ্রাতৃ ভাবে প্রণয় করিয়া আমারদিগের আলয় স্বরূপ ভারতবর্ষের মঙ্গলোন্নতি জন্য যত্নবন্ত হই? অধুনা ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন বিষয়ে আমারদিগের স্বাধীনতা নাই, যদি এইক্ষণে ইহার উন্নতি নিমিত্তে যত্নের আলস্য করি, তবে কালক্রমে ঈশ্বর ইহাও আমারদিগের নিকট হইতে হস্তান্তর করিতে পারেন। অতএব হে স্বদেশীয় বান্ধব গণ! আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, তোমরা নিরুৎসাহ নিদ্রা হইতে উত্থান কর, এবং জ্ঞানের আলোক দ্বারা স্ববাসের মঙ্গলের অনুসন্ধান কর।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চর্ণক।

গোস্বামী লেখেন যে "ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণ মূর্ত্তি হয়েন কিন্তু সে আকার মায়িক নহে কেবল আনন্দের হয় আর সেই আকার কেবল ভক্ত জনের চক্ষুর্গোচর হয়।" ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে যে ব্রহ্ম আকার ভিন্ন হয়েন, এবং ইহার প্রতিপাদক শ্রুতি ও বেদান্ত সূত্র ও স্মৃতি প্রভৃতির প্রমাণ ভূরি ভূরি দেওয়া গিয়াছে অতএব তাহা এস্থলে পুনর্ব্বার লিখিবার আর প্রয়োজন নাই। বেদ সম্মত যুক্তি দ্বারাতে এইক্ষণে প্রতিপন্ন করা যাইতেছে যে যে বস্তু সাকার সে সর্ব্বব্যাপী নিত্য ব্রহ্ম স্বরূপ কদাপি হইতে পারে না, যেহেতু প্রত্যক্ষ আমরা দেখিতেছি যে আকার বিশিষ্ট কোন এক বস্তু যদিও অত্যন্ত বৃহৎ হয় তথাপি সে আকাশের অবশ্য ব্যাপ্য হইয়া থাকে সে বিশ্বের ব্যাপক হইতে পারে না; সুতরাং সেই বস্তু অবশ্যই পরিমিত ও নশ্বর হইবেক। ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে যে কোন বস্তু চক্ষুর্গোচর হয় সে কদাপি স্থায়ী নহে। অতএব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে পরিমিত এবং অস্থায়ী তাহাকে ব্যাপক এবং নিত্য স্থায়ি পরমেশ্বর করিয়া কিরূপে কহা যায়? যাহা বেদের বিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ তাহাকে বেদে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার আছে সে কি রূপে মান্য করিতে পারে! আনন্দের আকার এবং সেই আকার কেবল ভক্তদিগের চক্ষুর্গোচর হয় আপনকার যে এই কথা ইহা অত্যন্ত অসম্ভাবিত, যেহেতু জড় পদার্থ ভিন্ন কি কাহারও আকার আছে যে সে কোন ব্যক্তির চক্ষুর্গোচর হইবে? এরূপ বিশ্বাস তাবৎ হইতে পারে না যাবৎ বুদ্ধি বৃত্তি সকল এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল পক্ষপাতের দ্বারা একেবারে অবশ না হয়। বস্তুতঃ আনন্দের হস্ত পদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এসকল রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হয়, কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস এ দুইকে ধন্য করিয়া মানি যে অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে আনন্দের রচিত হস্ত পাদাদি বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছেন তাঁহার বেশ ভূষা বস্ত্র অভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শ্ববর্ত্তি ও প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দেরই রচিত হয়।

আর লেখেন যে "সাকার হইলে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অস্থায়ী এবং পরিমিত হয় এবং আনন্দ নির্ম্মিত অবয়বের অসম্ভব এ দুই তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে।" উত্তর, যেখানে যেখানে তর্কের নিষেধ আছে সে বেদ বিরুদ্ধ তর্ক জানিবে কিন্তু বেদ সম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সর্ব্বথা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি বেদব্যাস এবং আচার্য্য প্রভৃতি এই রূপ বেদ সম্মত যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া পরমেশ্বরকে অরূপ অদ্বিতীয় অচিন্ত্য অতীন্দ্রিয় অগ্রা

হ্ম সর্ব্বব্যাপি করিয়া কহিয়াছেন এবং ব্রহ্ম ভিন্ন যাবৎ বস্তুকে অল্প নশ্বর এবং নিরানন্দ করিয়া কহেন। আমরাও ঐরূপ অর্থকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিয়া থাকি।

শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ॥
শ্রুতিঃ॥

বেদ বাক্যের দ্বারা পরমাত্মাকে শ্রবণ করিয়া যুক্তির দ্বারা নিশ্চিত করিবেক।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥
মনুঃ।

যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্র বেদ সম্মত তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করে সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম জানে অন্যেরা জানে না।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥
বৃহস্পতিঃ।

কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অর্থের নির্ণয় করিবেক না, যেহেতু তর্ক বিনা শাস্ত্রার্থের নির্ণয় করিলে ধর্ম্মের হানি হয়।

আপনি লেখেন যে " বেদে ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণেতে সাকার বিগ্রহ কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাকার যে কৃষ্ণ কেবল তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন।" ইহার উত্তর, শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া যে কহিয়াছেন ইহা বেদের কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না এবং ইহা অত্যন্ত অসম্ভব ও অপ্রসিদ্ধ কথা, কারণ ভগবান্ বেদব্যাস কৃত বেদান্ত দর্শন দ্বারা নিঃসন্দেহ রূপে স্থাপিত হইয়াছে যে সমুদয় বেদের প্রতিপাদ্য এক মাত্র নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর হয়েন এবং ইহার প্রমাণ সাক্ষাৎ শ্রুতিতে ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হইতেছে। বেদেতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ের এই মাত্র কথা আছে।

তদ্ধৈতৎ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বোবাচ অপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়া মেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ॥

অঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোন এক ঋষি তিনি দেবকী পুত্র কৃষ্ণকে পুরুষ যজ্ঞ বিদ্যার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে যে ব্যক্তি পুরুষ যজ্ঞকে জানেন তিনি মরণ সময়ে এই তিন মন্ত্রের জপ করিবেন, পরে কৃষ্ণ ঐ ঋষি হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে নিস্পৃহ হইলেন॥ "

আর পুরাণ শাস্ত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম রূপে সংস্থাপন করিবার যে মানস করিয়াছেন সেও অসাধ্য; তবে আপনার এই মানস সিদ্ধ হইবার কতক উপায় থাকিত যদি পুরাণোক্ত সকল সাকারের মধ্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া সকল পুরাণে কহিতেন। যেমন শ্রীভাগবত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহিয়া বিস্তার রূপে তাঁহার বর্ণন করেন, সেই রূপ শিব পুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং কালী পুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকে ও শাম্ব পুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য্যকে বিশেষ রূপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, এবং মহাভারতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনকেই ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন। অতএব ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এই প্রমাণের বলে যদি দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণবিগ্রহকে কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মান্য কর তবে ব্রহ্মা সদাশিব সূর্য্য প্রভৃতি যাহারদিগকে পুরাণ শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাহারদিগের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া কেন না স্বীকার কর? যদি কহ পুরাণাদিতে অনেক স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন আর অন্যকে বাহুল্যরূপে কহেন নাই এপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর, যাহারদিগের নিকট যে গ্রন্থ শাস্ত্র রূপে প্রমাণ হয় তাহারা এমত কহে না যে বারম্বার তাহাতে যাহা কহেন তাহা মান্য আর একবার দুইবার যাহা কহেন তাহা মান্য নহে, যেহেতু যাহার বাক্য প্রমাণ হয় তাহার একবার কথিত বাক্যকেও প্রমাণ করিয়া মানিতে হয়। অন্য অপেক্ষা করিয়া যে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাহুল্য রূপে কহিয়াছেন এমতও নহে, মহাভারতে বরঞ্চ কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন অপেক্ষা শিবমাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে এবং সকল পুরাণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য অপেক্ষা ভগবান্ শিবের এবং ভগবতীর বর্ণন অল্প হইবেক না। যদি বল যাঁহাকে যাঁহাকে পুরাণেতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন সুতরাং তাঁহারদিগের হস্ত পাদাদি অবয়বও ঐ রূপ আনন্দ নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর, অবয়ব বিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে "একমেবাদ্বিতীয়ং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতির বি-

বোধ হয় ৷ দ্বিতীয়তঃ বেদ সম্মত যুক্তির দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ এক বিনা অনেক হইতে পারে না৷ তৃতীয়তঃ পুরাণে যাঁহাকে যাঁহাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহারদিগের সকলের আনন্দময় হস্ত পাদাদি অবয়ব স্বীকার করিলে সর্ব্ব প্রকারে প্রত্যক্ষের বিপরীত হয়, যেহেতু তাহা হইলে সূর্য্য যাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে তাহার আনন্দ নির্ম্মিত শরীর স্বীকার করিতে হইবেক, এবং সুতরাং প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ ইহাও মানিতে হইবেক যে সূর্য্যের আনন্দময় উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা সুখানুভব হইতেছে ৷ যদি বল যে যে সকল দেবতারদিগের ব্রহ্ম রূপে বর্ণন আছে তাঁহারা অনেক হইয়াও বস্তুতঃ এক হয়েন ৷ উত্তর, পরমাত্মদৃষ্টিতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই এক বটেন কিন্তু নাম রূপ ময় প্রপঞ্চ দৃষ্টিতে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ একবক্ত্র পঞ্চবক্ত্র কৃষ্ণবর্ণ শ্বেত বর্ণ ইত্যাদি ভিন্ন শরীরের ঐক্য স্বীকার করিলে ঘট পট পাষাণ বৃক্ষ ইত্যাদিরও ঐক্য মানিয়া প্রত্যক্ষকে এবং শাস্ত্রকে একেবারেই জলাঞ্জলি দিতে হয় ৷ যদি বল এই রূপে যত নাম রূপ বিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তবে সেসকল শাস্ত্র কি অপ্রমাণ ? উত্তর, সে সকল শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণ যেহেতু তাহার মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদান্ত সূত্রে করিয়াছেন ৷

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে নাম রূপের আরোপ করিতে পারে না যেহেতু ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট হয়েন; আর উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্টে হইতে পারে কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্টে হইতে পারে না৷ যেমন রাজার অমাত্যে রাজ বুদ্ধি করা যায় কিন্তু রাজাতে অমাত্য বুদ্ধি করা যায় না৷

অতএব নাম রূপ সকল যে সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্ম রূপে বর্ণন করা অশাস্ত্র নহে ৷ এই রূপে নাম রূপ বিশিষ্ট সকলকে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্ম রূপে বর্ণন করাতে কি জানি ঐ সকলকে নিত্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম করিয়া যদি লোকের ভ্রম হয় এ নিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে তাঁহারদিগকে পুনর্ব্বার জন্য এবং নশ্বর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যেন কোন মতে এমত ভ্রম না হয় যে তাহারদিগের কেহ স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম হয়েন ৷ এস্থলে তাহার এক উদাহরণ লেখা যাইতেছে এই রূপে অন্যত্র জানিবেন ৷ শ্রীকৃষ্ণকে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্ম রূপে বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার দান ধর্ম্মে লেখেন

রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেন জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা ॥
মহাভারতং ॥

শিব ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের সকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে ॥

প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
সৌপ্তিকপর্ব্ব ॥

মহাদেব হইতে শত শত সহস্র সহস্র হৃষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন ৷

ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ৷
দানধর্ম্মঃ ৷

ব্রহ্মা বিষ্ণু আর সকল দেবতার সৃষ্টি কর্ত্তা মহাদেব হয়েন ৷

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ ৷
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণং ॥

বিষ্ণুর এবং আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের যে হেতু শরীর গ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে ৷

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ ৷
সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥
কুলার্ণবঃ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবৎ শরীর বিশিষ্ট বস্তু সকলে নাশকে পাইবেন অতএব আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক ৷

বিশেষতঃ ভাগবতেই কহেন যে ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করিতেন, ইহার দ্বারা ঐ ভাগবতে স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে উপাসক যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি সাক্ষাৎ উপাস্য ব্রহ্ম নহেন ৷

ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্যতঃ ৷
ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতেঃপরং ॥
ভাগবতং ॥

কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতেছেন কোথায় বা প্রকৃতির পর যে ব্যাপক এক পরমাত্মা তাঁহার ধ্যান করিতেছেন এমত রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন ৷

আপনি “ চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ ৷ উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥ ” এ বচনের তাৎপর্য্য এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে চিন্ময় চতুর্ভুজাদি আকারের ধ্যানের নিমিত্ত প্রতিমা করা যায় ৷ এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই

যে চিন্ময়স্য ইত্যাদি শ্লোকের প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে এই অর্থ স্পষ্ট রূপে নিষ্পন্ন হইতেছে যে জ্ঞান স্বরূপ দ্বিতীয় রহিত বিভাগ শূন্য এবং শরীর রহিত যে পরব্রহ্ম তাঁহার রূপের কল্পনা উপাসকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন্ শব্দ হইতে চতুর্ভুজাদি আকার আপনি প্রতিপন্ন করেন। বিশেষতঃ শ্লোকের অর্থ এই যে রূপ রহিতের রূপ কল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন আপনি ব্যাখ্যা করেন যে চতুর্ভুজাদি রূপের কল্পনা করিয়াছেন অতএব যে সকল ব্যক্তি প্রথম অবধি আপনকারদিগের মতে প্রবিষ্ট হইয়া পক্ষপাতে মগ্ন না হইয়া থাকে তাহারা এ রূপ সর্ব্ব প্রকার বিপরীত ব্যাখ্যাকে কর্ণেও স্থান দেয় না। বাস্তবিক যে যে বচনে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ শতভুজ সহস্রভুজ ইত্যাদি রূপকে ব্রহ্মের আরোপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেই সকল বচনের সহিত বেদান্ত সূত্রের একবাক্যতা করিয়া তাবৎ ঋষিরা ও গ্রন্থকর্ত্তারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে সেই সকল আকার কল্পনা মাত্র যাবৎ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা না হয় তাবৎ ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়, কিন্তু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইলে পরে কাল্পনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে না যেহেতু সেই ব্যক্তি সকল বিশ্বের পূজ্য হয়।

সর্ব্বে অস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি॥
ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ॥

ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি সকলকে দেবতারা পূজা করেন।

তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে॥
বৃহদারণ্যকং॥

ব্রহ্ম নিষ্ঠের বিঘ্ন করিতে দেবতারাও সমর্থ হয়েন না।

আর যদ্যপি শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সাকারকে ব্রহ্ম করিয়া ভূরি স্থানে কহিয়াছেন বস্তুতঃ পর্য্যবসানে অধ্যাত্মজ্ঞানকেই সর্ব্বত্র দৃঢ় করিয়াছেন। যেমন শ্রীভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম রূপে জ্ঞান করিতে কহিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে কি কৃষ্ণকে কি তাবৎ চরাচরকে ব্রহ্ম রূপে জ্ঞান করিবে। অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম রূপে জ্ঞান করে সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব কেন বিপ্রতিপত্তি করিবেক।

অহং যূয়মসাবার্য্যইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং॥
ভাগবতং॥

হে যদুবংশ শ্রেষ্ঠ বসুদেব আমি ও তোমরা এবং এই বলদেব আর দ্বারকাবাসি সমস্ত লোক এসকলকে ব্রহ্ম করিয়া জ্ঞান কেবল এসকলকে ব্রহ্ম করিয়া জ্ঞান এমত নহে কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জ্ঞান।

অতএব যে ভাগবতে কৃষ্ণবিগ্রহকে ব্রহ্ম কহেন সেই ভাগবতে ঐ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিধি দিতেছেন যে যেমন আমাতে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিবে সেই রূপ যাবৎ চরাচর নাম রূপেতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে। এবং নানা প্রকার দারুময় শিলাময় প্রভৃতি প্রতিমা পূজার বিধান ভাগবতে করিয়া পরে আপনিই সিদ্ধান্ত করেন

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং॥
ভাগবতং॥

তাবৎ পর্য্যন্ত নানা প্রকার প্রতিমার পূজা বিধিপূর্ব্বক করিবেক যাবৎ অন্তঃকরণে না জানে যে আমি পরমেশ্বর সর্ব্ব ভূতে অবস্থিতি করি।

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং॥
ভাগবতং॥

আমি সকল ভূতে আত্মা স্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি এমত রূপ আমাকে না জানিয়া মনুষ্য সকল প্রতিমাতে পূজার বিড়ম্বন করে।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
ভাগবতং॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূত ব্যাপী আমি যে আত্মা স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমার পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে।

অতএব পরমেশ্বরকে বিভু করিয়া যাহার বিশ্বাস আছে তাহার প্রতি প্রতিমাদিতে পূজার নিষেধ ঐ ভাগবতে করিয়াছেন। যদি এমত আশঙ্কা কর যে শ্রীভাগবতে এবং মহাভারতে স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বস্বরূপ আত্মা করিয়া কহিয়াছেন অতএব তিনিই কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেই রূপ তৃতীয়স্কন্ধে কপিলও আপনাকে সর্ব্বব্যাপি পরিপূর্ণ স্বরূপ পরমাত্মা রূপে কহিয়াছেন অথচ আপনারা এ উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়া থাকেন।

এই রূপ ইন্দ্র এবং অন্য অন্য দেবতারা এবং ঋষিরা ব্রহ্ম দৃষ্টিতে আপনারদিগকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন অতএব ইহার মীমাংসা বেদান্ত সূত্রে করিয়াছেন।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ।

বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সে শাস্ত্রানুসারেই কহিয়াছেন যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছিলেন যে "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি" আমি মনু ও আমি সূর্য্য হইয়াছি।

অধিক কি কহিব আমরাও আপনারদিগকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিবার অধিকার রাখি যথা

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

আপনি লেখেন যে "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" এই শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই ইহাতে বোধ হইতেছে যে জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি হয় এবং সাকার উপাসনার দ্বারাও সাক্ষাৎমুক্তি হয়।" উত্তর যদ্যপি এ শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই তথাপি উপক্রম উপসংহার এবং অন্য অন্য শ্রুতির সহিত এক বাক্যতা করিয়া এবকারের যোগ বিদিত্বা শব্দের সহিত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

যমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ
শাশ্বতী নেতরেষাং।

কঠবল্লী॥

যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন তাঁহারদিগের শাশ্বতী শান্তি অর্থাৎ নিত্যমুক্তি হয় তদিতরের মুক্তি হয় না।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।

তলবকারশ্রুতিঃ।

যে সকল ব্যক্তি ইহ জন্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন তাঁহারদিগের মঙ্গল সত্য হয় অর্থাৎ মুক্তি হয় আর যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না জানেন তাঁহারদিগের মহান বিনাশ হয়।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

গীতা।

যে সকল ভক্ত এই রূপে আমাতে আসক্ত চিত্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করে তাহারদিগকে সেই জ্ঞানরূপ উপায় আমি দিই যাহার দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

মনুঃ॥

এই সকল ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান পরম ধর্ম্ম হয়েন তাঁহাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ জানিবে যেহেতু সেই জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়।

আর লেখেন যে আমরা এক স্থানে লিখিয়াছি যে এ সকল যত কহিয়াছেন সে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মাত্র আর অন্যত্র লিখি যে এপ্রকার রূপ কল্পনা কেবল অল্প কালের পরম্পরা দ্বারা এ দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে অতএব আমারদিগের দুই বাক্যের পরস্পর অনৈক্য হয়। উত্তর, রূপের কল্পনা পূর্ব্বাবধি ছিল বটে; কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল দুর্ব্বল অধিকারি ছিলেন তাঁহারা মনঃস্থিরের নিমিত্ত কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন এবং সেই রূপকে পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় মাত্র জানিতেন সেই পরিণত কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্য এবং নিত্যধাম বাসি যাহা বেদ এবং যুক্তি এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয় এমত জানিতেন না, পরন্তু সেই কাল্পনিক রূপকে বিভু নিত্য ও নিত্যধামবাসি করিয়া জানা ইহা অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর যে স্থলে আমরা লিখিয়াছিলাম যে এপ্রকার কল্পনা অল্প কাল হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই ছিল যে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত কৃত নানা প্রকার নবীন নবীন বিগ্রহ এদেশে অল্প কাল অবধি প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এখন এই উত্তরের সমাপ্তিতে নিবেদন করিতেছি যে মহাশয় বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত অতএব পরমার্থ সাধন কি হয় আর কোন্ ব্যাপার কেবল মনোরঞ্জন লৌকিক ক্রীড়া স্বরূপ হয় ইহা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য বিবেচনা করিবেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

হা কোটি কোটি মনুষ্যের মধ্যে কয় ব্যক্তি বিবেচনা মত কর্ম্ম করে! কয় ব্যক্তি পরমেশ্বর যে মন্ত্রিকে মনে স্থাপনা করিয়াছেন তাহার বাক্য সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করে! মনুষ্য যদি বিচার করিয়া কার্য্য করিত, এবং সেই ঈশ্বর দত্ত মন্ত্রির বাক্য শ্রবণ করিত তবে কেন এসংসারে যন্ত্রণা হইবে! ইন্দ্রিয়কে শৈথিল্য না করিলে শারীরিক পীড়া ও মানসিক যাতনা লোক সকল কেন ভোগ করিবে! বিশেষতঃ এই বিবেচনার অধীনে না থাকাতে অধুনা বঙ্গ দেশের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! পূর্ব্বে যে কালে আমারদিগের ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল, তখন আচার ব্যবহারেরও এক প্রকার নির্ণয় ছিল; কিন্তু পরাধীন হওয়াতে আমরা এইক্ষণে মুসলমান, ইংরাজ, প্রভৃতি নানা জাতিতে বেষ্টিত থাকিয়া নানা প্রকার বিজাতীয় প্রথার অনুবর্ত্তি হইতেছি। সেই সমুদয় ব্যবহার যদি উৎকৃষ্ট হইত, তবে কেন আমরা আক্ষেপ করিব? এদেশীয় লোকের স্বভাব কি মন্দ! বরঞ্চ অন্য জাতিদিগের উত্তম ব্যবহার সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া অতি অধম এবং ঘৃণিত যে সকল আচরণ তাহারই পশ্চাদ্বর্ত্তি হইতে সর্ব্বদা অভ্যাস করেন। অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে মদিরাপানের ব্যবহার যাহা ভারতবর্ষে প্রায় ছিলনা অধুনা ইউরোপীয় লোকের আদর্শ ক্রমে এদেশে প্রচুর রূপে প্রচলিত হইয়াছে। যে মদ্যপানের অতিক্রম হইলে সকল দোষ একত্র হয়, এইক্ষণে তাহা এই বঙ্গ ভূমিতে প্রবল হইয়া মহা অনিষ্টের মূল হইয়াছে। অতি ইতর অবধি অতি সম্ভ্রান্ত ভাগ্যবান্ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে এই ব্যবহার প্রতি দিবস বৃদ্ধি হইতেছে। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি সন্ধ্যার পরে কলিকাতার অবস্থা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইবেন। তিনি তৎকালে এমত পথ দেখিতে পাইবেন না যাহাতে ভূরি ভূরি মনুষ্য সুরাপানে মত্ত হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার না করিতেছে, এবং কোন পল্লীর মধ্যে তিনি এরূপ অধিক গৃহ দেখিতে পাইবেন না যেখানে বহু ব্যক্তি দল বদ্ধ হইয়া মদ্যরসে প্রমত্ত না হইতেছে। বিশেষতঃ দেশের মধ্যে কোন পাপ প্রবিষ্ট হইলে এই আশা থাকে যে বিদ্বান্ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সেই পাপ বিনষ্ট হইবে, কিন্তু আশ্চর্য্য যে এইক্ষণে যাঁহারা আপনারদিগকে বিদ্যাবান্ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারাই এই মোহকারি দুষ্কর্ম্মে অধিক মুগ্ধ হইতেছেন। ইহা তাঁহারদিগের বিবেচনা করা উচিত যে বুদ্ধিকে ক্ষয় করিবার জন্য কি তাঁহারা একাল পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে জ্ঞানের অনুশীলনা করিয়াছেন! চরিত্রকে অপবিত্র করিবার জন্য কি তাঁহারা নীতি বিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন? ইহা কি তাঁহারা জানেন না যে যে ইউরোপীয় জাতির দৃষ্টা-

ন্তের অনুবর্ত্তি হইয়া মদিরাপানের রসজ্ঞ হইয়াছেন, সেই জাতিরাই অপরিমিত মদ্যপায়ির সংসর্গ পর্য্যন্ত ঘৃণা করে। এইক্ষণে ঐ ইউরোপীয়েরা তাহারদিগের মধ্যে ইতর নাবিক প্রভৃতিকে ঐ কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তে নানা স্থানে সভা সংস্থাপিত করিতেছে, কিন্তু বঙ্গদেশস্থ মনুষ্যের মধ্যে ইহার দমন দূরে থাকুক ক্রমশঃ ইহার অতিক্রমই হইতেছে। এই অপরিমিত মদ্যপান কত অমঙ্গলের মূল হইয়াছে। ইহার প্রবলতা হইলে অবিলম্বে অনিয়মিত সম্ভোগের লালসা চিত্তকে আকর্ষণ করে, এবং তদ্দ্বারা তাহার অনন্যথা ফল রোগ, দরিদ্রতা, প্রভৃতি নানা অনিষ্ট উপস্থিত হইতে থাকে। পরিমিত পান ভোজনের ত্রুটি হইলে শারীরিক সুস্থতার ক্রমে হ্রাস হয়; এই হেতু কত বলবান্ ব্যক্তি নিঃশক্তি এবং অলস হইয়াছে, কত ব্যক্তি যৌবন সময়ে বৃদ্ধের ন্যায় জীর্ণ হইয়াছে, এবং কত ব্যক্তি ভগ্ন শরীর হইয়া অল্প কালে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইয়াছে।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক।

শিষ্য—কাহাকে উপাসনা কহেন?

আচার্য্য—তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।

তমেবৈকং জানথ আত্মানং॥
শ্রুতিঃ॥

সেই এক আত্মাকে জান।

আত্মানমেব লোকমুপাসীত॥
বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ॥

আত্মারই উপাসনা করিবেক।

সেই এক আত্মাকে জান এবং আত্মারই উপাসনা করিবেক এই দুই শ্রুতির দ্বারা স্পষ্ট হইতেছে যে আত্মজ্ঞানই আত্মার উপাসনা।

শিষ্য—কে উপাস্য?

আচার্য্য—ঘটিকা যন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশি চক্রে বেগে ধাবমান গ্রহ চন্দ্রাদি যুক্ত যে অচিন্তনীয় রচনা বিশিষ্ট এই জগৎ এবং নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে সেই সকল শরীর ও শরীরিতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হয়েন।

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥
তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ॥

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিতেছে এবং জন্মিলা যাঁহার দ্বারা স্থিতি করিতেছে এবং অন্তে যাঁহাতে লয় হইতেছে তাঁহাকে জান তিনি ব্রহ্ম।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

সামান্য রূপে যিনি সকলকে জানেন এবং বিশেষ রূপে যিনি সকলকে জানেন এবং যাঁহার জ্ঞান মাত্র তাবৎ সৃষ্টির উপায় হইয়াছে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মা আর নাম রূপ এবং অন্ন ইত্যাদি সকল জন্মিয়াছে।

শিষ্য—তিনি কি প্রকার?

আচার্য্য—তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা তিনিই উপাস্য হয়েন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হয়েন না।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥
তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ॥

যে ব্রহ্মের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হয়েন।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
তলবকারশ্রুতিঃ॥

যাঁহাকে মনের দ্বারা জানা যায় না যিনি মনকে জানিতেছেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া জান, অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোক সকল উপাসনা করেন সে ব্রহ্ম নহে।

শিষ্য—কোন উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না?

আচার্য্য—তাঁহার স্বরূপকে মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে বারম্বার কহিয়াছেন। এবং যুক্তি সিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের

কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতে-ছেন তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয় ।

অথাত আদেশো নেতি নেতি ॥
বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥

ব্রহ্মের উপদেশ এই হয় যে ব্রহ্ম তাবৎ প্রপঞ্চ বস্তু হইতে ভিন্ন ।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন
বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদে-
ব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ॥
তলবকারোপনিষদ ॥

চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায়েন না, বাক্য তাঁহাকে কহিতে পারেননা, মন তাঁহাকে ভাবিনা পারেন না, অতএব শিষ্যকে কি প্রকারে ব্রহ্মের উপদেশ করিতে হয় তাহা আমরা কোন মতে জানি না কিন্তু বেদে এই এক প্রকারে উপদেশ করেন যে সাবয়বিশিষ্ট এবং অবিদিত বস্তু হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন।

শিষ্য — বেদে কোন স্থলে সেই পরমে-শ্বরকে অগোচর অনির্দ্দেশ্য শব্দে কহিতে-ছেন, এবং অন্যত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন ইহার স-মাধান কি ?

আচার্য্য — যে স্থলে অগোচর অজ্ঞেয় শব্দে কহেন সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভি-প্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে । আর যে স্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন সে স্থলে তাঁহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে ।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥
কঠশ্রুতিঃ ॥

সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, যিনি তাঁহাকে অস্তিরূপে দেখেন তিনিই তাঁহাকে জানেন, যে ব্যক্তি অস্তি রূপে তাঁহাকে দেখিতে না পায়েন তাঁহার জ্ঞান গোচর তিনি কি প্রকারে হইবেন ? অস্তি মাত্র তাঁ-হাকে উপলব্ধি করিবেক, আর সর্ব্ব প্রকারে তিনি অনি-র্ব্বচনীয় এবং নির্ব্বিশেষ ইহা জানিবেক, এই দুইয়ের মধ্যে অস্তি মাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথম জানিলে যথার্থ অনির্ব্বচনীয় রূপে তাঁহাকে পশ্চাত জানা যায়

শিষ্য — কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয় ?

আচার্য্য—এই প্রত্যক্ষ পরি দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা পরমেশ্বর হয়েন, শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয় । ইন্দ্রিয় দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয় । ই-ন্দ্রিয় দমনে যত্ন—অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মে-ন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করি-তে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরে-র অভীষ্ট জন্মে, বস্তুতঃ যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন তাহা অ-ন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তাহা হইতে নিরস্ত থাকিবেন । প্রণব উপনিষদাদি বেদা-ভ্যাসে যত্ন — অর্থাৎ অভ্যাস সিদ্ধ ইহা হই-য়াছে যে শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অব-গতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী বা অন্য অন্য শ্রুতির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন । অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইহার-দিগের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হই-তেছে ও ব্রীহি যব ওষধি ও ফল মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে কেবল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থ প্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থকে দৃঢ় করিবেন । ব্রহ্ম বি-দ্যার আধার সত্য কথন ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে কহিয়াছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হওয়া যায় ।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥
কঠশ্রু

এই যে অশ্বত্থের ন্যায় অতি চঞ্চল অথচ অনাদি সংসার বৃক্ষ ইহার মূল ঊর্দ্ধ আর যাবত্ অব্যক্ত স্থাবর জঙ্গম এই সংসার বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা হইয়াছে । এই বৃক্ষের মূল স্বরূপ যে পরমাত্মা তিনি শুদ্ধ এবং তিনি ব্যাপক হয়েন, তাঁহাকেই কেবল অবিনাশি করিয়া কহা যায় ।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥
কঠশ্রুতিঃ ।

সেই পরমেশ্বরের ভয়েতে অগ্নি নিয়ম মত প্রকাশ পাইতেছেন, আর তাঁহার ভয়েতে সূর্য্য নিয়ম মত প্রকাশ পাইতেছেন, আর তাঁহার ভয়েতে ইন্দ্র, বায়ু,

আর পঞ্চম যে যম তাঁহারা নিয়ম মত আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

তস্মাচ্চ দেবাবহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যামনুষ্যাঃ পশবোবয়াংসি॥
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যংব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

দেবতা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন আর সাধ্য গণ মনুষ্য গণ এবং পশু ওপক্ষি গণ প্রাণ অপান বায়ু আর ব্রীহি যব এবং তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, এবং বিধি ইহা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছে।

সত্যমায়তনং॥
তলবকারোপনিষদ্॥

উপনিষদের আলয় সত্য হয়েন, অর্থাত সত্য থাকিলেই উপনিষদের অর্থ স্ফূর্ত্তি থাকে।

শিষ্য — এ উপাসনাতে দেশ, দিক্, কাল, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম আছে কি না?

আচার্য্য — উত্তম দেশাদিতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমত বিশেষ নিয়ম নাই; যে দেশে যে দিকে যে কালে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই দেশে সেই কালে সেই দিকে উপাসনা করিতে সমর্থ হয়।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাত॥
বেদান্তসূত্রং॥

যে স্থানে চিত্ত স্থির হইবেক সেই স্থানে উপাসনা করিবেক।

যত্রৈবাস্য দিশে কালে বা মনসঃ সৌকর্য্যেণ একাগ্রতা ভবতি তত্রৈবোপাসীত প্রাচী দিক্ পূর্ব্বাহ্ণ প্রাচীপ্রবণাদিবত বিশেষাশ্রবণাত।

ভাষ্যং॥

এই সাধকের মন যে দিনে যে কালে যে স্থানে স্থির হইবেক সেই দিনে সেই কালে সেই স্থানে উপাসনা করিবেক, পূর্ব্বদিক পূর্ব্বাহ্ণাদিকাল বিশেষের কিছু শাস্ত্রে শ্রবণ নাই।

শিষ্য — এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে?

আচার্য্য — ইহার উপদেশ সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্তু যাঁহার যে প্রকার চিত্ত শুদ্ধি তাঁহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয়।

সহ শান্তহৃদয়এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম তেভ্যোহৈতামুপনিষদং প্রোবাচ। আত্মৈবেহ মহয্যঃ আত্মা পরিচর্য্যঃ আত্মানমেবেহ মহয়ন্ আত্মানং পরিচরন উভৌ লোকৌ আপ্নোতি ইমঞ্চামুঞ্চেতি॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ॥

শান্তস্বভাব বিরোচন অসুরদিগের নিকট গমন করিয়া অসুরদিগকে এই উপনিষদ্ কহিয়াছিলেন যে আত্মাই পূজনীয় আত্মাই উপাসনার যোগ্য অতএব যে ব্যক্তি আত্মাকে সতকার এবং উপাসনা করে সে ইহ লোক পর লোকে জয়ী হয়।

অশ্বইব রোমাণি বিধুয় পাপং চন্দ্রইব রাহোর্ম্মুখাত প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরংঅকৃতং কৃতাত্মা ইত্যাদি।

ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ॥

অশ্ব যেমন রোম সকলকে পরিত্যাগ করে এবং চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হয়েন, তদ্রূপ পাপ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া পাপ হইতে স্বীয় শরীরকে মুক্ত করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সোবৃণীতে
প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥
কঠোপনিষদ

শ্রেয় আর প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হনেন। এই দুইকে প্রাপ্ত হইয়া ইহার মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহ ধীর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে আশ্রয় করেন। আর মন্দ ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রেয়কে অবলম্বন করেন।

বাল্যাবস্থাবসানে যৌবনাবস্থার প্রারম্ভ সময়ে মহাত্মা শৌনক এক দিন প্রত্যূষে ভ্রমণ কালীন উত্তমাধম সদসদ্ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ইত্যাদি বিবেচনায় তদ্গতান্তঃকরণে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া এক কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমাগত গমন দ্বারা পর্ব্বতৈক সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তৎস্থানে উচ্চ নিম্ন পথ জন্য চরণের প্রতিঘাতে কিঞ্চিৎ বেদনাগ্রস্ত হইয়া নেত্রপাত করিয়া দেখেন, যে সম্মুখে এক পর্ব্বত, তাহা হইতে দুই দিব্যাঙ্গনা নীচে আগমন করিতেছে। শৌনকের বোধ হইল, যেন তাঁহার নিকটেই আসিতেছে, তজ্জন্য তদপেক্ষায় কিঞ্চিৎ কাল সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। কিঞ্চিৎ নিকটস্থা হইলে দেখেন, যে উভয়ই পরমা সুন্দরী যৌবনান্বিতা, কিন্তু বয়ঃক্রম শীলতা ও বেশাদি ভিন্ন ভিন্ন। যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা তিনি লজ্জায় নম্রবদনে মৃদু মৃদু গতিতে আগমন করিতেছেন, তাঁহার অনলঙ্কারই অলঙ্কার

হইয়াছে, এবং সমস্ত বদনে মাতৃ স্নেহ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে। কনিষ্ঠাঙ্গনা নানালঙ্কার ভূষিতা, বিচিত্র বস্ত্রান্বিতা, হাস্য বদনা, বিবিধ রূপ লাবণ্য প্রকাশে অপাঙ্গ ভঙ্গিক্রমে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করত আগমন করিতেছে। স্বভাবতঃ চাঞ্চল্য বশতঃ দ্রুতগতি দ্বারা প্রথমাঙ্গনাকে পশ্চাৎ রাখিয়া শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, যে হে প্রিয় শৌনক, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেন চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়া দুঃখিত হইতেছ? চিন্তা ও শোচনা প্রভৃতিকে দূরে রাখিয়া আমার এই পথে আগমন কর, যে পথ কেবল সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা বিস্তৃত ও নিবিড় বৃক্ষের ছায়াতে আবৃত আছে, এবং সেই সকল বৃক্ষে পক্ষিগণ মধুরস্বরে সর্ব্বদা কলরব করিতেছে। এ পথের পথিকের কখন পথ শ্রান্তি নাই, কেবল অপার সুখেতে মগ্ন থাকে।

এই সকল মোহ জনক বাক্য শুনিয়া শৌনক আশ্চর্য্যান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কে তুমি! তোমার নাম কি! আমার নাম প্রেয়, ও আমার অনুগত ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই সুখে কাল যাপন করেন, আর আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তাঁহার নাম শ্রেয়, ইহাঁর পরামর্শ যে কোন দুর্ভাগ্য ব্যক্তি গ্রহণ করে, তাহার আর দুঃখের সীমা থাকে না।

এই কালে ঐ প্রথমা যুবতী স্বভাবতঃ মৃদুগমনে সমীপে আসিয়া শৌনককে কহিতেছেন, যে হে শৌনক, তোমার শ্রদ্ধাদি নানা গুণে আকৃষ্ট প্রযুক্ত তোমার মঙ্গলার্থিনী হইয়া আগমন করিলাম। তুমি প্রেয় অঙ্গনার বাক্যেতে অবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ন্যায় মুগ্ধ না হইয়া আমার অনুগামী হও। আমার এ পথ অবলম্বন করিলে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্লেশ বোধ হয়, ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু এই পথে যত প্রবিষ্ট হইবে, তত সুখের বৃদ্ধি হইবে; ক্রমে ইহার শেষ ভাগে উপস্থিত হইলে অনির্ব্বচনীয় নিত্য সুখে সুখী হইবে। কিন্তু আমার এই এক কঠিন প্রতিজ্ঞা আছে, যে প্রেয় অঙ্গনার কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি সৈন্যগণকে যুদ্ধেতে পরাজয় না করিলে আমি তাহাকে আমার সমভিব্যাহারি করি না। তুমি বুদ্ধিমান্, বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও।

প্রেয় এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিতেছে, যে হে শৌনক শুনিতেছ, যে শ্রেয় কি কি কঠিন ও দুঃখ দায়ক কর্ম্মের সাধন করিতে তোমাকে কহিতেছেন, ইহাতে কোন্ কালে কি অপ্রত্যক্ষ অনির্ব্বচনীয় নিত্য সুখ হইবে, তাহা উনিই জানেন। ইনি তোমার মঙ্গলার্থিনী হইলে আমার অধীন কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে কখন আদেশ করিতেন না। হা, কি আশ্চর্য্য! যদি কামাদির সহিত প্রণয় থাকিলে সম্পূর্ণ সুখ প্রাপ্তি হয়, তবে কোন্ সুবোধ ব্যক্তি ইহারদিগের সহিত নানা প্রকার ক্লেশ দায়ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দুরন্ত দুঃখকে আহ্বান করে? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের নিকটে এতদ্রূপ দুরূহ ও দুঃখ সাধক বাক্য কোন মতেই গ্রাহ্য হয় না।

অপ্রত্যক্ষ সুখাশ্বাসে প্রত্যক্ষ সুখ পরিত্যাগ করা কি মূর্খ লোকের কর্ম্ম! হে প্রিয় শৌনক, তুমি আমার যখন সঙ্গী হইবে, তখন মণিমুক্তা বিরচিত স্বর্ণময় প্রাসাদে নানা বিধ সুগন্ধি পুষ্প বিরাজিত বিচিত্রিত পর্য্যঙ্কে অবস্থান করিয়া কি সুখযুক্ত হইবে! স্বয়ং বসন্ত কাল সর্ব্বদা মলয় মারুত প্রভৃতি নিজ অমাত্য দল লইয়া তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবে, তাহাতে মলয় মারুতের মন্দমন্দাভিগমনে ও কোকিলাদি বিবিধ বিচিত্রিত পক্ষিগণের কলরব শ্রবণে কি উল্লাসিত হইবে! সুখ সেব্য উত্তমোত্তম মধুর ফল রসাস্বাদনে ও সুবাসিত সুশীতল জল পানে স্নিগ্ধ হইয়া কি পরিতুষ্ট হইবে! চতুর্দ্দিকে বিবিধ বিদ্যাধরী পরমাসুন্দরী অপ্সরা গণের নানা বিধ সুস্বরে প্রকাশিত রাগ রাগিণী দ্বারা কি মোহিত হইবে! এই প্রকার নানা বিধ সুখকে পরিত্যাগ করিয়া এই দুঃখিনী দুঃখদায়িনী শ্রেয়ের পথাবলম্বন কোন্ সুবোধ ব্যক্তি করিয়া থাকে?

এই প্রকার কনিষ্ঠাঙ্গনা শৌনককে স্বীয়

অধীনে আনয়ন জন্য নানামতে ভূয়োভূয় দুষ্প্রবৃত্তি প্রদান করাতে করুণাময়ী শ্রেয়ঃ দুঃখিতান্তঃকরণে প্রেয়কে কহিতেছেন, যে এমত সুশীল শ্রদ্ধান্বিত তরুণাবস্থ ব্যক্তিকে দয়া না করিয়া যে একেবারে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিবার নিমিত্তে এবম্প্রকার কুপ্রবৃত্তি দিতেছ, ইহা তোমার স্বভাব মাত্র। তুমি যে প্রকার ইন্দ্রিয়াদি জন্য নানাবিধ সুখ দেখাইলে তাহা ক্রমাগত ভোগ করা কোন প্রকারে সম্ভব হয় না। যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে উপভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণ হয়। এতন্নিমিত্তে রাগরাগিণী ধ্বনি ও পক্ষিগণের মধুরস্বর অনবরত শ্রবণে উত্ত্যক্ত হইতে হয়, এবং সর্ব্বদা কামের উপভোগে শরীরের অসুস্থতা হয়। এবং ইহাও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে দুঃখানুভব ব্যতীত ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখ বোধই হয় না। ক্ষুধার্ত্ত না হইলে ফলাদিভোজনে প্রবৃত্তি হয় না, তৃষ্ণার্ত্ত না হইলে জলপানে শরীর স্নিগ্ধ হয় না, নিদ্রাকুল না হইলে শয়নে তৃপ্তি হয় না। অতএব হে প্রেয়, তোমার যে ইন্দ্রিয় সুখ, তাহা সর্ব্বদা দুঃখ মিশ্রিতই হয়।

হে শৌনক, বিবেচনা কর, তুমি কি কেবল ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্তেই এপৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়াছ? তোমার দ্বারা কি এই জগতের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই? এইবৃক্ষ দ্বারা কত প্রকার উপকার হইতেছে, তাহার ফল দ্বারা প্রাণি মাত্রের ক্ষুৎ পিপাসা নিবৃত্তি হইতেছে, তাহার আশ্রয়ে কতপ্রকার বিহঙ্গ প্রভৃতি সুখে কাল যাপন করিতেছে, তাহার ছায়া দ্বারা কত প্রকার জীবের শ্রান্তি নিবারণ হইতেছে, তাহার পত্র দ্বারা কত প্রকার রোগ শান্তি, ও কত জন্তুর ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতেছে। এই প্রকার বায়ু জল অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি সকল বস্তুই জগতের উপকারের নিমিত্তে হইয়াছে। এই সাধারণ নিয়মে মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা করিতে, প্রতিবাসিদিগকে স্নেহ করিতে, রাজ্যের মঙ্গল চেষ্টা করিতে, দুঃখি লোকদিগকে যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিতে, পুত্র শিষ্যাদিকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে, অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞান দিতে তুমিও এই পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়াছ। ইন্দ্রিয় সুখাশ্বাসে ঈশ্বরের এই নিয়মের অন্যথা করিতে চেষ্টা করিলে একেবারে ক্লেশ সাগরে নিমগ্ন হইবে। অতএব এই মিথ্যাবাদিনী বিশ্বাস ঘাতিনী প্রেয় অঙ্গনার অমৃতাবৃত বিষ পূরিত বাক্যে মুগ্ধ না হইয়া আপনাকে যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সাধ্যমত ঈশ্বরের নিয়ম জানিয়া তদনুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হও, যে ইহকালে ও পরকালে সুখী হইবে।

মহাত্মা শৌনক শ্রেয় অঙ্গনার এই প্রকার হিতবাক্য শ্রবণানন্তর জ্ঞানোদয় প্রযুক্ত প্রেয় অঙ্গনার সৈন্য দল কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে পরাজয় করিয়া শ্রেয়ের অনুগত হইয়া ইহকালে সুখ ও পরকালে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন।

অতএব হে সভ্য মহোদয়েরা, প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ কর, যে কল্যাণ হইবে। দ

সম্প্রতি পরম আহ্লাদের সহিত আমরা অবগত হইলাম যে বঙ্গদেশের কতক গুলীন সুবোধ মনুষ্য এদেশের প্রচলিত ধর্ম্ম যে সাকার উপাসনা তাহা পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত প্রতিপাদ্য এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারদিগের প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে গায়ত্রী বা অন্য শ্রুতিবিশেষের অবলম্বন দ্বারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন এবং উক্ত উপাসনার অন্তরঙ্গ সাধন যে কুকর্ম্ম পরিত্যাগ এবং সুকর্ম্ম অনুশীলন তাহাতে যত্নবন্ত থাকিবেন।

আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে এই ব্রাহ্ম দল অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসকদিগের দল ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে। এই সময়ে ইহা অপেক্ষা এদেশে কি অধিক আনন্দের ঘটনা হইতে পারে। জগদীশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ করি

যে ভারতবর্ষের প্রতি এরূপ প্রসন্ন হইয়াছেন।

এইক্ষণে আমারদিগের এই দেশস্থ সকল শ্রদ্ধান্বিত এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করি যে শীঘ্র তাঁহারা এই দল ভুক্ত হয়েন। এই দলভুক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞার সহিত সকল কুকর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মোপাসনাতে নিযুক্ত হইলে আপনার পরিত্রাণ এবং দেশের মঙ্গল একেবারেই করিতে পারিবেন। যাঁহারদিগের এই ব্রাহ্মদল ভুক্ত হইবার বাসনা থাকে তাঁহারা এই দলের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বর ন্যায়রত্নের নিকটে প্রার্থনা করিলে ইহার সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

REPORT OF THE TUTTWABODHINEE SUBHA.

1843-44

The TUTTWOBODHINEE SUBHA was established, on the 22d September 1839, by a select party of ten friends, who believed in god as the "One Unknown True Being, the Creator, Preserver and Destroyer of the Universe," and who maintained, that his spiritual worship was the only means of obtaining mental felicity here, and eternal beatitude hereafter. The avowed object of the members was to sustain the labours of the late Rajah Rammohun Roy, by introducing gradually among the natives of this country, that monotheistical system of divine worship, which is to be found inculcated in their original sacred writings in contradistinction to the multifarious perversions, which they have undergone in course of time. It could not be mistaken even by an ordinary observer, that the immense fabric of Hindoo Idolatry was tottering under the progress of Reformation, superinduced by the introduction of the European sciences, and a superior system of education into this country. The educated native mind relieved, as it were, from the burden which superstition had so long imposed, was naturally left to receive the first impression it could lay hold on. It was to have been feared, therefore, that, as a natural result of this course of events, the great body of the people, unshakled from the fetters of superstition, would either imbibe the pernicious principles of atheism, or embrace the doctrines of christianity, so successfully promulgated by its teachers—a consummation which the members counld not bring themselves to look on with indifference, consistently with their regard for the welfare of their countrymen. It was to counteract influences like these, and inculcate on the Hindoo religious enquirer's mind doctrines at once consonant to reason and human nature, for which he has to explore his own sacred resources the Vadanta, that the Society was originally established.

Connected with the objects of this society, the members deemed it of the utmost importance to found some institution which, while it should impart a knowledge of the vernacular language to the juvinile mind, might, at the same time, impress it with religious truths, and thereby assist to train up a class of persons who, if not able eventually to sustain the labours of the members may at least co-operate with them, in the vast field in which they are engaged. The encouragement extended to their labours by the public enabled the members to embrace the earliest opportunity to render their intentions practically useful and in 1840, the second year after the establishment of the society, a Bengalee school was established at Calcutta, where in addition to the ordinary instructions inculcated in similar institutions, religious knowledge was imparted to the students. Conformably to the views of the members, instruction was, at first exclusively conveyed through the medium of the Bengalee and Sanscrit languages and the attendance of the students was so regulated as to afford them an opportunity of resorting to the established seminaries of the city for an English education. The school remained open from 6 to 9 A. M. This, however, had not the desired effect, and was found too much for the boys. The classes gradually began to thin. It was, therefore, resolved to revise the system, and adopt a plan which would enable the students, during the hours of the school, to devote a portion of their time to the study of English, securing to them, at the same time, the advantages of a religious instruction. The increased encouragement and countenance extended to the objects of the society by the public, emboldened the members to take a decisive step. It remained, however, a matter of some difficulty to determine whether, the establishment on the improved plan could, with the prospect of greater advantage, be removed from Calcutta. It was evident, that here the society could not afford, with its slender means to hold out prospects of a superior system of scientific or literary education, which the ample resources, at the command of the Government Colleges enable them to do. It was no less apparent, that the state of education and religion in the interior of the country was lamentably defective, and as such, it became no less an act of generosity than of duty on the part of the society, to extend its operations to the interior, particularly to the ancient seats of Hindoo learning. Under these circumstances, the school at Calcutta was given up, and one established on the 30th of April 1843, at Banshbaria near Hooghly, an eminent seat of Hindoo learning. No expence and care have been spared to render it worthy

of the sacred object to which it is consecrated, and the members are happy to be able to state, that, under divine providence, the school continues in a flourishing state. Some friends in the Government College at Hooghly, have kindly taken upon themselves to superintend the studies of the students, for which the society offers its grateful thanks.

When the society was first projected, its permanency and ultimate success, from the known apathy of natives generally to encourage similar undertakings, was a subject of anxious consideration with the members. Time and experience gradually dispelled these apprehensions. Through the blessing of God, not a single day passed without adding to the rank of the members and supporters to the cause. Education had already gone far to disabuse the native mind of deep rooted prejudices, and the impetus thus opportunely given, was not lost. From the subjoined statement, it will appear that there has been a progressive increase of the funds of the society since its establishment.

	Co.'s. Rs.	As.	P.
1839-40	206	10	„
1840-41	1077	„	„
1841-42	1389	7	6
1842-43	2892	15	„
1843-44	3388	5	„
Total amount	8954	5	6

Exclusive of these sums, donations have been received to the amount of 1647-10-3 during the last five years.

About the commencement of the last year, the demand for religious instruction was found to be extensive among the natives, and numerous unsuccessful applications were made to the members for religious tracts and books which they had no means to supply. The Vaidanta and almost every other work, which embodied the exposition of the Vaidantic doctrines, or contained the theological controversies maintained with Hindoo Idolaters &c. were out of print, and it was with no inconsiderable difficulty that any single copy of these books could be found by the religious enquirer, except as a favour from some particular friend. Under the necessity which arose out of this disheartening circumstance, the directors took upon themselves to found a printing Establishment of their own, and with this powerful instrument in their hands, they put their shoulders to the wheel with increased energy, and forthwith commenced the republications of such works as were particularly wanted by the public. This paper which embraces the objects of the society, issues monthly from its press, and contains, besides extracts from, and expositions of, standard religious works, moral and theological disquisitions which the members choose to contribute.

The directors cannot conscientiously allow this opportunity to pass without giving expression to their feelings of gratitude towards the "Great Disposer of events" for the success which has attended their feeble exertions, to disseminate the knowledge of one true and living God. Can it fail to strike an ordinary observer, that the study of religion is, at present, most extensively cultivated, and its truths as carefully scrutinized among the Hindoos. The members are fully aware of the extent, to which the cause of religion was carried during the time of the celebrated Rammohun Roy. But it is no less a fact that, in his lamentable demise, it received a shock from which it was feared it could hardly have recovered. The exertions of the Tuttuvoadhinee Society, however, have imparted renewed energies to the cause. They have led a large number of the educated and respectable members of society, to appreciate the knowledge of God. The meetings of the Braumhu Sumauj are now attended by overflowing congregations, and religious discussions are extensively maintained in Native Society. We conclude this Report by praying, that Almighty God may vouchsafe moral strength to the members, that they may be enabled to persevere in, and accomplish the great work they have undertaken.

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের সহিত এক গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামির যে বিচার হয় তাহার চূর্ণক মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে, তত্ত্ববোধিনী সভার যে সভ্য প্রার্থনা করিবেন তিনি বিনা মূল্যে এক খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

অশুদ্ধশোধন।

১২ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৯৫ পৃষ্ঠায়একাদশ পঁক্তিতে যে "কল্পনা" শব্দ আছে, তাহার পরিবর্ত্তে "রূপ কল্পনা" হইবে।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় সম্প্রতিকের নিমিত্তে স্থাপিত হইল।

রিপু সকল যত ক্ষণ পরিমিত রূপে এবং শান্তভাবে বিবেচনার বশীভূত থাকে, তত্ক্ষণ মনুষ্য সম্যক্‌ভাবে শান্তি রস আস্বাদন করে, কিন্তু যদি তন্মধ্যে কোন এক রিপু উক্ত সীমাকে উল্লঙ্ঘন করে তবে আর নিস্তার নাই— মনের স্থিরতা ভঙ্গ হয়, ধৈর্য্য চিত্তকে পরিত্যাগ করে, সকল আমোদে অসন্তোষ জন্মে, এবং সকল বিষয়ে বিরক্তি উপস্থিত হইয়া মনুষ্যকে জ্বালাতন করিতে থাকে। পৃথিবীময় যদি বিখ্যাত হয়েন, ঐশ্বর্য্য দ্বারা যদি বেষ্টিত থাকেন, সাংসারিক সমুদয় ব্যাপারে যদি জয়ী হয়েন, তথাপি রিপুর অধীন হইলে দুঃখ হ্রদ হইতে আপনাকে উত্থাপন করিতে শক্ত হয়েন না — তাঁহার আপনার অন্তঃকরণই গরলময় নরক সমান হয়। বিশেষতঃ যৌবনের উদ্যম হইতে পার হইয়া যখন জরাবস্থাতে পতিত হয়েন, তখন গত পরমায়ুর প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া কি প্রকার ক্লেশ সহ্য করেন! তাঁহার রাশি রাশি পূর্ব্ব কুব্যবহারের শোচনা তখন অন্তঃকরণে উদয় হয়। পূর্ব্বের পান ভোজনাদি সকল তৎ কালে তিনি বিষ তুল্য দেখেন। জীবনের সার ভাগ যে যৌবন কাল, যাহা যোগ্যরূপে যাপন করিলে তিনি এসংসারে ধন্য হইতে পারিতেন, তাহাকে অতি তুচ্ছ এবং গর্হিত কর্ম্মে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সংসর্গি এবং সমান মান্য ছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে অতিক্রম পূর্ব্বক যশঃ সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন! তাঁহার সুস্থতা, সম্পত্তি, জ্ঞান, চরিত্র, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম, তিনি আপনারই মূঢ়তা দ্বারা নষ্ট করিয়াছেন। কি পরিবার কি আত্মীয় সকল ব্যক্তিই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং ক্রোধবান। এই সকল যখন তিনি প্রত্যক্ষ দেখেন তখন আপনিই আপনাকে ভৎর্সন করিয়া খিন্ন হয়েন। ইহা অপেক্ষা ক্ষোভ বা ক্লেশের বিষয় আর কি আছে! পরমেশ্বর হৃদয় মধ্যে যে এক যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন, যাহা কোন কুকর্ম্ম করিবা মাত্র চিত্তকে যন্ত্রণাগ্রস্ত করে, সেই যন্ত্র এই সময়ে তাঁহাকে ঘোরতর যাতনা দিতে থাকে। অন্তরে তিনি এই প্রকার দুঃখে মগ্ন হয়েন, বাহিরে তিরস্কার ও অপমান সহ্য করিয়া ক্লিষ্ট হয়েন, ফলতঃ প্রাণঘাতিনী দুশ্চিন্তা দিবা রাত্রি তাঁহার চিত্তকে পেষণ করিতে থাকে!

এদেশে এইক্ষণে প্রচুররূপে বিদ্যার আলোচনা হইতেছে বটে, কিন্তু বিদ্যার ফল যে ধর্ম্ম তিনি কি এইক্ষণে এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার কটাক্ষপাত করিয়াছেন? সমুদয়

যন্ত্রণার বীজ স্বরূপ যে পাপ তাহা হইতে কি এই দেশ মুক্ত হইতেছে ? কোথায় ? এপ্রকার সুমঙ্গলের সূক্ষ্ম চিহ্নও দৃষ্ট হয় না ; বরঞ্চ পূর্ব্বাপেক্ষা আমারদিগের কারাগার সকল দুষ্কর্ম্মি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে ; চিকিৎসালয় সকল রোগির ঘোরতর নাদে ধ্বনিত হইতেছে ; ভার্য্যার মন স্বামির কদাচার দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছে এবং সন্তানের দুর্ব্যবহার দ্বারা মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। গৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কোন্ মূর্খ ব্যক্তি তাহাকে নির্ব্বাণ করিতে যত্নবান্ না হয়? কিন্তু এস্থানের বিদ্বান্ লোক আমারদিগের আবাস ভারতবর্ষকে পাপাগ্নিযুক্ত দেখিয়াও তাহার নির্ব্বাণে যত্ন করা দূরে থাকুক, আপনারা অবোধ পতঙ্গের ন্যায় সেই অগ্নিতে গাত্র পাত করিতেছেন—তাহাতে অগ্নি প্রবাহ ক্রমশঃ অষ্ট দিকে বহিতেছে। এদেশের কি দুর্ভাগ্য ! কি দুর্ভাগ্য !

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৩১ শ্রাবণ ১৭৬৬।

প্রথম প্রকরণ।
প্রথম অধ্যায়।

পরমেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি নাশ যোগ্য সুনিয়ম সকল সংস্থাপন দ্বারা এই বিশ্ব রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। সেই সকল নিয়ম এপ্রকার আশ্চর্য্য যে তাহা চিন্তা করিলে চমৎকারে স্থির হইতে হয়; সেই সকল নিয়মের পরস্পর এপ্রকার কৌশলযুক্ত সম্বন্ধ যে তাহা আলোচনা করিলে জগদীশ্বরকে একান্ত মনে ধন্যবাদ করিতে হয়, এবং সেই সকল নিয়ম এপ্রকার প্রচুর মঙ্গলের কারণ যে তাহা স্মরণ করিলে কৃতজ্ঞতা সাগরে মগ্ন থাকিতে হয়। জল বায়ু মৃত্তিকা অগ্নি ইহারদিগের প্রত্যেকেতে এরূপ গুণের আরোপণ করিয়াছেন, এবং তাহারদিগের পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ দ্বারা নিয়োগ করিয়াছেন, যে তাহাতে জলস্রোতের ন্যায় অনায়াসে সংসারের কার্য্য যথা ক্রমে উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই সকল ঈশ্বরকৃত গুণের ও সম্বন্ধের সংখ্যা করা যদিও মনুষ্যের সাধ্য নহে, এবং যদিও সেই সকলকে মর্ত্ত্যলোকের ক্ষুদ্র জ্ঞানে সম্যক্‌রূপে ধারণা করা সম্ভব নহে, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইবার জন্যে এই জগতের রচনা বিষয়ে যথাশক্তি কিঞ্চিৎ বলিতে চেষ্টা করি; বিশেষতঃ এই সংসার রূপ কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে বেদেতেই অনুমতি আছে।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্য অস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি।

ধীর ব্যক্তিরা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় জগতে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুর পর মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন॥

আমারদিগের প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা মহৎপদার্থ। যে কালে পৃথিবী সেই সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে তাহার নাম বৎসর। এই বৎসরের সহিত আমারদিগের পৃথিবীর কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে ! শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি প্রভৃতি এই নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ মাসের মধ্যে যথাক্রমে গমনাগমন করে। প্রতি বৈশাখে গ্রীষ্ম, প্রতি আষাঢ়ে বর্ষা, প্রতি ভাদ্রে শরৎ, প্রতিকার্ত্তিকে শিশির, প্রতি পৌষে শীত, এবং প্রতি ফাল্গুণে বসন্ত কাল অবাধে হইতেছে ; কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই যে বৃক্ষাদিতেও এ প্রকার স্বভাব আছে, যে তাহারদিগের ফল পুষ্প উৎপত্তি প্রভৃতি আবশ্যক কার্য্য সকল ঋতুর সহযোগে ঐ এক বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দিন দিন বৃক্ষাদির অন্তর্ব্বর্ত্তি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইতে থাকে, এবং সম্বৎসরে সেই সমুদয় ব্যাপার সমাধা হওয়াতে যথা নির্দ্দিষ্ট কালে ফলাদির উদ্ভব হয়। আম্রবৃক্ষে পৌষমাসে মুকুল হইবে, এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে সেই মুকুল পক্ব আম্র হইবে ইহা যত কাল বৎসরের এই পরিমাণ থাকিবে, এবং যত কাল বৃক্ষাদিরও এই গুণ থাকিবে, তত কাল অন্যথা হইবার নহে। জগদীশ্বর বৎসরকে বৃক্ষাদির যোগ্য করিয়াছেন, এবং বৃক্ষাদিকে বৎসরের উপযুক্ত করিয়াছেন। এই উভয়ের পরস্পর এতদ্রূপ সম্বন্ধ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের উদ্ভিজ্জ যন্ত্র নিয়ম মত সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে ; তাহাতে প্রতি

বৎসর যথা নির্দ্দিষ্ট কালে পুষ্প ফল শস্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল উন্নতি হইতেছে।

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর বৎসরের পরিমাণ, বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক বা অল্প করিলেও করিতে পারিতেন তাহার প্রতি সন্দেহ কি? পৃথিবী এইক্ষণে সূর্য্য হইতে প্রায় ১,০৫,০০,০০০ এক কোটি পঞ্চ লক্ষ যোজন * অন্তরে স্থাপিত আছে, কিন্তু যদি এই অন্তরের পরিমাণ ইহার অষ্টম ভাগ ন্যূন হইত, তবে গণনা দ্বারা নিশ্চয় হয় যে বৎসরের পরিমাণ প্রায় এক মাস অল্প হইয়া একাদশ মাস হইত, এবং অষ্টম ভাগ অধিক হইলে বৎসরের পরিমাণ প্রায় একমাস অধিক হইয়া ত্রয়োদশ মাস হইত। অথবা যে শুক্র গ্রহ সূর্য্য হইতে প্রায় ৭৩,০০,০০০ ত্রিসপ্ততিলক্ষ যোজন অন্তরে স্থাপিত আছে, তাহার স্থানে থাকিয়া তাহারই পথে পৃথিবী ভ্রমণ করিলে এইক্ষণকার সপ্তমাসে বৎসর হইত; বা যে মঙ্গল গ্রহ সূর্য্য হইতে প্রায় ১,৫৮,০০,০০০ এক কোটি অষ্টপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন অন্তরে স্থাপিত আছে, পৃথিবী তাহার পথে থাকিয়া প্রদক্ষিণ করিলে এইক্ষণকার ত্রয়োবিংশতি মাসে বৎসর হইত। এই রূপে বর্ত্তমান অপেক্ষা কেবল বৎসরের পরিমাণ অধিক বা অল্প হইলে এ পৃথিবীর কি সাঙ্ঘাতিক দুরবস্থা হইত! পৃথিবীর সেই কল্পিত অবস্থানুসারে বৃক্ষাদির গুণ সংস্থাপিত না হইলে শস্য ফলাদি উৎপন্ন হইবার কোন নিয়ম কোন শৃঙ্খলা থাকিত না—সমুদয় উচ্ছেদ দশায় পতিত হইত।

এপ্রকার ফল আছে যাহা পক্ব হইবার জন্য এক সংপূর্ণ বৎসর আবশ্যক হয়। বিল্ব এবং আম্রাতক যাহা প্রায় দ্বাদশ মাসে সুপক্ব হয়, এইক্ষণকার সপ্তমাসে বৎসর হইলে কি প্রকারে তাহা পক্ব হইতে পারিত? দুই মাসের বর্ষাতে যে ধান্য প্রস্তুত হয় একমাসের বৃষ্টিতে কিপ্রকারে তাহা পুষ্ট হইতে পারিত? গাঢ় শীত মধ্যে মুদ্গ চণক প্রভৃতি যে সকল শস্য বৃদ্ধি হয়, বৎসরের হ্রাস দ্বারা শীতের ভাগ অল্প হইলে কি প্রকারে তাহা উৎপন্ন হইতে পারিত? এই রূপ দীর্ঘতর বৎসর হইলেও মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত না। শস্য বা ফল সকল যে পরিমিত কাল পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম, শীত, বা বৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে সুন্দররূপে পুষ্ট হইতেছে, ইহার অপেক্ষা অধিক ভাগে অধিক সময় পর্য্যন্ত শীতে সঙ্কুচিত, উত্তাপে তপ্ত, বা বর্ষাতে সিক্ত থাকিলে অবশ্য নষ্ট হইতে পারিত। শীতকালে মুকুল হইয়া পরে গ্রীষ্ম দ্বারা আম্র প্রভৃতি উন্নত এবং পক্ব হয়, কিন্তু যদি ক্রমশঃ ছয় মাস শীতই থাকিত এবং তাহাতে গ্রীষ্ম মাত্র না হইত তবে কি প্রকার আমরা এরূপ সুস্বাদু আম্রের আস্বাদ জানিতাম? মুকুল সকল ক্রমে উচ্ছিন্ন হইত। এবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে জম্বু ও পনস হইয়াছে এবং তাহারদিগের স্বভাব দ্বারা অত্যন্ত সম্ভাবনা আছে যে তাহারা দ্বাদশ মাস অন্তে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইবেক; কিন্তু এইক্ষণকার অপেক্ষা তিনগুণ দীর্ঘতর বৎসর হইয়া ছত্রিশ মাসে একবৎসর হইলে এবং ছয়মাস পরিমিত কাল এক এক ঋতুর পরিমাণ হইলে সেই বৎসরের প্রথমেই ছয় মাস গ্রীষ্মের দ্বারা জম্বু ও পনসের উৎপত্তি দূরে থাকুক দ্বিতীয় ঋতু বর্ষাকাল আসিবার পূর্ব্বেই তাহারদিগের আধার বৃক্ষ সকল সমূলে দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইত—ইহাতে এপৃথিবীতে কে প্রাণ ধারণ করিতে পারিত? কিন্তু জগদীশ্বর উৎকৃষ্ট নিয়ম এবং পরস্পর উপযুক্ত সম্বন্ধ দ্বারা পৃথিবীকে আমারদিগের সুখের আলয় করিয়াছেন। তিনি সূর্য্যকে সেই প্রকার পরিমাণ করিয়াছেন, ও সেই প্রকার আকর্ষণ শক্তি দিয়াছেন, এবং পৃথিবীকেও সেই প্রকার পরিমাণ করিয়াছেন এবং সেই প্রকার বেগ শক্তি দিয়াছেন যাহাতে পৃথিবী দ্বাদশ মাসে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া সময়কে বৎসরে বিভক্ত করিতে পারিতেছে; তিনি সূর্য্যকে সেই রূপ তেজস্বি ও সেই পরিমিত দূরে স্থাপিত করিয়াছেন যাহাতে ঋতু সকল সম্বৎসরের মধ্যে পরিবর্ত্ত হইয়া যথোচিত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা দ্বারা বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জকে পোষিত ও বর্দ্ধিত

* চারি ক্রোশে এক যোজন হয়।

করিতে পারিতেছে ; এবং বৃক্ষাদিকে এমত কৌশলে রচনা করিয়াছেন যাহাতে তাহারা ঐ এক বৎসর কালের মধ্যে ঋতুর সঙ্গে ঐক্য থাকিয়া ফল পুষ্পের উৎপত্তি করিতে সমর্থ হইতেছে। এই বৃহৎ পৃথিবী যাহা আমারদিগের পদতলে পতিত রহিয়াছে, তাহার সহিত কত লক্ষ যোজন দূরস্থিত মহাপরাক্রমি বৃহত্তর সূর্য্যকে অতি উপযুক্ত রূপে বদ্ধ করা কি প্রকার জ্ঞান এবং কি প্রকার শক্তি দ্বারা সম্ভব হয় ? ইহা সেই প্রকার শক্তি ও সেই প্রকার জ্ঞান দ্বারা সম্ভব হয় যাহাকে চিন্তাতেও সীমা করা যায় না।

ফলতঃ বিবেচনা কর যে পরমেশ্বর কি উপকারের জন্য পৃথিবী স্থিত বৃক্ষাদির স্বভাব অনুসারে বৎসরের পরিমাণ করিয়াছেন এবং বৎসরের পরিমাণের উপযুক্ত পৃথিবী স্থিত বৃক্ষাদির গুণ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ? বিবেচনা করিলে ইহা কেবল আমারদিগের পরম মঙ্গলের নিমিত্তেই করিয়াছেন। সূর্য্যের সহিত আমারদিগের পৃথিবীর এই সম্বন্ধ না থাকিলে ইহাতে তৃণ, লতা, বৃক্ষ কিছুই উৎপন্ন হইত না ; সুতরাং জীবন রক্ষার মূলাধার যে শস্য ও ফল তাহা আমরা প্রাপ্ত হইতাম না — আমরাই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হইতাম ? কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর আমারদিগকে উক্ত সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। হে জগদীশ্বর তুমিই ধন্য !

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা।

বাণিজ্য দ্বারা লোকের যাদৃশ উপকার হইতেছে, তাহা এই সভার মধ্যে কে না জ্ঞাত আছেন ? বণিকেরা নানা পরিশ্রমে বিবিধ দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব নির্ণয় করিয়া তত্তৎ অভাব মোচনার্থে বিবিধ প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সাধ্যমত যত্ন যুক্ত হইতেছেন ; ইহাতে তাঁহারা স্বদেশের এবং বিদেশের উপকার একেবারেই করিতে সমর্থ হইতেছেন। প্রচুর শস্য ফলাদি এবং বিবিধবস্ত্র ভূষণাদি জন্য স্বদেশীয় কৃষি এবং শিল্পকারি প্রভৃতিকে সর্ব্বদা প্রতিপালন এবং সেই সকল শস্য ফলাদি এবং বস্ত্র ভূষণাদি দেশদেশান্তরে উপযুক্ত মত বিতরণ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের সুখ বৃদ্ধি করিতেছেন। এই বণিক্‌দিগের প্রসাদে মহা মহা সমুদ্র পারে যে সকল উপাদেয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আমরা এই এক স্থানে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেছি। এই যে সময়ে আমি বক্তৃতা করিতেছি, এই সময়েও কত দেশের কত বণিক্ আমারদিগের সুখ প্রদান নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছেন।

এই বণিকেরা সকলেই কি কেবল আমারদিগের সুখ চেষ্টা করিয়া বাণিজ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে ? সমস্ত নাবিকেরাই কি আমারদিগের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করিতেছে ? ইহা কখন সম্ভব নহে। প্রায় সমস্ত মনুষ্যই আপন আপন ধন, মান, যশঃপ্রভৃতির বৃদ্ধি আশায় পরিশ্রম করিতেছে। অধিকাংশ লোক কেবল ধনাদি সঞ্চয় কর্ম্মে এতাদৃশ ব্যগ্র, যে তাহারদিগের দ্বারা সাধারণের উপকার বা অপকার হইতেছে, ইহা তাহারা জানিবারও অবকাশ পায় না। পৃথিবীর মধ্যে অতি অল্প লোক আছেন, যাঁহারা কেবল সাধারণের উপকার ইচ্ছা করিয়া সকল কর্ম্ম সমাধা করেন। এই সাধারণের মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিরাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক, এবং ইহাঁরাই ধন্য।

যে ব্যক্তির কর্ম্ম দ্বারা এমত প্রকাশ পায় যে আমারদিগের সুখের নিমিত্তে তাঁহার ইচ্ছা আছে, সেই ব্যক্তির সহিতই আমারদিগের প্রীতি হয়, তদ্ব্যতীত তাহার অন্য মানস থাকিলে তাহার সহিত প্রীতি হওয়া অসম্ভব। এতন্নিমিত্তে কোন আত্মীয় ভবনে আহূত হইয়া তাঁহার বেতন ভোগি গায়ক বাদকদিগের গীত বাদ্য শ্রবণে সেই গায়ক বাদকদিগের সহিত সংপ্রীতি হয় না, তাহারদিগের নিকটে বাধ্যও থাকি না, কারণ তাহারা আমারদিগের সুখেচ্ছা না করিয়া কেবল ধনাশ্বাসে গীত বাদ্য করে, কিন্তু প্রীতি সেই বন্ধুর সহিতই হয়, যিনি আমারদিগের সুখেচ্ছা ক-

রিয়া পরিশ্রম দ্বারা সেই গায়ক বাদকদিগকে আনয়ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার নিকটেই বাধ্য থাকি। এই প্রকার যাঁহারা কেবল পরোপকার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা সকলেরই প্রিয় এবং সর্ব্বদা ধন্যবাদের যোগ্য হয়েন। যে ব্যক্তিরা কেবল ধনোপার্জ্জনে তৎপর, পৃথিবীর উপকার নিমিত্ত ক্ষণ মাত্রও চিন্তা করে না, তাহারা আমারদিগের প্রিয়পাত্র এবং ধন্যবাদের যোগ্য কি প্রকারে হইতে পারে?

যে ব্যক্তিরা কোন উপকার জনক কর্ম্ম করে, অথচ সেই উপকার করিতে তাহারদিগের মানস না থাকে, তবে তাহারা কখন পুরস্কার যোগ্য হয় না। রাজদণ্ডে কারাবদ্ধ ব্যক্তিরা রাজপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানা বিধ সাধারণ লোকের উপকার জনক কর্ম্ম করিতেছে; এই সকল কর্ম্ম তাহারদিগের স্বেচ্ছানুসারে না হওয়াতে আমারদিগের নিকটে তাহারা ধন বা প্রশংসা দ্বারা কখন পুরস্কৃত হইতেছে না।

এই প্রকার যে ব্যক্তিরা কোন অপকার জনক কর্ম্ম করে, অথচ সেই অপকার করিবার তাহারদিগের মানস না থাকে, তবে তাহারা কখন দণ্ড যোগ্য হয় না। যদি কোন রথারোহি ব্যক্তির রথ চক্র দ্বারা হঠাৎ কোন মনুষ্য হত হয়, তবে সে ব্যক্তিকে কখন দণ্ড করিতে পারি না, কারণ তাহার এমত ইচ্ছা ছিল না যে সেই হত ব্যক্তিকে সে বধ করে।

অতএব হে সভ্য মহাশয়েরা কেবল ইচ্ছাতেই মনুষ্যেরা অপরাধি বা অনপরাধি হইতেছে। কোন কর্ম্ম কৃত না হইলে আমারদিগের নিকটে কর্ত্তার ইচ্ছা প্রকাশ পায় না, এনিমিত্তে কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তার ইচ্ছা জানিয়া তদনুসারে আমরা তাহাকে দণ্ড বা পুরস্কার করি। যদিও ইচ্ছা অপ্রকাশ হেতু ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক ব্যক্তি আমারদিগের নিকটে উপযুক্ত মত পুরস্কৃত বা দণ্ডি না হয়, তথাপি ইচ্ছা প্রভৃতি মনের সমুদয় ভাব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের নিকটে প্রকাশ থাকাতে অধার্ম্মিক ব্যক্তি দণ্ড হইতে মুক্ত বা ধার্ম্মিক ব্যক্তি পুরস্কার হইতে বঞ্চিত কদাপি হইতে পারেনা।

অতএব আমারদিগের ইচ্ছাকে নিয়মে রাখা কি পর্য্যন্ত আবশ্যক! সর্ব্বদা সাবধান থাকা উচিত, যাহাতে কুকর্ম্মে ইচ্ছা না হয়।

যে ব্যক্তিরা কেবল ধন সঞ্চয় নিমিত্ত পরিশ্রম করে, তাহারা সর্ব্বদা উপকার করিতে পারে না, কারণ লোকের অপকার করিয়াও ধনের প্রাপ্তি হয়। কি আশ্চর্য্য! অল্পকাল স্থায়ি ধনের নিমিত্তে লোক সকল কেন কুকর্ম্মে রত হইয়া দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়!

যাঁহারা কেবল পরোপকার মানসে সমস্ত কর্ম্ম সমাধান করেন, তাঁহারা কোন কুকর্ম্ম দ্বারা ধনোপায়ের চেষ্টাও করেন না। ধন সঞ্চয়ি ব্যক্তিরা যেমন ধন পাইলে সন্তুষ্ট হয়, ইহাঁরা পরের উপকার হইলেই সন্তুষ্ট হয়েন। এই পরোপকারি ব্যক্তিরা ধনের আয়ে তাদৃশ সুখি বা তাহার ক্ষয়ে তাদৃশ দুঃখি হয়েন না। ইহাঁরদিগের ধন না থাকিলেও অন্য অন্য উপায়ের দ্বারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটি করেন না। ইষ্টালাপে, সৎপরামর্শ দানে, শোক নিবারণে, রোগশান্তি করণে, জ্ঞানদানে, সর্ব্বদা যত্নযুক্ত থাকেন। এই মহাত্মা পুরুষেরাই ধন্য, ইহাঁরাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক।

তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম ১৭৬৬ শক।

সভার নিয়ম।

১ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সময়ে সময়ে মুদ্রিত হইবেক।

২ তত্ত্ববিদ্যা বিস্তার নিমিত্ত পাঠশালা স্থাপন হইবেক।

৩ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে বিশেষ সভা ও সাম্বৎসরিক সভা ও অধ্যক্ষ সভা বিহিত সময়ে হইবেক।

৪ পোষক ভিন্ন কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবেক না।

৫ সভাস্থ সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশের মতানুযায়ি কর্ম্ম হইবেক।

৬ সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।

৭ কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদক বা ইহাঁরদিগের প্রতিনিধি সভা হইতে অধ্যক্ষদিগের প্রস্তাবে নিযুক্ত হইবেন।

৮ এক মাসের অনধিক দিবসের নিমিত্তে প্রতি নিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ ও প্রতিনিধি সম্পাদক অধ্যক্ষদিগের মতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

৯ অধ্যক্ষদিগের মতে কর্ম্মচারি নিযুক্ত হইবেক।

১০ সম্পাদক স্বীয় সহকারি নিযুক্তার্থে অধ্যক্ষদিগের সমীপে তাহার নামোল্লেখ করিবেন।

১১ আট টাকার অনধিক মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করণ ভার সম্পাদকের প্রতি থাকিল।

১২ অধ্যক্ষ গণ কর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি অধ্যক্ষদিগের মত ভিন্ন কর্ম্মচ্যুত হইবেক না।

১৩ কর্ম্মচারি মাত্রকে অধ্যক্ষেরা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

১৪ সম্পাদকের অনুমতি ব্যতীত সভ্য ভিন্ন কোন ব্যক্তির নিকট দান স্বাক্ষর পুস্তক প্রেরিত হইবেক না।

১৫ তিন মাস সভ্য শ্রেণী মধ্যে গণ্য না হইলে এবং তাঁহার তিন মাসের মাসিক দাতব্য আদায় না হইলে তাঁহার মতগ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু তিনি প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

মুদ্রিত পুস্তকের নিয়ম।

১৬ যে কোন পুস্তক সভা হইতে মুদ্রিত হইবে তাহার প্রত্যেক পুস্তক ২৫ খান সভার পুস্তকালয়ে থাকিবেক। উক্ত ২৫ খান পুস্তকের মধ্যে সকল অধ্যক্ষের মত হইলে ২০ খান পর্য্যন্তও বিতরণ করা যাইতে পারিবেক।

১৭ পাঠশালা নিমিত্তক পুস্তক ভিন্ন যে কোন পুস্তক সভা হইতে মুদ্রিত হইবে তাহা প্রত্যেক সভ্য এক খান প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু যে সভ্যের মত যত দিন পর্য্যন্ত গ্রহণ যোগ্য না হইবে ততদিনের বা পূর্ব্বের মুদ্রিত পুস্তক তিনি প্রাপ্ত হইবেন না।

১৮ কোন অধ্যক্ষ বা কর্ম্মাধ্যক্ষ পাত্র বিশেষে মুদ্রিত পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে পারিবেন।

১৯ সভা হইতে মুদ্রিত পুস্তক বিক্রয় হইতে পারিবেক।

২০ দূর দেশস্থ সভ্যের নিকট ডাক যোগে পুস্তক প্রেরিত হইলে ডাকের বেতন সেই সভ্য দিবেন। যদি কোন কারণ বশতঃ প্রেরিত পুস্তক ফিরিয়া আইসে তবে তাহার গমনাগমন জন্য ডাকের বেতন না দিলে তিনি আর কোন পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন না।

পাঠশালার নিয়ম।

২১ ব্রাহ্ম সমাজের দিবসে এবং এতদ্দেশীয় পর্ব্বোপলক্ষে রাজকীয় ধনাগারের অবকাশ দিবসে পাঠশালার অবকাশ হইবেক, এতদতিরিক্ত অবকাশ দিবার ক্ষমতা অধ্যক্ষদিগের প্রতি থাকিল।

২২ প্রতি বৎসরে পৌষ মাসে তাহার বিংশতি দিবসের মধ্যে পাঠশালার ছাত্র গণের প্রকাশ্য পরীক্ষা হইবেক।

বিশেষ সভার নিয়ম।

২৩ অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্যের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্বমাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্য গণকে সংবাদ দিবেন।

২৪ মাসের অষ্টাহের পর পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে বিশেষ সভা হইতে পারিবেক।

২৫ বিশেষ সভার দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে পরে যদি অন্য কোন বিশেষ সভার জন্য সম্পাদক অনুজ্ঞাত হয়েন তবে পরের বিশেষ সভার

প্রস্তাব পূর্ব্ব বিশেষ সভায় বিচারিত হই-বেক।

২৬ মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র না হইলে বিশেষ সভা হইবেক না।

২৭ বিশেষ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ বিশেষ সভার পরি-বর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

সাম্বৎসরিক সভার নিয়ম।

২৮ বৈশাখ মাসের শেষ রবিবারে দিবা পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

২৯ সাম্বৎসরিক সভার পূর্ব্বে বর্ত্তমান নগর-স্থিত সভ্যগণকে সভারোহণের নিমিত্তে পত্র দ্বারা এবং সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করা যাইবেক। উক্ত বিজ্ঞাপন সেই সভার দিবস পর্য্যন্ত সপ্তাহ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইবে।

৩০ মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র না হইলে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক না।

৩১ সাম্বৎসরিক সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অ-তীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহার-দিগের অধিকাংশের মতে ঐ সাম্বৎসরিক সভার কর্ম্ম নিষ্পন্নার্থে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৩২ সাম্বৎসরিক সভাতে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণ রূপে সভ্যদিগকে সম্পাদক অবগত করিবেন।

৩৩ সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

অধ্যক্ষ সভার নিয়ম।

৩৪ পাঁচ জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহার-দিগের মধ্যে এক জন সভাপতি হইবেন।

৩৫ কোন অধ্যক্ষ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

৩৬ প্রতি বৎসরে এক জন অধ্যক্ষ পরিবর্ত্ত হইবেক।

৩৭ মাসিক দাতব্য দুই টাকা বা তাহার অধি-ক প্রদাতা ব্যক্তি সভাতে মত গ্রহণ যোগ্য হইলে অধ্যক্ষপদের উপযুক্ত হইবেন।

৩৮ প্রতি মাসে অধ্যক্ষ সভা হইবেক।

৩৯ অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে সভার সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক।

৪০ কোন অধ্যক্ষের বা কর্ম্মাধ্যক্ষের মতে সভ্য হইতে পারিবেন।

৪১ অধ্যক্ষ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তিন জন অধ্যক্ষের নিমিত্তে অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অতীত সময়ে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ অধ্যক্ষ সভার কর্ম্ম নিষ্পন্নার্থে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৪২ কোন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ সভার নিমিত্তে সম্পাদককে জানাইলে সম্পাদক অধ্যক্ষ-দিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন।

ধনের নিয়ম।

৪৩ প্রতিমাসে চারি আনার ন্যূন কোন সভ্য দিতে পারিবেন না।

৪৪ যে মাসে সভ্য হইবেন সেই মাসাবধি মাসিক দাতব্য দিবেন।

৪৫ যদি কোন সভ্য দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দেন এবং অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন তবে তিনি ত্রয়োদশ মাসাবধি সভ্য মধ্যে গণ্য হইবেন না। কিন্তু পরে তিনি দণ্ড স্বরূপ তিন টাকা প্রদান করিলে পুন-র্ব্বার সভ্য যোগ্য হইবেন।

৪৬ যিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইবেন তাঁহার এক খান মাসিক দাতব্যে-র অঙ্গীকার পত্রের টাকা দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত আদায় না হইলে যদি অধ্যক্ষদিগের মত হয় তবে তাঁহার অনাদায়ি সমুদয় অঙ্গী-কার পত্র রহিত হইবেক।

৪৭ যিনি অধ্যক্ষদিগের মতে সভ্য শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, তাঁহার মাসিক দাতব্যের সমুদয় অনাদায়ি অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

It is, perhaps, one of the most remarkable and characteristic phenomena of religious polemics in India, that those controversial writers who were prompted, by a sense of professional duty, as well as the animating ardor of prozelytism, to assail and subvert the fundamental doctrines of Hindoo Theology, no sooner found that the followers of the Vaidanta disowned and reprobated the practice of idolatrous worship, than, with the ordinary ingenuity of foiled adversaries, they shifted the ground of their aggressive warfare, and levelled the whole artillery of their argumentative tactics against the stronghold of Unitarianism itself, as inculcated in the Vaidanta: such has been the system of polemical hostility, ostensibly adopted, and steadily pursued, in a work "on India and India Missions," one of the latest, and most elaborate, productions of the Reverend Alexander Duff, D. D., a Missionary of the church of Scotland in Bengal.

As the above publication has been extensively circulated among the European and Native community, throughout this presidency, and now, after the lapse of several months, no defence of the real doctrines of Hinduism has been attempted by various learned individuals, fully competent to the task, the authors of the following Refutation have endeavoured to supply this deficiency, and have accordingly caused their own remarks and observations on the several positions assumed by the Reverend gentleman to receive a due share of publicity, that the impartial reader may be the better enabled to form an accurate and unbiassed opinion of the relative merits of the main points at issue.

Dr. Duff commences his attacks against the Hindoo religion, by animadverting on the character and attributes of Brahm. Although he maintains, that the Deity "is represented (in the shastras) as without beginning or end, eternal: that which is, and must remain unchangeable; without dimensions, infinite; without parts, immaterial, invisible; omnipotent, omniscient, omnipresent; enjoying ineffable felicity," (page 76), yet the writer does not hesitate to affirm that the above description is utterly meaningless, inasmuch as it is unattended with corresponding conceptions in the minds of his worshippers. Regardless of the correctness or inaccuracy of the latter assertion, he does not, however, condescend to adduce any authority whatever, to establish his opinion, and the reader is, therefore, left no other alternative but that of implicitly crediting the ipse dixit of the Reverend gentleman, and, for his own peculiar satisfaction, of taking for granted that the sages of India, have, through successive generations, from time immemorial, repeated the above definition of the divine attributes, and transmitted it to their latest posterity, without attaching any clear or distinct idea to the words in which it is conveyed.

Dr. Duff next alledges that if the said definition did, at any time, and originally, convey any clear and obvious meaning, yet it was obliterated in the course of ages, and has remained so ever since. We may, in that case, further assume the liberty of inquiring from the Reverend gentleman, by what miracle he, if his assertion were true, has succeeded in presenting the public with so faithful a translation, as he has done, of the above Sanscrit passage, although it be, as he alledges, so utterly meaningless? How could the words of which it consists, have been so readily understood by a foreigner, since they are stated to be wholly incomprehensible to ourselves, and our religious instructors? But such vague and untenable assertions ought, after all, to excite no surprise in us, as emanating from one of those who, trusting to their own infallibility, profess to believe that they alone are the select and beloved children of our common Almighty Father, that they alone are blessed with a full and perfect knowledge of the true religion, that by a fearful distinction—established for their own exclusive advantage,—millions of their fellow creatures have since the beginning of the world, been doomed to live and die in utter mental darkness, nay! to eternal perdition, through the irrevocable and partial decree of an unjust and jealous God! We thank the great Architect of the universe that such are not our own doctrines,—that it is, on the contrary, our chiefest source of comfort and happiness, firmly to believe, and zealously to inculcate, that all mankind are morally and spiritually equal in the eye of a benificent, an impartial, and an eternal Deity.—But to return.

Dr. Duff has thought fit to devote more than a page of closely printed letter-press to the purpose of asserting and reasserting, in endless forms of varied phraseology, that Brahm exists "without qualities or attributes," that he exists "without intellect, without intelligence, without even the consciousness of his own existence!"—We may, however, venture, for our own parts, to affirm that, had the Rev. gentleman, been conversant with the following passages of the Vaidanta, he would have shrunk from the hazard of giving utterance to so extraordinary and so paradoxical an opinion.

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি ॥

তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ ॥

"He by whom the birth, existence, and annihilation of the world are regulated, is the Supreme Being."

বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥

"All powerful, perfect and eternal."

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ॥

"He who is truth, intelligence, and infinity is Brahm."

We shall neither conceal nor deny that the epithet নির্গুণ signifying destitute of qualities, not unfrequently occurs in our sacred writings, connectedly with the name of Brahm: but this apparent negation is not to be understood in the limited and narrow acceptation of those words, which strictly imply, that we ought not to ascribe to Almighty God properties, attributes, or modes of being, which are the peculiar characteristics of humanity, such as the faculty of vision, wisdom, compassion, anger, or our own feelings and passions, because these are as uncertain and changeful, as the innumerable casualties incident to our fleeting existence;—they lie dormant or disappear, at times,—revive, at others,—and are alternately exalted or depressed, according as our several physical organs are variously affected by the impressions of external objects. It is in conformity to these palpable truths, that our discriminating piety forbids us to ascribe to the eternal and immutable Being our own brief, transitory, unsettled and circumscribed faculties or attributes, and stamps with the stigma of merited reprobation the audacious attempt to liken the atom of a day to the Everlasting!—Yes! a more rational and less ambitious philosophy would have taught our adversaries the exact reverse of the doctrine upheld by the Reverend gentleman, and impressed their minds with the conviction, that in the eyes of enlightened wisdom the Supreme Ruler of this universe is really, essentially, and absolutely, without attributes, that is, without those peculiar attributes, and various modes and organs of existence, which constitute humanity.

In corroboration of the above truths, we subjoin the following excerpts from the Brahmunical Magazine, No. IV.

"The Vaidanta does not ascribe to God "any power or attribute, according to the hu"man notion of properties, or modes of being, "attached or subordinate to their substance, "such as the faculty of vision, or of wisdom, com"passion, anger, &c. in rational animals. Because "these properties are sometimes found among "the human race in full operation, and again ceas"ing to operate, as if they were quite extinct,— "because the power of one of these attributes, "is often impeded by the operation of another, and "because the objects in which they exist, depend "upon special members of the body, such "as the eyes, brain, heart &c. for the exercise "of vision, wisdom, compassion &c. In con"sideration of the incompatibility of such "defects with the perfection of the divine nature, "the Vaidanta declares the very identity of God "to be the substitute of the perfection of all the "attributes necessary for the creation and sup"port of the universe, and for introducing revela"tion among men; without representing these "attributes as separate properties depended upon "by the deity, in creating and ruling the world."

The Reverend gentleman admits that "if "indeed the Supreme (Being) were represented "as invested with qualities and attributes, "and devoid of these at one and the same "instant of time, such representation would "be self-contradictory. But these different, "or rather opposite, and mutually destructive "states, or modifications of being, are not con"temporaneous but successive, each of them "being assumed alternately, after immense "intervals of time." Had the Reverend gentleman fully understood that passage, in which Brahm is represented as devoid of attributes, as was explained in the preceding section, he would probably have abstained from urging the apparent contradiction on which he now dwells, with reference to the assumed mutability of Brahm, more especially as the Vaidanta text positively declares his unchangeable nature, and the Reverend gentleman himself has favoured us already with a quotation to that effect. (Vide page 76) In further corroboration of our doctrine on this particular head, we refer to the following passage from the Vaidanta.

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

"The Supreme Being is not organised "with the faculties of hearing, feeling, vision, "taste, or smell. He is eternal, without "beginning or end, and is beyond nature. "He is unchangeable. Man, knowing him thus, "is relieved from the grasp of Death!"

Dr. Duff further observes that "He is then "denoted emphatically THE ONE,—without "a second. Not merely one, generically, as being "truly possessed of a divine nature,—not merely "one, hypostatically, as being simple, uncom"pounded, and, therefore, without parts;—not "merely one, numerically, as being, in point of "fact, the only actually existing deity. No. He "(Brahm) is simply, absolutely, and by necessity "of nature, one,—and not only so, but he is "one in the sense of excluding the very possi"bility of the existence of any other God. Thus "far a Christian might accord in the defini"tion of the divine unity." We are heartily rejoiced at Dr. Duff's admission of this notable conformity; for, on this point rests the chief doctrine of the Vaidanta. But are we, therefore, to consider the Reverend gentleman as an advocate of the sectarian creed denominated Unitarianism, and as inimical to the Presbyterian dogma of a holy Triad? But we are, in decency, bound to suppress all doubts or surmises on this head and respectfully abstain from further allusion to so delicate a subject, leaving every religious creed to rest between man and his Maker.

He alledges that Brahm is one, "not merely "in the sense of excluding other gods, but in "the sense of excluding the possibility of "the existence of any other being whatever." Granting that the Reverend gentleman la-

bours under a profound, although groundless conviction of the complete truth and accuracy of this extraordinary statement, was he not, we beg to inquire, in common fairness obliged to quote the original text of the Vaidanta, from which he derived his authority for inditing and promulgating so startling a misrepresentation? The whole body of the Vaidantic doctrines, far from upholding, utterly repudiates a dogma, pregnant with such unspeakable absurdity, and emphatically inculcates, that no object whatever, in the moral or material universe, is possessed of the attributes of existence, independently of the Supreme Being.

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং।

"God being eternal existence, the universe, whatsoever it is, exists and proceeds from him."

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃসহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।

"On God heaven, earth, and space depend, and also intellect, with all the senses."

In like manner as the mirrored image of the sun is reflected from the surfaces of millions of radiating particles of matter, and is the invariable and necessary result of the preexistence of the great orb itself, so the boundless universe is distinct and separate from, though inevitably dependent, upon the eternal God. The Vaidanta teaches us, that the great and lofty characteristic of absolute independence pertains to God alone, and not to a perishable atom of this atom-world!

তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃসর্ব্বে তদু না-ত্যেতি কশ্চন।

"He alone is called eternal, on whom all the world rests and independently of whom nothing can exist."

The Reverend gentleman proceeds to state that "in any sense, within the reach of human "understanding, he, (Brahm,) is "nothing." For "the mind of man can form no notion of mat-"ter or spirit apart from its properties or "attributes." This assertion has been already refuted in substance. We may, however, add that Brahm is, in no respect, d[illegible] of su[illegible] ttributes as may be best calcula[illegible] harmo-ise with the perfection of his na[illegible] is existence, therefore, is not [illegible] unintelligible, although his real essence, as coeval and co-extensive with his immensity, must for ever baffle the inquisitive mania of controversial inquirers. For instance: the elementary properties of the constituent particles of the sun, have perpetually eluded the eagle-glance, and the profoundest researches, of ancient and modern philosophy, nor is human language supplied with any terms to designate or classify those primordial elements: are we, therefore, entitled to deny the existence of that glorious luminary, and belie the united and incessant testimony of our senses? So it is with Brahm: no human tongue can proclaim or specify his wonderful attributes; but they are, nevertheless, as palpably felt, and as strikingly manifested, as the vital air we breathe, in the universality of his power, which acts within, above, below, and around us, in innumerable ways and modes, by visible and invisible instrumentalities, in like manner as the mysterious influence of the sun is exerted, alike through the most stupendous works of nature, and the minutest particles of matter: To these great and affecting truths, however, the Reverend gentleman turns a deaf and inexorable ear: He maintains, with invincible pertinacity, that "the Brahm of Hindoo theo-"logy is not incomprehensible merely, but is "utterly unintelligible." We cannot refrain from expressing our legitimate surprise at this novel method of logical argumentation. Dr. Duff's Brahm, and the Brahm of Hindoo theology, are undoubtedly, as morally different from each other, as darkness from light.

The Reverend missionary hurries on to say that: "Unencumbered by the cares of em-"pire, or the functions of a superintending "providence, he effectuates no good, inflicts no "evil, suffers no pain, experiences no emotion;" "his beatitude is represented as consisting "in a languid, monotonous, and uninterrupted "sleep,—a sleep so very deep as never to b[e] "disturbed by the visitation of a dream."

"Cares of empire!" Dr. Duff would fain have us, it appears, liken the universal God to a king, an emperor, or some other earthly potentate! "Functions of a superintending provi-"dence!" The functions performed by the Supreme deity are so vast, so illimitable, and infinite, that no mortal man can, without presumption, assume the task of characterising them. "Effectuates no good!" The God worshipped by the wise of our country, is the eternal source and the sole parent of "good," and they, in conformity to the revered doctrines of their [S]hastras, daily pour forth their thanksgivings to Him, for their existence their happiness, nay, even for their miseries

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃসমাভ্যঃ।

"He has, from eternity, been assigning to all his creatures their respective purposes, with [rig]hteousness"

"Inflicts no evil!" Such a remark is perfectly astounding: How can the Reverend missionary incite us, by the clearest implication, to worship such a God as should be the author of evil, in all its repulsive shapes and dire consequences? Are we then to ascribe the indiscriminate murder of millions of our fellow beings, through religious fanaticism, or political hostility, to the direct perpetration of our immaculate Creator?—"Suffers no pain!" How can a deity, represented in our Vaidanta, as "Felicity itself," be imagined susceptible of those sensations peculiar to our frame, which constitute pain? Where is the man who, in his soberer hours, can even for a single instant, imagine that the eternal and invisible Being is supplied, like himself, with a corporeal frame, with a system of muscles, bones, tissues, blood-vessels, and a nervous apparatus, whence arises his liability

to suffer pain ! " Experiences no emotion !" Can human infatuation be carried to a more culpable, or dangerous extreme, than that of rushing headlong into the hideous errors of that reckless anthropomorphism, which inculcates the grovelling and insensate doctrine, that the Almighty Creator is, in every respect, a man ? The Vaidanta, while it utterly rejects and contemns such degrading notions of the deity, conveys to our minds a far loftier, a more adequate, consistent, and ennobling idea of His attributes, by prescribing his worship, as the Supreme Regulator of this boundless universe, and as the glorious and beneficent originator of all earthly good. Witness the following texts from the Vaidanta.

কোহ্যেবান্যাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশআনন্দোন স্যাৎ।

এষহ্যেবানন্দয়াতি॥

" What creature on earth could enjoy life or emotion, if this God, who is Felicity itself, did not exist ? It is God that imparts happiness to all."

With regard to the Reverend gentleman's gratuitous assertion that Brahm exists in a state of uninterrupted repose or deep sleep, we may, in the first place, beg leave to observe that the Reverend gentleman's ardent and inveterate hostility to Hindooism in general, and to Brahm, in particular, had more successfully answered his conscientious purpose of proselytism, by imparting a greater amount of conviction into the minds of his native readers, if, instead of frequently dealing in groundless, and withal bold assertions, unsupported by the concurrent testimony of our Shastras, he had strenuously laboured to rear on the basis of literal, authentic, and indisputable quotations, the whole fabric of his antagonistical controversy. This remark is particularly applicable to the above statement of our Reverend adversary, respecting the alledged perennial inertness of Brahm, as we have diligently searched our sacred writings, in the expectation of discovering some passage confirmatory of Brahm's eternal quiescence, but always without success. Nor could a different or contrary result have been anticipated ; for we may emphatically declare that no such doctrine is inculcated in any part of our shastras, nay more, that they distinctly and unequivocally proclaim the very opposite principle, and teach us that Brahm, instead of being eternally asleep, is eternally awake ! Witness the following passage.

যএষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ।

তদেব শুক্রংতদ ব্রহ্ম।

" That being who, while all creation sleeps, is ever watchful, and who dispenses to all creatures the diversified objects of desire, is incomparably pure, and the greatest of beings."

We now proceed to analyze Dr. Duff's observations relative to the moral attributes of the Hindoo deity, agreeably to his own exposition of our theological system. " Can it fail to have struck all of you," says the Reverend gentleman, " that, with one or two exceptions, " all the attributes ascribed to him (Brahm) " might, with almost equal propriety, be predi- " cated of infinite space, or of infinite time !" We must humbly confess our absolute inability to unravel the hidden sense of (to speak in plain, though, we hope, inoffensive terms) such unintelligible metaphysical jargon as the above. What can be rationally meant by the attributes of infinite time, and infinite space ? But, by comparing with Brahm the fancied and non-existing attributes of infinite space and time, our Reverend antagonist ingeniously meant to shroud the idea of Brahm in a cloud of dark surmises, and unfathomable doubts ; and in this attempt he has, we must confess, most marvellously succeeded. Having thus paved his way, his next step is boldly to assert that "there " is not in the whole enumeration the remotest " allusion to a single moral attribute (of Brahm ") In reply to this observation, we must, in our turn, take leave to affirm and repeat, that, agreeably to the maxims of the Vaidanta, the very identity of God implies the co-existence of the most perfect attributes which, though but indirectly known to us, are, nevertheless, manifested through their incessant, and prodigiously innumerable effects, and moreover, that, in positive contradiction to the Reverend gentleman's statement, Brahm is represented, in our shastras as

তদেতৎ সত্যং॥

" Truth itself !"

এতৎ সত্যস্য পরমংনিধানং।

" He is the abode of truth."

Also as

পরমংপরস্তাৎ।

" The purest excelience of all excellencies."

Likewise as,

রসোবৈ সঃ রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।

" He is Love itself ; and from his love springs all our happiness."

আনন্দংব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

" Those who know that God is Felicity are above all fear."

Finally, this glorious epithet of " Felicity," which is exclusively applied to Brahm, conveys to the religious mind an exalted idea of a peculiar and appropriate attribute, the most remote from the fluctuating and imperfect happiness, which it is the lot of mortal man to enjoy in this transitory world, and which is the necessary result of the incommunicable perfections, of that Being, who alone is perfection itself. Truth, love, felicity, and purest excellency, may be ranked among the loftiest conceptions which our limited nature can ever be permitted to form of the moral attributes of God, provided that these conceptions be not analogically drawn from the finite and perishable standard of humanity.

In conclusion : Brahm, the divine, and real object of Hindoo worship, has been defined by our sacred writers, as eternal, omnipotent, omniscient, omnipresent, unchangeable, immaterial, and preeminently good,—as the provident regulator of this universe, the Supreme Governor, both of rational and irrational creatures,

to whom he extends the permanent benefits of his justice and of his love, through his infinite goodness.

And yet, this same beneficent deity, which is unanimously acknowledged by the Hindoos as the most perfect character, is stated by the Reverend gentleman, to be so devoid of moral attributes, that " to worship him is impossible."

This allegation we reply that, according to the precepts of the Vadanta, divine worship consists in the contemplation of the moral and natural attributes of our Creator, and in the practise of virtue.

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃপ্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি।

" Those virtuous men who contemplate him through his works, after their departure from this world become immortal."

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃপারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃপরমংপদং

" The man who has intellect as a prudent driver, and a steady mind as his rein, passing over the paths of mortality, arrives at the high glory of the omnipresent God."

This exalted and philosophical mode of worship, which implies charity and compassion, even towards the meanest insect which crawls on the face of the earth, is still religiously observed, and will never cease to be upheld, by the wise, the learned, and the upright of this land, nay, by the best of mankind, in every age, and in every clime. Where, then, it may be inquired, lies the frivolous ground, or the alledged impracticability, of our worship of the true, one God? where, but in the prolific brain, and luxuriant imagination, of the Reverend controversialist himself?

Consistently with his system of aggressive warfare against our creed, he proceeds to question : " How can the contemplation of a " being like this, (meaning Brahm, as destitute " of moral qualities), ever excite one moral " emotion of admiration, gratitude, or love?" We have already proved the moral nature and attributes of Brahm, so that the premises of the above argument being shown to be untenable, the whole syllogism necessarily falls to the ground. But is not a being which is " Felicity itself," worthy " of our admiration?" Is not the source even of worldly happiness, entitled to our " gratitude?" and can we withold our " love" from Him, who, in his infinite goodness, has showered upon us the most precious gifts of the earth? Or does the Reverend gentleman imagine that the inhabitants of the land where Astronomy took its rise, were not immemorially supplied with eyes, equally intelligent and perspicacious to behold and reverence " the dread magnificence of heaven?" The natural attributes of God, as viewed through the boundless range of the material world, would alone suffice to impress an attentive mind with the loftiest ideas of the Almighty Ruler of the Universe. But genuine piety is, if we would fain credit the sweeping and unqualified assertions of the Reverend writer, a rare production of un-Asiatic growth, exclusively confined to the privileged inhabitants of some remoter region and more favored clime! Let the philanthropic and impartial reader appreciate the merits of such illiberal, unsocial, and uncatholic doctrines!

It will be naturally expected that the Reverend gentleman, after such repeated attacks against Hinduism, and the character of the Hindoo community, indiscriminately, must have, at last, nearly reached the climax of his artful and elaborate misrepresentations ; and, we, accordingly, find him urging the odious and sweeping charge of Atheism against the millions of Hindustan, of the past and present generations! As this fact would otherwise appear absolutely incredible, we duly quote his literal expressions : " Practically the delineation of " such a God (Brahm) could only be equivalent to the promulgation of a system of Atheism" The candid reader, who has done us the favor of an attentive perusal of the preceding observations, will, we presume, feel somewhat startled at so unprecedented a denunciation. But when we come to reflect, (not without deep humiliation,) that the most respected individuals, of whose talents and virtue our country could ever justly boast—that those endeared to us by the most sacred ties of friendship, gratitude, or consanguinity—in a word, that our whole race is indiscriminately branded with " reckless and impious scepticism, which implies the lowest degree of human depravity and abjection,—we know not in what terms to characterise so gross, so inconsiderate, and so unjustifiable a charge. The Reverend gentleman has, thus, unguardedly, conferred on us the imprescriptible right of retaliation against his own religion ;—but we shall not proceed thus ; we shall abstain from recrimination. Sincere advocates, as we are, of the principle of free and dispassionate discussion, we shall strictly adhere, on this, as on all future occasions, to the wholesome precept, of never departing from the rules of propriety and moderation. Whether the Reverend gentleman has been induced by the maxims of Christian forbearance and charity, to publish the heaviest, and most groundless, of imputations against his fellow Native subjects, and against a religion professed by the wisest and best among them, from time immemorial, we shall not pretend to determine ; but shall leave our cause in the hands of an intelligent and discriminating public.

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকো স্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

নাই, একাকী বিষণ্ন হইয়া নদী হইতে কূলে উঠিলেন। এমত বস্ত্র নাই যে স্নানীয় বস্ত্র পরিত্যাগ করেন। যত দূর দৃষ্টির গোচর তত দূর পর্য্যন্ত একটি বৃক্ষও দেখিতে পায়েন না যাহার ছায়াতে কিছুকাল তৃপ্ত হয়েন। প্রচণ্ড, সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত হইয়া পদব্রজে লোকালয় অন্বেষণে গমন করিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া সন্ধ্যাকালে লোকালয় প্রাপ্ত হইলেন। দেখেন, যে নানাবিধ মিষ্টান্ন বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, কিন্তু এমত সঙ্গতি নাই যে ক্রয় করেন; ভিক্ষা করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। মহা শোকাকুল হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন, যে এক দুষ্ট খঞ্জকে প্রতিপালন করিয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম; প্রাণ রক্ষার্থে ভিক্ষার দ্বারা কিঞ্চিৎ আহার করি। সমস্ত রজনী ভূমিতে পড়িয়া কেবল রোদন করিলেন। পরে স্বোদর ভরণের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া এক বণিকের দাসত্ব কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। তাহাতে কিঞ্চিৎ সঙ্গতি করিয়া বাণিজ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বহু দিবসে বহু কষ্টে অর্থোপার্জ্জনদ্বারা দেশে সম্ভ্রান্ত মধ্যে গণ্য হইলেন, ও এক পরমা সুন্দরী বণিক্ পুত্রীকে বিবাহ করিলেন। কালে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে সাতটি পুত্র, সাতটি কন্যা জন্মিল। ভাগ্যক্রমে নানা কারণে বাণিজ্য কর্ম্মে ক্ষতি হইয়া মূল ধনের অনেকাংশ বিনাশ হইল। যৎ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট যাহা থাকিল, তাহা ঐ জাতপুত্রদিগের প্রতিপালন দ্বারাই ক্ষয় হইল। সুতরাং পরিবারের আহার প্রদানে অশক্ত হইয়া, ও নানাবিধ ক্লেশ মনস্তাপ বিশিষ্ট হইয়া আত্ম হত্যা মানসে জলে মগ্ন হইলেন। কিন্তু নিশ্বাস রুদ্ধের যন্ত্রণা সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া জল হইতে মস্তক উত্থান করিয়া দেখেন, যে, যে স্থানে স্নান করিতেছিলেন, সেই স্থানেই আছেন, ও চতুর্দ্দিকে মন্ত্রিগণ যোড় হস্তে দণ্ডায়মান আছে ও সেই দুষ্ট খঞ্জও সেস্থানে উপস্থিত আছে। রাজা খঞ্জের প্রতি কোপ দৃষ্টে নেত্র পাত করিয়া কহিলেন, রে খঞ্জ তুই এত কালে আমাকে এত দুঃখ দিলি। খঞ্জ উত্তর করিল, হে মহারাজ, ক্ষণ মাত্র জলে মগ্ন হইয়া গাত্রোত্থান করিতেছেন, তাহার সাক্ষি এই মন্ত্রিগণ আছেন, অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়।

এই ইতিহাসের তাৎপর্য্য দ্বারা আমার অভিপ্রায় যে কর্ম্ম দ্বারা কেবল কালের দীর্ঘতা হয় তাহা সভ্য মহাশয়েরা অবশ্যই সুস্পষ্ট রূপে বুঝিয়া থাকিবেন। অতি অল্পকাল নিমিত্তে এই পৃথিবী আমারদিগের বাসস্থান হইয়াছে ও অল্পে অল্পে প্রতি দিন আমরা মৃত্যুর নিকটবর্ত্তি হইতেছি, অতএব পরকালের মঙ্গল যাহাতে হয় এমত সাধনাতে যত্নবন্ত হউন।

ঈশ্বর কোন বস্তুর ব্যর্থ সৃষ্টি করেন নাই। মৃত্যুর নাম শ্রুত মাত্র অনেকের হৃৎকম্প হয়, অথচ এই মৃত্যু না থাকিলে আমারদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকিত না। কারণ, কত প্রকার ব্যাধি এমত আছে যে তাহার যন্ত্রণা সহ করা অসাধ্য, ও কোন প্রকারে চিকিৎসা দ্বারা তাহার শমতা হয় না মৃত্যু থাকাতে স্বচ্ছন্দে সে যন্ত্রণা হইতে উর্ত্তীর্ণ হওয়া যাইতেছে, কিন্তু এপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যদি অমর হইত, তবে তাহারদিগের যে কি যন্ত্রণা তাহা আমারদিগের মনে করিতেও যন্ত্রণা বোধ হয়। এই প্রকার যে পৃথিবীতে রোগ শোক ভয় অপমান প্রভৃতি নানা ক্লেশের সম্ভাবনা, সে পৃথিবীর ত্রাণকর্ত্তা মৃত্যুই হইয়াছেন।

সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত যদি কোন মনুষ্যের মৃত্যু না হইত, তবে সংসার অল্পতা প্রযুক্ত ক্ষুধা নিবৃত্তির কোন উপায় থাকিত না, ধনি ব্যক্তির দম্ভ ও অভিমানের সীমা থাকিত না, এবং ইহ কালে ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত কোন কুকর্ম্ম অকৃত থাকিত না।

দয়াবান্ পরমেশ্বর এই সকল যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করণের নিমিত্তে মনুষ্যদিগকে শতায়ুঃ করিয়াছেন। যদি এমত নির্দ্ধারিত থাকিত, যে এই এক শত বৎসর পরিপূর্ণ না হইলে মৃত্যু হইবে না, তবে মনুষ্যেরা একেবারে মৃত্যুর দিবস টি নিশ্চিত জানিয়া অত্যন্ত অসুখি হইত। অতএব পরমেশ্বর

সামান্যতঃ মনুষ্যের আয়ুঃ এক শত বৎসর করিয়াও অনিয়মিতরূপে প্রাণ ধ্বংস করিতেছেন। ইহাতে কোন প্রকারে নিশ্চয় হইবার উপায় নাই, যে কোন্ ক্ষণে মৃত্যু হইবে, ও কত ক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন থাকিবে। আশ্চর্য্য এই, যে জীবনের নিশ্চয় না থাকাতেও মনুষ্যদিগের এমত আশা হইতেছে, যে আমরা অনেক দিবস পর্য্যন্ত এই জীবন ধারণ করিব। এই আশাতে বিশ্বাস করিয়া মনঃসংযোগে আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছে। সুতরাং এই জীবনে বিশ্বাস না থাকিলে সংসার নির্ব্বাহ কোন প্রকারে হইত না। কৃষিরা কি জন্য ধান্য রোপণ করিত, যদি ফল ভোগের আশা না থাকিত। বণিকেরা কি জন্য সস্যাদি নানা দ্রব্য দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করিত, যদি তাহারদিগের পরিশ্রমের পুরস্কার পাইবার সম্ভাবনা না থাকিত। এতন্নিমিত্তে জীবনের বিশ্বাস ঈশ্বর মনুষ্যের মনে এমত দৃঢ় করিয়াছেন যে নানা রোগে কাতরান্বিত, গলিত, শীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিও মৃত্যুকে দূরে জানিয়া সাধ্য মত এসংসারে কর্ম্ম করিতে অবহেলা করে না। হে সভ্য মহোদয়েরা, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিচিত্র শক্তি দ্বারা কি আশ্চর্য্য রূপে এই সংসার নির্ব্বাহ হইতেছে। এই সাংসারিক নিয়মের কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেক হইলে একেবারে জগতের ধ্বংস হয়।

অতএব যে পরমেশ্বর আমারদিগের সুখের নিমিত্তে এতাবৎ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে জানিবার যত্ন কর, যে সকল কষ্ট হইতে উদ্ধার হইয়া নিত্যসুখে মগ্ন হইবে।

শ্রীমদ্ভগবান্ সদাশিবোক্ত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রান্তর্গত অষ্টমোল্লাসের সংগ্রহ।

বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎসুধীঃ॥
মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাং।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥
আসনং শয়নং বস্ত্রং পানং ভোজনমেব চ।
তত্তৎসময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ॥
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎসৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং বহুভাষণং।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনোহিতং॥
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নমেত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥
বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ পিত্রোর্হি পিতৃহেলনং।
সযাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভক্ষীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্ক্তে স্বোদরম্ভরিঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোহসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ॥
গৃহস্থঃ পালয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূন্ এষধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ঃ শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ॥
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বন্যনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎপ্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাং॥
চতুর্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥
এবং ক্রমেণ ভ্রাতৄংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েৎগৃহী॥
ততঃস্বধর্ম্মনিরতান্ একগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃপরিপালয়েৎ॥
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থোবিভবেসতি।
পশুরেব সবিজ্ঞেয়ঃ সপাপী লোকগর্হিতঃ॥

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

নিমিত্তে প্রত্যক্ষ এই কালে এদেশে রোগের বৃদ্ধি হয় এবং এপ্রকার ঘটনাও হয় যে যাঁহারা যে নদী তীরে বিজয়ার আমোদে উল্লাসিত হইয়াছিলেন, পর দিবস তাঁহারা সেই নদী তীরে চিতারোহণ করিয়াছেন। এতদ্রূপে এই মহোৎসবের উপলক্ষে কোন্ প্রকার অনিষ্ট না ঘটিল? এই পূজার পূর্ব্বে যাঁহারা নিরুদ্বেগে থাকিয়া স্বপ্রতুল পূর্ব্বক সন্তোষের সহিত কাল যাপন করিতেন, পরে তাঁহারা ঋণজালে বদ্ধ হইয়া সম্যগ্রূপে উৎকণ্ঠিত হইলেন, পূর্ব্বে যাঁহারা ধর্ম্ম ভয়ে ভীত থাকিয়া অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে যত্নবান্ ছিলেন, পরে তাঁহারা অধর্ম্ম মোহে মুগ্ধ হইয়া ঘৃণা লজ্জা ভয়কে পরিত্যাগ করিলেন, পূর্ব্বে যাঁহারা স্বচ্ছন্দ শরীরে প্রসন্ন ছিলেন, পরে তাঁহারা রোগের পাশে বদ্ধ হইলেন কেহ বা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন। অতএব এই উৎসবের পরিসমাপ্তিতে অতি বিস্তীর্ণ অমঙ্গল দ্বারা এই বঙ্গ ভূমি পরিপূর্ণা হইতে আর অবশিষ্ট কি থাকিল? হে পরমেশ্বর কোন্ দিন আমারদিগের দেশীয় লোক সকল জ্ঞানের আলোক দ্বারা তোমার যথার্থ আরাধনাতে নিযুক্ত হইবে! কোন্ দিন আমারদিগের ভারতবর্ষ দুষ্কর্ম্ম সূচক আমোদ হইতে মুক্ত হইবে!

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২১ ভাদ্র ১৭৬৬।

প্রথম প্রকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ষষ্টি দণ্ড কাল পরিমিত দিবা রাত্রিতে পৃথিবী আপনার নাভিকে একবার প্রদক্ষিণ করে; এই প্রদক্ষিণের নাম পৃথিবীর আহ্নিক গতি। এই প্রকার পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ বার আপন নাভিকে প্রদক্ষিণ করত একবার সূর্য্যকে বেষ্টন করে। পৃথিবীর স্বনাভি বেষ্টন কালীন যে অংশ সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়, সেই অংশে তৎকালে তাহার আলোক প্রকাশ হইয়া দিবস হয়, এবং যে অংশ তাহার বিমুখ থাকে, সেই অংশে তখন তাহার আলোকের অভাব প্রযুক্ত রাত্রি হয়।

এই দিবারাত্রির সহিত অত্রস্থ উদ্ভিজ্জ, পশু, পক্ষি, মনুষ্য প্রভৃতি এপ্রকার সম্বন্ধে সংযুক্ত আছে, এবং তাহারদিগের স্বভাব ও দিবারাত্রির পরিমাণ উভয়ই পরস্পর এপ্রকার উপযুক্ত হইয়াছে যে ঐ নির্দ্দিষ্ট ষষ্টি দণ্ডের মধ্যে উদ্ভিজ্জাদির দৈনিক ক্রিয়া সকল অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর যে প্রকার প্রাত্যহিক গতি আছে, তন্নিবাসি উদ্ভিজ্জাদিরও কতক গুলীন প্রাত্যহিক ক্রিয়া পরিচালিত হইতেছে। আলোক ও অন্ধকারের যে রূপ প্রত্যহ পরিবর্ত্তন হয়, তাহার সঙ্গে বৃক্ষাদির ও জন্তু সকলের শরীর মধ্যে প্রতি দিন ষষ্টি দণ্ড অন্তরে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া পরিবর্ত্ত হইতে থাকে। কি সূক্ষ্ম রূপে পরমেশ্বর পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির সহিত প্রাণিমাত্রের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন!

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর অন্তঃকরণে এই প্রকার প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে ঈশ্বর রাত্রি দিবার পরিমাণ ষষ্টি দণ্ডই কেন করিলেন ইহার ন্যূনাধিক কেন না করিলেন? সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কাল মধ্যে পৃথিবী কেন সহস্র বার আপন নাভিকে বেষ্টন না করে? বৃহস্পতি এবং শনির আহ্নিক গতি প্রায় পঞ্চবিংশতি দণ্ডের মধ্যেই সম্পন্ন হয়; পৃথিবীর আহ্নিক গতির কাল এই পরিমাণ না হইল কেন? সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কাল মধ্যে পৃথিবী কি কারণে প্রায় ৩৬৫ বার মাত্রই আপন নাভিকে বেষ্টন করে? এই প্রকার প্রশ্ন সকলের এই মাত্র সিদ্ধান্ত, যে এই পৃথিবী স্থিত প্রাণি সকলের যে প্রকার স্বভাব তাহাতে দিবা রাত্রির বর্ত্তমান পরিমাণ যে ষষ্টি দণ্ড তাহাই উপযুক্ত; অতএব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর দিবারাত্রির পরিমাণ ষষ্টি দণ্ড করিয়াছেন; ইহার অন্যথা হইলে পৃথিবীর কার্য্য সম্পন্ন হইত না, প্রাণির জীবন পরিপালিত হইত না, সুখের ভাগ এতাদৃক্ হইত না, এবং ঈশ্বরের মহিমাও প্রদীপ্ত থাকিত না।

দিনমান এবং রাত্রিমাণের সহিত উদ্ভিজ্জের যে সম্বন্ধ তাহা মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতেছি। অনেক বৃত্তান্ত শ্রবণ করা গিয়াছে, এবং অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে বৃক্ষ গুল্ম লতাদির কতক গুলীন অন্তর্ব্বর্ত্তি ক্রিয়া প্রতি দিন নিয়ম মত পরিবর্ত্ত হয়। সূর্য্যমণি নামক পুষ্প সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে প্রফুল্ল হয়, বন্ধুজীব নামক পুষ্প মধ্যাহ্ন কালেই প্রস্ফুটিত হয়, শেকালিকা মল্লিকা জূথিকা প্রভৃতি সন্ধ্যার পরে প্রকাশিত হয়, এবং কত শত পুষ্প বিদ্যমান আছে যাহারা কেবল রাত্রিকালেই বিকসিত হইয়া থাকে। দিবসের সহিত পদ্মের যে সম্বন্ধ এবং রজনীর সহিত কুমুদের যে সম্বন্ধ ইহা কাহার না বিদিত আছে? অতএব জগদীশ্বর বিশেষ বিশেষ বৃক্ষাদিকে বিশেষ বিশেষ নিয়মের অধীন করিয়া তাহারদিগের শরীরকে এরূপ যন্ত্র রূপে রচনা করিয়াছেন যে তাহারদিগের নিয়মিত দৈনিক ক্রিয়া সকল ষষ্টি দণ্ড অন্তরে পুনরাবৃত্ত হইয়া যথা উপযুক্ত উপকার করিতেছে। সর্ব্বদা সম্মুখস্থ হইলে বস্তুর সৌন্দর্য্য গ্রহণ হয় না, এবং অবিশ্রান্ত আস্বাদিত হইলে তাহার স্বাদু গ্রহণে রসনা সমর্থ হয় না। কেবল দূর এবং অভাব দ্বারাই বস্তুর সমাদর হয়। যতক্ষণ আমরা ঈশ্বর দত্ত বর্ত্তমান অবস্থায় স্থাপিত রহিয়াছি, ততক্ষণ ইহার মর্য্যাদা জানিতে পারি না; কিন্তু বিবেচনা কর, দিবারাত্রির এই পরিমাণ রক্ষা করিয়া তিনি বৃক্ষলতাদির প্রাত্যহিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন কাল যদি ৪০ দণ্ড মাত্র করিতেন, তবে কি এপৃথিবীতে সুখ থাকিত? ইহাতে স্বভাবতঃ মধ্যাহ্ন কালে যে পুষ্পজাতি একবার প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার পুনর্ব্বার প্রকাশ কালীন রাত্রি থাকিলে মধ্যাহ্নের সূর্য্য কিরণ অভাবে সে কি প্রকাশ হইতে পারিত? স্বভাবতঃ সুশীতল নিশা মধ্যে যে পুষ্প জাতি একবার প্রকাশ হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়বার প্রকাশের সময়ে মধ্যাহ্নকাল প্রাপ্ত হইলে শিশির অভাবে সে কি প্রফুল্ল হইতে পারিত? এইরূপে তাহারদিগের স্বভাব বিকৃতি হইতে থাকিলে কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইত? কিন্তু অনন্ত জ্ঞান পরমেশ্বর এই সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর করিয়াছেন। তিনি বৃক্ষ গুল্ম লতাদির স্বভাব সৃষ্টি করিয়া তদুপযুক্ত দিবারাত্রির পরিমাণ করিয়াছেন, এবং দিবারাত্রির দীর্ঘতা অনুসারে বৃক্ষাদির দৈনিক ক্রিয়াকাল পরিমাণ করিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবীর মঙ্গল প্রচুর রূপে বিস্তীর্ণ হইতেছে।

জন্তুরও এই প্রকার অনেক দৈনিক স্বভাব আছে। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সামান্যতঃ সমুদয় জন্তুর আবশ্যক এবং পরমেশ্বর দিবারাত্রির পরিমাণের সহিত উক্ত সকল শারীরিক কার্য্যের এপ্রকার সম্বন্ধ রচনা করিয়াছেন যে তাহারা ঐ নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সম্পন্ন হইলে সুস্থতা দায়ক, এবং সম্যক্ সুখের কারণ হয়। সকল জন্তুরই এইরূপ দেহের অবস্থা যে তাহারা ষষ্টি দণ্ড কালের মধ্যে আহার নিদ্রাদি সম্পন্ন করিতে সময় প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে অনেক প্রাণি জাতি দিবা ভাগে আহারাদি করে, এবং বাদুড় ও পেচক প্রভৃতি কতক গুলীন রাত্রিকালে আহারাদি করে। যাহারা দিবাচর তাহারা রজনীতে নিদ্রা যায়, এবং যাহারা রাত্রিচর তাহারা দিবসে নিদ্রিত থাকে। কিন্তু জন্তুদিগের ব্যবহার সহস্রপ্রকার হউক, তথাপি পৃথিবীর একবার আহ্নিক গতির মধ্যে — দিবস যামিনীর একবার পরিবর্ত্তনের মধ্যে, তাহারদিগের আহারাদি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

মনুষ্যের প্রকৃতিও এই পরিমিত সময়ের সম্বন্ধ হইতে অতিরিক্ত নহে। মনুষ্য উত্তমাধম সমুদয় ব্যাপার স্পষ্ট রূপে দর্শন করিয়া সংসার নির্ব্বাহে নিযুক্ত থাকিবেন এই জন্য জগদীশ্বর আলোকযুক্ত দিবসের সৃষ্টি করিয়া তাহার উপযুক্ত পরিমাণ করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে ক্লিষ্ট হইলে তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রান্ত হইবেন এই নিমিত্তে তাঁহার স্বভাব যোগ্য রজনীর সৃষ্টি ও পরিমাণ করিয়াছেন যে তখন লোকালয় সকল বিষয়

কর্ম্ম হইতে অবসর পাওয়াতে এবং সুতরাং জনরব শূন্য হওয়াতে বিনা ব্যাঘাতে তাঁহার নিদ্রা হইতে পারে। পরে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা দ্বারা ক্লেশ দূর হইয়া যখন শ্রমের যোগ্যতা পুনর্ব্বার দেহ মধ্যে আবির্ভূত হয়, তখন ঈশ্বর প্রেরিত বিহঙ্গ সকল প্রত্যূষে অগ্রে জাগ্রৎ হইয়া তাঁহাকে কর্ম্ম ভূমিতে আহ্বান করে। দেশ বিশেষে দিবা রাত্রি ও শীত উষ্ণতার ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত মনুষ্যের শারীরিক অবস্থারও ইতর বিশেষ আছে, কিন্তু সমুদয় প্রকার অবস্থান্বিত মানবগণ আহারাদি সমুদয় দৈনিক কার্য্য ষষ্টি দণ্ডের মধ্যেই সম্পাদন করিলে স্বচ্ছন্দ থাকেন। প্রতি দিন ঘটিকা যন্ত্রের কার্য্য সকল যে রূপ পুনরাবৃত্ত হয়, সেই রূপ আমারদিগের শরীর যন্ত্রের কার্য্য সকলও পৃথিবীর দৈনিক গতির সঙ্গে পুনরাবৃত্ত হইতে থাকে। বিবেচনা কর, পৃথিবীর আহ্নিক গতির কালের দীর্ঘতা যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা চতুর্গুণ হইত, তবে তাহা আমারদিগের কি ক্লেশ, কি বিরক্তি, এবং কি অসহিষ্ণুতার কারণ হইত? কিম্বা পৃথিবীর আহ্নিক গতির পরিমাণ কাল এতাদৃশ থাকিয়া আমারদিগের যদি এক মাস অন্তরে এক দিন স্বভাবতঃ সুষুপ্তির আবির্ভাব হইত, তাহাতেও ত্রিশ দিন দিবা রাত্রি অবিশ্রামে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা একেবারে বিকল হইয়া পড়িতাম। অথবা মাসান্তে এক বার ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক হইলে উপযুক্ত অন্নরসের অভাব হেতু বলহীন শরীর দ্বারা কি প্রকারে সংসারের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত? কিন্তু জগদীশ্বর এসমুদয় উপদ্রব হইতে অবনী মণ্ডলকে মুক্ত রাখিয়াছেন, সুনিয়ম সংস্থাপন দ্বারা জীব সকলকে নির্ভয় করিয়াছেন, এবং আপনার করুণা সংসারে বিস্তার রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

কি আশ্চর্য্য যে পৃথিবীর গতির পরিমাণ মাত্রের সঙ্গে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পশু, পক্ষি, মনুষ্য প্রভৃতি এতাদৃশ সম্বন্ধে বদ্ধ রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধ মাত্র তাহারদিগের এতাদৃশ মঙ্গলের কারণ হইয়াছে! এবং জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দ্বারা জানিয়াছি যে অন্য কত তেজোমণ্ডল যাহা আমারদিগের মস্তকোপরি উদ্দীপ্ত দেখিতেছি তাহারদিগেরও এই প্রকার আহ্নিক গতি এবং সাম্বৎসরিক গতি আছে; অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তাহাতেও পরমেশ্বরের এই রূপ অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত দয়া প্রচারিত রহিয়াছে। সেই পুরুষ ধন্য যিনি বিবিধ সুনিয়ম সংস্থাপন দ্বারা এই অনন্ত তুল্য বিশ্বরাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন, যাহাতে তাঁহার অপার মহিমা এবং অসীম করুণা সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

ব্রহ্মোপাসনার বিধি।

সাক্ষাৎ বেদেতে ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং ভগবদ্গীতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে পর ব্রহ্মোপাসনার ভূরি ভূরি বিধি বাক্য আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।

তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ পর ব্রহ্ম হয়েন, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রুতিঃ॥

শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবেক।

আত্মানমেবোপাসীত।

কেবল আত্মারই উপাসনা করিবেক।

তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচোবিমুঞ্চথ।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

কেবল সেই এক আত্মাকে জান অন্য বাক্য ত্যাগ কর।

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থাবিদ্যতেঽয়নায়।

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ॥

কেবল আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে আত্ম জ্ঞান বিনা মোক্ষের উপায় নাই।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

মনুঃ।

সকল ধর্ম্মের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইয়াছে যেহেতু সকল বিদ্যার প্রধান আত্ম বিদ্যা তাহা হইতেই মুক্তি প্রাপ্তি হয়।

অনন্যবিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ং ।
ধ্যেয়আত্মা স্থিতোয়োহসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥

মন বুদ্ধি স্মৃতি আর ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়স্থিত প্রকাশ স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেক।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
ভগবদ্গীতা।

হে অর্জ্জুন তুমি জ্ঞানিদিগের নিকট প্রণাম করিয়া এবং তাঁহারদিগের নিকট প্রশ্ন ও সেবা করিয়া সেই আত্ম তত্ত্বকে জান।

করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি ।
সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দ লক্ষণং ॥
কুলার্ণবঃ ॥

হস্ত পাদ উদর মুখাদি রহিত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্ম তত্ত্ব তাঁহার ধ্যান হে ভগবতি লোকে করিবে।

এপর্য্যন্ত বাহুল্য মতে বিধি বাক্য সকল বর্ত্তমান থাকাতে স্বার্থপর ব্যক্তি সকলের এমত সাহস হঠাৎ হয় না যে এই ব্রহ্মোপাসনাকে অনাবশ্যক কিম্বা অকর্ত্তব্য কহেন কিন্তু আপন লাভার্থে অনুগত লোকদিগকে এউপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইহা কহিয়া থাকেন যে এ সাধনা শাস্ত্র সিদ্ধ হইয়াও এদেশে পরম্পরা সিদ্ধ নহে। ঐ অনুগত ব্যক্তিরা কি সিদ্ধপরম্পরা কি অন্ধপরম্পরা ইহার বিবেচনা না করিয়া আত্মোপাসনা হইতে বিমুখ হইয়া লৌকিক ক্রীড়া, যাহাতে হঠাৎ মনোরঞ্জন হয়, তাহাকেই পরমার্থ সাধন করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মোপাসনা যেমন সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে সেই রূপ পরম্পরাতেও সিদ্ধ হয় ইহা বিশেষ রূপে সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে। প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রী যিনি সমুদয় বেদের মাতৃ স্বরূপা হইয়াছেন তাঁহার অর্থ জানিলে দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার দ্বারা পরব্রহ্মই প্রতিপন্ন হইয়াছেন। গায়ত্রীর উপাসনা যে পরম্পরা সিদ্ধ এ প্রস্তাবের প্রতি কেহ প্রতিপক্ষ হইতে পারেন না; অতএব গায়ত্রী উপাসনা যদি পরম্পরা সিদ্ধ হইল তবে সেই গায়ত্রীর অর্থ যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা পরম্পরা সিদ্ধ না হইবে কেন? ত্রিবর্ণ এই গায়ত্রীকে বাল্যকাল অবধি অহরহ জপ করেন এবং অনেকে ইহার পুরশ্চরণও করিয়া থাকেন অথচ ইহাঁরদিগের গায়ত্রী প্রদাতা আচার্য্য অথবা পুরোহিত কিম্বা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পর ব্রহ্মোপাসনা হইতে ইহাঁরদিগকে পরাঙ্মুখ রাখিবার জন্য এমন্ত্রের কি অর্থ তাহা প্রায় কহেন না এবং ঐ জপ কর্ত্তারাও ইহার অর্থ জানিবার অনুসন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এমন্ত্রের যথার্থ ফল প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়েন। সেই প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রীর অর্থ যাহা বেদেতে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে, এবং তন্ত্রেতে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ করিতেছি, যাহার দ্বারা তাঁহারদিগের নিশ্চয় হইবেক যে প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মই জপ কর্ত্তাদিগের অজ্ঞাত রূপে পরম্পরায় উপাস্য হয়েন — তখন তাঁহারদিগের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইলে পরমাত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

গায়ত্রী জপ কালীন তাহার অর্থ চিন্তায় আবশ্যক ইহা গায়ত্রীর অর্থ প্রকরণে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য লেখেন।

প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং।

ব্রহ্ম প্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিলে তিনি প্রসন্ন হয়েন।

বিশেষতঃ গায়ত্রীতে 'ধীমহি' শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব গায়ত্রী জপ কালে অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য হয়।

প্রথমতঃ ওঁকার শব্দে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ এবং জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরব্রহ্ম তিনি প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা সমুদয় বেদেতে প্রসিদ্ধ আছে তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওমিতি ব্রহ্ম।
ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ওঁকারের প্রতিপাদ্য যে আত্মা তাঁহাতে চিত্ত নিবেশ করিবে। ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম হয়েন।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং ॥
মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

ওঁকারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান কর।

সোঽয়মাত্মা অধ্যক্ষরমোঙ্কারঃ ॥
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ॥

ওঙ্কারকে সেই পরমাত্মা অধিকার করিয়া আছেন

বাচ্যঃ সঈশ্বরঃ প্রোক্তোবাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ।
বাচকেপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্যএব প্রসীদতি ॥

ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পর ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কার হয়েন অতএব ব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা তিনি প্রসন্ন হয়েন ॥

ওঁতৎ সদিতিনির্দ্দেশোব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥
ভগবদ্গীতা ॥

ওঁ । তৎ। সৎ। এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়।

দ্বিতীয়তঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতি ত্রয়ের অর্থ দ্বারা ইহা জানা যায় যে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ পরব্রহ্মময় হয়েন।

ভূর্ভুবঃ স্বস্তথাপূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
ব্যাহৃতাজ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥

যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্ম সমুদয় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ তাহাকে জ্ঞান দেহ রূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ ব্যক্ত করিয়াছেন সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায় অতএব ঐ তিন শব্দ ঈশ্বরের প্রতিপাদক হয়েন।

তৃতীয়তঃ গায়ত্রীর অর্থ ব্রহ্ম হয়েন।

যদ্বৈ তদ্ব্রহ্ম। গায়ত্রীপ্রকরণে শ্রুতিঃ।
গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য সেই পর ব্রহ্ম হয়েন।

প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥

প্রণব ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনের উচ্চারণ ও অর্থ জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির আশ্রয় যে পর ব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা করিবেক।

ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রোমহাব্যাহৃতয়োব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং ॥
মনুঃ ॥

প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ওঁভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপদা গায়ত্রী ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন ॥

দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চোভর্গমন্তর্গতং বিভুং।
ব্রহ্মবাদিনএবাহুর্ব্বরেণ্যং চাস্য ধীমতি ॥
চিন্তয়ামোবয়ং ভর্গং ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ ॥
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষোবিরাট্।
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥

সূর্য্য দেবের অন্তর্যামি সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপি সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্ম বাদিরা কহেন তাঁহাকে আমরা আমারদিগের অন্তর্যামি রূপে চিন্তা করি, যিনি আমারদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন, যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া এবং সমুদয় জগতের নিয়ন্তা হইয়া পূর্ণরূপে অবস্থান করিতেছেন আর যিনি জন্ম মরণাদি সংসারে ভীত ব্যক্তিদিগের প্রার্থনীয় হইয়াছেন।

তথা সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু গায়ত্রী কথিতা পরা।
জপেদিমাং মনঃপূতং মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্ ॥
প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্রী পঠিতা যদি।
সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ভবেদাশু শুভপ্রদা ॥
প্রাতঃপ্রদোষে রাত্রৌ বা জপেদ্ব্রহ্মমনাভবন্ ॥
পূর্ব্বপাপবিমুক্তোঽসৌ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ ॥
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ব্যাহৃতিত্রিতয়ন্তথা।
ততস্ত্রিপাদগায়ত্রীং প্রণবেন সমাপয়েৎ ॥
যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততং।
সবিতুর্দ্দৈবতস্যান্তর্যামি তদ্ভর্গমব্যয়ং ॥
বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্যামিণং বিভুং।
যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাং ॥
এবমর্থযুতং মন্ত্রত্রয়ং নিত্যং জপন্নরঃ।
বিনান্যনিয়মায়াসৈঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতং।
মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পাদ্যং তদক্ষরমগোচরং ॥
একধা দশধা বা যঃ শতধা বা পঠেদিমান্।
একাকী বহুভির্ব্বাপি সংসিদ্ধোদুত্তরোত্তরং ॥
জপান্তে সংস্মরেদ্ভূয়একমেবাদ্বয়ং বিভুং।
তেনৈব সর্ব্বকর্ম্মাণি সম্পন্নান্যকৃতান্যপি ॥
অবধূতোগৃহস্থোবা ব্রাহ্মণোঽব্রাহ্মণোপি বা।
তন্ত্রোক্তেষ্বেষু মন্ত্রেষু সর্ব্বে স্যুরধিকারিণঃ ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ॥

সেই প্রকার সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠ রূপে কহিয়াছেন, পবিত্রমনে মন্ত্রার্থ চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার জপ করিবেক। প্রণব ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী যদি পঠিত হয়েন তবে অন্য সকল ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা গায়ত্রী ঝটিতি শুভ প্রদান করেন। প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় অথবা রাত্রিকালে পরমেশ্বরে আবিষ্টচিত্ত হইয়া ইহার জপ করিলে সেই ব্যক্তি পূর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়েন এবং পরে অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না। প্রথমে প্রণবের উচ্চারণ করিবেক পরে তিন ব্যাহৃতি তাহার পর গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে প্রণবে সমাপ্তি করিবেক। যাঁহা হইতে স্থিতি ও লয় ও সৃষ্টি হয়, যিনি ভুবনত্রয় ব্যাপিয়া রহেন সূর্য্য দেবের সেই অন্তর্যামি অতি প্রার্থনীয় অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিরূপ অব্যয় সর্ব্বান্তর্যামি বিভুকে আমরা চিন্তা করি যিনি আমারদিগের বুদ্ধিস্থ হইয়া আমারদিগের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। এই রূপ অর্থ যুক্ত তিন মন্ত্রকে নিত্য জপ করিলে অন্য নিয়ম ও আয়াস ব্যতিরেকে সর্ব্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এক মাত্র দ্বিতীয় রহিত যিনি সকল উপনিষদে কথিত হইয়াছেন সেই নিত্য মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অগোচর পূর্ব্বোক্ত এই তিন মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েন। এক বার অথবা দশবার অথবা শতবার যে ব্যক্তি একাকী অথবা অনেকের সহিত এই প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রীর জপ করে সে উত্তরোত্তর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জপান্তে পুনর্ব্বার সেই এক অদ্বিতীয় বিভুকে স্মরণ করিবেক ইহার দ্বারা তাবৎ বর্ণাশ্রম কর্ম্ম না করিলেও সে সকল সম্পন্ন হয়। অবধূত অথবা গৃহস্থ সেই রূপ ব্রাহ্মণ

কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে সকলে অধিকারি হয়েন।

রাজা রামমোহন রায়ের
গ্রন্থের চূর্ণক।

ব্রহ্মসঙ্গীত ॥

কানেড়া রাগিণী।

স্মর পরম জ্ঞানে। বেদ বেদান্ত প্রতিপন্ন করে যাঁরে তাঁরে ভাবহ সাবধানে।

আকার প্রকার নাম হীন, তাঁহারে কে পারে বর্ণিতে, চন্দ্র সূর্য্য চরাচর থাকয়ে যাঁর শাসনে যথা স্থানে।

ভাব সমব্যাপি অবিনাশি বিধাতাকে বিনা প্রমাদে,উপনিষদ জানিয়ে জান ব্রহ্মানন্দে ; অস্থায়ি সংসার তার পার তাঁর পদ কেবা জানে ?

দেশ রাগিণী।

পরিপূর্ণমানন্দং। অঙ্গ বিহীনং স্মর জগন্নিধানং।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযৎ বাচোহ বাচং বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং ॥

ছায়ানাট রাগিণী।

ছাড় মোহ ছাড় ছাড় রে কুমন্ত্রণা। জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা।

দেখি তাঁহারে জ্ঞান চন্দ্র আলোকেতে, নাশ পাপ চয়ে, ভাব আনন্দে ॥

বেহাগ রাগিণী।

ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে,অন্য কথা ছাড়না।

সংসার সঙ্কটে, ত্রাণ নাহি কোন মতে, বিনা তাঁর সাধনা ॥

হামীর রাগিণী।

পূর্ণ পরাৎপর শাশ্বত পরম শরণ শুদ্ধ বিজ্ঞান।

তপন প্রকাশ পায় যাঁহার প্রকাশে, যাঁর ভয়ে গ্রহ ধান ॥

কেদারা রাগিণী।

তাঁহার আরাধনা তুমি না কর রে কেন না কর।

সমুদয় কামনা, করিছেন প্রেরণা, যিনি ওহে করুণাকর ॥

ইমন কল্যাণ রাগিণী।

মায়া হ্রদে ডুবো না। পাপ রসে সুখাভাসে ভুল না।

সার নহে সংসার, তিনি মাত্র সার, যাঁর এই রচনা ॥

বাগেশ্বরী রাগিণী।

ক্ষীণ পাঞ্চিকে শরীরে অভিমান কেন ? পঞ্চে পঞ্চের লয়, সলিলে বিম্ব প্রায়; জানিয়া কি জাননা, কর হে কর আত্মাকে সন্ধান ॥

রাগ মালকোশ।

যে তোমারে দিলে সকল সম্পদ যোগ্যতা, ভুল না তাঁহাকে কর তাঁর ভজনা।

ভৌতিক দেখ যাহা সে সব তাঁর রচনা, মনে তাঁরে কর প্রীতি যাবে চিত্ত বিকলতা ॥

পরজ রাগিণী।

কারণ সে যে তাঁর ধ্যান কর,তিনি জগতের পিতা মাতা।

হইবে মঙ্গল তাঁহারে সাধিলে জানিলে, যদি জানিবে কর সাধু সঙ্গ একান্তে ॥

বিজ্ঞাপন।

মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়মানুসারে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে বহিষ্কৃত করা গেল।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকো স্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয় ॥

দ্বিতীয় ভাগ
১৬ সংখ্যা
১ অগ্রহায়ণ ১৭৬৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের বিশ্বাস এই, যে এক মাত্র অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কর্ত্তা, এবং তাঁহারই উপাসনা ঐহিক সুখ ও পারত্রিক মুক্তির প্রতি কারণ। আপনারা সত্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু স্বদেশস্থ মনুষ্যদিগকে কাল্পনিক ধর্ম্ম জালে বদ্ধ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন, অতএব তাঁহারদিগকে উদ্ধার করিতে উদ্যোগি হইলেন। তাঁহারা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া স্বদেশস্থ লোকের মধ্যে তাঁহারদিগের আদি শাস্ত্র বেদের একান্ত মর্ম্ম যে এক অতীন্দ্রিয় জগদীশ্বরের উপাসনা তাহার প্রচার কল্পে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এদেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি বিলোকন করিলে প্রত্যয় হইবে যে এইক্ষণে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা এবং সাধারণ রূপে জ্ঞানের অনুশীলনা দ্বারা এ দেশের কাল্পনিক ধর্ম্ম যে সাকার উপাসনা তাহা ম্লান এবং মৃত প্রায় হইতেছে। সুশিক্ষিত ব্যক্তির মনঃ ক্ষেত্র মিথ্যা সংস্কার রূপ কণ্টক হইতে পরিষ্কৃত হইয়াছে, এইক্ষণে তাহাতে যেকোন বীজ পতিত হইবে তাহাই অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে শঙ্কা এই, যে পূর্ব্ব সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে লোক নাস্তিকতাকে গ্রহণ করিবে বা সম্মুখস্থ কাল্পনিক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এই সকল বিপত্তি মোচন করিবার জন্য এবং জ্ঞানাভিলাষি দিগের অন্তঃকরণে বেদান্ত সিদ্ধ এক অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মোপাসনা রূপ সত্য ধর্ম্ম রোপণ করিবার নিমিত্তে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে।

প্রথমতঃ যদিও অন্য অন্য উপায় দ্বারা এই ধর্ম্মের অনুশীলন হইতেছিল, কিন্তু সভ্যেরা বিবেচনা করিলেন, যে এরূপ এক পাঠশালা সংস্থাপন করা অত্যাবশ্যক, যাহাতে বালকেরা স্বদেশীয় ভাষাতে বেদান্ত বেদ্য ব্রহ্ম জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় এবং সুশিক্ষিত হইয়া সভার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে তাঁহারদিগের সহযোগি হয়। সাধারণের আনুকূল্য দ্বারা তাঁহারা ঐ অভিলাষ পূর্ণ করিতে ক্ষমতাবান্ হইলেন এবং সভা স্থাপনের পর দ্বিতীয় বৎসরে কলিকাতা নগরে এক বাঙ্গালা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিলেন, যে স্থলে অপরাপর বিদ্যালয়ের ন্যায় সামান্যতঃ নানা বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ছাত্রেরা ব্রহ্ম জ্ঞানে উপদিষ্ট হইত। সভ্যদিগের অভিপ্রায় মতে প্রথমে কেবল বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষাতেই ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করা যাইত, এবং তাহারদিগের উপস্থিতির সময় প্রাতঃকালে ছয়ঘণ্টা অবধি নয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকাতে তাহারা নয় ঘণ্টার পরে অন্য অন্য বিদ্যা-

লয়ে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু বালকেরা দ্বিগুণ পরিশ্রম সহ্য করিতে অক্ষম প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার অনুরোধে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, সুতরাং ছাত্রের সংখ্যা ক্রমে ন্যূন হইয়া পাঠশালা ভগ্ন প্রায় হইল। অতএব অধ্যয়নের উক্ত নিয়ম শোধন করা আবশ্যক হওয়াতে এপ্রকার এক বিদ্যালয় স্থাপন করা যুক্ত বোধ হইল যে ছাত্রেরা ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই কিঞ্চিৎ সময় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার জন্যে অর্পণ করিতে পারে। সাধারণ উৎসাহ এবং সাহায্য বৃদ্ধি দ্বারা সভ্যেরা উক্ত অভিলাষ পূর্ণ করিতে সাহসি হইলেন — কেবল এই মীমাংসা করিতে অবশিষ্ট থাকিল যে পাঠশালা কলিকাতা বা অন্যত্র স্থিত হইলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা। ইহাতে বিবেচনা হইল যে নগর মধ্যস্থ অনেক বিদ্যালয়ে যে প্রকার বিস্তীর্ণ রূপে শিক্ষা প্রদান হয় তাহা এসভার অল্প আয় দ্বারা কদাপি সম্ভব নহে। ইহাও বিবেচনা হইল যে পল্লীগ্রামে বিদ্যা শিক্ষা এবং ধর্ম্ম শিক্ষা উভয়ই অতি মলিন অবস্থায় আছে। অতএব পল্লীগ্রামে বিশেষতঃ যে সকল স্থান পূর্ব্বে বিদ্যার প্রধান আসন ছিল তাহাতেই সভার উপকার বিস্তার করা বিশেষ রূপে কর্ত্তব্য বোধ হইল। তদনুসারে কলিকাতার পাঠশালা রহিত হইয়া ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখে বংশবাটীতে এক উক্ত প্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পাঠশালাকে তাহার মহৎ তাৎপর্য্যের উপযুক্ত করিতে ব্যয় ও যত্নের ত্রুটি হয় নাই, এবং সভ্যেরা অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন, যে পরমেশ্বর প্রসাদাৎ তাহার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতই হইতেছে।

যে কালে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনের প্রস্তাব হয় তৎ কালে সংশয় হইয়াছিল যে এদেশস্থ লোকের এতাদৃক্ বিষয়ে যে প্রকার অনুৎসাহ ও অযত্ন তাহাতে সভার অভীষ্ট সুসিদ্ধ হওয়া সহজ নহে, কিন্তু কাল বলে সে সকল আশঙ্কা দূর হইতেছে, এবং তাহার সকল প্রতিবন্ধক ক্রমে মোচন হইতেছে। ঈশ্বর প্রসাদে এরূপ এক দিবস গত হয় নাই যে দিবস সভ্যশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়াছে। বিজ্ঞান অস্ত্রে সুশিক্ষিত মনুষ্যের চিত্ত ভূমি হইতে কুসংস্কারের মূল ছিন্ন হইয়াছে, এবম্প্রকার সুযুক্ত সময়ে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানাঙ্কুর রোপিত হইতেছে, ইহাতে সেই অঙ্কুর সতেজে উন্নত না হইবে কেন?

বেদান্ত বা তদনুযায়ী ব্রহ্ম বিষয়ক পুস্তক এপ্রকার দুষ্প্রাপ্য ছিল যে কদাচিৎ কোন বন্ধু বিশেষের আনুকূল্য ব্যতিরেকে অন্যত্র তাহা প্রাপ্ত হইবার উপায় ছিল না। এই দুরবস্থা অধ্যক্ষেরা দেখিয়া এক মুদ্রা যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা হইতে সাধারণের প্রয়োজনীয় আত্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ সকল মুদ্রিত হইয়া নানা স্থলে পরিবিষ্ট হইতেছে। এই যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিমাসে উক্ত যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হয়, ইহাতে শ্রুতি স্মৃতির সার মর্ম্ম, প্রধান প্রধান ব্রহ্ম বিষয়ক গ্রন্থের চূর্ণক, এবং অন্য অন্য নীতি সম্বন্ধীয় বিষয় সকল প্রকাশ হইয়া থাকে।

এবম্প্রকার উপায় সমূহ দ্বারা সভ্যাদিগের যত্নতরু ক্রমশঃ ফলবান্ হইতেছে, এবং তৎফল ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভা এইক্ষণে বঙ্গদেশের অনেক ভাগে উজ্জ্বল রূপে বিকীর্ণ হইতেছে; অতএব তজ্জন্য পরম কারুণিক পরমেশ্বরের ধন্যবাদ উচ্চারণ না করিয়া এই পত্র সমাপন করিতে পারিনা। শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের কালে তত্ত্বজ্ঞানের আন্দোলন যে পরিমাণে হইয়াছিল তাহা কাহার না বিদিত আছে কিন্তু তাঁহার মৃত্যু দ্বারা ইহার সাংঘাতিক দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা তত্ত্বজ্ঞানালোচনাকে সজীব করিয়া ক্রমশঃ বলবতী করিতেছেন, তাঁহারদিগের যত্ন দ্বারা অনেক সম্ভ্রান্ত এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি এক পরব্রহ্মের উপাসনাকে অবলম্বন করিয়াছেন। প্রতি ব্রাহ্মসমাজে শত শত মনুষ্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে, এবং ব্রহ্ম বিচার এইক্ষণে এদেশের নানা স্থানে আন্দোলায়মান হইতেছে।

হে জগদীশ্বর তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগকে এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা অর্পণ কর।

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৪ আশ্বিন ১৭৬৬।

প্রথম প্রকরণ।

তৃতীয়াধ্যায়।

হস্ত হইতে এক খণ্ড প্রস্তর স্খলিত হইলে তাহা ঊর্দ্ধ দিকে গমন না করিয়া অধোভাগে পৃথিবীতেই কেন পতিত হয়? এই প্রশ্ন বিচার করিলে অবশ্য প্রত্যয় হইবে যে পৃথিবীর এমত এক স্বভাব আছে যাহার বল দ্বারা সেই প্রস্তর খণ্ড ঊর্দ্ধ গমনে অশক্ত হইয়া ভূমি তলে আগমন করে। এই স্বভাবের নাম আকর্ষণ এবং ইহা সমুদয় জড় পদার্থের এক সাধারণ গুণ।

প্রতি পরমাণুতে এই আকর্ষণ শক্তি আছে, সুতরাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু থাকে, সে দ্রব্যের আকর্ষণ শক্তি তত পরিমাণে অধিক হয়। পৃথিবী তাহার নিকটবর্ত্তি সমুদয় দ্রব্য অপেক্ষা অধিক পরমাণু বিশিষ্ট হওয়াতে সকল দ্রব্যকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে। এপ্রযুক্ত যে সকল দ্রব্য নিরবলম্ব তাহারা কোন বস্তু দ্বারা প্রতিবদ্ধ না হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, এবং যে সকল দ্রব্য সাবলম্ব অর্থাৎ হস্ত বা মস্তক বা অন্য কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া অধিষ্ঠান করে, তাহারা সেই হস্তাদি অবলম্বকে ভারাক্রান্ত করিয়া ভারিত্বের বোধ জন্মায়। ইহাতেই দ্রব্য ভারী হয়, অতএব আকর্ষণ শক্তিই কেবল ভারিত্বের কারণ। পরন্তু আকর্ষক দ্রব্য যে পরিমাণে স্থূল হয়, তাহার আকর্ষণ শক্তিও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, সুতরাং তাহার দ্বারা আকৃষ্ট দ্রব্যও সেই পরিমাণে ভারী হয়। পৃথিবী যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা স্থূলতর হইত তবে তাহার আকর্ষণ শক্তি অধিক হইয়া পৃথিবীস্থিত দ্রব্য সকলও অধিক ভারি হইত।

কিন্তু জগদীশ্বর কি সূক্ষ্মরূপে কি আশ্চর্য্য রূপে এই পৃথিবীর স্থূলত্ব পরিমাণ করিয়াছেন যাহাতে যথা আবশ্যক আকর্ষণ উৎপন্ন হইয়া দ্রব্য সকলকে অবনীর ক্রোড়ে বদ্ধ রাখিতেছে। পৃথিবী যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা কোটি গুণ স্থূল হইত, তবে তদনুসারে তাহার কোটি গুণ আকর্ষণ বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবীস্থ বস্তু সকল কোটি গুণ ভারি হইলে কি দুরবস্থা হইত! বৃক্ষের স্কন্ধ তাহার শাখা সকলের ভার ধারণ করিতে অশক্ত হইত, শাখা গণ তাহারদিগের পত্রাদি গুচ্ছ ভারে ভগ্ন হইত, এবং বৃন্ত সকল উপযুক্ত মত তাহারদিগের সংলগ্ন পুষ্প ফলকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইত। পশুদিগের স্তম্ভ স্বরূপ যে পদ তাহা কি তাহারদিগের শরীরকে ইতস্তত বহন করিতে শক্তিমান্ হইত? অধিক আকর্ষণ বলে বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলে স্বেদ নিঃসরণ বা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কি সম্ভব হইত? এবং বর্ষণের জল বিন্দু পর্য্যন্ত শিলা অপেক্ষাও ভারী হইলে এ পৃথিবীস্থিত প্রাণিগণের শরীর রক্ষা কি সুসাধ্য হইত? পৃথিবীর স্থূলত্ব সুতরাং আকর্ষণের বর্ত্তমান পরিমাণ অন্যথা হইলে সমুদয় অবনী উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা; ইহার দুই তিন বিশেষ দৃষ্টান্তের প্রতি বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৃক্ষ লতাদি সকলের এই প্রকার স্বাভাবিক কৌশল আছে যে তাহারা মূলের দ্বারা পৃথিবী হইতে রস শোষণ করে এবং তাহারদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তি নির্ম্মিত যন্ত্র দ্বারা সেই রস প্রতি শাখা পল্লব পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে ব্যাপ্ত হয়। বৃক্ষের মৃত্তিকাস্থিত মূল অবধি ঊর্দ্ধস্থিত অগ্রভাগ পর্য্যন্ত রস সঞ্চালনে কি সামান্য শক্তির প্রয়োজন হয়? মূল অবধি প্রান্ত পর্য্যন্ত যদি এক এক রস ধারাকে কেবল স্থগিত রাখিতে হয়, তাহাতেই কি অল্প শক্তি আবশ্যক! কোন বৃক্ষ যদি দ্বাবিংশতি হস্ত উচ্চ হয় তবে এক হস্তের

অষ্টম ভাগ স্থূল রস ধারাকে ঊর্দ্ধদিকে কেবল স্থির রাখিবার জন্যে প্রায় বত্রিশ সের ভার ধারণ যোগ্য শক্তি আবশ্যক হয়। কিন্তু সে রস ধারা স্থির নহে, প্রতিক্ষণ অত্যন্ত বেগের সহিত সমুদয় পত্র পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইতেছে, ইহা কি অল্প শক্তির কর্ম্ম? এই ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্তে ঈশ্বর বৃক্ষাদির মধ্যে যে যন্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহার দ্বারা প্রবল শক্তির সহিত পৃথিবী হইতে ক্রমাগত ঊর্দ্ধ দিকে রস উত্থিত হইতেছে কিন্তু পৃথিবীও আপনার আকর্ষণ শক্তি দ্বারা সেই বৃক্ষস্থ ঊর্দ্ধগামি রস ধারাকে ভূমিতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। অতএব ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা পরমেশ্বর বৃক্ষাদির ঐ শারীরিক বলকে সেই প্রকার সূক্ষ্মরূপে পরিমাণ করিয়াছেন যাহাতে অবনির আকর্ষণের প্রতিবন্ধকতা পরাভূত হইয়া সেইরূপ বেগে রসের সঞ্চালন হয় যাহাতে তাহারা নষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ উন্নতই হইতে থাকে। উদ্ভিজ্জের ঊর্দ্ধ আকর্ষণ এবং পৃথিবীর অধঃ আকর্ষণ এই উভয় শক্তির পরস্পর উপযুক্ত সম্বন্ধ এবং অভ্রান্ত পরিমাণ দ্বারা বৃক্ষাদির রস পর্য্যটন কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে নিয়ম পূর্ব্বক সম্পন্ন হইতেছে। পৃথিবী স্থূলতর হইয়া তাহার আকর্ষণ এইক্ষণকার অপেক্ষা অধিক হইলে ঊর্দ্ধ রস সঞ্চালনের বেগও অবশ্য অল্প হইত তাহাতে যে ঋতুতে রসের যেরূপ প্রাচুর্য্য আবশ্যক তাহার অভাব হইয়া সুতরাং তরুলতাদি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক দশা প্রাপ্ত হইত। পৃথিবীর স্থূলত্বের বৃদ্ধির সহিত তাহার আকর্ষণের এপ্রকার বৃদ্ধি করিলেও ঈশ্বর করিতে পারিতেন যাহাতে উদ্ভিজ্জ জীবনের মূলীভূত যে রসের গতি তাহা এক কালীন রুদ্ধ হইত; তাহা হইলে এই রত্নময়ী পৃথিবীতে বৃক্ষাদির শোভা কোথায় থাকিত? তৃণ পত্র সস্যাদির অভাবে আমরাই বা কোথায় থাকিতাম?

প্রাণিদিগের শরীরের সহিত পৃথিবীর স্থূলত্বের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে! জন্তুর শরীর মধ্যে যথাযোগ্য স্থানে মাংসপেশী সকল আছে, সেই সকল মাংসপেশীর সঙ্কোচন এবং শৈথিল্য দ্বারা বল উৎপন্ন হয় এবং তাহার দ্বারাই দেহ যন্ত্রের সমুদয় কার্য্য নিপুণরূপে সম্পন্ন হয়। সেই বল দ্বারা জন্তুসকল গমন ভোজন ধাবন প্রভৃতি কত কর্ম্ম সাধন করে এবং কেবল সেই বল দ্বারাই পৃষ্ঠোপরি বা মস্তকোপরি তাহারা প্রকাণ্ড ভার সকল বহন করিতেছে। কিন্তু জন্তুদিগের এই স্বভাব সত্ত্বে যদি পৃথিবীর স্থূলত্ব বৃদ্ধির দ্বারা আকর্ষণের বৃদ্ধি হইত, তবে সেই আকর্ষণ শক্তি জন্তুদিগের শারীরিক বলের প্রতিবন্ধক হওয়াতে তাহারা স্ফূর্ত্তির সহিত গতি বিধি করিতে সমর্থ হইত না। অধিকতর বলবান্ আকর্ষণ দ্বারা প্রাণিগণের বলের পরিমাণ অপেক্ষা শরীর অধিক ভারযুক্ত হইলে তাহারদিগের শরীর সঞ্চালন অতি কষ্ট সাধ্য হইত। ইহা হইলে মনুষ্যের বশীভূত অশ্বগণ যথা প্রয়োজনমতে শীঘ্র বেগে ধাবিত হইত না, মৃগশাবক সকল আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া অরণ্যময় নৃত্য করিত না, লঘুদেহ পক্ষি গণ পক্ষ বিস্তার করিয়া প্রফুল্লতার সহিত বায়ু সাগরে ভাসমান হইত না, অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলে মধুমক্ষিকেরা পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া সুখের সহিত মধুসঞ্চয় করিত না এবং আনন্দময় শিশু সকল প্রফুল্ল আননে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া মাতা পিতার স্নেহ পূর্ণ অন্তঃকরণকে প্রসন্ন করিত না। পৃথিবীর পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হইলেই এই সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা; অবনির এপ্রকার প্রকাণ্ড স্থূলত্ব হইলেও হইতে পারিত যাহাতে আকর্ষণ আত্যন্তিক অপরিমিত হইয়া সমুদয় জঙ্গম জন্তুকে স্থাবর বৃক্ষাদির ন্যায় অচল করিত, যাহাতে এপৃথিবী বর্ত্তমান জন্তু সকলের আবাস যোগ্য আর হইত না।

ধরণী অতিলঘু হইয়া তাহার আকর্ষণও অতি অল্প হইলে অন্য এক বিপরীত প্রকার অশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। পৃথিবীস্থ সকল দ্রব্য অতিঅল্প শক্তিতে চাঞ্চল্যমান হইত, অতি ক্ষীণ শক্তি দ্বারা তাহারা পুনঃ পুনঃ ঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা অস্থির অবস্থায় থাকিত বা চূর্ণ হইত, আমারদিগের শরীর অতি অল্প

আঘাত দ্বারাতেও ভগ্ন হইত, বায়ুর পরমাণু সকল দূর দূর হইয়া জীবন ধারণের উপযুক্ত বায়ু সেবন হইত না তাহাতে রক্তের স্বভাব বিকৃত হইলে আমরা এজগৎকে দর্শন করিতে আর থাকিতাম না।

শরীরের রক্ত সঞ্চালন এবিষয়ের এক প্রধান দৃষ্টান্ত। আমারদিগের দেহ মধ্যে হৃদয় হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া অগণ্য নাড়ীর দ্বারা শরীরময় সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইতেছে, সকল অঙ্গ ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই হৃদয়ে প্রত্যাগত হইতেছে, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে এবং শরীরের অন্য অন্য অঙ্গকে নিয়ত পোষণ করিতেছে, এবং এক্কাদিক্রমে বায়ুর সহিত সংলগ্ন দ্বারা অনবরত পরিষ্কৃত হইয়া শরীরকে বিকার হইতে মুক্ত রাখিতেছে। এইপ্রকারেরক্ত পর্য্যটন মনুষ্য জীবনের মূলীভূত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য বেগে এই রক্ত সঞ্চালন হয়! পরীক্ষা দ্বারা প্রতীতি হইয়াছে যে শরীরে রক্ত প্রতিপলে প্রায় চল্লিশ হস্ত ধাবিত হয়, সমুদয় রক্ত প্রতিদণ্ডে প্রায় অষ্টবার শরীর পর্য্যটন করে, এবং এই প্রকার বেগবান্ হওয়াতেই তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা পায়। রক্ত যখন হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া ঊর্দ্ধগতি দ্বারা শরীরে সঞ্চালিত হয়, তখন পৃথিবী তাহার প্রতিকূলে নিম্নদিকে তাহাকে আকর্ষণ করে; যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা পৃথিবী অধিক গুরুতর হইত তবে তদ্দ্বারা আকর্ষণের শক্তি বৃদ্ধি হইয়া ঊর্দ্ধগামি রক্তের বেগ হ্রাস হইলে যথা প্রয়োজন মতে শরীরের রক্ত পরিবেশন অসম্ভব হইত,এবং অধোগামি রক্তের বেগ বৃদ্ধি হইলেও শরীর যন্ত্রের ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইত। অথচ পৃথিবী এইক্ষণকার অপেক্ষা লঘু হইয়া তাহার আকর্ষণ অতি ক্ষীণ জন্য ঊর্দ্ধ গামি রক্ত অতিপ্রবল বেগে এবং অধোগামি রক্ত অতিমৃদু বেগে সঞ্চালিত হইলেও জীবন রক্ষা দুষ্কর হইত। এস্থলে বর্ত্তমান আকর্ষণ সুতরাং পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিমাণ আমারদিগের জীবনের মুখ্য কারণ হইয়াছে।

ফলতঃ জগদীশ্বর উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদিতে সেই প্রকার শক্তি স্থাপন করিয়াছেন, জন্তুদিগের অঙ্গে সেই প্রকার বলকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,এবং শরীরের রক্তে সেই প্রকার বেগ সমর্পণ করিয়াছেন যাহাতে পৃথিবীর আকর্ষণের প্রতিবন্ধকতা পরাভূত হইয়া স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতেছে এবং পৃথিবীতে সেই প্রকার স্থূলত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি পরমাণুতে সেই প্রকার পরিমিত আকর্ষণ বল সংস্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে তাহা ক্ষিতিতলস্থ কোন পদার্থের অনিষ্ট দায়ক না হইয়া সকলেরই মঙ্গলের কারণ হইয়াছে।

যে পুরুষ পদার্থমাত্রে এক আকর্ষণ শক্তি অর্পণ করিয়া পরস্পর দূরবর্ত্তি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতিকে যথা স্থানে নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন এবং সেই আকর্ষণ শক্তিকে যে পুরুষ এই অবনিস্থিত লতা বৃক্ষ পশু পক্ষি মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণি জাতের শারীরিক বলের সহিত সূক্ষ্ম রূপে পরিমাণ করিয়া এরূপ সম্বন্ধ যুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার শক্তি কি বিচিত্র, জ্ঞান কি আশ্চর্য্য, মহিমা কি অনির্ব্বচনীয়, করুণা কি অনন্ত!

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা।

সস্যমিব মর্ত্যঃপচ্যতে।
সস্যের ন্যায় মনুষ্য নষ্ট হয়॥

বহু দিবস বাঁচিতে হইবেক, এমত অভিমান বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের মিথ্যা ভ্রম নিবারণার্থে পরম কারুণিক শ্রুতি কৃপা করিয়া উপদেশ করিতেছেন, এবং দর্পণ যেমত আমারদিগের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করেন, এই শ্রুতি তদ্রূপ আমারদিগের যথার্থ স্বভাব প্রকাশ করিতেছেন। আমারদিগের নিকটে এক শত বৎসর যে অত্যন্ত দীর্ঘকাল বোধ হয়, ইহার কারণ এই, যে এক শত বৎসরের ঊর্দ্ধ আমরা প্রায় জীবিত থাকি না। যদি দ্বা-

পর যুগাবধি একাল পর্য্যন্ত কেহ জীবিত থাকিত, তবে যেমত অত্যল্প দিনের মধ্যেই পিপীলিকার ক্রমাগত শত শত বংশ আমারদিগের দ্বারা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সেই দীর্ঘজীবি ব্যক্তি যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদি প্রভৃতির সন্তানদিগকে ক্রমাগত এ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া পিপীলিকার বংশ সমান তাহারদিগের বংশকে জ্ঞান করিত। এই ক্ষুদ্রজীবি যে আমরা, আমারদিগের দম্ভ অভিমান প্রভৃতি তাহার নিকটে কি হাস্যাস্পদের কারণ হইত।

হে সভ্য মহাশয়েরা, এই যে সময়, তাহা জীব বিশেষে অধিক বা অল্প বোধ হয়। পঞ্চ বৎসর যে কাল, তাহা যদিও মনুষ্যদিগের নিকটে অতি অল্প, তথাপি যে জন্তুদিগের কেবল পঞ্চ বৎসরই আয়ুঃ, তাহারদিগের নিকটে সেইকাল মনুষ্য দ্বারা গণিত শত বৎসরের তুল্য হয়। কারণ সেই পঞ্চ বৎসরের মধ্যেই তাহার দিগের অল্পে অল্পে বাল্য কাল ও যৌবন কাল ও বৃদ্ধ কাল হইতেছে। সেই পঞ্চ বৎসর আয়ুর্ব্বিশিষ্ট জন্তু স্বয়ং কিছু এমত বোধ করিতে পারে না, যে পঞ্চ বৎসর অতি অল্প কাল, সেই প্রকার এক শত বৎসর যে অতি অল্প কাল তাহা আমারদিগের বোধে আইসে না; সুতরাং আমারদিগের আয়ুঃ অতি দীর্ঘ, এই ভ্রমে নানা মিথ্যা কর্ম্মে ভ্রমণ করিতেছি।

এক শত বৎসর যদিও অতি অল্প কাল, তথাপি যদি এমত নিশ্চয় থাকিত, যে এক শত বৎসর পরিপূর্ণ না হইলে মৃত্যু হইবে না, তবে আমারদিগের দম্ভ ও অভিমান প্রভৃতি কিঞ্চিৎ শোভা পাইত। কিন্তু আয়ুর কিছুমাত্র স্থৈর্য্য নাই। এই নিশ্বাসকে ক্ষণমাত্র নিমিত্তে বিশ্বাস করা যায় না। এই বক্তৃতা সমাপন পর্য্যন্ত যে প্রাণ বায়ু আমার শরীরে অবস্থিতি করিবেক, ইহার নিশ্চয় কি? তথাপি এই অল্প দিনের নিমিত্তে জীবন ধারণ করিয়া লোকের হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল অনিষ্টে যাহারা রত তাহারদিগকে কি কহিব!

গত কাল ও নিদ্রিত কাল আলোচনা করিলে সময়ের যথার্থ অল্পতা বোধ হইবে, এবং জাগ্রদবস্থায় বর্ত্তমান কর্ম্ম ও নানাবিধ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের স্মৃতিতে আমারদিগের বোধে কালের দীর্ঘতা হইলেও যে স্বভাবতঃ সময় অতিসংক্ষেপ, তাহা স্বপ্নাবস্থা আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহ রূপে বোধ হইবে। এক ক্ষণের মধ্যে স্বপ্নেতে ভ্রমণ দ্বারা নানাবিধ অপূর্ব্ব নগরাদিতে নানাবিধ যুদ্ধ বিগ্রহ কলহ সন্ধি দৃষ্ট হয়, জাগ্রৎ ব্যক্তির সে প্রকার ভ্রমণ ও দর্শন সমস্ত জীবনেও অসম্ভব।

সময় অতি অল্প ও কেবল কর্ম্মের দ্বারা সময়কে অতি দীর্ঘরূপে জ্ঞান হয়, এই যে আমার অভিপ্রায়, তাহা পশ্চাল্লিখিত ইতিহাসচ্ছলে ব্যক্ত করিতেছি।

কোন রাজার নিকটে এক ব্যক্তি খঞ্জ প্রতিপালন প্রত্যাশায় গমন করিয়া ব্যক্ত করিলেক, যে আমি নানা গুণে গুণবান্, আমাকে রাজা যে কর্ম্মে অনুমতি করিবেন, তাহা আমি উদ্ধার করিব। তাহার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া রাজা তাহাকে অন্ন বস্ত্র ও ধনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখেন। কিন্তু বহু দিবস গত হইল, তথাপি তাহার দ্বারা রাজার কোন উপকার হইল না। অতএব প্রতিপালন করা বিফল জানিয়া রাজা তাহাকে পরিত্যাগ করিবার মনঃস্থ করিলেন। খঞ্জ সেই অভিপ্রায় জানিয়া রাজার স্নান কালীন উপস্থিত হইয়া যোড় করে নিবেদন করিল, যে বহু দিবসাবধি মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইতেছি, কিন্তু এমত কোন স্থল উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে আমার বিদ্যা প্রকাশ হয়, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত আছি; অতএব হে মহারাজ যদি আজ্ঞা হয়, তবে আপনার মন্ত্রিগণকে এস্থানে আহ্বান করুন, আমার এক অপূর্ব্ব বিদ্যা প্রকাশ করি। সেই খঞ্জের নিবেদনে রাজার সম্মতি প্রযুক্ত মন্ত্রিগণ রাজ দূত দ্বারা রাজাজ্ঞা জ্ঞাত মাত্র উপস্থিত হইলে খঞ্জ কহিল, হে মহারাজ, জলে মগ্ন হউন! রাজা জলে মগ্ন হইয়া ক্ষণ পরে মস্তক উত্থান করিয়া দেখেন, যে এক মহা নদীতে অবগাহন করিতেছেন. মন্ত্রিগণ ও খঞ্জপ্রভৃতি কেহ

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ঘোষ তত্ত্ববোধিনী সভাতে ১০ দশ মুদ্রা দান করিয়াছেন।

ইহা সত্য যে নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনাতে অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে নাস্তিকতা এবং দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য বেদব্যাস প্রভৃতি পুরাণ এবং তন্ত্রে সাকার উপাসনার বিধি দিয়াছেন। কিন্তু এইক্ষণে কি সেই অভিপ্রায় প্রতিপালন হইতেছে? মূর্ত্তির আরাধনা দ্বারা কি দুষ্কর্ম্মের নিবৃত্তি হইতেছে? কোথায়? বরঞ্চ ইহার সমুদয় বিপর্য্যয় দেখিতেছি। দুষ্কর্ম্মই ইদানীন্তন সকল সাকার পূজার মূলীভূত হইয়াছে। যে মহাপূজা দুর্গোৎসব আর এক দিবস পরে আরম্ভ হইবে তাহাতে কোন্ প্রকার দুষ্কর্ম্ম অকৃত থাকিবে? ইহার উদ্যোগে অমঙ্গল, উৎসবের সময়ে অমঙ্গল, এবং ইহার সমাপ্তিতেও প্রচুর অমঙ্গল দ্বারা প্রতিবৎসর এই সময়ে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণা হইয়া থাকে। এইক্ষণে উদ্যোগের সময় প্রায় সমাপ্ত হইল; সূর্য্য আর দুইবার অস্ত গত হইলেই উৎসব দিনের উদয় হয়। যে পরিমাণে এই পূজার দিবস নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাবৎ লোকের তত পরিমাণে সুখ সম্ভোগ লালসা প্রজ্বলিত হইতেছে। কিন্তু ধন ব্যতীত সুখ সম্ভোগের উপায় বিরহ, অতএব এইক্ষণে ধন সংগ্রহের উপায় চিন্তায় সকলে ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ যাঁহারদিগের সম্ভ্রম আছে, অথবা সম্ভ্রান্ত না হইলেও যাঁহারা দুই এক বার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে আপন বাটীতে দুর্গোৎসবের আমোদ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারদিগের ধনের অপ্রতুল হইলে এই সময় মহাযাতনার সময় হয় — আপনার গৃহে দুর্গোৎসব ব্যতিরেকে এই কাল তাঁহারদিগের মৃত্যুকাল তুল্য হয়। অতএব তাঁহারা এসময়ে ধন সংগ্রহের নিমিত্তে ন্যায় বা অন্যায় পথের কিছু মাত্র বিবেচনা করেন না। যাঁহারা নির্ধন অথচ ধার্ম্মিক তাঁহারদিগেরই অসাধারণ ক্লেশ। অন্যদিগের ন্যায় তাঁহারদিগেরও এইকালে ধনের প্রয়োজন, কিন্তু অন্যদিগের ন্যায় তাঁহারা ন্যায় পথকে পরিত্যাগ করিয়া ধন সংগ্রহে প্রবৃত্ত নহেন, সুতরাং তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই এই সময়ে ঋণ পাপে বদ্ধ হয়েন। অল্প প্রতিজ্ঞ ধার্ম্মিক যাঁহারা তাঁহারা এই কালে আমোদের তরঙ্গ অতিশয় প্রবল হেতু আর ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারেন না। এই সকল হেতু প্রযুক্ত এই সময়ে এদেশে প্রবঞ্চনার জাল অধিক বিস্তার হয়, এবং দস্যু চৌরের শঙ্কা অধিক প্রবলা হয়।

বর্ষার উদয়ে যে প্রকার গঙ্গা নদী প্রখরা

হয়, এই মহোৎসবের দিনে সেই প্রকার ব্যভিচারের স্রোত প্রবল হয়। মাসাবধি যে সকল আমোদের উদ্যোগ হইয়াছে এইক্ষণে তাহা সম্পন্ন হইবে। প্রত্যূষ অবধি দশভুজা অর্চ্চনার মহা আড়ম্বর ও কোলাহলের আরম্ভ হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে যাঁহারা আপনার গৃহে ভগবতীর প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহারদিগের প্রায় উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিতে হয় না। সংযম উপবাসাদির ভার প্রায় পুরোহিতের প্রতিই থাকে, সে ব্রাহ্মণ বেতন লোভে অনাহারে সকল ক্লেশের ভাগ গ্রহণ করে ; আপনারা নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্তে ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে আহ্বানাদির নিমিত্তে এবং গৃহাদি সজ্জার নিমিত্তেই ব্যস্ত থাকেন। পূজা বিধি পূর্ব্বক হউক বা না হউক, বর প্রার্থনা সময়ে আর কামনার সীমা থাকে না।

আয়ুর্দ্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥

বিশেষতঃ সমস্ত দিবস প্রায় সকলেরই কেবল এই প্রতীক্ষা, যে কতক্ষণে প্রভাকর অস্তগত হইবে এবং কতক্ষণে আমোদ আরম্ভ হইবে, যেহেতু কেবল আমোদের নিমিত্তেই অনেকে এইক্ষণে সাকার উপাসনা করিয়া থাকেন। এই তিন দিবস সন্ধ্যার পর নেত্র পাত করিলে কি দৃষ্ট হইবে? তাহাই দৃষ্ট হইবে যাহা ভদ্রতাকে রক্ষা করিয়া বর্ণনা করা যায় না। যাঁহাকে ঈশ্বরী শব্দে সম্বোধন করেন তাঁহার সম্মুখে সকল পরিবারে পরিবৃত হইয়া সঙ্গীতচ্ছলে সেই সকল অকথ্য শব্দ শ্রবণ করেন এবং নাটকচ্ছলে সেই সকল অঙ্গ ভঙ্গি দর্শন করেন, যাহা একাকী নির্জ্জনে স্মরণ করিতেও লজ্জা উপস্থিত হয়। প্রত্যেক পথে কত মনুষ্য দলবদ্ধ হইয়া বেশ্যার ভবনে গমন করেন, গণিকা সকলও একত্র হইয়া গৃহস্থের গৃহে নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণের নিমিত্তে যাত্রা করে, কি গৃহস্থের বাটীতে কি গণিকালয়ে মাদক দ্রব্য সেবন দ্বারা কতলোক ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রমত্ত হয়। এই প্রকারে, এদেশে সম্বৎসরে যত দুষ্কর্ম্ম হয়, এই তিন দিবসে তাহা সম্পূর্ণরূপে কৃত হয়।

এই সকল দুষ্কর্ম্ম স্বভাবতই অপরাধের কারণ, কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে তাহারা বিষম অপরাধের হেতু হইয়াছে। মনুষ্যেরা অন্য সময়ে যদি দৈবাৎ দুষ্কর্ম্ম করে, তবে ঈশ্বরারাধনা কালীন তজ্জন্য ভাবিত হইয়া একান্ত চিত্তে তাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম অনুশীলনের নির্দ্দিষ্ট কাল যাহারদিগের সম্পূর্ণ অধর্ম্ম আচরণের কাল হয় এবং ঈশ্বরের উপাসনা নিমিত্তে নির্ম্মিত স্থান যাহারদিগের কুকর্ম্ম সূচক আমোদের সম্ভোগস্থল হয় তাহারদিগের আর নিষ্কৃতির উপায় কি? এদেশস্থ লোকের এই প্রকার বিপরীত প্রকৃতি দেখিয়া কে না বিস্মিত ও দুঃখিত হয়?

কিন্তু ধর্ম্মের নামকে আশ্রয় করিয়া এই তিন দিন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ সকল প্রকার সুখ সম্ভোগ দ্বারা কি তাঁহারদিগের ইন্দ্রিয় গণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন? ইন্দ্রিয় সুখ লালসাকে কি নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইলেন? সেই লালসা কি আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল না? এই লালসা অধিক প্রবলা হওয়াতেই মহা পূজার সমাপ্তি পরে এক মাস পূর্ণ না হইতেই পুনর্ব্বার শ্যামা পূজা পরে জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক পূজাচ্ছলে সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়েন। আগমবাগীশ এই সময়েরই শ্যামা পূজা প্রকাশ কেন করিলেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র রাজা এই সময়েরই জগদ্ধাত্রী পূজা কেন প্রচার করিলেন এবং স্ত্রীলোকদিগের এই সময়ের ব্রত কার্ত্তিক পূজা, তাহাই বা এত সমারোহ পূর্ব্বক সমাধা কি জন্য হইয়া থাকে এতদ্রূপ প্রশ্ন সকল যাঁহারদিগের মনে উদয় হইবে তাঁহারা তদুত্তর এই মনুর বাক্যেই প্রাপ্ত হইবেন।

ন জাতু কামঃকামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥

এই সময় ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়, তাহাতে রাত্রি জাগরণ, অপরিমিত ভোজন এবং অতিরিক্ত পানের প্রাবল্য হইলে কি আর রক্ষা থাকে? দেহ যন্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ হয়, পীড়া সমূহ শরীরকে আক্রমণ করে, এবং বিকার প্রাপ্ত হইয়া কত মনুষ্য মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। এই

দিবাকর উদয়ে যেপ্রকার এই পৃথিবী রজনীর অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হয়, এই জগতের কারণ পূর্ণানন্দ স্বরূপ পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা চিত্ত তদ্রূপ মালিন্য হইতে পরিত্যক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। হীরক যেরূপ পরিষ্কৃত হইলে সুচারু বিমল জ্যোতি ধারণ করে, মন তদ্রূপ ঈশ্বর জ্ঞান দ্বারা পরিশুদ্ধ হইলে পুণ্য বিকাশে শোভনীয় হয়। এই সত্য উপাসনা ঐহিক সুখ এবং পারত্রিক মুক্তির প্রতি কারণ; ইহকালে পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তন দ্বারা নির্ম্মল আনন্দের সম্ভোগ হয়, ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা সুচারুরূপে সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং পরকালে অলৌকিক ফল নিত্য সুখ স্বরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

যে দেশে যে পরিমাণে এই উপাসনার অঙ্গ সকলের অনুশীলনা হয়, সে দেশে সেই পরিমাণে লোকের চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, এবং দুঃখের ভাগ খর্ব্ব হইয়া আনন্দের ভাগ অধিক হয়। এদেশে আমারদিগের আদি শাস্ত্র সমুদয় বেদে কেবল এই নিষ্পন্ন আছে যে বিশুদ্ধ মনের দ্বারা এক নিরাকার পরব্রহ্মের আরাধনাই সত্য ধর্ম্ম; পরন্তু যে সকল চঞ্চল চিত্ত ইন্দ্রিয় সুখ প্রবৃত্ত অজ্ঞানি ব্যক্তি তাহাতে অসমর্থ, তাহারদিগের নিমিত্তে কষ্ট সাধ্য বৈদিক কর্ম্মের আদেশ আছে যে তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হইয়া মন শান্ত হইলে তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসে তাহারা সমর্থ হইতে পারে। যত কাল পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের বেদ শাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, এবং ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, সে পর্য্যন্ত জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনাতে অশক্ত হইলে কষ্ট সাধ্য কর্ম্ম কাণ্ড দ্বারাতেও বেদ শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কেহ ক্রটি করিত না এবং অনেকে সেই কর্ম্ম কাণ্ড রূপ সোপান দ্বারা জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিত। কাল বশে ধর্ম্মের বল হ্রাস হইল, লোকেরা জ্ঞানাভ্যাসে যত্ন হীন হইল, এবং কুকর্ম্ম সূচক ইন্দ্রিয় সুখের নিবারক ও সন্মার্গ প্রবর্ত্তক যে আয়াস সাধ্য শ্রৌত কর্ম্মকাণ্ড তাহা হইতে বিরত হইয়া লোক এপ্রকার আমোদে উন্মত্ত হইল যে ধর্ম্ম কর্ম্মেতেও ইন্দ্রিয় সুখের অভিলাষ করিল, এবং তাহার পোষক ঘোরতর আমোদের কারণ তন্ত্রোক্ত কর্ম্ম কাল্পনিক সাকার দেবতার উপাসনা প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অবলম্বন করিল। সেই তন্ত্রেতেও পুনঃ পুনঃ এই প্রকার উপদেশ আছে যে সকল কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া পবিত্র মনে নিরাকার আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করাই সত্য ধর্ম্ম এবং এই প্রকারে তাঁহার উপাসনাই ঐহিক শান্তি এবং পারত্রিক

মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ কারণ; কিন্তু লোকেরা পাপাচ্ছন্ন প্রযুক্ত এই সকল হিত বাক্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমোদ বাক্যকেই গ্রহণ করিল।

কৃষ্ণপক্ষে যে প্রকার প্রতি দিবস চন্দ্রপ্রভা ক্ষয় হয়, ভারতবর্ষে সেই প্রকার ক্রমশঃ ধর্ম্মের আলোক হ্রাস হইতে লাগিল। এই অবসরে অনেকে স্বার্থপর হইয়া লোকদিগের প্রবঞ্চনা জন্য নানা প্রকার শাস্ত্র কল্পনা করিল। লোকের জ্ঞানও এ প্রকার আচ্ছন্ন হইল যে কোন্ শাস্ত্র সত্য বা অসত্য, সমূলক বা অমূলক এ বিবেচনাতে অশক্ত হইয়া স্পষ্ট প্রবঞ্চনাকেও সত্য রূপে গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রায় দুই শত বৎসর অবধি হইল কতক কুলীন গোস্বামি প্রভৃতি একত্র হইয়া শচীপুত্র গৌরাঙ্গকে জন্ম মৃত্যু বিহীন পরব্রহ্ম করিয়া প্রবল রূপে বিখ্যাত করিয়াছে। হস্ত পদ রক্ত মাংস যুক্ত জন্ম মৃত্যু বিশিষ্ট যে মনুষ্য তাহাকে জন্ম মৃত্যু শূন্য নিরাকার পূর্ণব্রহ্ম রূপে আরাধনা করাই এক মহা অপরাধের হেতু; তথাপি তাহার উপাসনা কুকর্ম্ম নিবারণের প্রতি কারণ হইলেও সে অপরাধ কতক ক্ষমা যোগ্য হইত, কিন্তু তাহারা এই গৌরাঙ্গের উপাসনার অঙ্গ রূপে এপ্রকার সকল লজ্জাকর এবং ঘৃণা জনক ব্যবহারের প্রচার করিয়াছে, যে তাহাতে পৃথিবী ঘোরতর যাতনায় রোদন করিতেছে। ফলতঃ তাহারদিগের এই ধর্ম্মের যে প্রকার দুর্নীতি তাহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই চিত্ত অনায়াসে পাপাসক্ত হয়। ইহাঁরদিগের প্রধান প্রধান আদি শাস্ত্র কতক কুলীন পয়ার রচিত গ্রন্থ, তদাদেশানুসারে তাঁহারা তাহাই পাঠ করেন এবং সেই সকল পাঠের অর্থ ধারণ করাই বিশেষ পুণ্য বোধ করেন, যাহাতে গোপাঙ্গনাদিগের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা প্রভৃতি ক্রীড়া সকল বর্ণিত আছে। মনুষ্যের মনে এই সকল ভাব উদয় হইলে ইন্দ্রিয় সুখের লালসা সহজেই উৎপন্ন হয়; যখন দুষ্প্রবৃত্তি উদয় হয় তখন মনের স্বভাবতঃ তাহারদিগের এই প্রকার বোধ অবশ্য হয় যে যিনি পরমগুরু উপাস্য হয়েন তিনি যে কর্ম্মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনা করিয়াছেন তাঁহার অনুবর্ত্তি হইয়া সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা পুণ্য ব্যতীত কদাপি পাপের কারণ হইতে পারেনা। বিশেষতঃ এই গৌরাঙ্গমতাবলম্বিনী দুর্ভাগ্য স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব রক্ষা করা অতি দুষ্কর হয়; একে তাহারা কোন বিদ্যা অভ্যাস করে না, তাহাতে মূর্খদিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস, ইহাতে গোস্বামিরা এবং তদনুচরেরা অবসর পাইলেই সংগোপনে তাহারদিগের মধ্যে পাত্র বিশেষে এই উপদেশ প্রদান করেন, যে মানসে তুমি কৃষ্ণকে পতি রূপে বরণ কর, স্বামিকে পরিত্যাগ কর, এবং আপনি শ্রীমতী রাধিকা বা রাধিকার সহচরী রূপে কৃষ্ণের সেবিকা হও। এই প্রকারে এইক্ষণকার প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্ম স্ত্রীলোকদিগের বিনাশের কারণ হইয়াছে। যাহারা ঘোরতর শক্তি উপাসনাতে অভিরতা, ভৈরবী অভিমানিনী, তাহারা চক্র মধ্যে মদ্যপানে উন্মত্তা হইয়া যথেচ্ছা পুরুষ গমনে বিরতা নহে; এবং বৈষ্ণবী মধ্যে যাহারা যুগল মন্ত্রে দীক্ষিতা, তাহারদিগের মধ্যে গাঢ় প্রেম রসে রসিকা যাহারা তাহারা কৃষ্ণের সহিত মানসিক লীলাতে তৃপ্ত না হইয়া কোন ধূর্ত্ততম গোস্বামিকে প্রতিনিধি কৃষ্ণ রূপে বোধ করিয়া বস্ত্র হরণাদি ক্রীড়াতে নিরস্তা নহে। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে এপ্রকার অভিষিক্তা ভৈরবী, এবং রসোন্মত্তা বৈষ্ণবী অতি অল্প। যদি তিনি স্ত্রীলোকদিগের মনে পাপের দৃঢ় প্রতিবন্ধক ঘৃণা লজ্জা ভয়কে গাঢ় রূপে স্থাপিত না করিতেন, তবে তন্ত্র মন্ত্রের কুচক্রে এবং গোস্বামিদিগের কুটিল জালে পতিত হইতে কেহ আর অবশিষ্ট থাকিত না।

স্ত্রীলোকেরা যে এই রূপ কুৎসিত ধর্ম্ম সকলকে অবলম্বন করিয়া কুকর্ম্ম শালিনী হইতেছে, ইহাতে কি তাহারদিগের প্রতি দোষার্পণ করা যায়? পুরুষদিগের দোষে কি এই সকল ঘটিতেছে না? তাঁহারা স্ত্রীদিগকে কোন বিদ্যার উপদেশ করেন না, যদি উপ-

দেশ করেন তবে সে এমত ধর্ম্মের, যে তদ্দ্বারা কুকর্ম্মেতে আশু মনের অভিনিবেশ হয়।

অতএব হে স্বদেশীয় বিদ্যাবান্ যুবক গণ, তোমরা সদ সৎ ববেচনা করিতে সমর্থ হইয়াছ, এবং তদনুসারে কি শাক্ত কি বৈষ্ণবের কাল্পনিক ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়াছ, এবং এক অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মের উপাসনাকেই সত্য ধর্ম্ম রূপে জানিয়াছ। কিন্তু কেবল আপনারা সত্যের জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই যে কৃতকার্য্য হইয়াছ, এমত বিবেচনা করা অন্যায় হয়। তোমারদিগের পরিবার অবশ্যই কোন এক প্রকার অভদ্র কাল্পনিক ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব তাহারদিগকে সেই অভদ্রতা হইতে কেন না মুক্ত কর? আপনারা যে সত্যের আনন্দ লাভ করিয়াছ, স্ত্রী কন্যাদিগকে সেই আনন্দ বিতরণ কেন না কর? কিন্তু কোন্ শাস্ত্র দ্বারা তাহারদিগকে উপদেশ দিবে! অবশ্য আমারদিগের পুরাতন বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারা, যাহাতে সকল কুকর্ম্ম যে প্রকারে উচ্ছিন্ন হয় এমত প্রশাসন আছে, এবং অদ্বিতীয় নিরাকার আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞান যে প্রকারে হয়এমত উপদেশ আছে, যদ্দ্বারা মৈত্রেয়ী প্রভৃতি মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব সেই বেদান্ত শাস্ত্রকে তোমরা বিধিবৎ অবলম্বন কর, এবং সেই শাস্ত্র দ্বারা স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে পরমেশ্বরের উপাসনার বিধান উপদেশ কর, যাহাতে সপরিবারে পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া সুখি হইবে।

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

১৮ আশ্বিন ১৭৬৬।

প্রথম প্রকরণ।

চতুর্থাধ্যায়।

যে প্রকার কদম্বপুষ্পের কেশর সকল তাহার গ্রন্থিকে পরিবেষ্টন করিয়া স্থিতি করে, সেইপ্রকার বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে স্থাপিত আছে। এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবী হইতে প্রায় পঞ্চ যোজন উচ্চপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে, এবং তাহার প্রত্যেক হস্ত দীর্ঘ প্রস্থ স্থানে প্রায় ৬৫ মণ বায়ুর ভার রহিয়াছে। যে প্রকার সাগরের মধ্যে মৎস্যাদি জলজন্তু সকল বসতি করে, সেই প্রকার এই বায়ু সমুদ্রের মধ্যে মনুষ্য, পশু, পক্ষি, বৃক্ষ, লতাদি মগ্ন রহিয়াছে। এই বায়ু নানা বিধ গুণ দ্বারা এপৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তুর প্রাণ হইয়াছে, এবং ইহার পরিমাণ মাত্রে জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ পাইতেছে তাহা স্মরণ করিতে মন আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছে।

সেই বায়ুমণ্ডলের উপরিস্থ বায়ুর ভার দ্বারা নিম্নস্থ বায়ুর কিয়দংশ সঙ্কুচিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত থাকে, এবং তদ্দ্বারা জলজন্তু সকল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। যদি বায়ুমণ্ডলের পরিমাণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প হইয়া অল্প ভার প্রযুক্ত বায়ুর অংশ জল মধ্যে উপযুক্ত মত প্রবিষ্ট না হইত, তবে কোন্ জীব জলে জীবন ধারণ করিতে শক্তিমান্ হইত?

আশ্চর্য্য যে বায়ুর এই ভার না থাকিলে জল এপৃথিবীতে বাষ্পের আকৃতি গ্রহণ করিত। এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা তরল বা কঠিন কেন হয় ইহার কারণ অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে যে দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পর অধিক নিকটবর্ত্তি বা অধিক সঙ্কুচিত সেই দ্রব্য গাঢ় বা কঠিন হয়, এবং যে দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পর অল্প সঙ্কুচিত বা দূর দূর স্থায়ি তাহা তরল বা লঘু হইয়া থাকে। কার্পাস রাশির উপরে লৌহ আদি কোন গুরু বস্তু রাখিলে নিম্নস্থ কার্পাস সঙ্কুচিত হইয়া স্বরূপ কঠিন হয়, তদ্রূপ জল সামান্যতঃ বাষ্প স্বরূপ লঘু হইলেও বায়ু ভারে আক্রান্ত প্রযুক্ত গাঢ় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবের তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইল যে বায়ু মণ্ডলের ভার দ্বারা জলের জলত্ব হইয়াছে। এই ক্ষণে বিবেচনা কর যে জগদীশ্বর কি সূক্ষ্ম রূপে কি আশ্চর্য্য রূপে

বায়ুর পরিমাণ করিয়াছেন। এই বায়ুর পরিমাণ যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প হইত তবে বায়ু মণ্ডলের ভার অল্প হইয়া এপৃথিবীর নদ নদী সাগরাদি সমুদয় জলাশয় বাষ্প বা কুজ্ঝটিকাবৎ হইত। বায়ুর পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলেও তাহার বৃহৎ ভারে সঙ্কুচিত হইয়া জল সমূহ মৃত্তিকাবৎ বা প্রস্তরবৎ কঠিন হইত; ইহাতে জীবের জীবন কি প্রকারে রক্ষা পাইত?

এই দৃষ্টান্তে বায়ুর বর্ত্তমান পরিমাণ গৌণ রূপে আমারদিগের জীবনের আধার হইয়াছে, কিন্তু ইহার এক মুখ্য দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন। রাশীকৃত কার্পাস কোন স্থানে স্থাপিত হইলে তাহার উপরিস্থ কার্পাসের ভার দ্বারা নিম্ন ভাগস্থ কার্পাস ঘনীকৃত হয়, সেই রূপ বায়ু মণ্ডলের উপরি ভাগস্থ বায়ুর ভার দ্বারা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া ঘন হয়। এই হেতু পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে পর্ব্বতের অধোভাগস্থ বায়ু অপেক্ষা তাহার শিখরস্থ বায়ু অত্যন্ত লঘু হয়, এবং যে স্থান ভূমি হইতে যত উচ্চ, সেই স্থানের বায়ু তত লঘু হয়। এই রূপ উপরিস্থ বায়ুর ভার দ্বারা অবনীর নিকটস্থ বায়ু ঘনীভূত হওয়াতে আমারদিগের নিশ্বাস নিঃসরণের যোগ্য হইয়াছে; কিন্তু বিবেচনা কর যে বায়ু মণ্ডলের পরিমাণ এইক্ষণকার অপেক্ষা অধিক হইলে উপরিস্থ বৃহৎ বায়ু রাশি দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া নিম্নস্থ বায়ুর পরমাণু সকল অত্যন্ত সঙ্কুচিত জন্য কুজ্ঝটিকাবৎ বা জলবৎ যদি ঘন হইত তবে তাহাতে আমরা ধূমাচ্ছন্ন বা জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় নিশ্বাস নিঃসারণে অশক্ত হইয়া জীবনকে কি প্রকারে ধারণ করিতাম? বায়ু মণ্ডলের পরিমাণ এইক্ষণকার অপেক্ষা অতিশয় অল্প হইলেও কেবল অনিষ্ট ঘটনারই সম্ভাবনা থাকিত। উপরিস্থ বায়ুর অল্প ভার প্রযুক্ত নিম্নস্থ বায়ুর পরমাণু সকল অল্প সঙ্কুচিত হইয়া এইক্ষণকার অপেক্ষা লঘুতর হইলে আমারদিগের জীবন রক্ষার উপযুক্ত বায়ু সেবন হইতনা। আমারদিগের শরীরের এই প্রকার স্বভাব আছে যে হৃদয় হইতে রক্ত নিঃসৃত হইয়া আপাদ মস্তক সকল অঙ্গ পর্য্যটন করিয়া পুনর্ব্বার সেই হৃদয়ে প্রত্যাগত হয়। এই প্রত্যাগতি কালে তাহার জীবন ধারণ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অতি মলিন হয়, কিন্তু সেই মলিন রক্তের সহিত বায়ুর এপ্রকার সম্বন্ধ আছে যে তাহা নিঃশ্বাস দ্বারা হৃদয়স্থ রক্তে সংলগ্ন হইলেই সেই রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার জীবনোপযোগি গুণ ধারণ করে। শরীরের এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রতিপলে প্রায় তিন মণ বায়ু আবশ্যক হয়, এবং আমরাও যথা প্রয়োজন সেই পরিমিত বায়ু প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমারদিগের দেহের এই অবস্থা থাকিয়া বায়ু যদি এইক্ষণকার অপেক্ষা সহস্র গুণ লঘু হইত, তবে উপযুক্ত বায়ু বিরহে প্রয়োজন মত রক্তের পরিশুদ্ধি হইত না, সুতরাং তাহাতে রক্তের বিকৃতি হইলে আমরা এ সংসারকে দৃষ্টি করিতে আর থাকিতাম না। যে কোন ব্যক্তি অধিক উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি উত্থান করিয়াছেন, তিনি জানিয়াছেন যে সে স্থানে বায়ুর কিঞ্চিৎ লঘুতা বশতঃ নিশ্বাস উপযুক্ত রূপে প্রবাহিত না হওয়াতে মহা ব্যামোহ উপস্থিত হয়, এবং তাহার দ্বারা কেহ কেহ মূর্চ্ছা গতও হইয়াছেন। বায়ুর কিঞ্চিৎ লঘুতা দ্বারা এই সকল দুর্ঘটনা হয়, ইহাতে অধিক লঘুতা হইলে কি আর এ পৃথিবী জীবের আবাস যোগ্য হইত?

মরুৎমণ্ডলের পরিমাণ অন্যথা হইলে বায়ুর সঞ্চালনও মহা উপদ্রবের কারণ হইত। মৃৎপিণ্ড এবং লৌহ পিণ্ড যদি সমান বেগে গমন করে, তবে লৌহ পিণ্ড অবশ্য অন্য দ্রব্যকে অধিক বলের সহিত আঘাত করিবে, যেহেতু মৃৎপিণ্ড অপেক্ষা লৌহ পিণ্ড অধিক পরমাণু বিশিষ্ট হওয়াতে অধিক বল ধারণ করে। যে বেগে মৃত্তিকাপিণ্ড কোন অঙ্গকে কেবল বেদনা গ্রস্ত করে, সেই বেগে লৌহপিণ্ড তাহাকে ভগ্ন করে। এইক্ষণে বিবেচনা কর যদি উপরিস্থ বায়ুর অধিক ভার দ্বারা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু গাঢ় হইত, তবে এইক্ষণকার মন্দ বায়ুর যে স্বল্প শক্তি

দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হয়, শত গুণ গাঢ় বায়ু সেই গতি বিশিষ্ট হইলে এইক্ষণকার ঝড়ের ন্যায় প্রবল জ্ঞান হইত, এবং সেই কল্পিত শত গুণ গাঢ় বায়ু এইক্ষণকার ঝড়ের ন্যায় বেগবান্ হইলে শত গুণ বলিষ্ঠ হইয়া অরণ্য গৃহ প্রভৃতি সমুদয় উচ্ছিন্ন এবং ভূমিসাৎ করিত। তদ্রূপ বায়ুর লাঘব হইলেও এপৃথিবীর অমঙ্গলের সীমা থাকিত না। বর্ত্তমান বায়ু মৃদু গতিতে সঞ্চালিত হইলে তাহার হিল্লোলে শরীরের স্নিগ্ধতা হয় এবং স্বচ্ছন্দতা জন্মে, কিন্তু এইক্ষণকার অপেক্ষা শত গুণ লঘু বায়ু সেই প্রকার মৃদু গতি বিশিষ্ট হইলে আমারদিগের ত্বগিন্দ্রিয়ের গোচরও হইত না। এই রূপ যে প্রকারে বিবেচনা করা যায় সেই প্রকারেই বোধ হয় যে বায়ুর বর্ত্তমান পরিমাণই এ পৃথিবীর উপযুক্ত এবং মঙ্গলজনক হইয়াছে। অতএব যে পুরুষ বায়ুর পরিমান মাত্রে এ প্রকার আশ্চর্য্য কৌশল ও অসাধারণ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা হইলে এ পৃথিবীর বিনাশ হইত, তিনি ধন্য — তিনিই ধন্য।

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা।

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি ও তাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি এবং ম্রিয়মাণ হইয়া তাঁহাতে লয় হইতেছে।

উক্ত শ্রুতিতে পরমাত্মা জগতের কারণ হয়েন, ইহা প্রাপ্ত হইল। অতএব বিচিত্র কার্য্য দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাতে বিচিত্র এক শক্তি আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, কেননা যে বস্তুতে যে বস্তুর রচনা শক্তি নাই, তাহা হইতে সে বস্তু রচনা কদাপি হইতে পারে না এবং শ্রুতিতেও প্রাপ্ত হইতেছি

বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।

অতএব পরমাত্মা অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র শক্তি অবশ্য স্বীকার করিতে হইল। [illegible] দর্শনে এই শক্তিকে অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি ইত্যাদি শব্দে কহিয়াছেন।

জীবাত্মা এই পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইয়া অন্তঃকরণের ধর্ম্ম নানাবিধ অভিলাষে আক্রান্ত প্রযুক্ত অনবরত কাম্য নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং তাহার ফলভূত স্বর্গ নরক ভোগ করিয়া ঐ শুভাশুভ কর্ম্মের কিঞ্চিৎ অবশেষ সত্ত্বে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় অথবা কুলাল চক্রের ন্যায় কখন ঊর্দ্ধ লোকে, কখন মধ্য লোকে, কখন অধোলোকে ভ্রমণ জন্য ভ্রমিতে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে দুঃখি ও নীচ কদাপি সুখি ও কৃতার্থরূপে অঙ্গীকার করিতেছে। কর্ম্মাধীন স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া কখন পতন হইবেক, এই ত্রাসে ব্যাকুল, ও স্বর্গীয় শরীর গ্রহণ কালে কষ্ট, এবং তৎপতন কালে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। মধ্যলোকে আগমন কালে অন্ধকারময় মাতৃগর্ভে প্রবেশ, তাহাতে আত্মকষ্ট, বিশেষতঃ ভূমিষ্ঠ হওন কালীন যাদৃশ কষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কর্ত্তব্য কি? পরে গতি শক্তিরহিত, পরাধীন, প্রায় সর্ব্বদা রোগগ্রস্ত থাকে। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে বিদ্যাভ্যাসে বল দ্বারা নিযুক্ত জন্য যে প্রকার দুঃখ তাহা কাহার না অনুভূত আছে? অনন্তর, যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বহু ক্লেশে অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক বিচিত্র গৃহোদ্যানাদি নির্ম্মাণ করিলে ও দার পরিগ্রহ করিয়া সন্তান হইলে আমার বাটী, আমার উদ্যান, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার পৌত্র, ইত্যাদিরূপে প্রলাপ করিতে থাকেন। পরে কাল রূপ ব্যাঘ্র যখন ঘাড়ে ধরিয়া গ্রাস করে, হা! তৎকালে তাহারদিগের যে শোক উপস্থিত হয়, তাহার অনুভব বর্ত্তমান অবস্থায় কি প্রকারে হইতে পারে? কিন্তু ইহা মাত্র বিবেচনা করা যায়, যে পুত্র কলত্র অর্থ ইত্যাদি বিশেষের মধ্যে একের বিয়োগে যে দারুণ শোক হইয়া থাকে, তাহা হইতে সেই কালে শোক অধিক হয়, যে কালে তাহার এমত নিশ্চয় বোধ হয়, যে এই সকল স্ত্রী পুত্র গৃহ উদ্যানাদির সহিত আমার এক [illegible]

সম্বন্ধ পুনর্ব্বার হইবেক না। অতএব পুরুষের কর্ত্তব্য, যে আত্ম বিস্মৃত না হইয়া মনোধারণ পূর্ব্বক আত্মস্বরূপকে জানিয়া এই সকল দুঃখ হইতে উদ্ধার হয়েন।

নীতিজ্ঞান।

কেবল বহিঃ সৌন্দর্য্য দর্শনের নিমিত্তে বা অন্য কোন ক্ষণিক সুখের প্রাপ্তি জন্য বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই; কেবল নির্জ্জনে কাল যাপনের উপায়ও বিদ্যা নহে, এসকল হইতে শ্রেষ্ঠতর তাৎপর্য্য আছে। বিদ্যা মনের মালিন্য বিনাশ করিয়া সুকর্ম্মের পথ মুক্ত করে, এবং জীবনাবধি মনুষ্যের শিক্ষক স্বরূপ হইয়া সুকর্ম্ম গ্রহণ এবং কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করণের প্রবৃত্তি জন্মায়। অতএব যে বিদ্যা কথিত ফলের উৎপত্তি জনক হয়, তাহা সকল প্রকার অবস্থান্বিত মনুষ্যেরই সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা করা উচিত।

যখন আমরা হঠাৎ দর্শন বা শ্রবণ করি, যে কোন ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতেছে, তখন ব্যগ্রতার সহিত সেই নরাধম পুত্রের প্রতি আমারদিগের মন ক্রোধ এবং ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। পুনর্ব্বার তদ্বিপরীত যখন শুনি, যে কোন মনুষ্য দস্যু হস্ত হইতে এক জনের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তখন আমারদিগের মানস প্রেমের সহিত সেই দয়াশীল মহাত্মা ব্যক্তির প্রতি স্বভাবতই ধাবমান হয়, এবং পরমেশ্বরের নিকটে তাহার মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া থাকি। এই প্রকার হিত বা অহিত যে সমুদয় কর্ম্ম মনুষ্য করেন, তাহার মধ্যে হিত জনক কর্ম্ম স্বভাবতঃ আমারদিগের মনোনীত এবং অহিত জনক কর্ম্ম অমনোনীত হয়; এবং এই হিত জনক মনোনীত কর্ম্মকে পুণ্য এবং অহিত জনক অমনোনীত কর্ম্মকে পাপ কহিয়া থাকি। কি জ্ঞানি কি মূর্খ, কি ভদ্র কি ইতর, সকলেই স্বভাবতঃ এই প্রকার দুষ্কর্ম্ম সুকর্ম্মের প্রভেদ বোধ করিয়া থাকেন। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্মরণ, বিবেচনা, ঘৃণা, এবং ভয় প্রভৃতি যেরূপ মনের [illegible] প্রাপ্ত [illegible] অনুভবও তা-দৃশ চিত্তের স্বভাব। এই রূপে সুকর্ম্ম অনুভব মাত্রই যে মনুষ্যের মনোনীত হয়, আর কুকর্ম্ম বোধ মাত্রই যে হেয় বোধ হয় ইহা প্রায় কেহই অস্বীকার করেন না। আমারদিগের স্বভাবতঃ এই বোধ না থাকিলে কোন কর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম বা সুকর্ম্ম রূপে উপলব্ধ হইত না, এবং পাপ পুণ্যের প্রভেদ থাকিত না; কারণ পাপ পুণ্যের প্রভেদ সেই পর্য্যন্ত সম্ভবে, যে পর্য্যন্ত তাহারা মনুষ্যের মনোমধ্যে অনুভূত হয়। পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলে নীতি বিষয়ক অনুভব সকল স্থানেই সমান রূপে প্রত্যক্ষ হয়। কি সভ্য কি অসভ্য সকল দেশীয় সকল ধর্ম্মাবলম্বি লোকেই সামান্যতঃ দয়া সত্য, ক্ষমা, কৃতজ্ঞতা, এবং দান প্রভৃতি কর্ম্মকে সুকর্ম্ম, ও মিথ্যা, দ্বেষ, হিংসা, অকৃতজ্ঞতা এবং চৌর্য্য প্রভৃতি কর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম বোধ করিয়া থাকেন; যেহেতু পরমেশ্বর পাপ পুণ্যের প্রভেদ জ্ঞান সকল মনুষ্যের মনে সমান রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। পরমেশ্বর প্রদত্ত এই পাপ পুণ্যের নিয়ম আমরা স্বীয় চিত্ত মধ্যে প্রাপ্তি পূর্ব্বক তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া কৃতকার্য্য হইতেছি।

মন হইতে পাপ পুণ্যের প্রভেদ জ্ঞান অভ্যাস দ্বারাও সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত হয় না এবং আশ্চর্য্য যে কুকর্ম্মশালিরাও অন্যের সুকর্ম্মকে প্রশংসা এবং দুষ্কর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ভদ্র সমীপে লম্পটেরা কি জন্য আপনারদিগের দোষ গোপন রাখিতে চেষ্টিত হয়? তাহারদিগের অবশ্য এই বিশ্বাস আছে যে পরস্ত্রী গমন দুষ্কর্ম্ম এই হেতু সাধারণের নিকটে সেই পাপ কর্ম্ম প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহে। কি চমৎকার যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ব্যভিচারের পথকে আশ্রয় করে, সেই ব্যক্তিই আত্মীয় স্ত্রী পুত্র কন্যাদির তদ্দোষ দেখিলে অত্যন্ত ক্রোধাপন্ন এবং শোকাকুল হয় এবং অপর মনুষ্যকে তৎ কর্ম্মে রত দেখিলে তাহার অপযশ বিস্তার করিতে ত্রুটি করে না।

এই আন্তরিক নীতিজ্ঞান রূপ দীপ শিখা যতক্ষণ প্রজ্বলিতা থাকে ততক্ষণ পথ প্রদর্শক হইয়া আমারদিগের মনকে সুপথে চালনা

করে। কিন্তু মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র এবং ভ্রান্ত জীব, তাঁহার কোন স্বভাব দোষ হইতে মুক্ত নাই, এপ্রযুক্ত নীতিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ স্থলে ভ্রমের সহিত মিশ্রিতও হয়। মনুষ্যের মন সকল সময়ে স্থির থাকে না, যখন রিপুর বশীভূত হয়, তখন জ্ঞান অবসন্ন হয় এবং মন অতি চঞ্চল অবস্থায় থাকে; সুতরাং তৎকালে পাপ পুণ্যের অনুভবও উদয় হয় না। কিন্তু কাম ক্রোধাদির আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া যখন মন শান্ত স্বভাব প্রাপ্ত হয় তখন নীতিজ্ঞানকে পুনর্ব্বার আমরা লাভ করিয়া থাকি; বরঞ্চ রিপুর প্রবলতা কালীন যে সমুদয় দুষ্কর্ম্মকে আদর করিয়াছিলাম, এবং তৎকালে যাহার অনিষ্টতা দর্শনে অন্ধ ছিলাম, সেই সকল কার্য্যকে এইক্ষণে অতিশয় ঘৃণার সহিত দৃষ্টি করি। যেরূপ প্রবল বায়ু দ্বারা নদীর আন্দোলন হইলে তীরস্থ বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব জল মধ্যে দৃষ্ট হয় না, সেই রূপ কাম ক্রোধ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতির উপদ্রবে মন চঞ্চল হইলে নীতিজ্ঞান প্রভৃতি অন্য অন্য মানসিক সদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি থাকে না; কিন্তু যেরূপ সেই বায়ুর বল হ্রাস হইলে পুনর্ব্বার নদীর স্থিরতা জন্মে, এবং তটস্থ সমুদয় দ্রব্যের ছায়া পরিষ্কার রূপে দর্শন হয়, তদ্রূপ রিপুর পরাক্রম ক্ষয় হইলে মন পুনর্ব্বার নির্ম্মল হইয়া নীতিজ্ঞান প্রভৃতির অনুভব করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য পীড়া গ্রস্ত হইলে সুস্বাদু দ্রব্যকেও বিস্বাদু বোধ করেন, কিন্তু তজ্জন্য কেহ তাঁহাকে স্বাদু শক্তি রহিত বলিবে না; যেহেতু রোগের ধ্বংস হইলেই তিনি দ্রব্যের যথার্থ স্বাদু গ্রহণ করিতে পারেন। এস্থলেও সেই রূপ, যদিও মনুষ্য রিপুর দ্বারা আর্ত্ত হইলে দুষ্কর্ম্মকে সুকর্ম্ম জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু রিপুর হস্ত হইতে মুক্ত হইলেই পুনর্ব্বার পাপ পুণ্যের যথার্থ অনুভব করিতে শক্ত হয়েন।

পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী নিরাকার।

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অনন্ত ও পরিপূর্ণ, এবং দেশ কালের পরিচ্ছেদ্য নহেন। যাঁহারা দেশেতে পরিচ্ছেদ করিয়া তাঁহার স্বরূপের ব্যাঘাত করিতে উদ্যুক্ত হয়েন তাঁহারা তাঁহাকে শরীরি বলিয়া স্বীকার করেন। সমুদয় জড়পদার্থ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে যদি পরমেশ্বরকে শরীরি স্বীকার কর তবে যে জড়পদার্থের দ্বারা পরমেশ্বরের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল স্বীকার করিতে হইবে, অথচ সৃষ্টি কর্ত্তার পূর্ব্বে সৃষ্ট কার্য্য জড়পদার্থ ছিল ইহা হইতে আর যুক্তি বিরুদ্ধ কথা কি হইতে পারে! যদি বল যে পরমেশ্বর জড়পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা ইচ্ছামতে আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিলেন তবে তোমার এই কথার প্রমাণেই তিনি যে অশরীরী তাহার দৃঢ়তা হইল; কারণ যদি তিনি আপনার শরীর জড়পদার্থের দ্বারা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিলেন এমত স্বীকার কর তবে সেই জড়পদার্থের দ্বারা স্বীয় শরীর নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে তিনি যে অশরীরী ছিলেন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অতএব পরমেশ্বর যে অশরীরী ইহা সর্ব্ব প্রকারে যুক্ত হয়।

শ্রীমদ্ভগবান্ সদাশিবোক্ত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রান্তর্গত অষ্টমোল্লাসের সংগ্রহ।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥
শূরঃ শক্তো বিনীতঃ স্যাদ্বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।
জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ॥
সৌহার্দ্দং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিংনৃণাং।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ॥
ত্রসেদ্দ্বেষ্টুরপিক্ষুদ্রাৎ সময়ংপ্রাপ্য বুদ্ধিমান্।
প্রকাশয়েদাত্মভাবান্নৈব ধর্ম্মংবিলজ্জয়েৎ॥
স্বীয়ংযশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ॥

জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেপি পরাজয়ে ।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥
বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যতমানউপার্জ্জয়েৎ ।
ব্যসনঞ্চাসতাংসঙ্গং মিথ্যাদ্রোহংপরিত্যজেৎ ॥
অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥
যোগক্ষেমরতোদক্ষোধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ ।
মিতবাগ্মিতহাসঃ স্যান্মান্যাগ্রে তু বিশেষতঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্তঃ স্যাৎ দৃঢ়ব্রতঃ ।
অপ্রমত্তোদীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ ॥
সত্যং মৃদু প্রিয়ংবাক্যং ধীরোহিতকরংবদেৎ ।
আত্মোৎকর্ষংতথানিন্দাংপরেষাম্পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি ।
সেতুঃপ্রতিষ্ঠিতোয়েন তেন লোকত্রয়ংজিতং ॥
সন্তুষ্টৌপিতরৌ যস্মিন্ননুরক্তাঃসুহৃদগণাঃ ।
গায়ন্তি যদ্বশোলোকাস্তেন লোকত্রয়ংজিতং ॥
সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ংজিতং ॥
বিরক্তঃপরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু ।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনোয়স্তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥
ন বিভেতি রণাদ্যোবৈ সংগ্রামেপ্যপরাঙ্মুখঃ ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥
জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা ।
ক্রিয়ন্তে যেন কর্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ংজিতং ॥
শৌচন্তু দ্বিবিধং দেবি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ ।
ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকংস্মৃতং ॥
অদ্ভির্বা ভস্মণা বাপি মলানামপকর্ষণং ।
দেহশুদ্ধির্ভবেৎযেন বহিঃশৌচং তদুচ্যতে ॥
গঙ্গানদ্যোহ্রদাবাপ্যস্তথাকূপাশ্চকুল্যকাঃ ।
সর্ব্বং পবিত্রজননং স্বর্নদীক্রমতঃ প্রিয়ে ॥
ভস্মাত্রয়াচ্ছিকংশ্রেষ্ঠং মৃৎস্না তু মলবর্জ্জিতা ।
বাসোহজিনতৃণাদীনি মৃদ্বজ্জানীহি সুব্রতে ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে ।
মনঃপূতং ভবেদ্যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ ॥
পরব্রহ্মোপাসকানাং গায়ত্রীজপনাৎ প্রিয়ে ।
জ্ঞানাৎব্রহ্মেতি তদ্বাচ্যং সন্ধ্যা ভবতিবৈদিকী ॥
ত্যক্তা স্বাধ্যায়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণং ।
নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাং ॥
ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
নৈব ব্রতানাং নিয়মোভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা ॥
ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপোদানব্রতং গুরুঃ ।
তস্মাত্ সর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেত্ ॥
পত্যুঃ প্রিয়ং সদা কুর্য্যাদ্বচসাপরিচর্য্যয়া ।
তদাজ্ঞানুচরী ভূত্বা তোষয়েত্ পতিবান্ধবান্ ॥
নেক্ষেত্ পতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ ।
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেৎ পত্যুঃ পতিব্রতা ॥
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ ।
যা প্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেত্ ॥
তিষ্ঠেত পিত্রো র্বশে বাল্যে ভর্ত্তুঃসংপ্রাপ্তযৌবনে ।
বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধূনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেত্ কৃচিত্ ॥
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং ।
নোদ্বাহয়েত্ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং ॥
নরমাংসং ন ভুঞ্জীত নরাকৃতিপশূংস্তথা ।
বহূপকারকান্ গাশ্চমাংসাদান্ রসবর্জ্জিতান্ ॥
ফলানি গ্রাম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ ।
ভূমিজাতানি সর্ব্বাণি ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়াশিবে ॥

বিজ্ঞাপন ।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ।

আগামি ১৬ পৌষ রবিবার দিবা দশ ঘণ্টার সময়ে বংশবাটীস্থ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা উক্ত পাঠশালাতে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন ।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয় ॥
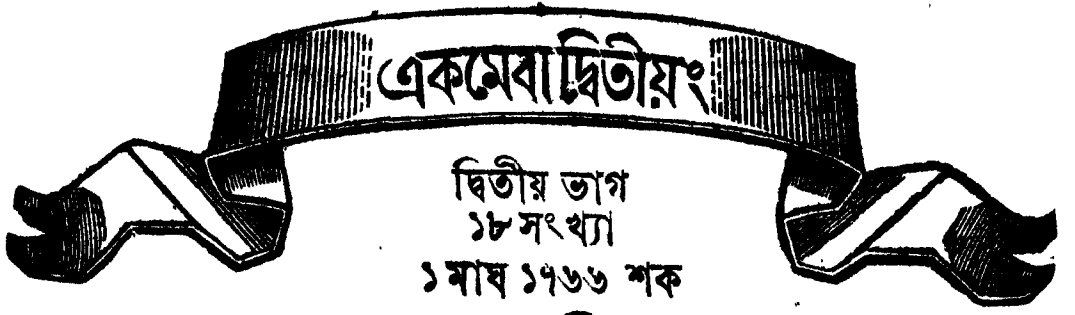
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামি ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার সূর্য্যাস্ত পরে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক ইতি।

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা
আচার্য্যঃ

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষা।

১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ রবিবারে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বংশবাটি গ্রামে সংস্থাপিতা হয়। তাহাতে এইক্ষণে ১২৭ জন ছাত্র ছয় শ্রেণীতে নিযুক্ত থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান, ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বঙ্গ এবং ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যয়ন করিতেছে, তাহার বিবরণ পশ্চাতে লেখা যাইতেছে।

প্রথম শ্রেণী॥

৪ জন ছাত্র।

বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ।

কঠোপনিষৎ। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চূর্ণক। তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা। ব্যাকরণ। পদার্থবিদ্যা। ভূগোল।

ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ।

English studies.

Reader NO. 4. Poetical Reader NO. 2 Grammar. History of Bengal.

দ্বিতীয় শ্রেণী॥

১৪ জন ছাত্র।

বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ।

ব্যাকরণ। জ্ঞানার্ণব। ভূগোল। অঙ্ক।

ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ।

English studies.

Reader NO. 3. Poetical Reader NO. 1. Grammar. History of Bengal.

তৃতীয় শ্রেণী॥

২৪ জন ছাত্র।

বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ।

বর্ণমালা ২ ভাগ। মনোরঞ্জন ইতিহাস। ভূগোল। অঙ্ক।

ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ।

English studies.

Reader NO. 2. Spelling NO. 2.

চতুর্থ শ্রেণী॥

২০ জন ছাত্র।

বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ।

ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ ।

English studies.

Reader NO. 1. Spelling NO. 2.

পঞ্চম শ্রেণী ।।

২৯ জন ছাত্র ।

বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ ।

নীতিকথা ১ভাগ । বর্ণমালা ১ ভাগ । অঙ্ক ।

ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ ।

English studies.

Easy Primer.

ষষ্ঠ শ্রেণী ।।

৩৬ জন ছাত্র ।

বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ ।

বর্ণমালা ১ ভাগ । অঙ্ক ।

ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ ।

English studies.

Easy Primer.

এই পাঠশালাতে পদার্থ বিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গ ভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গ ভাষা স্বদেশীয় ভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল প্রচলিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক । দ্বিতীয়তঃ ছাত্রেরা অতি অল্প বয়স্ক, অদ্যাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে এরূপ সুশিক্ষিত হয় নাই যাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল উক্ত ভাষাতে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয় । যখন তাহারা সুশিক্ষিত হইবে তখন বঙ্গ ভাষাতে উক্ত শাস্ত্র সকলের প্রধান প্রধান গ্রন্থ অপ্রাপ্ত হইলে ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যাপন করা যাইতে পারিবেক ।

গত ১৬ পৌষ রবিবার দিবা দুই প্রহরের সময়ে বংশবাটীতে উক্ত পাঠশালার পরীক্ষা হয় । তদুপলক্ষে অন্যূন চারি শত ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজনাথ ধর, মধুসূদন নন্দী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, নৃসিংহচন্দ্র বসু, অভয় শীল, নিমাইচরণ মিত্র, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, এবং সকলেই বালকদিগের পরীক্ষা সন্দর্শনে সুতৃপ্ত হইয়াছিলেন । বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া দুই জন ছাত্রকে বঙ্গ ভাষাতে নিপুণ জন্য ২৫ পঞ্চবিংশতি মুদ্রা অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন । ৩৯ জন ছাত্রকে পুরস্কার দেওয়া যায় তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত দীননাথ রায় ৩১ একত্রিংশ মুদ্রা এবং বঙ্গ ও ইংলণ্ডীয় ভাষার কতক গুলীন পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত বেচারাম মুখোপাধ্যায় ২২ দ্বাবিংশতি মুদ্রা ও কতক গুলীন পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন । অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন এপ্রকার সুন্দর হইয়াছে যাহা এত অল্প দিনে সম্ভব হওয়া সহজ নহে । প্রথম শ্রেণীর ছাত্র দীননাথ রায় উক্ত বিষয়ক প্রশ্ন সকলের যে উত্তর লিখিয়াছে তাহা পশ্চাতে প্রকাশ করা যাইতেছে ।

প্রশ্ন — পরব্রহ্মের লক্ষণ কি ?

উত্তর — জ্ঞান স্বরূপ অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম হয়েন ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥

শ্রুতিঃ ॥

প্রশ্ন — তাঁহার আকৃতি কি প্রকার, তাহা প্রমাণ সহিত ব্যক্ত কর ?

উত্তর — তিনি জ্ঞান স্বরূপ নিরাকার হয়েন ।

সত্যংজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম ॥

শ্রুতিঃ ॥

অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

প্রশ্ন — তিনি চক্ষুর্গোচর হয়েন কি না, তাহার প্রমাণ কি ?

উত্তর — তিনি চক্ষুর্গোচর হয়েন না ।

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যম [illegible] ॥

প্রশ্ন — তিনি কোন্ স্থানে থাকেন তাহা প্রমাণ সহিত বল ?

উত্তর — তিনি সকল স্থানেই থাকেন যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী ।

নিত্যংবিভুংসর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং ॥
শ্রুতিঃ ॥

প্রশ্ন — তাঁহাকে যে উপাসনা করিবেক, ইহার শ্রুতি সিদ্ধ প্রমাণ কি ?

উত্তর — পরমেশ্বরকে যে উপাসনা করিবেক তাহার প্রমাণ ।

আত্মেত্যেবোপাসীত ॥
শ্রুতিঃ ॥

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥
শ্রুতিঃ ॥

প্রশ্ন — পরমেশ্বরের উপাসনাই যদি সত্য ধর্ম্ম তবে পুরাণ এবং তন্ত্রে প্রতিমাদি সাকার বস্তুর আরাধনার বিধি কি জন্য আছে ?

উত্তর—তাহার কারণ এই,যে,যে ব্যক্তি আত্মার উপাসনা করিতে অক্ষম হইবে,সেই ব্যক্তি কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া সাকার উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক, এজন্য সাকার উপাসনার বিধি হইয়াছে ।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥
মহানির্ব্বাণং ॥

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥
রূপস্থানাংদেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা ॥
যমদগ্নের্ব্বচনং ॥

প্রশ্ন — তন্ত্রাদিতে যে সকল রূপের বর্ণনা আছে সে সকল সত্য কি কল্পনা তাহা সপ্রমাণ ব্যক্ত কর ।

উত্তর—সেসকল কল্পনা তাহার প্রমাণ।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং ॥
মহানির্ব্বাণং ॥

প্রশ্ন — মৃত্তিকা নির্ম্মিত বস্তুকে যাহারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে তাহারা যে মূর্খ ইহার প্রমাণ কি ?

উত্তর — তাহার প্রমাণ এই

। ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ
ভাগবতং॥

প্রশ্ন — গৃহস্থ যে পরমেশ্বরের স্বরূপ উপাসনাতে অধিকারী তাহার প্রমাণ কি ?

উত্তর — তাহার প্রমাণ এই ।

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥
বেদান্তসূত্রং॥

প্রশ্ন — ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনে কোন্ বিষয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান আবশ্যক ?

উত্তর—ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের এই এই বিষয় আবশ্যক ; যথা,দশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর হস্ত পাদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দমন করা আর বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করা, আর তদনুসারে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ বিনা এই রূপ আশ্চর্য্য রচনা হইতে পারে না তাহা জানা, আর সত্য বাক্য কহা ।

এই পরীক্ষা কালীন উক্ত দীননাথ রায় বঙ্গভাষাতে যে রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিল তাহাও প্রকাশ করা যাইতেছে ।

এইক্ষণে কলিকাতা নগর বাসি ও তন্নিকটস্থ ও অন্য অন্য দেশীয় মহাশয়দিগের অনুগ্রহ প্রযুক্ত বংশবাটী গ্রামে এই পাঠশালা সংস্থাপিতা হওয়াতে আমারদিগের যে কি প্রকার সৌভাগ্য প্রকাশ তাহা ব্যক্ত করা সুকঠিন । দেখুন এই পাঠশালা সংস্থাপিতা হওয়াতে আমারদিগের অজ্ঞান রূপ অন্ধকার দ্বারা পরিপূর্ণ যে ভারতবর্ষ তাহা এইক্ষণে জ্ঞান রূপ দীপ্তি দ্বারা প্রকাশ হইতেছে ! এ দেশহিতৈষি ও বিদ্যোৎসাহি তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ ও তৎ সভ্য মহাশয়েরা আনুকূল্য দ্বারা বংশবাটী গ্রামে এই পাঠশালা সংস্থাপিতা করিয়া নানা ক্লেশে নানা দেশের নানা পুস্তকান্তর্গত ভাবার্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ও বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া

বিনা বেতনে ছাত্র গণকে অনায়াসে শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদান করাইতেছেন। আর বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞান যাহা বহু দিবসাবধি লুপ্ত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিতেছেন; যে জ্ঞান অতি ক্লেশে অতি দুঃখে বোধ গম্য হয়, আর যে জ্ঞান সকল হইতে অতি উপকারী, আর যাহা বোধ হইলে অনায়াসে মুক্তি রূপ যে পরম সুখ তাহা লব্ধ হয়, আর যাহা জানিলে মনুষ্যের সাংসারিক কষ্ট তুচ্ছ হয়, আর যে জ্ঞান জানিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব কালে মুনি ঋষি প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বদা ব্যগ্র চিত্ত থাকিতেন, এমত যে জ্ঞান তাহা আমরা অনায়াসে দেশহিতৈষি মহাশয়দিগের কৃপায় প্রাপ্ত হইতেছি। অতএব নিয়ত পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে এই সভা চিরস্থায়িনী হইয়া আমারদিগকে জ্ঞান দান করুন।

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৬ অগ্রহায়ণ ১৭৬৬।

প্রথম প্রকরণ।

পঞ্চমাধ্যায়।

অগ্নির এই স্বভাব আছে যে তাবৎদ্রব্যের পরমাণু সকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পরস্পর দূর দূর স্থায়ি করে। তাহার এই গুণ প্রযুক্ত জল উত্তপ্ত করিলে তাহার অণু সকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বাষ্পরূপে পরিণত হয়। জলের সহিত তাহার এই সম্বন্ধ থাকাতে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত হইতেছে! সূর্য্যের তেজ সংযোগ দ্বারা সমুদ্রাদির জল বাষ্প রূপে আকাশে উড্ডীয়মান হয়, এবং বায়ু মণ্ডলের যে স্থানীয় বায়ুর সহিত সেই বাষ্পের ভার সমান হয়, সেই স্থানে স্থির হয়, এবং তথাকার শীতল বায়ু দ্বারা তাহার অণু সকল পুনর্ব্বার একত্র হইয়া মেঘের উৎপত্তি করে। নদী বা সরোবর হইতে অবিরতই বাষ্প উত্থিত হয়, তাহার অণু সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত সকল কালে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু শীতকালে সরোবরাদির উপরিস্থ শীতল বায়ুতে সংযুক্ত হইবা মাত্র বিন্দু বিন্দু হইয়া দৃষ্টি গোচর হয়, এবং ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া কুজ্ঝটিকা জন্মে। সেই রূপ অদৃশ্য বাষ্প সমূহ মরুৎ মণ্ডলের ঊর্দ্ধ ভাগে উত্থান পূর্ব্বক শীত দ্বারা ঘনীভূত হইয়া মেঘের উৎপত্তি করে।

এই রূপে উৎপন্ন মেঘ মাত্র জন্তু এবংউদ্ভিজ্জ উভয়েরই উপকারের কারণ। পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে মেঘ হীন উষ্ণকালের এক মাস অপেক্ষা মেঘাচ্ছন্ন সপ্তাহ মাত্রে বৃক্ষাদি অধিক বৃদ্ধি হয়; এবং এই মেঘের অংশ সকল শীত দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া গাঢ় হইলে বৃষ্টি হয়, যে বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার না হইতেছে! ইহাতে ধান্যাদি শস্য এবং আম্রাদি ফল উৎপন্ন হইয়া নানা জীবের জীবিকা দান করিতেছে, এবং বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর উত্তাপ হ্রাস জন্য মনুষ্যাদি সকলের শরীর স্নিগ্ধ হইয়া জীবিত থাকিতেছে।

বাষ্পের দ্বারা আর এক অসাধারণ মঙ্গল উৎপন্ন হয়। বৃক্ষাদির পত্রে এই প্রকার গুণ আছে যে তাহাতে বাষ্প লগ্ন হইলে পত্র তাহাকে গ্রাস করে। এই গুণ পৃথিবী হইতে সর্ব্বদা যে সকল বাষ্প উত্থান করে তাহা বৃক্ষাদির পুষ্টি জনক হয়। বিষতঃ গ্রীষ্মকালে যখন তীক্ষ্ণতর রৌদ্র পৃথিবী নীরসা হওয়াতে বৃক্ষগণ শুষ্ক হইতে থাকে, তখন সূর্য্যের অধিক উত্তাপে অধিক ভাগে বাষ্প উত্থিত হইয়া বৃক্ষাদিকে জীবিত রাখে। বর্ষার ন্যায় শীত ঋতুতে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু বাষ্প অল্প দূর পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া শীত দ্বারা সঙ্কুচিত প্রযুক্ত শিশির রূপে পতিত হইয়া বৃক্ষাদিকে জীবিত রাখে, এবং শস্য সকলকে উৎপন্ন করে। এই রূপে যে কালে যে প্রকার প্রয়োজন, পরমাশ্চর্য্য নিয়ম বশতঃ সেই কালে সেই পরিমিত বাষ্পের কার্য্য উৎপন্ন করিয়া পরমেশ্বর সাধারণরূপে অবনীর মঙ্গল বিধান করিতেছেন।

অন্য অন্য দ্রব্যের ন্যায় [illegible] এই

স্বভাব আছে যে শীত দ্বারা ঘন হইয়া ভারী হয়, এবং তেজ দ্বারা তরল হইয়া লঘু হয়। যে সকল শীতল দেশে অত্যন্ত শীত দ্বারা জল কঠিন হইয়া বরফ হয় তাহাতে যদি সেই বরফ জলের উক্ত সাধারণ নিয়ম দ্বারা ভারী হইয়া জল মধ্যে একবার মগ্ন হইত, তবে তাহা আর দ্রব হইবার কোন উপায় থাকিত না, যেহেতু সূর্য্যের তেজ নদী সমুদ্রাদির উপরি ভাগে সংলগ্ন হইয়া যদিও কিয়দংশ জলকে উত্তাপ দ্বারা দ্রব করিত, কিন্তু সেই উত্তপ্ত জল লঘুতা প্রযুক্ত নিম্নে মগ্ন না হওয়াতে নীচের বরফে গ্রীষ্ম লগ্ন হইতে পারিত না, স্বতরাং তাহা কদাপি আর দ্রব হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। ইহা হইলে শীতল দেশের নদী বা সমুদ্র সকল যাহা শীত কালে কঠিন হইয়া বরফ হয়, তাহারা আর কদাপি দ্রব না হওয়াতে নৌকাদির গম্য হইত না, এবং জল জন্তুর আবাস যোগ্য হইত না। কিন্তু জগদীশ্বর এসকল দুর্ঘটনার শঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন; তিনি এই মহোপকারি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে জল যদিও শীত দ্বারা ঘন ও ভারী হইতে থাকে, কিন্তু যখন অত্যন্ত শীতল হইয়া বরফ হয় তখন বিস্তারিত হইয়া লঘুতা প্রাপ্ত হয়, স্বতরাং জল মধ্যে মগ্ন না হইয়া তাহার উপরি ভাগে ভাসমান থাকে। ইহাতে মৎস্যাদি জলচর গণ তাহারদিগের উপরি ভাগে অট্টালিকার ছাদের ন্যায় আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া বহিঃ শীত হইতে রক্ষিত হয়, এবং ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া ক্রীড়া করত স্ফূর্ত্তি যুক্ত হয়, এবং গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে সেই বরফ দ্রব হইলে নৌকাদি নিঃশঙ্কায় গমনাগমন করিতে শক্ত হয়।

অতএব যে পুরুষ জল এবং তেজের এই এক সম্বন্ধ মাত্র দ্বারা এপ্রকার অপূর্ব্ব ফল সকল উৎপন্ন করিয়াছেন যাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা হইলে এপৃথিবীর সুখ দূরে থাকুক, সমুদয় মর্ত্ত্য জীবের উচ্ছেদ হইত, তাঁহার মহিমা কি আশ্চর্য্য এবং করুণা কি অনি-

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য নিমিত্তে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

ঈশ্বর এই সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এই সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্তে তাবৎ বস্তুই অন্য অন্য বস্তুর উপকারার্থে নিয়োগ করিয়াছেন। সূর্য্য সৃষ্টি করিয়া উত্তাপ দ্বারা, বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া ফল দ্বারা এবং নদ নদী সৃষ্টি করিয়া জল দ্বারা নানা বিধ বস্তুর নানা প্রকারে উপকার করিতেছেন। সেই প্রকার অন্যের উপকারের নিমিত্তে পরমেশ্বর মনুষ্যেরও সৃষ্টি করিয়াছেন।

মনুষ্যেরা পরস্পর উপকার না করিলে একেবারে সংসার উচ্ছিন্ন হইত। যেপ্রকার পিতা মাতা এইক্ষণে পুত্রদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা যদি না করিতেন, তবে সেই বালকদিগের ক্ষীণ শরীর রক্ষার উপায় আর কি হইত? এই বালকদিগের রক্ষার নিমিত্তে পরমেশ্বর মনুষ্যের মনে স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই স্নেহ না থাকিলে পুত্রদিগকে যে প্রতিপালন করা আমারদিগের কর্ত্তব্য, তাহাও আমরা জানিতে পারিতাম না। যে প্রকার কোন মক্ষিকা বা পিপীলিকার জন্ম মৃত্যুতে আমারদিগের কোন লভ্য হানি বোধ হয় না, সেই প্রকার স্নেহ না থাকিলে পুত্রদিগের জন্ম মৃত্যুতেও কোন লভ্য হানি বোধ হইত না; স্বতরাং পুত্রদিগের রক্ষার নিমিত্তে কোন যত্ন করিতাম না, তাহাতে সংসার নির্ব্বাহ কি প্রকারে হইত? সংসারের মঙ্গলার্থে আমরা অত্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পুত্রদিগকে প্রতিপালন করিব, ঈশ্বর এনিমিত্তে স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই স্নেহ যে কেবল জীবদিগের রক্ষার

নিমিত্তে হইয়াছে, তাহা পশুদিগের দৃষ্টান্তে দৃঢ়তর বোধ হইতেছে। পশুরা বুদ্ধি বিহীন, তথাচ আপনার শাবক গণকে এই স্নেহ জন্য কি সুন্দর রূপে প্রতিপালন করিতেছে! এই শাবকদিগের হিংসার্থে বলবত্তর জন্তু আইলেও সেই শাবকদিগের মাতা সাধ্যমত তাহাকে দূর করিতে ক্ষান্তা থাকে না, এবং প্রাণ পণে আপনার শাবক গণকে রক্ষা করিতে ত্রুটি করে না। কিন্তু যত দিবস মাতৃ দুগ্ধ বা মাতার অবলম্বনের আবশ্যকতা হয়, ততদিবস তাহারদিগের মাতার স্নেহ সম্পূর্ণ থাকে ; কিন্তু যখন তাহারদিগের মাতার আশ্রয়ের আর আবশ্যকতা হয় না, তখন স্নেহেরও অভাব হয়।

মনুষ্যদিগের চিরজীবনই অন্যের আশ্রয়ের প্রয়োজন, এনিমিত্তে পুত্রের প্রতি স্নেহ যাবজ্জীবন থাকে। বিশেষ পরিশ্রম ও অন্যের সাহায্য ব্যতীত মনুষ্যদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি জন্য আহারের উপায় হয় না, পশুদিগের মত বিস্তীর্ণ তৃণ বা প্রচুর পত্রাদি ভোজন করিয়া মনুষ্যেরা কিছু ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারে না। মনুষ্যদিগের শীত নিবারণ জন্য বস্ত্রের আবশ্যকতা হয়, শীত নিবারণ নিমিত্তে পশুদিগের মত প্রচুর লোমাদি আমারদিগকে দেন নাই। নানা বিধ ক্লেশ উত্তীর্ণ জন্য মনুষ্যদিগের গৃহ আবশ্যক হয়, পশুদিগের মত আমরা গহ্বর প্রভৃতিতে বাস করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি না। এই প্রকার আমারদিগের অসঙ্খ্যক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইয়াছে ; ইহাতে যদি পশুদিগের মত আমারদিগের স্নেহ অল্পকাল থাকিত, তবে এই পৃথিবীতে যন্ত্রণার আর পরিসীমা থাকিত না। এনিমিত্তে পরমেশ্বর যাবজ্জীবন আমারদিগের পুত্রের প্রতি স্নেহ করিয়া দিয়াছেন।

যে রূপ পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি নিকট সম্বন্ধিকে প্রতিপালন জন্য স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন, সাধারণ উপকারের নিমিত্তে সেই রূপ দয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। যে প্রকার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি নিকট সম্বন্ধ না হইলে স্নেহের প্রকাশ হয় না, সে প্রকার দয়ার গতি নহে ; বরং যে ব্যক্তির সঙ্গে কখন চাক্ষুষ নাই তাহাকেও দুঃখ যুক্ত দেখিলে তৎক্ষণাৎ দয়ার উদয় হয়। মনুষ্য অন্যের দুঃখ মোচন করিবে, এনিমিত্ত পরমেশ্বর এই প্রকার মনের ভাব করিয়াছেন, যে অন্যের কোন যন্ত্রণা দৃষ্টে আপনারও যন্ত্রণা হয়। আমরা যদি এপ্রকার দেখি, যে কেহ কোন ব্যক্তির হস্ত বা পদকে করপত্র দ্বারা বিদারণ করিতেছে, তৎক্ষণাৎ আমারদিগের মনে যন্ত্রণা বোধ হয়, এবং সাধ্য হইলে সেই নির্দ্দয় ব্যক্তিকে তন্নিষ্ঠুর কর্ম্ম হইতে নিবারণ করি। এই দয়ার জন্য লোকালয়ে দুষ্ট ব্যক্তিরা হঠাৎ লোককে যন্ত্রণা দিতে পারে না, যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হইলে অন্য ব্যক্তিরা তাহাকে সেই দুষ্ট হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে যত্ন করে। এই দয়া না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে দুঃখ হইতে অনায়াসে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও তৎকর্ম্ম করিতে আমারদিগের প্রবৃত্তি হইত না। এই দয়া থাকাতে আপনার প্রাণ রক্ষার চিন্তা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোককে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিতেছি। এই দয়া না থাকিলে আমারদিগের সম্মুখস্থিত কোন অন্ধকে যদি পথভ্রমে কোন কূপে পতিত হইতে দেখিতাম, তথাপি তাহাকে উদ্ধার করিবার কিছু মাত্র যত্ন করিতাম না। এই দয়া থাকাতে আপনার শরীরের ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়াও সময়ানুসারে সমুদ্র হইতে মনুষ্যদিগকে উদ্ধার করিতেছি।

এই স্নেহ, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি যখন ঈশ্বর আমারদিগের মনের ধর্ম্ম করিয়াছেন, তখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে আমারদিগকে কেবল অন্যের উপকারের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। এনিমিত্তে যে ব্যক্তি পরের উপকারের নিমিত্তে চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক নিয়মের অনুগত জন্য সুখী হয়।

যে কর্ম্ম দ্বারা পরের অনিষ্ট হয়, তাহাকে কুকর্ম্ম শব্দে কহি। এই কুকর্ম্ম হইতে মনুষ্যকে বিরত করিবার নিমিত্তে ঈশ্বর লজ্জা, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে কর্ম্মকে আপনার মনে কুকর্ম্ম জ্ঞান

হয়, সেই কর্ম্ম করিলে আমরা তাহাকে অপ্রকাশ রাখিতে চেষ্টা করি, কারণ প্রকাশ হইলে লজ্জায় যন্ত্রণা গ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু [illegible] থাকে না। যদি বারৈকদ্বয় কোন কুকর্ম্ম গোপন থাকে, তথাপি সেই গোপন থাকাতেই সাহসের বৃদ্ধি জন্য পুনঃ পুনঃ সেই কর্ম্ম করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই, যতক্ষণ তাহার সমুদয় প্রকাশ না হয়। অতএব কুকর্ম্ম করিলেই প্রকাশ হয়, এবং প্রকাশ হইলেই লজ্জা জন্য যন্ত্রণা পাইতে হয়, এই বিবেচনাতেও অনেকে কুকর্ম্ম হইতে বিরত থাকে।

যে প্রকার কোন দুর্গন্ধ বস্তুকে দেখিলেই আমারদিগের ঘৃণা হয়, সেই প্রকার কুকর্ম্ম বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও দেখিবা মাত্র ঘৃণা হয়। তাহার সঙ্গে সহবাসে বা আলাপে কদাপি মনের তৃপ্তি হয় না। যে প্রকার হীরক, রজত, কাঞ্চন নির্ম্মিত বস্তুতে কলঙ্ক হইলে কলঙ্কের অধিক প্রকাশ হয়, সেই প্রকার বিদ্যা ধন বা উচ্চপদ বিশিষ্ট ব্যক্তি কুকর্ম্মে রত হইলে কুকর্ম্মের প্রকাশ অধিক হয়। এনিমিত্তে কুকর্ম্মশালি ব্যক্তি নানা গুণে গুণবান্ নানা ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও ঘৃণাপাত্র ব্যতীত কখন প্রিয় হইতে পারে না। হে সভ্য মহাশয়েরা, বিবেচনা করুন যে এই ঘৃণা কুকর্ম্মের প্রতিবন্ধক কি পর্য্যন্ত হইয়াছে।

মনুষ্যের মনে ঈশ্বর ভয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, এনিমিত্তে দুষ্ট ব্যক্তিরা সহসা কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না। যদি দুষ্কর্ম্ম করে, তবে প্রকাশের ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির থাকে। প্রকাশ হইলে রাজ ভয়ে স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া আপনার আহার পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবার উপায় বিহীন হইয়া লোকালয় পরিত্যাগে বনে বনে ভ্রমণ করে। সেখানেও নির্ভয় হইতে পারে না, বৃক্ষের পল্লবের শব্দেও রাজ দূত অনুমান করিয়া সচকিত হয়।

কুকর্ম্ম করিলে এই প্রকার নানাবিধ যন্ত্রণা হয়। যে কুকর্ম্ম দ্বারা সৃষ্টির অনেক অপকারের সম্ভাবনা, তাহা করিলে মনের ক্লেশ অধিক হয়, এবং যে কুকর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টির অল্প অপকারের সম্ভাবনা, তাহা করিলে ক্লেশ অল্প হয়। কৃপাময় পরমেশ্বর গুরু পাপে লঘু দণ্ড বা লঘু পাপে গুরু দণ্ড করেন না, এনিমিত্তে অধিক বা অল্প কুকর্ম্মানুসারে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতির আধিক্য বা অল্পতা করিয়াছেন।

যত প্রকার কুকর্ম্ম আছে, ইহার মধ্যে মনুষ্য বধ সমান আর কুকর্ম্মের অনুভব হয় না, এনিমিত্তে এই কুকর্ম্ম করিলে সে ব্যক্তি অত্যন্ত যন্ত্রণা গ্রস্ত হয়। এই কুকর্ম্মের প্রতিবন্ধক জন্য যদি পরমেশ্বর মনুষ্যদিগের মনে বিশেষ কোন যন্ত্রণা না করিয়া দিতেন, তবে অতি অল্প ক্রোধে বা দ্বেষে বা দম্ভে সমূহ মনুষ্য মনুষ্যকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইত, ইহাতে একেবারে সংসার রক্ষার অনুপায় হইত।

যে দুরাচার দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিরা সহজে অন্য অন্য দুষ্কর্ম্মের যন্ত্রণা অভ্যাস বশে সহ্য করিতে সমর্থ হয়, তাহারাও এই মনুষ্য বধ যে কুকর্ম্ম তাহার যন্ত্রণা সুন্দর রূপে সহ্য করিতে অক্ষম। এই কুকর্ম্ম করিবা মাত্র এ প্রকার হত বুদ্ধি হয়, যে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষার উপায় বোধ করিতে পারে না। অন্য অন্য কুকর্ম্মে দোষি ব্যক্তি রাজ পুরুষদিগের নিকটে আপনার কুকর্ম্ম গোপন করিবার নিমিত্তে অত্যন্ত যত্ন করে, এ কুকর্ম্মে দোষি ব্যক্তি কুকর্ম্ম গোপন জন্য যত্ন করা দূরে থাকুক, বরং সচেষ্ট হইয়া প্রকাশ করে। যত দিন এই কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড না হয়, ততদিন আর সে ব্যক্তি সেই কুকর্ম্ম জন্য ইহ কালের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

যখন পরের অপকার করিতে প্রবৃত্ত হইলে এবম্বিধ নানা প্রকার যন্ত্রণা হয়, এবং পরের উপকারার্থে যত্নবান্ হইলে মনে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয়, তখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে পরমেশ্বরের প্রধান নিয়ম এই, যে আমরা পরস্পর উপকার করি। ইহাতে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের এই প্রধান নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে প্রবৃত্ত, সে ব্যক্তি কি প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিতে সমর্থ হয়, অতএব দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত না থাকিলে কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় না।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ জ্ঞানান্বেষক শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশক সমীপেষু।

মল্লিখিত কতিপয় পংক্তি ভবদীয় পত্রৈক পার্শ্বে স্থানার্পণ করত এতৎ পত্রের প্রত্যুত্তর প্রকটনে বাধিত করিবেন।

আমরা প্রাচীন প্রবাহিত পরম্পরা অবগত আছি এবং সর্ব্বত্র ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে যে স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি প্রণবাদি বেদোচ্চারণ নিষিদ্ধ, কিন্তু এইক্ষণে তৎসভাস্থ কোন কোন শূদ্র অম্লান মুখে প্রণবাদি গায়ত্রী এবং দুই এক টা শ্রুতি উচ্চারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু শূদ্রের বেদোচ্চারণের বিধি বাক্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ কিছুই দিতে পারেন না সুতরাং ইহাতে অনেকের সংশয় জন্মিয়াছে। অতএব নিবেদন এতৎ প্রশ্ন পত্রিকাতে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া সমূলক শাস্ত্রানুসারে উত্তর প্রদানের দ্বারা সংশয় চ্ছেদনে সুতৃপ্ত করিবেন অলমতিবিস্তরেণ।

কস্যচিদ্বিপ্রস্য।

সম্পাদকের উক্তি ॥

পত্র প্রেরকের স্বীয় পত্রকেই পূর্ব্বপক্ষ করিয়া যথা শাস্ত্র উত্তর দেওয়া যাইতেছে। কি স্ত্রী কি শূদ্র ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলে সকলেরই বেদ পাঠে অধিকার হয়, যেহেতু শাস্ত্রে স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি যে শ্রুতি পাঠের নিষেধ আছে, তাহার সীমা সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত না হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি হইবেক যে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে সেই উপনিষদের দ্বারা উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং মৈত্রেয়ীও তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া উপনিষৎ শ্রবণ এবং উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়া ভগবান্ বেদব্যাস শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। অতএব যে বর্ণোদ্ভব হউক, বা যে কোন জাতি হউক জ্ঞানাবলম্বন করিলে সকলেই বেদাধিকারি হয়েন। অনুমান হয় পত্র প্রেরক যে যে শূদ্রের বিষয় লিখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই পরব্রহ্মের উপাসক হয়েন, সুতরাং বর্ণাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতি পাঠ দ্বারা চরিতার্থ হইতে তাঁহারা সন্দেহ করেন না।

অতি কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার গত পরীক্ষা কালীন ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ মহাশয় ১৭ খান পুস্তক, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ ও অমৃতলালমিত্র মহাশয়েরা ৭ খান পুস্তক, শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মিত্র মহাশয় ২০খান পুস্তক এবং শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ২৫ পঁচিশ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র পুরকুত, প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিবচরণ দত্ত, পার্ব্বতীচরণ রায়, রাজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মার্কণ্ড সেন, এবং কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য প্রদান না করাতে সভার প্রচলিত নিয়মানুসারে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইলেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয় ॥

দ্বিতীয় ভাগ
১৯ সংখ্যা
১ ফাল্গুণ ১৭৬৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন।

তিন টাকার রাজকীয় হুণ্ডি ডাক যোগে প্রাপ্ত হই-যাছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে কোন পত্র প্রাপ্ত হয় নাই, অতএব তাহার প্রেরকের নাম ও প্রেরণের তাৎপর্য্য অ-জ্ঞাত প্রযুক্ত সে টাকা সভাতে গচ্ছিত আছে। এমাসের মধ্যে যদি তাহার কোন সম্বাদ না পাওয়া যায়, তবে আগামি মাসে তাহা দান স্বরূপ গণ্য করা যাইবেক।

তত্ত্ববোধিনী সভা
১ ফাল্গুণ ১৭৬৬

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৬৬ শক।

গত ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছিল, তাহাতে এপ্রকার সমারোহ হইয়াছিল, যে আসনের জন্য আর তিলার্দ্ধ স্থানও ছিল না; তথাপি অনেক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি আসনাভাবে দণ্ডায়মান হইয়াও উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে দুই তিন শত মনুষ্য স্থানাভাব প্রযুক্ত সমাজে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া তথা হইতে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই বিষয়ে দেশস্থ লোকের অনুৎসাহ এবং অশ্রদ্ধা নিমিত্তেই ক্ষোভ করিতে হইত, কিন্তু এইক্ষণে যখন তাঁহারা স্বেচ্ছাধীন যত্ন দ্বারা সমাজে আগমন পূর্ব্বক পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে উদ্যত হইতেছেন, তখন যে তাঁহারদিগের উপবেশনের জন্য স্থান প্রাপ্ত হয় না ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। যাহাতে স্থানের প্রাশস্ত্য হয় অবিলম্বে তাহার কোন উপায় করা ব্রহ্মোপাসনাতে উৎসাহি ব্যক্তিদিগের আশু কর্ত্তব্য হইয়াছে।

সমাজের উপাসনা কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ সেন বক্তৃতা করিলেন যে পঞ্চদশ বৎসর গত হইল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্ব জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং ঐহিক আনন্দ ও পারত্রিক মুক্তির সোপান স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার জন্য শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম দ্বারা এই ব্রাহ্মসমাজ ১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এই স্থানে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার পরিশ্রম ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে চিত্ত কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। তাঁহার জীবিতাবস্থায় বঙ্গভূমির এক দিগে বিজাতীয় ধর্ম্ম সংস্থাপকেরা দেশের প্রত্যেক পল্লীতে এবং নগরস্থ প্রত্যেক পথে দলবদ্ধ হওত তত্তৎ ধর্ম্মপুস্তকান্তর্গত গ্রন্থ সকল বিতরণ এবং পাঠশালা সংস্থাপনাদি বিবিধ উপায়ের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের জাল বি-

করিতেছিল, অন্য দিগে এই দেশস্থ ধর্ম্মোপদেশকেরা পুরাণ তন্ত্রানুযায়ি কাল্পনিক পৌত্তলিক ধর্ম্মে রত থাকিয়া সংস্কার

বলে বহুকালের পুরাতন শাস্ত্রার্থের বিভাব করত দেশস্থ লোকের মন তমোবৃত করিতে ছিলেন ; কিন্তু সেই মহাত্মা বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা এই খ্রীষ্টধর্ম্ম জাল চ্ছেদন করিতে এবং লোকের মনকে অন্ধকার হইতে মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি যে তাঁহার উৎসাহে আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার পথ মুক্ত হ ই য়াছে এবং তাঁহার সহযোগি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকেও ধন্যবাদ করি যে তিনি বেদান্তশাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করত আমারদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। এইক্ষণে পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা যে এইপুণ্য ভারত ভূমি পুণ্যবান্ ব্রাহ্ম দ্বারা আশু পরিপূর্ণা হয়।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভটাচার্য্য বক্তৃতা করিলেন যে কোন ধর্ম্ম বিধি পূর্ব্বক গৃহীত না হইলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না, এবং সাধকের মনে দৃঢ়তা থাকে না ; এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কোন বিধি ও নিয়ম পূর্ব্বক গৃহীত না হওয়াতেই লুপ্ত প্রায় হইতেছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যে বিধি পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা গ্রহণ করাইতে পারেন নাই ইহাতে তাঁহার এবিষয়ে ত্রুটি বলা যায় না ; কারণ যে রূপ কোন বন্য ভূমিতে সুফল বৃক্ষ রোপণ করিবার নিমিত্তে অগ্রে তাহার বন্যবৃক্ষ চ্ছেদনাদি দ্বারা তাহাকে আধার করিয়া পশ্চাৎ মনোগত বৃক্ষের রোপণ করিতে হয়, সেইরূপ ঐ মহাত্মার এপ্রদেশকে অজ্ঞান কন্টক হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞান বীজ রোপণের আধার করিতেই সময় ক্ষেপণ হইয়াছিল ; বরঞ্চ তাঁহার সহযোগি পূজ্য পাদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অবগতি হইয়াছে যে এই রূপে ব্রহ্ম বিদ্যা প্রদান করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু লোক সকল মলিনান্তঃকরণে ও ব্যবহারিক ভয়ে তাহা গ্রহণ না করাতে সুতরাং তাঁহাকে ক্ষান্ত এবং দুঃখিত থাকিতে হইয়াছিল। এইক্ষণে পরমেশ্বর প্রসাদাৎ অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে সেই রামমোহন রায়ের যত্নে এতকালে লোকের মনঃ ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইয়াছে যে তাঁহার সেই সহযোগী শ্রীযুক্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যরূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম লোক সকলকে উপদেশ করিতে সমর্থ হইতেছেন। তন্নিয়মে উপদিষ্ট অনেক ব্রাহ্মকে অদ্যকার সমাজে স্থানে স্থানে দেখিয়া কি আনন্দে মন মগ্ন হইতেছে ! হে পরমেশ্বর যেন আগামি বৎসরের এই সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ ব্রাহ্ম দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করিলেন যে নিয়ম পূর্ব্বক বিধিবৎ ঔষধ সেবন দ্বারা যেরূপ পীড়ার আশু শান্তি হয়, সেইরূপ নিয়মমত প্রতিজ্ঞার সহিত কার্য্যারম্ভ করিলে তাহার সুসিদ্ধি অবিলম্বে সম্ভব হয়। অশ্বগণ দুরন্ত হইলেও যেরূপ সংযত প্রতিজ্ঞাশীল সুবোধ সারথির শাসন দ্বারা ক্রমশঃ বশীভূত হয় এবং সুপথে গমন করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ চাঞ্চল্যমান হইলেও যথাবিধি নিয়ম প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাশীল ব্যক্তির যত্ন দ্বারা অবিলম্বে তাহারা শান্ত হইতে পারে। অতএব সকল কার্য্য বিশেষতঃ ধর্ম্মের আশ্রয় বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এই সমাজের স্থাপনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এইরূপ বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসকের দল স্থাপন করিবার জন্য দৃঢ়তর উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানের প্রাবল্য ও দ্বেষের আধিক্য প্রযুক্ত সে উদ্যোগ বিফল হইল, কেহ তদ্বিষয়ে সাহসী হইল না। ঈশ্বর প্রসাদাৎ উক্ত মহাত্মা কর্ত্তৃক রোপিত জ্ঞানাঙ্কুর বলপ্রাপ্ত হওয়াতে কালবশে এইক্ষণে সেইরূপ বিধিনিষেধিত প্রতিজ্ঞাশীল ব্রহ্মোপাসক অনেকে হইতেছেন যাঁহারা ব্রাহ্মনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ফলতঃ অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রধান সহকারী যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তিনি তৎ-

কালে ব্রাহ্মদল স্থাপনে অধিক উৎসাহী ছিলেন, তিনিই এইক্ষণকার ব্রাহ্মদিগের আচার্য্য হইয়াছেন। তিনি একবার এবিষয়ে ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রাচীনকালে সেই প্রাচীন আশাকে পূর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদযুক্ত হইয়াছেন, এবং সে আহ্লাদ তিনি ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে যে প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনেক ব্রাহ্মই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এইক্ষণে যে বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা দেশ উজ্জ্বল হইবে তাহার অতিশয় আশা হইতেছে। হে জগদীশ্বর এই আশা অচিরাৎ ফলবতী করিয়া এদেশ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা পূর্ণ কর।

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৫ পৌষ ১৭৬৬ শক।

প্রথম প্রকরণ।

ষষ্ঠাধ্যায়।

পরমেশ্বর দ্রব্য মাত্রের সহিত আমারদিগের কর্ণের এপ্রকার সম্বন্ধ করিয়াছেন যে পরস্পর দ্রব্যের প্রতিঘাত দ্বারা স্পন্দিত বায়ু কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে শব্দের জ্ঞান হয়। বাগ্‌যন্ত্র সকলকে এপ্রকার বিচিত্ররূপে রচনা করিয়াছেন যে তাহারদিগের সুকৌশলযুক্ত প্রতিঘাতে সুশব্দ বাক্যের উৎপত্তি হইতেছে যে বাক্যের দ্বারা আমরা সুখ, দুঃখ, বাসনা প্রভৃতি মনের ভাব অন্যের নিকটে অনায়াসে ব্যক্ত করিতেছি। এই জড়পদার্থ জিহ্বাদি বাগ্‌যন্ত্রের সহিত নিরাকার মনের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ যে তাহাতে কোন ভাবের উদয় মাত্র বাক্যযন্ত্র দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতেছি, এবং সেই জিহ্বাদির প্রতিঘাতের সহিত পুনর্ব্বার কর্ণের কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ যে তদ্দ্বারা এক ব্যক্তি বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র অন্য কত ব্যক্তি তাহা অনায়াসে শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। এই বাক্য থাকাতে রোগ বা যন্ত্রণা অন্যের নিকটে প্রকাশ করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইতেছি। আত্মীয়তা, সদালাপ, সৎপরামর্শ, জ্ঞানোপদেশ, ইত্যাদি সুখের হেতু সকল এই বাক্য বিনা কোথায় থাকিত? কিন্তু বর্ত্তমান এই কিঞ্চিৎ উপকার মাত্র কি বাক্যের ফল? ইহার দ্বারা পৃথিবীর অসাধারণ মঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে। বায়ুর সহিত পুষ্পের সৌরভ যে প্রকার সঞ্চালিত হয়, ভাষার স্রোতে মনুষ্যের জ্ঞানও সেই প্রকার পরম্পরা আবহমান হইয়া আসিতেছে, এবং তদ্দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি ক্রমশঃ অধিক হইতেছে। মনুষ্য পূর্ণ শতায়ু হইলেও কেবল আপন চেষ্টা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিতে শক্ত হয়েন, তদ্দ্বারা তাঁহার আপন জীবন পালন করাই দুঃসাধ্য হয়। ইহাতে পদার্থ বিচার জ্যোতিরাদি নানা শাস্ত্র কি প্রকারে কেবল এক ব্যক্তির যত্ন দ্বারা লব্ধ হইত? এক ব্যক্তি জলের গুণ শিক্ষা করিয়াছেন, অন্য ব্যক্তি বায়ুর স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অপর কোন ব্যক্তি মৃত্তিকার গুণ অবগত হইয়াছেন; এইরূপে পদার্থ বিচারের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন ব্যক্তি সূর্য্যের দূর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেহ বা গ্রহচন্দ্রাদির গতিবিধি নির্ণয় করিয়াছেন, অপর কেহ গ্রহণ গণনা স্থির করিয়াছেন; এইরূপে জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এবম্প্রকারে পরম্পরা সাহায্য দ্বারা সমুদয় বিদ্যা প্রকাশ হইয়া ভাষার সহিত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে জ্যোতিরাদি নানা শাস্ত্রের উপদেশ আমরা গ্রন্থ অধ্যয়নাদি দ্বারা অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতেছি, এবং পরম্পরা শ্রুতির প্রবাহ প্রচলিত জন্য তদ্দ্বারা ব্রহ্ম লাভও করিতেছি। বিবেচনা করিলে ভাষা ভূতকালকে বর্ত্তমান করিয়াছে, এবং বর্ত্তমানকে ভবিষ্যৎ করিতেছে; দূরকে নিকট করিতেছে, বিদেশকেও স্বদেশ করিতেছে। অতি প্রাচীনকালে অতি দূর দেশীয় মনুষ্যের চিত্তে যে অভিপ্রায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষার দ্বারা এইক্ষণে আমারদিগের মনে স্থাপিত হইতেছে। এই ভাষার অভাব হইলে কোন গ্রন্থ প্রস্তুত হইত না, কোন বিদ্যার চর্চ্চাই থাকিত

না, সুতরাং বিদ্যার অভাবপ্রযুক্ত মনুষ্যের আর কি মনুষ্যত্ব থাকিত ?

শব্দের বিচিত্রতা দ্বারাও অনেক মঙ্গল সম্ভব হয়। বৃক্ষের দুইপত্র যেরূপ সমান নাই, এবং দুই মনুষ্যের মুখশ্রী যে প্রকার সমান নহে, দুই জন্তুর স্বর সেইরূপ সমান হয় না। শব্দের এই বিচিত্রতা সামান্যতই সুখের কারণ; এক শব্দ অতি সুশ্রাব্য হইলেও তাহার ক্রমাগত শ্রবণ বিরক্তিজনক হইত। পরস্পর সকল মনুষ্যের পৃথক্ স্বর প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির শরীর দৃষ্ট না হইলেও বাক্যের দ্বারা তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। মাতা দূর হইতে সন্তানের ক্রন্দন শুনিয়া তাহাকে দুগ্ধপান করাইতে গমন করেন, এবং গাভী সহস্রবৎসের মধ্য হইতেও তাহার আপন শাবকের চীৎকার শুনিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়।

কিন্তু যাহাতে আমারদিগের কেবল আশু প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহাই কি পরমেশ্বর আমারদিগকে প্রদান করিয়া ক্ষান্ত আছেন? যত ক্ষণ আমরা বিশেষ সুখী না হই তত ক্ষণ তাঁহার করুণা আমারদিগের প্রতি নিরস্তা নহে। তিনি বিহঙ্গ সকলকে সেই প্রকার সুস্বর প্রদান করিয়াছেন, যাহা শ্রবণে চিত্ত উদাস হয়; তিনি বাক্যযন্ত্রে সেই গুণ স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে মনোহর সঙ্গীত উৎপন্ন হইয়া হৃদয়ে উল্লাস জন্মে। এসকল আমারদিগের জীবনপালনের জন্য আবশ্যক নহে, আমারদিগের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তেও সম্যক আবশ্যক হয় না,—আমরা যে বিশেষরূপে সুখী হই এই নিমিত্তেই করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর আমারদিগের সম্বন্ধে স্বরকে বিশেষ আমোদের কারণ করিয়াছেন। হে পরমেশ্বর তুমি কোন বিষয়ে সুখ বিস্তার করিতে আমারদিগকে বিস্মৃত হও নাই, আমরা যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই।

কঠোপনিষৎ।

প্রথমা বল্লী।

ব্রহ্মবিদ্যা অতিদুর্লভ, সুন্দররূপে তাহা বোধগম্য করিবার নিমিত্তে এই উপনিষদে এই আখ্যায়িকা সূচনা হইয়াছে এবং গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ঘটিত আখ্যায়িকাচ্ছলে শ্রুতি ইঙ্গিতে জানাইতেছেন যে ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার নিমিত্তে গুরুর উপদেশ আবশ্যক হইয়াছে, অতএব গুরুবেদান্ত বাক্যকে যুক্তি দ্বারা হৃদয়ে বন্ধন করা অতি কর্ত্তব্য ॥ ১॥

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসন্দদৌ।
তস্য হ নচিকেতানাম পুত্রআস ॥ ১ ॥

বাজমন্নং তদ্দাননিমিত্তং শ্রবোয়শোয়স্য সবাজশ্রবাস্তস্যাপত্যং 'বাজশ্রবসঃ' বিশ্বজিতা ইজে 'উশন্' তৎফলং কাময়মানঃ 'হ বৈ' ইতিবৃত্তার্থস্মরণার্থৌ নিপাতৌ সচ তস্মিন ক্রতৌ 'সর্ব্ববেদসং' সর্ব্বস্বনং 'দদৌ' দত্তবান। 'তস্য' যজমানস্য 'নচিকেতাঃ নাম পুত্রঃ' 'হ' কিল 'আস' বভূব ॥ ১ ॥

যজ্ঞ ফলের কামনা বিশিষ্ট বাজশ্রবস যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিলেন। তাহার নচিকেতা নামে পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু
শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত ॥ ২ ॥

'তং' নচিকেতসং 'হ' 'কুমারং' প্রথমবয়সং 'সন্তং' 'শ্রদ্ধা' পিতুর্হিতকামপ্রযুক্তা 'আবিবেশ' প্রবিষ্টবতী। কস্মিন কালে ইত্যাহ। ঋত্বিগ্ভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ 'দক্ষিণাসু' দক্ষিণার্থাসু গোষু নীয়মানাসু বিভাগেনোপনীয়মানাসু। 'সঃ' আবিষ্টশ্রদ্ধোনচিকেতাঃ 'অমন্যত' আলোচিতবান্ ॥ ২ ॥

যে কালে ঐ বাজশ্রবস ঋত্বিক্ আর সদস্যদিগকে দক্ষিণার গো সকল বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন, সেইকালে অতিবালক যে ঐ নচিকেতা তাহাতে পিতার হিতের নিমিত্তে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল। ইহাতে সেই নচিকেতা বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।

পিতার হিতের নিমিত্তে নচিকেতাতে প্রথমতঃ শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল এই শ্রদ্ধা উপস্থিত না হইলে পিতার হিত কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না; এইরূপ শ্রদ্ধা সমুদয় শুভকর্ম্মের হেতু হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যার উদ্দেশে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্ব্বে শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা ভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা ব্যতীত যত্ন হয় না, যত্ন ব্যতীত ব্রহ্ম লাভ হয়

না। অতএব শ্রদ্ধা ব্রহ্মবিদ্যার প্রারম্ভিকা হইয়াছে ॥ ২ ॥

—◦◦◦❋◦◦◦—

VAIDANTIC DOCTRINES VINDICATED.

In a preceding number of this Periodical, we took occasion to publish some strictures on certain observations contained in a late eloquent work of the Revd. Dr. Duff, entitled "India and India Missions." Since the publication of our remarks, three articles on the same subject have successively appeared, in the Calcutta Review, the Christian Herald and in a recent number of the Friend of India. In argumentative discussions on subjects of a strictly public nature, it would be superfluous, and probably unbecoming, to impute the publication of any sentiment or opinion to particular individuals. But as the Revd. writer in the Herald has been the first to depart from this golden rule, we shall be excused when we state that there can be no mistake as to the authors of the articles in question. In our preceding number we established, in vindication of our religious opinions, on the strength of connected excerpts from the original text of the Vaidant, that the Vaidantic Doctrines are founded on the most obvious and irrefragable principles of natural reason. We proved, from a literal interpretation of the same text, that the early religion of India, was a pure, consistent, and unadulterated form of unitarianism. We naturally expected at least something like an attempt to refute our arguments, and show that our explanations of the subject were fallacious. We thought that the Revd. Gentleman, or some of his co-religionists would have met our objections on our own grounds, by combating our quotations with overwhelming authorities, derived from the same unimpeachable source. But in these anticipations we have been grievously disappointed. Instead of meeting us openly and fairly on the legitimate and only rational ground of debate, a fresh volley of vituperations has been opened upon us, and surmises indulged in, under the borrowed garb of a Reviewer, apparently criticising the native periodicals, and discourses delivered at the Hindoo Theophilanthrophic Society. But for the undeniable and the high reputation of the writers, we should be almost tempted at once to claim a complete victory. A spirit of reckless misrepresentation pervades, as usual, the whole text of the three specimens of criticism now before us; and we could well have afforded to remain content under their reiterated attacks, had not our anxiety for the weal of our countrymen, who might be led, in their ignorance, to mistake groundless assumptions for incontrovertible truths, induced us to offer some passing remarks on a few of the most important points at issue. At the outset, however, we may be permitted to observe, that a considerable portion of the rising generation of our countrymen, is obliged, under the influence of various circumstances, to come in contact with the Christian Missionaries, either for the purpose of educational improvement, or as enquirers after truth, seeking information respecting the religious views and doctrines professed by different sects of believers. It is much to be regretted, that the major part of these inquisitive young men are lamentably ignorant of the doctrines and principles really inculcated in the Shastras. We doubt whether two out of a hundred could be found capable of satisfactorily explaining any sentence indiscriminately taken from any work in the Sanscrit language, which contains the great body of Hindoo Theology. To make proselytes of such inexperienced and untutored minds, accustomed to entertain reverential regard for, and sympathise with the feelings and opinions of, their teachers, by taking advantage of their want of information, and induce them to adopt a new creed by addressing the passions of youths so incapable of exercising freedom of thought, and so deficient in judgement, is, in our humble opinion, any thing but ingenuous or commendable; it is, on the contrary, we think, highly unbecoming the professors of any religious tenets whatsoever, far less of those of Christianity, a creed, which has been embraced by the most enlightened nations of the world. Whatever our Revd. Friends may say, we have enough of charity not to impute to them any unworthy motives. All we desire is fair play for both creeds. Let a knowledge of the principles of Christianity and of true Hindooism be equally spread; and if the merits of the two systems, be not found to balance each other, let the preference of the one over the other be a matter of choice, without any attempts to bias the judgment; and we shall have no fear for the result. Misrepresentation and calumnies may sometimes serve the cause of sectarian proselytism, but can never bring any man a single step nearer the portals of divine knowledge and wisdom. It is, in our humble opinion, a most narrow view of the science of divinity to suppose, that the Lord of all nations can prefer a particular tribe and a particular form of religion to the simpler belief which constitutes the eternal foundation of religion and piety.

The Reverend Reviewer has been pleased, in the course of his strictures, to assimilate the Doctrines we endeavor to inculcate to the "Alexandrian Platonism" or "Neo-Platonism" as he terms it, in as much as we have, in his opinion, simplified and spiritualized the original grossness and impurity of the Vaidantic precepts, and obtruded ourselves on the notice of the world, in all the "pride, pomp, and circumstance" of religious Reformers. The writer in the Herald has carried the idea further, and given it a finishing stroke, by adding that what we do not find "in purely

"ces (which abound in misty metaphysics, but put forth little really deserving the name of "strictly moral or religious matter)" we "borrow "without acknowledgment from Christianity." We repudiate, the idea of having claimed the credit of reformation. Our humble object is merely to revive and propagate an existing system of truths. We are really at a loss to make out, wherein we have obtruded ourselves on the notice of the world, as reformers, or borrowed any doctrine without acknowledgment, from Christianity. The Vaids are now what they were centuries ago: they declare that the sole regulator of the universe is but One, Omnipresent, Omniscient, far surpassing our powers of comprehension, beyond external sense, and whose spiritual worship is the chief duty of mankind and the sole cause of eternal beatitude. † In this brief sentence is contained the essence of our belief. It is the doctrine which was inculcated by the ancient sages, and we entertain too strong a sense of propriety—too sacred a regard for truth—to attempt to pass off any peculiar or extraneous views of our own, for the genuine precepts of the ancient and venerated Vaids. Will the Revd. Gentlemen do us the favor to show, without indulging in dogmatical assertions, wherein we have committed ourselves? With reference to the other part of the charge of borrowing from Christianity, we are equally at a loss, in the absence of explanation, or positive proof of any kind, to find out wherein we have dressed ourselves out in the borrowed plumes of Christianity. It may, however, be reasonably supposed, that allusion is made to our explanations of the Vaidantic doctrines, upon the principles of natural theology. It is nevertheless clear that all such illustrations must be founded on some knowledge, however circumscribed, of natural and moral philosophy. Indeed, all writings on religious subjects, whether from a Christian, a Mahomedan or a Hindoo pen, do, and must deal, more or less, in examples derived from the records of human science. Christian writers, although their religion owed its parentage to the bearded Rabbins of Jerusalem, are indebted to the Philosophical School of Bacon and his followers for the greater part of their illustrations; and we see no reason why we should be debarred of the privilege of borrowing from the same source, or why we should be confined to the researches of Goutum and Kunad for our similes and explanations. Has the Baconian Philosophy a more natural connection with Christianity than with Hindooism? Would it not have been received in all Christendom as the means of discovering the hidden paths and ways of nature, even though the illustrious Bacon had been born in Thibet or Kamschatka? We do not clearly see, therefore, how we can, on such grounds, be fairly stigmatized with religious or literary larceny, or with pilfering our illustrations from Christianity. As to the "misty metaphysics" with which the Vaids are said to abound, we can say but little, at present; because our Friends have not ventured to specify the passages they refer to. We will merely remark, that any thing may appear dim and cloudy, which, by an increase of light, may soon become as transparently clear, as the broad day light; and if the Revd. Gentlemen will excuse us the liberty, we will venture to affirm, that there are many things, even in the Bible itself to which not merely a Hindoo but even a Christian may prefer the charge of obscurity, although it is not held by Christians to detract from the credibility which attaches to that work. Thus for instances, the first few verses of John are perfectly mysterious, though they, nevertheless, form part of the Gospel.

We are charged, in the next place, by our friend of the Herald with advocating "Rammohun Roy's one-sided view of the Vaidant system of Hindoo Philosophy," ‡ as our contemporary is pleased to term it. What the writer means by such one-sided view of the Vaidant, we confess our utter inability to comprehend. If our Missionary friend intends to insinuate that Rammohun Roy's views of the Vaidant are one-sided, in as much as they were set forth before the world to the best advantage, by ushering into the notice of the public, the excellencies of a few singular features of that system, without entering into those parts of it which refer to the performance of rites and ceremonies, we thank our friend for the opportunity thus afforded us of redeeming the sacred memory of the deceased Philosoper from the obloquy which has thus been cast upon it. We shall meet our friend with Ram Mohun Roy's own words. After showing in the most unequivocal terms, the purely monotheistical system of the Vaids, he proceed thus; "These as well as several other texts of the "same nature,"(meaning such precepts as relate to the practice of rites and ceremonies,) "are not real commands, but only direct those "who are unfortunately incapable of adoring the "invisible Supreme Being, to apply their minds to "any visible thing, rather than allow them to remain idle." "that the worship of the Sun and Fire, together with the whole allegorical system, were only inculcated for the sake of those "whose limited understandings rendered them incapable of comprehending and adoring the invisible Supreme Being; so that such persons might not remain in a brutified state, destitute of all religious principles." and again, "The Vaids, not only call the celestial representations,

† একোবশী ॥ সর্ব্বগতঃ ॥ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ॥ যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈঃ ॥ আত্মানমেবলোকমুপাসীত ॥ [illegible]

‡ We consider ourselves bound to protest against this heterogeneous mixture of the idea of a mere system of philosophical and human doctrines with the religious and sacred belief professed by

"deities, but also in many instances give this "divine epithet to the mind, diet, void space, "quadrupeds, animals and slaves, but neither "any of the celestial gods, nor any existing creature can be considered the Lord of the universe; because the third chapter of the Vaidant "Durshun explains that by all other appellations "of the Vaid, which denote the diffusive spirit "of the Supreme being, equally over all creatures, by means of extension, his omnipresence "is established. "Because the Vaid declares the "performance of these rules to be the cause of "the mind's purification and its faith in God." "If notwithstanding these explanations offered "by the Vaidant Durshun, the Querist persist "in his attempt to stigmatise the Vaid, and "thus argue, that any being declared by the "Vaid to be God, though figuratively, should "be considered as God in reality, by the followers of the system; I would refer him to "his own Bible, which in the same figurative "sense applies the term God to the prophets "and cheifs of Israel; and identifies God with "abstract properties, such as love, &c." Here Rammohun Roy takes into consideration those passages of the Vaids which allude to the worship of God through matter, as, in other places, they treat of the spiritual adoration of the Supreme Being. It is totally gratuitous, therefore to maintain that he has taken a one-sided view of the Vaidantic doctrines. It is an undoubted fact, that the performance of religious rites of various denominations, is found inculcated in the Vaids, but it is an error, to suppose, that, as our Serampore contemporary would have his readers believe, the Vaidant or the learned propounders of its tenets ever permitted or tolerated that gross system of Idolatry, that same "wicked brutalizing Hindooism" which the dark ages of India have introduced amongst us. The rites and ceremonies inculcated in the Vaids are intended to be preparatory to the spiritual worship of God and expressly declared to be useful to men, who cannot raise their minds from nature up to nature's God, and who were enjoined, through the performance of those religious duties, as well as by restraint over the passions—by charity to the needy—honour to others—friendship and equal regard to all—to bring their minds to a state fitted for the perception of the first principles of divine science. We are utterly at a loss to understand how the Vaids can be impartially taxed with fostering a system of rites and ceremonies, by persons whose own sacred scriptures originally enjoined, and have been in later ages, productive of, similar practices. For our own part we see but little difference between Jyemuney and Moses, when the one expatiates on the oblations through fire in his learned commentaries of the Vaids, or the other commands the substitution of two turtle-doves or two pigeons in lieu of a lamb; one for a sin-offering, and the other for a burnt-offering: the Sprinkling of the blood of the sin-offering upon the side of the altar as stated in the Leviticus.

points adduced by our friends. The learned Reviewer characterises Hindoo Theology, as a system of "gross" and "spiritual Pantheism," and the object of its worship, as possessing "in "no intelligible sense any moral attributes;" and our freind of the Herald falls into the same strain and stigmatizes it, as a system of "materializing pantheism, as really intangible, impracticable and deficient in moral thruth or "power." In our preceding article, we dwelt at considerable length on these features of this controversy, supporting our conclusions by copious extracts from the Vaids. We are loath to tax the patience of our readers, by any further allusion to the subject, and take leave of it, therefore with the following brief quotations from the Vaidant Durshun.

ন স্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

"That being, which is distinct from matter, "and from those which are contained in matter, "is not various because he is declared by all "Vaids to be one beyond description;" and again, "the Vaid has declared the Supreme "Being to be mere intelligence."¶

Further more, however uncongenial the idea may be to the views of our friends, we have shown that "the Vaidant does not ascribe to "God any power or attribute, according to the "human notion of properties or modes being attached or subordinate to their substance, "and that in consideration of the incompatibility of such defects with the perfection of "the Divine nature, the Vaidant declares the "very identity of God to be the substitute "of the perfection of all the attributes, necessary for the creation and support of the universe and for introducing revelation among "men, without representing these attributes as "separate properties depended upon by the "deity, in creating and ruling the world." Nevertheless the Friend would insist, on a more sensible appreciaton of the divine attributes, as though nature herself sufficed not to afford us a "sense of benefit recieved, or of obligation due, or of favor to be enjoyed." We however quote the following, from the Vaidant by way of illustration, and for the satisfaction of our readers :

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

শ্রুতিঃ ॥

"Through his fear fire supplies us with heat; "and the sun, through his fear, shines regularly; "and also Indra and air, and, fifthly, death, are, "through his fear, constantly in motion."

কোহ্যেবান্যাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ যদেষআকাশআনন্দোন স্যাৎ।
এষহ্যেবানন্দয়াতি ॥

শ্রুতিঃ ॥

"What creature on earth could enjoy life or "motion, if this God, who is Felicity itself did

"not exist. It is God that imparts happiness to all."

The Freind of India states that "according to the "Vaidantic doctrine the deity is not a Living Be- "ing, but an all pervading principle or power, af- "ter the notion we form of heat, light, or gravity." Here lies the chief source of error, on the part of the Friend. When, alluding to the action of the Deity on the creation, we resort, for the purpose of illustration, to a comparison drawn from the diffusive power of light or heat, we cannot be reasonably understood to intend thereby that God is, therefore, material, since, more- over, in a thousand instances, the Vaidant incul- cates the absolutly spirituality of the creator. With regard to the expression of Living Being which the Friend is pleased to apply to God, if he thereby means a Being endowed with life and organization, we must again enter our pro- test against so degarding a notion of the eternal God. For our parts we regard the Deity as omniscient, omnipresent and the supreme Regu- lator of the universe.

He moreover asserts, that in the notion of God, as inculcated in the Vaidant, there is "no- "thing that can amend the heart, or regulate the "life, or cast light on the eternal future." We have in our former number adduced the most decisive, excerpts from the Vaidant clearly es- tablishing moral rules of human conduct dedu- cible from our notion of the deity But the Friend and his religious associates, are predeter- mined neither to read nor understand us. "They have eyes, and will not see :—they have ears, and will not hear."

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া
তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

"A command over our passions, and over the "external senses of the body, and good acts, are "declared by the Vaid to be indispensible, in the 'mind's approximation to god."

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোহধ্বনঃপারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃপরমং পদং ॥

শ্রুতিঃ ॥

"The man who has intellent as a prudent driver, "and a steady mind as his rein, passing over the "pathsof mortality, arrives at the high glory of "the omnipresent God."

How can then the Friend, after this, still main- tain that there is nothing in the Vaidant "that can amend the heart, or regulate the life, or cast light on the eternal futue."

He crowns the whole by adding, that the Vaidantic theology is " in truth a denial not an acknowledgement of God" We shall not at- tempt to say a word on this subject at present, but shall leave it to our Christian readers to judge, whether it be fair or candid to scandalize the cause of religion by such unfounded assertions as the above, and we trust they will not fail to appreciate our sense of propriety and moderation in abstaining from all retaliatory denunciation, that we have failed, in our limited sagacity to find out wherein lies the consistency of sup- posing, that the Vaids after tolerating poly- theism " as the antidote to the vulgar against the evils of utter atheism" should foster the very atheism, whose eradication they aim at We reiterate our hope that our Missionary friends will, if possible do, us the justice to adduce posi- tive proof of this absolutely groundless, precipi- tate and wholly untenable assertion.

We freely confess, it affords us an undescriba- ble feeling of pleasure, to be thus called upon to enter into an explanation of our views and hopes. At the same time, we are not a little amus- ed, to see persons who could reconcile with their belief of the doctrine of the Triune God-head, that of redemption, and sanctification — the manifes- tation of God in flesh, looking unblushingly, with scorn and contempt, at the absurdities of Hin- doo Idolatry ; nor are we a little suprised to find persons, endowed with the highest genius and transcendent talents, subscribing apparently with cold indifference to religious creeds and opinions at once absurd and futile.

In bringing these remarks to a close, we beg we may be permitted to observe, that humble believers as we are of the Monotheistical doctrines inculcated in the Vaids, we profess hostility to no creed, under the sun, for " he, who worships, be it whomsoever or whatever it may, considers that object as the Supreme Being, or as an ob- ject containing him," and we sincerely hope our missionary friends will be induced to entertain the same Catholic view in all religious contro- versies, involving as they do the temporal and spiritual welfares of mankind.

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

যে কোন সভ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রাপ্ত না হইবেন, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয়কে জানাইলে তদ্রূপ ঘটনা আর না হইবার উপায় হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়।

এদেশের সনাতন ধর্ম্ম যে বেদ বিহিত উপাসনা, তাহার প্রতি কত অত্যাচার এপর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি এধর্ম্মের সত্যতা প্রযুক্ত তাহার সম্পূর্ণ বিঘ্ন করিতে কেহ সমর্থ হয় নাই। মুসল্মানেরা ইহার উচ্ছেদ করিবার জন্য কি চেষ্টা না করিয়াছিল? বৈদিক ধর্ম্ম হইতে পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্তে তাহারা ভারতবর্ষস্থ সমূহ লোকের ধন, মান, ও প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কদাপি বলের অধীন নহে, এপ্রযুক্ত তাহারদিগের বাঞ্ছা পূর্ণা হয় নাই। পরে এ দেশ তাহারদিগের রাজত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ইংলণ্ডীয় লোকের অধীন হইলে বোধ হইয়াছিল, যে এধর্ম্মের বিঘ্ন সকল নিরাকরণ হইল। কিন্তু ইহার বিপরীত এইক্ষণে দেখা যাইতেছে; ইহাঁরদিগের মধ্যেও অনেকে হিন্দুধর্ম্মের বিপক্ষ হইয়াছেন। মুসল্মানেরা বলের দ্বারা আমারদিগের ধর্ম্ম নাশে প্রবৃত্ত ছিলেন, ইহাঁরা তজ্জন্য নানা প্রকার কৌশল জাল বিস্তার করিতেছেন। দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ধন দ্বারা, কর্ম্মার্থি ব্যক্তিদিগকে বিষয় কর্ম্মে নিয়োগ দ্বারা, বিদ্যাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদিগকে অধ্যাপন দ্বারা, খ্রীষ্টান ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে মহোদ্যোগি হইয়াছেন। দরিদ্র লোক সকল ধন লাভ আশায় এবং কর্ম্মার্থি ব্যক্তি সকল কর্ম্ম প্রাপ্তি হেতু খ্রীষ্টান মতাবলম্বি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান দান দ্বারা জ্ঞানার্থিদিগকে তৎধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে যে কৌশল স্থির করিয়াছেন তাহা কদাপি সফল হইবার নহে। স্থানে স্থানে পাঠশালা স্থাপন দ্বারা যে বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে আমারদিগের এরূপ শঙ্কা কদাপি হয় না, যে তথাকার ছাত্রেরা জ্ঞানি হইয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেক। যেহেতু যাহার কিঞ্চিৎ মাত্র জ্ঞান আছে তাহার কদাপি ইহা বিশ্বাস যোগ্য হয় না, যে বাক্য কৌশল দ্বারা কোন এক সর্প কোন স্ত্রীকে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করাইতে পারে; এবং এক জনের দোষে সকল মনুষ্য ঈশ্বর সমীপে দণ্ডি হইতে পারে। ইহাও তাহার বুদ্ধিতে সম্ভব হয় না, যে সংসারির ন্যায় পরমেশ্বরের বিশেষ একটি পুত্র আছে, অথচ সেই পুত্র তাঁহার পিতার পরে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার পিতার সহিত সমকালীন বর্ত্তমান এবং নিত্য, এবং মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার সেই অমর পুত্রের প্রাণ বলি গ্রহণ করিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে মেরির গর্ভে জন্ম দিয়াছিলেন। ইহাই বা তাহার কি প্রকারে বুদ্ধি গম্য হইতে পারে, যে এক ঈশ্বর পিতা, দ্বিতীয় ঈশ্বর তাঁহার পুত্র, এবং তৃতীয় ঈশ্বর হোলিগোষ্ট নামক

এক পুরুষ,এই তিন পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর হইয়াও স্বরূপতঃ স্বভাবতঃ এবং সঙ্খ্যাতঃ এক হয়েন। সে শাস্ত্রই বা কি প্রকারে তাহার প্রত্যয় যোগ্য হইতে পারে, যাহাতে এরূপ লেখা আছে, যে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা করিলেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না,—তাঁহার নিয়মানুসারে পুণ্য কর্ম্ম করিলেও তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হয় না,—যদি মেরিপুত্র খ্রিশ্টখ্রীষ্টের জন্ম মরণ ও সশরীরে স্বর্গারোহণ বৃত্তান্তে বিশ্বাস না করা যায়, বরঞ্চ এমত অপরাধি ব্যক্তির ঘোরতর নরক যাতনা চিরকাল ভোগ করিতে হয়।
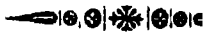
বিদ্যামোদিনী সভা।

অতি আহ্লাদের সহিত শ্রবণ করিলাম, যে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা জন্য এতন্নগরের সিমুলিয়া অঞ্চলে বিদ্যামোদিনী নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে ; তথায় সভ্যেরা প্রতি রবিবারে একত্র হইয়া বক্তৃতা দ্বারা জ্ঞানের আবৃত্তি করেন। তাহার এক বক্তৃতা প্রকাশ করিতেছি।

পরমেশ্বরের অসংখ্য সৃষ্ট দ্রব্যের মধ্যে যে স্থানে আমরা দৃষ্টিপাত করি,সেই স্থানেই তাঁহার অসীম জ্ঞান ও জীবের প্রতি অনির্ব্বচনীয় দয়া স্পষ্টরূপে দেখা যায়। মহা বীর্য্যবান্ তেজস্কর জগদুজ্জ্বলকারী সূর্য্য হইতে অতি সামান্য প্রদীপ পর্য্যন্ত,বিপুল পর্ব্বত হইতে সূক্ষ্ম পরমাণু পর্য্যন্ত,মহাবলবান্ সমুদ্র হইতে এক বিন্দু শিশির পর্য্যন্ত, প্রকাণ্ড বৃন্দাকার হস্তী হইতে অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত, সকলেই ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান এবং মহিমাকে উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিতেছে। মনুষ্যের জীবন রক্ষার নিমিত্তে ও তাঁহার সুখভোগার্থে জল কি প্রয়োজনীয় হইয়াছে,তাহা আবালবৃদ্ধ তাবতেই উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন ; অতএব এরূপ সর্ব্বতোভাবে উপকারী দ্রব্য যে জল, যাহার অভাবে অতি অল্প কালে জীবন ধ্বংস হয়,তাহার বিতরণে কিরূপে প্রকাশ পায়, তাহা বিবেচনার উপযোগ্য বটে। এই জলের মহা আকর স্থান সমুদ্র হইয়াছে ; এই সমুদ্র সলিল দ্বারা তন্নিকটস্থ বৃক্ষাদি ফলশালী হইয়া সেই দেশস্থ ব্যক্তিদিগকে ফল প্রদান করে,ভূম্যাদি উর্ব্বরা হইয়া সস্যশালিনী হয়, এবং যে সকল কার্য্যে জল আবশ্যক,সমুদ্র তীরস্থ লোকদিগের সে সকল কার্য্যই প্রায় উক্ত বারি দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু সমুদ্রতীর হইতে দূরবর্ত্তি দেশস্থ যাহারা, তাহারদিগের প্রাণ কি জল বিহীন হইয়া অবশ্যই পরিত্যক্ত হইবে ? এই সমূহ দুর্ঘটনা নিবারণার্থে পরম কারুণিক ঈশ্বর সহস্র সহস্র নদ নদীকে দেশ বিদেশে স্থানে স্থানে প্রবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা নদী তীরে বাস না করে তাহারদিগের উপায় কি ? তাহারা কি ঐ অমৃতাভাবে এমত সুন্দর পৃথিবী হইতে বহিষ্কৃত হইবে ? সর্ব্ব শক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, অপার দয়ালু পরমাত্মা সমুদ্র নদ নদী তটস্থ, কি তাহা হইতে দূরস্থ ব্যক্তি, সকলেরই নিমিত্ত জলকে এরূপ গুণযুক্ত করিয়াছেন, যে তাহা উত্তাপ দ্বারা বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া মেঘাকারে বায়ূপরি উত্থিত হইতে পারে,এবং অবশেষে বৃষ্টি রূপে ভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণি গণের তৃষ্ণা নিবারণের হেতু হয়। বঙ্গদেশের উর্ব্বরা ভূমি হইতে ইংলণ্ডের প্রস্তরময় কঠিন স্থল পর্য্যন্ত, ইটালির উদ্যান প্রায় দেশ হইতে লিবিয়ার বালুকাময় ঈরিণ পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই এই জলধর জীবদিগকে জল প্রদান করে। কিন্তু বৃষ্টি সর্ব্বদা হইতে পারে না,অথচ পশু পক্ষি মনুষ্যাদির জীবনের জন্য জলের প্রয়োজন সর্ব্বদা হয়,এনিমিত্তে পৃথিবীর অন্তর্দ্দেশ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলপথ দ্বারা তিনি ব্যাপ্ত করিয়াছেন ; অতএব পৃথিবীর উপরিভাগ কিঞ্চিন্মাত্র খনন করিলেই আমরা সর্ব্ব কালে প্রচুর জল লাভ করি। যাদৃশ আমারদিগের সর্ব্বাঙ্গে রক্ত প্রবাহিত হইবার নিমিত্ত শিরা ও নাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে,যাদৃশ বৃক্ষলতাদির মধ্যে রস চালনার জন্য ধমনী সৃষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ পৃথিবীর মধ্যে জল সরণ নিমিত্তে অগণ্য

সমুদ্র নদী প্রভৃতি হইতে ক্রমে জল নিঃসরণ হওয়াতে পুষ্করিণী কূপ তড়াগাদি পূর্ণ থাকে।

হে সভ্য মহাশয়েরা কেবল জল বিতরণ বিষয়ে পরমেশ্বরের কি অনন্ত জ্ঞান, অতুল্য দয়া, এবং অনির্ব্বচনীয় মহিমা, প্রকাশ পাইতেছে।

ঈ চ ন।

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

১৯ পৌষ ১৭৬৬ শক।

প্রথম প্রকরণ।

সপ্তমাধ্যায়।

পরমেশ্বর আলোকের সহিত আমারদিগের চক্ষুর এপ্রকার সম্বন্ধ করিয়াছেন, এবং চক্ষুর সহিত মনকে এপ্রকার সম্বন্ধ যুক্ত করিয়াছেন, যে কোন দ্রব্যস্থিত আলোক চক্ষুতে প্রতিভাত হইলে রূপের দৃষ্টি হয়। চক্ষু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্য আর কি আছে, যে চক্ষু এরূপ অতি ক্ষুদ্র হইয়াও এক কটাক্ষে অর্দ্ধ জগৎকে দর্শন করিতেছে? চক্ষু অতি কোমল বস্তু, কি জানি কোন অল্প আঘাত দ্বারা তাহার উচ্ছেদ হয়, এই আশঙ্কায় করুণাপূর্ণ পুরুষ দুই কবাট সেই চক্ষুর্দ্বারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহারা নিমেষে নিমেষে রুদ্ধ হইয়া নানা বিপদে রক্ষা করিতেছে। কি জানি এক চক্ষু কোন এক দুর্ঘটনা দ্বারা অকস্মাৎ নষ্ট হয়, এবিবেচনায় মনুষ্যকে তিনি দুই নেত্র প্রদান করিয়াছেন। কি জানি নয়ন ক্রমে ক্রমে তেজোহীন হইয়া অন্ধ হয়, এজন্য তাহাতে এমত কৌশল তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা জল আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া চক্ষুকে সিক্ত রাখে। নানা দিগে নানা বিষয় ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিবার প্রয়োজন, এনিমিত্তে তিনি চক্ষুর এরূপ সুন্দর রচনা করিয়াছেন, যে তাহাকে ইচ্ছা মাত্র নানা দিগে চালনা করা যায়। স্থান বিশেষে আলোকের ন্যূনাধিক্য হয়, এনিমিত্তে তিনি চক্ষুর পুত্তলিকার এরূপ [illegible] যে অল্প আলোক সংযোগে তাহা বিস্তৃত হয়, এবং অধিক আলোক সংযোগে সঙ্কুচিত হয়। এই অপূর্ব্ব নিয়ম বশতঃ ছায়াতে বা অল্প আলোক বিশিষ্ট স্থানে বিস্তৃত চক্ষুর পুত্তলিকা দ্বারা অধিক ভাগে আলোক গৃহীত হয়, এবং পূর্ণালোক যুক্ত স্থানে সঙ্কুচিত পুত্তলিকা দ্বারা অল্প ভাগে আলোক গৃহীত হয়; এই জন্য অল্প আলোকে সম্পূর্ণরূপে বস্তুর অদর্শন হয় না, এবং প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন কালের পূর্ণালোকেও চক্ষুর পীড়া জন্মে না।

এই আশ্চর্য্য চক্ষু দান দ্বারা পরমেশ্বর আমারদিগের প্রতি যে কি প্রকার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অন্ধ ব্যক্তির অবস্থাকে আলোচনা করিলেই উপলব্ধি হইবেক। সে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি কত সুদৃশ্য বস্তুর দৃষ্টি সুখে বঞ্চিত রহিয়াছে, কত বিষয়ের জ্ঞান লাভে অক্ষম হইয়াছে এবং ঈশ্বরের কত মহিমা সন্দর্শনে অসমর্থ হইয়াছে। সে পরের সাহায্য বিনা পাদ মাত্রও বিক্ষেপ করিতে পারে না, এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভক্ষ্য আহরণ করিতেও সমর্থ হয় না। তাহার অপেক্ষা বুদ্ধি শূন্য পশু জন্মকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। কিন্তু জগদীশ্বর চক্ষু দান দ্বারা আমারদিগকে এ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা সহস্র প্রকারে জ্ঞান ও সুখের উপায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যদি এরূপ কোন স্থান থাকে, যে স্থানের লোকেরা আমারদিগের ন্যায় সকল ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া স্বভাবতঃ কেবল দৃষ্টি মাত্র বিহীন হয়, এবং যদি তাহারদিগকে জ্ঞাপন করা যায়, যে চক্ষু নামক এক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা অর্দ্ধ জগৎকে এককালীন দর্শন করিতেছি, মনোহর পুষ্পোদ্যান দৃষ্টি করিয়া প্রফুল্ল হইতেছি, নির্ভয়ে নদ নদী সমুদ্র পার হইতেছি, মহোচ্চ পর্ব্বত সকলকে পরিমাণ করিতেছি, পৃথিবীর আকৃতি ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে শক্ত হইতেছি, এবং সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু প্রভৃতির দূর এবং গতি নির্ণয় করিতেছি, ইহা শুনিয়া কি তাহারা বিস্ময়াপন্ন হয় না? অপরন্ত সূর্য্যোদয়ের, রাত্রি[illegible] বা সন্ধ্যাকালের পূর্ব্ব চিহ্ন

দৃষ্টি করিয়া যদি তাহারদিগের নিকটে ব্যক্ত করা যায়, যে আর এক দণ্ড পরে সূর্য্যোদয় হইবে, বারিবর্ষণ হইবে, বা সন্ধ্যাকাল আগত হইবে; অথবা শরীরের ভাব দেখিয়া তাহারদিগের অন্তঃকরণের ক্রোধ, ভয়, আহ্লাদ প্রভৃতি যদি ব্যক্ত করা যায়, তবে তাহারা আমারদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া কি অপ্রাকৃত মনুষ্যরূপে উপলব্ধি করে না? আমরা যে সকল হিংস্র জন্তু দ্বারা বেষ্টিত আছি, এবং শরীরের অনিষ্টকারি যে নানাবিধ দ্রব্যের দ্বারা আবৃত রহিয়াছি, তাহাতে চক্ষুর অভাব হইলে কারাগার হইতেও এ অন্ধকার সংসার কি ক্লেশাগার হইত না? তখন জ্ঞানের বৃদ্ধি কি প্রকারে হইত, যখন কেবল কোন এক অট্টালিকার আকৃতি ও পরিমাণ বিশেষরূপে নির্ণয় করিতে সমস্ত জীবন ক্ষয়ের সম্ভাবনা। ইহাতে বিদ্যার প্রকাশ, বাণিজ্য বিস্তার, রাজ্যের রক্ষণ কি প্রকার সম্ভব হইত? "যস্যৈষমহিমা ভুবি দিব্যে" শ্রুতির এই উপদেশানুসারে পরমেশ্বরের মহিমাকে কি প্রকারে উপলব্ধি করিতাম, যদি তাঁহার মহিমা প্রকাশক জগৎকে দর্শন করিবারই সামর্থ্য না থাকিত?

অতএব যিনি ভূমিকে সর্ব্বকালে শ্যামবর্ণ তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, এবং বসন্তকালে নব পল্লবযুক্ত পুষ্পগুচ্ছে অলঙ্কৃত করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের স্বস্থতা সম্পাদন করিতেছেন, যিনি আকাশকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া আমারদিগের মনোরম্য করিয়াছেন, যিনি দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তনে সূর্য্যের উদয়াস্ত কালের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া আমারদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

কঠোপনিষৎ ॥

প্রথমা বল্লী ॥

পীতোদকাজগ্ধতৃণাদুগ্ধদোহানিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ সগচ্ছতি তাদদৎ॥৩॥

কথমিত্যুচ্যতে। পীতমুদকং যাভিস্তাঃ 'পীতোদকাঃ' জগ্ধং ভক্ষিতং তৃণং যাভিস্তাঃ 'জগ্ধতৃণাঃ' দুগ্ধোদোহঃ ক্ষীরাখ্যোযাসাস্তাঃ 'দুগ্ধদোহাঃ' 'নিরিন্দ্রিয়াঃ' অপ্রজননসমর্থাঃ জীর্ণানিষ্ফলাগাবইত্যর্থঃ। 'তাঃ' এবম্ভূতাগাঃ ঋত্বিগ্ভ্যোদক্ষিণাবুদ্ধ্যা 'দদৎ' প্রযচ্ছন্ 'অনন্দাঃ' অনানন্দাঃ 'নাম' 'তে লোকাঃ' 'তান্' 'সঃ' যজমানঃ 'গচ্ছতি'॥৩॥

যে সকল গো পিতা দিতেছেন, তাহারা এমত রূপ বৃদ্ধ, যে পূর্ব্বে জল পান এবং তৃণ আহার যাহা করিয়াছে, সেইমাত্র, পুনর্ব্বার যে তাহারা জল পান এবং তৃণ আহার করে এমত শক্তি নাই; আর পূর্ব্বে তাহারদিগের যে দুগ্ধ দোহন হইয়াছে, সেইমাত্র, পুনর্ব্বার যে তাহারদিগের দুগ্ধ দোহন হয়, এমত সম্ভাবনা নাই; এবং তাহারদিগের ইন্দ্রিয় সকলেরও অবসান হইয়াছে। এমত রূপ গো সকল যে ব্যক্তি দক্ষিণাতে দান করে, সে আনন্দ শূন্য যে লোক, তাহাতে যায়॥ ৩॥

তাৎপর্য্য।

ঐ দরিদ্র যজমানের কেবল কতক গুলীন কৃশা দুগ্ধহীনা নিষ্ফলা গাভি ছিল, তাহা তিনি ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণার স্বরূপ বিভাগ করিয়া দিতে উদ্যত হইলে তাহার পুত্র নচিকেতা মনে করিলেন, যে এতদ্রূপ নিষ্ফলা গাভি সকলকে দক্ষিণা দিলে আমার পিতার অত্যন্ত অনিষ্ট হইবেক। যদিও আমার পিতার দান যোগ্য অন্য ধন নাই, তথাপি আমি আছি, সমর্থ আর উপকারী, ইহাতে পিতা যদি আমাকে ঐ নিষ্কর্ম্ম গাভি সকলের সঙ্গে দান করেন, তবে সম্যক্ মঙ্গলের সম্ভাবনা। এই স্থলে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্য দক্ষিণা স্বরূপে বা অন্যরূপে দান করিতে শ্রুতি নিষেধ করিতেছেন, এবং আরও জানাইতেছেন, যে পিতার হিতের নিমিত্তে সৎপুত্রের সর্ব্বথা যত্ন করা উচিত॥ ৩॥

সহোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাংদাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি॥৪॥

তদেবং ক্রতুসম্পত্তিনিমিত্তং পিতুরনিষ্টং ফলমনুচিতং পুত্রেণ সতা নিবারণীয়মাত্মপ্রদানেনাপি ক্রতুসম্পত্তিং কৃত্বা এবমত্বা পিতরমুপগম্য 'সঃ হ উবাচ পিতরং' হে 'তত' তাত 'কস্মৈ' ঋত্বিগ্বিশেষায় দক্ষিণার্থং 'মাং' 'দাস্যসি' প্রযচ্ছসি 'ইতি' এতৎ। এবমুক্তেনাপি পিত্রোপেক্ষ্যমাণোঽপি 'দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং' অপ্যুবাচ কস্মৈ মাংদাস্যসীতি। নায়ংকুমারস্বভাবইতি

ক্রুদ্ধঃ সন্ পিতা 'তং' পুত্রং 'হ' কিল 'উবাচ' 'মৃত্যবে' বৈবস্বতায় 'ত্বা' ত্বাং 'দদামি ইতি' ॥ ৪ ॥

নচিকেতা এইরূপ বিবেচনা করিয়া পিতাকে কহিতেছেন, হে পিতা, কোন্ ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা স্বরূপ আমাকে দান করিবে। এইরূপ দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার পিতাকে কহিলেন। বালক পুত্রের পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে কহিলেন, যে তোমাকে যমেরে দিলাম ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।

পিতা আমাকে যদি কোন ঋত্বিক্‌কে দান করেন, তবে উত্তম হয়, ইহা নচিকেতা ভাবিয়া মনে করিলেন, যে আমি যে বালক পুত্র, বিনা আজ্ঞাতে আমার পিতাকে বলা উচিত হয় না, যে আমাকে এক জন ঋত্বিক্‌কে দান কর। এজন্য পিতা তাঁহাকে দান করিবার মনঃস্থ করিয়াছেন, ইহা পিতার মুখভঙ্গি দ্বারা যেন উপলব্ধি করিয়া নচিকেতা বলিতেছেন, যে কোন্ ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা স্বরূপ আমাকে দান করিবে। এই প্রকার তিনি বারম্বার কহাতে তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যে তোমাকে মৃত্যুরে দিলাম ॥ ৪ ॥

বহূনামেমি প্রথমোবহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিংস্বিদ্যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥ ৫ ॥

সএবমুক্তঃ পুত্রএকান্তে পরিদেবয়াঞ্চকার। 'বহূনাং' পুত্রাণাং 'এমি' গচ্ছামি 'প্রথমঃ' সন্ মুখ্যয়া বৃত্ত্যেত্যর্থঃ। মধ্যমানাঞ্চ 'বহূনাং' 'মধ্যমঃ' মধ্যমৈয়েববৃত্ত্যা 'এমি' নাধময়া কদাচিদপি। তমেবম্বিশিষ্টগুণমপি পুত্রম্মাং মৃত্যবে ত্বা দদামীতি উক্তবান্ পিতা। সঃ 'কিংস্বিৎ যমস্য' 'কর্ত্তব্যং' প্রয়োজনং 'যৎ' কর্ত্তব্যং 'ময়া' প্রত্তেন 'করিষ্যতি' 'অদ্য' ॥ ৫ ॥

তখন নচিকেতা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনেক সৎপুত্রের মধ্যে আমি প্রথম গণিত হই, আর অনেক মধ্যম পুত্রের মধ্যে মধ্যম গণিত হই; ইহাতে বোধ হয়, যে আমার দানের দ্বারা যমের কোন কার্য্য পিতা করিবেন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।

আপনার সদাচার এবং কদাচারের প্রতি মন স্পষ্ট রূপে সাক্ষ্য দেয়, অতএব আপনার স্বভাব আলোচনা কালীন নচিকেতা স্পষ্ট জানিতেছেন, যে তিনি সৎপুত্রের মধ্যে প্রধান হয়েন। কিন্তু নচিকেতা বিবেচনা করিতেছেন, যে আপনাকে অতি সাধু রূপে যে জ্ঞান হইতেছে, ইহার কারণ আপনার প্রতি অধিক প্রীতি এবং স্নেহ হইলেও হইতে পারে, যদ্দ্বারা আপনার দোষকে সম্পূর্ণ রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং আপনার গুণকে অতি উৎকর্ষ রূপে দেখা যায়; একারণ সৎপুত্রের মধ্যে প্রধান আমি যথার্থতঃ যদিও না হই, তথাপি আমি যে মধ্যম মধ্যে গণিত হই, অধম কদাপি নহি, ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। অতএব আমি যদি অধম পুত্র নহি, তবে আমাকে এমত মন্দ স্থান যে যমের বাটী, তাহাতে যাইতে পিতা কেন অনুমতি করিলেন, ইহাতে বোধ হয়, যে আমার দ্বারা যমের কোন কার্য্য উদ্ধার হইবে, অথবা পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা অপরাধের শাস্তি হেতু আমাকে তথায় পাঠাইতেছেন। যে জন্য হউক যখন পিতা অনুমতি করিয়াছেন তখন আমার যম ভবনে গমনই কর্ত্তব্য। নচিকেতার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্য তাহার সৎপুত্রতা কি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছে! পিতা যদি তাহার কোন পুত্রকে ক্রোধাদি রিপু দ্বারা অনাচ্ছন্ন হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কোন কার্য্য সাধনের নিমিত্তে কোন ভয়ানক স্থানে যাইতে অনুমতি করেন, তথাপি সে অনুমতি প্রতিপালনে সে পুত্রের প্রবৃত্তি হয় না। এস্থলে বাজশ্রবস জ্ঞান কালে যে তাহার পুত্রকে যমের বাটী যাইতে কহিতেছেন, এমত নহে, কিন্তু বালক পুত্রের এরূপ পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, এনিমিত্তই কেবল ক্রোধ রিপু বশতঃ তাহাকে যমের বাটী যাইতে কহিলেন, ইহাতেও যদি তাহার পিতার বাক্য লঙ্ঘন হয়, এনিমিত্তে এমত ভয়ানক স্থান যে যমের বাটী, তাহাতেও যাইতে তাহার প্রতিজ্ঞা দেখা যাইতেছে ॥ ৫ ॥

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে।
সস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬ ॥

প্রয়োজনমনপেক্ষ্যৈব ক্রোধবশাদুক্তবান্ পিতা তথাপি তৎপিতুর্ব্বচোমৃষা মাভূদিত্যেবং মত্বা পরিদেবনাপূর্ব্বকমাহ পিতরং শোকাবিষ্টং কিমনয়াকর্ষিতি।

'অনুপশ্য' আলোচয় 'যথা' যেন প্রকারেণ বৃত্তাঃ 'পূর্ব্বে' অতিক্রান্তাঃ পিতৃপিতামহাদয়স্তব তান্ দৃষ্ট্বা চ তেষাম্বৃত্তমাস্থাতুমর্হসি। বর্ত্তমানাশ্চ 'পরে' সাধবোযথা বর্ত্তন্তে তাংশ্চ 'প্রতিপশ্য' আলোচয় 'তথা'। ন চ তেষু মৃষাকরণম্বৃত্তমস্তি তদ্বিপরীতমসতাঞ্চ বৃত্তং মৃষাকরণং। ন চ মৃষা কৃত্বা কশ্চিদজরামরোভবতি যতঃ'সস্যং ইব' 'মর্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'পচ্যতে' জীর্ণোম্রিয়তে মৃত্বা চ 'সস্যং ইব আজায়তে' আবির্ভবতি 'পুনঃ'। এবমনিত্যে জীবলোকে কিম্মৃষাকরণেন। পালয়াত্মনঃ সত্যং প্রেষয় মাংযমায়েত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৬॥

ইহা মনে করিয়া শোকাবিষ্ট পিতাকে নচিকেতা কহিতেছেন। আপনকার পিতৃ পিতামহাদি যে প্রকারে সত্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাকে ক্রমে আলোচনা কর, আর ইদানীন্তন সাধু ব্যক্তিরা যেরূপে সত্যাচরণ করিতেছেন, তাহাকেও দেখ। মনুষ্য সস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরে, আর সস্যের ন্যায় পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়। অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার কি ফল আছে? এনিমিত্তে আমাকে যমেরে দিয়া আত্মসত্য প্রতিপালন কর।। ৬।।

তাৎপর্য্য।

ক্রোধে আচ্ছন্ন জন্য পুত্রের স্নেহের প্রতি দৃষ্টি না হওয়াতে নচিকেতাকে যমের বাটী যাইতে বাজশ্রবস কহিয়াছিলেন। এইক্ষণে সেই ক্রোধের শমতা প্রযুক্ত এমত স্থানে যাইতে পুত্রকে কেন অনুমতি দিলাম এতদ্রূপে তিনি শোকাকুল হইয়াছেন। যদি এই শোকেতে আচ্ছন্ন হইয়া পুনর্ব্বার নচিকেতাকে যমের বাটী যাইতে নিষেধ করেন এবং এক জনকে এক বস্তু দান করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে না দিবার জন্য কথার অন্যথা হয়, এই ভয়ে নচিকেতা অত্যন্ত ভীত হইয়া পিতাকে কহিলেন, যে আপনার পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় এবং এইক্ষণকার সাধুদিগের ন্যায় সত্যের অনুষ্ঠান কর, সত্যের অন্যথা আচরণ পরলোকে মহাদুর্গতির হেতু হয়। পরলোকে যাইতে অনেক বিলম্ব আছে, সম্প্রতি যদি মিথ্যা আচরণ দ্বারা দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় বা কোন সুখ লব্ধ হয়, তবে মিথ্যা আচরণ না করা যায় কেন; এমত বিবেচনা করা উচিত নহে, কারণ বিচারতঃ পরলোকে গমনের পরিমাণ কাল অতি সংক্ষেপ। যেমত সস্য অর্থাৎ সস্যাধার ওষধি* আমারদিগের নিকটে অতি অল্পকাল যে সম্বৎসর, তাহার মধ্যেই নষ্ট হয়, তদ্রূপ দীর্ঘায়ু ব্যক্তির শত বৎসরও অল্প কাল অর্থাৎ শত বৎসরও বড় দীর্ঘ কাল নহে, এবং তৎকাল মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। এবং মৃত্যুর পরকালে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণেও তাহার বিস্তর বিলম্ব নহে, সস্যকে অবলম্বন করিয়া অতি অল্প কাল মধ্যে যেমন অঙ্কুর হয়, তদ্রূপ মনুষ্যও মৃত্যু পরে অতি অল্প কাল মধ্যে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে; সুতরাং অবিলম্বেই মিথ্যা আচরণাদি পাপ জন্য পরলোকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কথা কহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, বরঞ্চ মিথ্যা কথা ইহ সংসারে সকল অনর্থের মূল হইয়াছে। এই মিথ্যা কথাকে অবলম্বন করিয়া দস্যুক্রিয়া, চৌর্য্য, ব্যভিচার, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি সমুদয় কুকর্ম্ম রহিয়াছে, যাহার প্রবলতায় ইহ সংসারে প্রগাঢ় দুঃখ ব্যতীত সুখলেশও থাকে না। অতএব নিত্য সংসার হইলেও মিথ্যা বাক্যে কদাপি ইষ্ট সিদ্ধ হইত না। সেই কেবল এক সত্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা তাবৎ কুকর্ম্মের প্রবৃত্তিই একেবারে নষ্ট হয়। এস্থলে শ্রুতি দেখাইতেছেন, যে মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।। ৬।।

প্রেরিত প্রশ্ন।

হুগলি হইতে কোন ব্যক্তি কয়েক প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান, তাহার উত্তর যথা সাধ্য দেওয়া যাইতেছে।

প্রশ্ন—সর্ব্ব জীবেতে যে পরমাত্মা অধিষ্ঠান করেন, এবং তিনি যে সর্ব্বব্যাপী ইহার প্রমাণ কি?

উত্তর—তাহার প্রমাণ বলবৎ শ্রুতি।

তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ ॥
তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ॥

* এস্থানে আধারাধেয় লক্ষণা দ্বারা আধার ওষধিতে [illegible] উপচার [illegible]

। কঠশ্রুতিঃ॥
তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥
কঠশ্রুতিঃ॥

সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

প্রশ্ন—পরমেশ্বরের সৃষ্টি রচনার কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর—তিনি যে কি কারণে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কোন প্রকারে বুদ্ধিগম্য হয় না, এবং ইহাতে বুদ্ধির চালনা করাও বৃথা, যেহেতু তাহা জানিলেও বিশেষ ফল নাই; এনিমিত্তে শাস্ত্রেও ইহার কোন নির্দ্দেশ নাই।

প্রশ্ন—তাঁহার স্বরূপ জানা যায় কি না?

উত্তর—বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া প্রতীতি হয় যে এক জন কারণ স্বরূপ পরমেশ্বর আছেন, এবং তিনি অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ, যেহেতু জ্ঞান বিনা এরূপ আশ্চর্য্য জগতের রচনা সম্ভব হয় না। ইহার প্রমাণ যথা

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥
তৈত্তিরীয়োপনিষদ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম॥
তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ॥

কিন্তু সে অনন্ত জ্ঞান স্বরূপতঃ কি প্রকার তাহা বুদ্ধিতে ধারণা করা যায় না, এনিমিত্তে শ্রুতিতে আছে, যে

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥

প্রশ্ন—পুরাণ তন্ত্রে শিব প্রভৃতিকে কি নিমিত্তে ঈশ্বর বলিয়াছেন?

উত্তর—নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনাতে অসমর্থ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ধ্যানের জন্যে নিমিত্তেই কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন; বরঞ্চ তাহাতে সমর্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি সাকার উপাসনা করিতে নিষেধ আছে।

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥
ভাগবতং॥

প্রশ্ন—পরমেশ্বরকে বেদে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়াছেন কেন?

উত্তর—বেদে যে পরমেশ্বরকে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, যে জড়পদার্থ জ্যোতি দ্বারা যে প্রকার জ্যোতিহীন অন্য দ্রব্য সকল প্রকাশ পায়, সেইরূপ জ্যোতি পর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থ পরমেশ্বর দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। যথা

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি কি প্রকারে হইতে পারে?

উত্তর—তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি হইতে পারে না, যেহেতু

ন তস্য প্রতিমা অস্তি॥
শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়োমনুষ্যঃ।
বিত্ত দ্বারা মনুষ্য তৃপ্ত হয়েন না॥

যে প্রকার অজ্ঞ ব্যক্তিরা দূর হইতে কোন পর্ব্বতকে দেখিয়া সূর্য্য আভাতে তাহাতে নানাবিধ মনোরম রত্ন প্রভৃতি বোধ করেন, সেই প্রকার বিষয়াবৃত ব্যক্তিরা দূর হইতে অপ্রাপ্ত বিত্তকে দেখিয়া তাহাতে অপূর্ব্ব অসম্ভব সুখ সমূহ কল্পনা করেন। কিন্তু নানা ক্লেশে সেই বিত্ত হস্তগত হইবা মাত্র তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার সুখাশ্বাসে ততোধিক বিত্তের উপার্জ্জন জন্য ব্যগ্রচিত্ত হয়েন। এই প্রকার বিষয়তৃষ্ণা কোনমতে বিষয় দ্বারা নিবৃত্তি হয় না।

এই বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্তি না হওয়াতে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ নির্ব্বাহ হইতেছে। [illegible]

স্থানে প্রচুর উত্তম উত্তম সুখাদ্য ফলাদি উৎপন্ন করিয়া এবং নানাবিধ উত্তম শোভান্বিত বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া অধিকতর ঐশ্বর্য্যেচ্ছু বণিকের দ্বারা উচিত মত দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করাতে আমরা এই এক স্থানে বসিয়া কত দেশের কত প্রকার দ্রব্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট হইতেছি। অধিকতর উচ্চপদাভিলাষি রাজপুরুষেরা স্ব স্ব কর্ম্ম নিয়মানুসারে সাবধান পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করাতে আমরা দুর্জ্জন তস্করাদি হইতে নির্ভয়ে কাল যাপন করিতেছি। অধিকতর যশ আকাঙ্ক্ষি পণ্ডিতেরা বহু প্রয়াসে দেশের উপকার জনক নানা বিধ গ্রন্থাদি প্রস্তুত করাতে তদ্দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইতেছি।

এই প্রকার যে ব্যক্তিরা ধন,ঐশ্বর্য্য,যশঃ প্রভৃতি প্রাপ্তির নিমিত্তে দেশের উপকার করেন, তাঁহারদিগের হইতে তাঁহারা জ্ঞানি ও সুখি, যাঁহারা কেবল দেশের উপকার করিবার নিমিত্তে ধন ঐশ্বর্য্যের প্রার্থনা করেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ৷৷

সংবাদ।

অতিশয় দুঃখে মগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহ লোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

তং পরং পরমেশ্বরং অমৃতানন্দরূপং পরাৎপরং পরমজ্ঞানং বয়ং স্মরামহে বয়ং ভজামহে কারণং জনগণ মানস পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং।

অস্য নিয়মে দিনকর আভাতি, সুধাংশুঃ সঞ্চরতি খে, মহতোঽস্য ভয়ে পবনশ্চলন্ সঞ্জীবয়তি। বয়ং স্মরামহে বয়ং ভজামহে পরমং জনগণ মানস পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং।

বিজ্ঞাপন।

বিনা বেতনে ডাক দ্বারা কোন পত্র তত্ত্ববোধিনী সভাতে প্রেরিত হইলে তাহা গৃহীত হইবেক না।

বিজ্ঞাপন।

যে কোন সভ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রাপ্ত না হইবেন, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয়কে জানাইলে তদ্রূপ ঘটনা আর না হইবার উপায় হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীকালীকুমার রায়, হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীমোহন ঘোষ, কালীতারণ সেন, এবং হরিশ্চন্দ্র ঘোষাল মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে সভ্যশ্রেণী হইতে রহিত হইলেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ "কস্যচিৎ সভ্যস্য" এই স্বাক্ষরিত এক পত্র আমারদিগের নিকটে উত্তর দিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহার উত্তর দেওয়া যাইত, কিন্তু সে পত্রের অর্থের স্ফূর্ত্তি হইল না, অতএব তৎপত্র প্রেরক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্পষ্টরূপে তাঁহার মনের ভাব লিখিয়া পাঠাইলে যথা সাধ্য উত্তর দেওয়া যাইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় ভাগ
২১ সংখ্যা
১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবন বৃত্তান্ত।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকের ২৯ মাঘ বুধবারে পালপাড়া নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে খ্যাত ছিলেন; মধ্যম পুত্রের নাম রামধন বিদ্যালঙ্কার, তিনি স্মৃতি শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট রূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং আপন গৃহেতেই অধ্যাপনা করিতেন; তৃতীয় পুত্রের নাম রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য; এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র স্বীয় গ্রামেই অধ্যয়ন পূর্ব্বক কাশী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। পরন্ত প্রত্যাগমনানন্তর প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শান্তিপুরস্থ রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি যোগ্যাদি আচার্য্যের নিকটে স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করি-

পরন্ত হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী দেশ পর্য্যটন করত রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ কালেক্টরির দেওয়ান রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহার শাস্ত্র চর্চ্চা বিষয়ে অত্যন্ত আমোদ প্রযুক্ত তীর্থস্বামিকে মহা সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। স্বভাবতঃ গাঢ় জ্ঞানৈষণা ও স্বদেশের মঙ্গলাভিলাষ প্রযুক্ত রামমোহন রায় বিষয় কর্ম্মে জড়িত থাকিতে অসম্মত হইয়া রঙ্গপুরের কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থস্বামিকে সমভিব্যাহারি করিয়া ১৭৩৪ শকে কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। এই কালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অন্য অন্য ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার বিরাগ প্রকাশ করাতে, এবং তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়াতে, তিনি অত্যন্ত বিপদাক্রান্ত হয়েন, এপ্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত তীর্থস্বামী রাজার নিকটে তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান্, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন প্রযুক্ত রাজা তাঁহাকে মহা সম্ভ্রম পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমভিব্যাহারি শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক এক জন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের

প্রয়োজক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মেধা বশতঃ অত্যল্প কাল মধ্যে উক্ত শাস্ত্রে অসাধারণ সংস্কারাপন্ন হইলেন। প্রথমতঃ তিনি বঙ্গভাষাতে এক অভিধান ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রের একখণ্ড প্রকাশ করেন, এবং তাহা বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক পরিবারের বাসের জন্য শিমুলিয়াস্থ হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরে এক বাটী ক্রয় করেন। পরন্তু তিনি রাজার নিকটে ক্রমশঃ অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার বিশেষ আনুকূল্য দ্বারা হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক কয়েক জন ছাত্রকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার শাস্ত্র জ্ঞান এপ্রকার উজ্জ্বল হইল, যে সাকার উপাসকদিগের সহিত রাজার যে সকল শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনিই প্রধান সহযোগী ছিলেন— রাজা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেন না। এবম্প্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা জন্য তিনি ক্রমশঃ অত্যন্ত মান্য ও বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ যত্ন দ্বারা মাণিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনা জন্য ক্ষুদ্র আকারে আত্মীয় সভা নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রহ্ম জ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যান করিতেন। পরে যখন ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে ব্রাহ্মসমাজ যোড়াসাঁকোস্থ বর্ত্তমান গৃহে স্থাপিত হইল, তখন তিনি তাহার এক জন অধ্যক্ষ হইলেন, এবং তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক ব্যাখ্যান দ্বারা স্বদেশস্থ লোকদিগকে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রদান করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতার সংস্কৃত কালেজে স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে তিনি তাহাপ্রাপ্তির নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং অন্য যে যে পণ্ডিত তজ্জন্য প্রার্থি হয়েন, তন্মধ্যে তিনিই পরীক্ষা দ্বারা শ্রেষ্ঠরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং [illegible]

নিযুক্ত থাকিয়া বহুছাত্রকে স্মৃতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। পরন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কোন ইংরাজের অপ্রণয় থাকাতে তিনি এক ব্যবস্থা উপলক্ষে রাজার সহযোগি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি অনর্থক অপবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করাইলেন। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষি জানিয়া সেই ব্যবস্থা পত্রে অন্য অন্য মহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের নাম স্বাক্ষরিত করাইয়া তাহা ইংলণ্ড দেশস্থ কোর্ট আব ডিরেক্টর্স নামক বিচারালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক বিচার প্রার্থনা করিলেন। তত্রস্থ ন্যায়বান্ অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিরপরাধি করিলেন, এবং তাঁহাকে তৎপদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করণার্থ অত্রস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের প্রতি অনুমতি দিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কোর্ট আব ডিরেক্টর্স হইতে নিষ্কৃতি পত্র প্রাপ্ত হইয়া অত্রস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের নিকটে উপস্থিত করিলেন, কিন্তু তৎকালে সে কর্ম্মে অন্য লোক নিযুক্ত থাকাতে তাঁহারা তাঁহাকে সে পদে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া আশ্বাস করিলেন যে তাঁহারদিগের অধীনে তাঁহার উপযুক্ত প্রথম যে পদ শূন্য হইবে তাহাতেই নিযুক্ত করিবেন। ফলতঃ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় শাস্ত্রালোচন জন্য এবং ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যাতৃত্ব কর্ম্ম সম্পাদন জন্য অন্যত্র গমনে অসম্মত হইয়া এই নগরস্থ সংস্কৃত কালেজের সম্পাদকীয় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যদিও তাঁহার যাবৎ জীবন পর্য্যন্ত সাধারণ রূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য যত্নশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তে ইহা সর্ব্বদা জাগ্রৎ ছিল, যে বিধিবৎ প্রতিজ্ঞা সহিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সে ধর্ম্মের স্থৈর্য্য হইতে পারে না, এবং তদনুসারে পূর্ব্বে একবার রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী হইয়া এই রূপ বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনা লোকদিগকে উপদেশ করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে অনাচারের প্রাবল্য ও দ্বেষের আধি- [illegible] সাহসী হইলেন না।

সম্প্রতি যখন জ্ঞান বলে লোকের মন সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের উপযুক্ত হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার মানস সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আচার্য্য রূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচার করিবার জন্য ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে প্রথমতঃ একবিংশতি ব্যক্তিকে উক্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট করিলেন, এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মাদিগের সম্মুখে যে মহানন্দ ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম আছে।

তদনন্তর তিনি ১৭৬৫ শকের মাঘ মাসে পক্ষাঘাত রোগে পীড়িত হইলেন। তদবধি ইংরাজ ও বাঙ্গালি চিকিৎসক দ্বারা অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপশম না হইয়া শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি অনুভব করিলেন, যে কাশী অঞ্চলের জল বায়ু সুস্থতাদায়ক, এবং তথায় উত্তম উত্তম মোসলমান চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা হইবারও সম্ভাবনা, অতএব তিনি ১৭৬৬ শকের ৯ ফাল্গুণ বুধবার দিবা নয় ঘণ্টার সময়ে কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পরমেশ্বর তাঁহাকে পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন, এবং তিনি ছয় কন্যা মাত্র বর্ত্তমান রাখিয়া গত ২০ ফাল্গুণ রবিবার দিবা অষ্ট ঘণ্টার সময়ে মুরশিদাবাদে ৫৯ বৎসর ২১ দিন বয়ঃক্রমে ইহ লোক হইতে অবসৃত হইলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচার শক্তি যে প্রকার প্রধান ছিল, এবং বঙ্গ ভাষাতে রচনা ও বক্তৃতা বিষয়ে তাঁহার যেরূপ নৈপুণ্য ছিল তাহা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যাখ্যানেই ব্যক্ত আছে। যে জ্ঞান সুখ স্বয়ং লাভ করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশস্থ লোকদিগের প্রতি বিতরণ করিবার জন্য মহোৎসাহী ছিলেন, এবং তাঁহার তাবৎ জীবন সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের নিমিত্তে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। আপন দেশে পরমেশ্বরের উপাসনা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার এ প্রকার দৃঢ় উৎসাহ ও গাঢ় যত্ন ছিল, যে অতিশয় [illegible] প্রতিবন্ধক সকল উপস্থিত হওয়াতেও তিনি ক্ষণ কালের নিমিত্তে তাহা হইতে নিরস্ত হয়েন নাই। পরন্তু সচ্চরিত্র তাঁহার এই সকল গুণের অলঙ্কার ছিল। জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্ন চিত্ত, পরহিতৈষী এবং শীলতা দ্বারা সকলের সন্তোষ জনক ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার তিতিক্ষা অতি অসাধারণ ছিল; জীবৎমানে তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যার মৃত্যু হয়, কিন্তু সে সকল ঘটনাকে তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন জানিয়া তাঁহার অত্যন্ত সহিষ্ণুতা প্রযুক্ত এক দিনের নিমিত্তেও বিশেষ রূপে চঞ্চল চিত্ত হয়েন নাই।

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৭ মাঘ ১৭৬৬ শক।

প্রথম প্রকরণ।

অষ্টমাধ্যায়।

রসেন্দ্রিয় জিহ্বাদির সহিত রসবান্ দ্রব্যের সংযোগ হইলে যে প্রকার স্বাদু জ্ঞান হয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকাতে আঘ্রেয় দ্রব্যের পরমাণু সকল লগ্ন হইলে সেই প্রকার গন্ধের অনুভব হয়। এই উভয় ইন্দ্রিয়ের রচনাতে জগদীশ্বর কি সুখ বিধায়ক কৌশল সকল প্রকাশ করিয়াছেন! তাহারদিগকে পরস্পর নিকটবর্ত্তি করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা স্বাদু গ্রহণ কালে পীড়াজনক গলিত দ্রব্যের দুর্গন্ধ জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছি, এবং সুগন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ দ্বারা আস্বাদন সুখ দ্বিগুণ হইতেছে; ক্ষুধার সহিত তাহারদিগের এ প্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ করিয়াছেন, যে ক্ষুধাকালে যে দ্রব্যকে অমৃত তুল্য সুস্বাদু জ্ঞান হয়, ক্ষুধা নিবৃত্তি পরে যখন অতিরিক্ত আহার দ্বারা পীড়ার সম্ভাবনা হয়, তখন সেই দ্রব্যকে বিস্বাদু বোধ হয়, এবং তাহার ঘ্রাণ পর্য্যন্ত গ্লানিজনক হয়, এই সঙ্কেত দ্বারা আমরা পান ভোজনের পরিমাণ অনায়াসে জানিয়া শরীরের সুস্থতা বিধান করিতেছি। অন্য অন্য প্রয়োজন অপেক্ষা সুখ্য [illegible] বিতরণের জন্যই পরমেশ্বর এই

দুই ইন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঘ্রাণ বিনা পদ্মের নাম কি মনোহর হইত? স্বাদু বিনা আম্র ফল কি এই রূপ আহ্লাদের কারণ হইত? এবং উদ্যানের স্মরণে চিত্তে কি এই প্রকার প্রফুল্লতার উদয় হইত? বিশেষতঃ এই সকল সুগন্ধি ও সুস্বাদু দ্রব্য এক প্রকার নহে — শত প্রকারও নহে; দেশ বিশেষে, স্থান বিশেষে বিচিত্র রচনা দ্বারা অগণ্য প্রকার সুখ সেব্য বস্তুতে জগদীশ্বর পৃথিবীকে পরিপূর্ণা করিয়াছেন। বসন্ত কালের নানা বিধ কুসম সৌরভ, এবং গ্রীষ্ম শরদাদি কালের বিচিত্রস্বাদু সস্য ফলোৎপত্তি স্মরণ করিলে পরমেশ্বরের অপার দয়া কাহার না হৃদয়ঙ্গম হয়?

ইহা সত্য যে এ পৃথিবীতে দুর্গন্ধি ও বিস্বাদু বস্তুও আছে, কিন্তু তাহাতেও ঈশ্বরের করুণারই প্রকাশ দেখিতেছি। অপরিষ্কৃত দ্রব্য লিপ্ত বায়ু সেবন দ্বারা পীড়ার সম্ভাবনা হয়, অতএব কৃপাবান্ পরমেশ্বর সেই দ্রব্যকে দুর্গন্ধি যুক্ত করিয়াছেন, যে আমরা তদ্দ্বারা সাবধান হইয়া সেই পীড়াদায়ক বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ থাকি। গলিত দ্রব্যের ভক্ষণ দ্বারাও রোগোৎপত্তি হয়, অতএব তিনি তাহাতে বিস্বাদু প্রদান করিয়াছেন, যে তৎ প্রযুক্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমরা শরীরের স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করি। অতএব ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোন দ্রব্য কি অহিতকারী আছে?

জগদীশ্বর কি সূক্ষ্মরূপে— কি আশ্চর্য্য রূপে এই উভয় ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে পরিমাণ করিয়াছেন। যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয় এইক্ষণকার অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক বল ধারণ করিত, তবে যে সকল দুর্গন্ধি দ্রব্য দূরস্থ প্রযুক্ত তাহার অল্পমাত্র পরমাণু নাসিকাতে লগ্ন হওয়াতে এইক্ষণকার অল্প ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা তাহার গন্ধ অনুভূত হইতেছে না, ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তাহার সেই অল্প পরমাণুই সর্ব্বদা দুর্গন্ধ দায়ক হইত; এবং যে সকল অল্প দুর্গন্ধি লোকালয়ের সকল স্থান হইতে পরিত্যাগ করা অসাধ্য, তাহাও সহস্র গুণ হইয়া সর্ব্বক্ষণ মহা বিরক্তির কারণ হইত। এই রূপ ঘ্রাণ শক্তি যদি সহস্র গুণ অল্প হইত, তবে যে সকল নিকটস্থ দুর্গন্ধি বস্তু মিশ্রিত বায়ু সেবন দ্বারা সহসা পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে, তাহার দুর্গন্ধি অনুভূত হইত না, সুতরাং অসাবধান প্রযুক্ত সেই পীড়া দায়ক দ্রব্যের অণু সকল দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে শরীরের অসুস্থতা জন্মাইত; এবং যে সকল দ্রব্যের মনোহর সৌরভ দ্বারা যথেষ্ট রূপে চিত্ত আমোদিত হইতেছে, ঘ্রাণ শক্তির হ্রাসতা প্রযুক্ত এইক্ষণকার ন্যায় তাহার প্রচুর সুগন্ধ অনুভব করিতে অসমর্থ হইলে পৃথিবীর কত সুখ হইতে বঞ্চি থাকিতাম। এই প্রকার রসেন্দ্রিয়ের শক্তিও অন্যথা হইলে মহা দুঃখের কারণ হইত; যে সকল উপকারি বস্তুর স্বাদু এইক্ষণে কিঞ্চিৎ কটু বোধ হয়, আমারদিগের রস গ্রহণ শক্তি শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া তাহা শত গুণ কটু হইলে রসনাতে কি স্পর্শ করিতে পারিতাম? অনেক বিধ ভক্ষ্য পেয় বস্তুতে কিয়ৎ পরিমাণে লবণ মিশ্রিত হইলে তদ্দ্বারা সুস্থতা জন্মে, কিন্তু রসেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত বল দ্বারা লবণ রসের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা হইলে তাহাকে জিহ্বাতে সংলগ্ন করিতেও অশক্ত হইতাম, সুতরাং তাহাতে শরীরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারিত। এইরূপ স্বাদু শক্তি হ্রাস হইলেও অনেক অমঙ্গলের সংঘটনা হইত; বিস্বাদু প্রযুক্ত যে সকল পীড়া জনক গলিত দ্রব্য এইক্ষণে ভক্ষণ না করি, স্বাদু শক্তি শত গুণ অল্প হইলে তাহার বিস্বাদু সম্যক্‌রূপে অনুভূত হইত না, সুতরাং তাহা ভক্ষণ করিয়া পীড়াগ্রস্ত হইতাম; এবং যে সকল সুস্বাদু দ্রব্যের আস্বাদ দ্বারা এইক্ষণে প্রচুর রূপে পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহারদিগেরও উপযুক্ত স্বাদু গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কত আস্বাদন সুখে বঞ্চিত থাকিতাম।

অতএব যে পুরুষ এই উভয় ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া আমারদিগের প্রতি প্রচুর আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, এবং যিনি ইহারদিগের পরিমাণ মাত্রে এ প্রকার অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে যেন নিমেষের নিমিত্তেও বিস্মৃত না হই।

কঠোপনিষৎ ॥

প্রথমা বল্লী ॥

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকং ॥ ৭ ॥

স এবমুক্তঃ পিতাত্মনঃ সত্যতায়ৈ প্রেষয়ামাস। স চ যমভবনং গত্বা তিস্রো রাত্রীরুবাস যমে প্রোষিতে। যমস্য প্রোষ্যাগতস্য অমাত্যা ভার্য্যা বা উচুর্ব্বোধয়ন্তঃ। 'বৈশ্বানরঃ' অগ্নিরেব সাক্ষাৎ 'প্রবিশতি' অতিথিঃ' 'সন্ ব্রাহ্মণঃ গৃহান্' দহন্নিব। 'তস্য দাহং শময়ন্ত ইবাগ্নেঃ এতাং পাদ্যাদিদানলক্ষণাং 'শান্তিং কুর্ব্বন্তি' সন্তঃ অতঃ 'হর' আহর হে 'বৈবস্বত' 'উদকং' ॥ ৭ ॥

পিতাকে এইরূপ কহিলে সেই পিতা আত্ম সত্য পালনের নিমিত্তে সেই নচিকেতা পুত্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন। নচিকেতা যম লোকে যাইয়া ত্রিরাত্রি বাস করিলেন, যেহেতু তৎকালে যম ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন; সেই যম পুনরাগমন করিলে তাঁহার পরিজন সকল তাঁহাকে কহিতেছেন। অতিথি রূপ ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন, সাধু ব্যক্তিরা অতিথিকে পাদ্যাদি দ্বারা শান্তি করেন। অতএব হে যম, তুমি এই অতিথির পাদ প্রক্ষালনের জল আনয়ন কর ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য ॥

জীবের নানা অবস্থার মধ্যে দেহ গ্রহণ করা অর্থাৎ জন্ম যেমত প্রধান এক অবস্থা, দেহ পরিত্যাগ করা অর্থাৎ মৃত্যু তদ্রূপ তাহার আর এক প্রধান অবস্থা মাত্র; ইহাতে জীব যেমন পদার্থ সেরূপ তাহার অবস্থা কিছু পদার্থ নহে, কিন্তু এস্থলে আখ্যায়িকাতে পুরুষ রূপে মৃত্যু কল্পিত হইয়াছেন যাঁহার অধিকার এই যে দেহকে নিয়ত ভঙ্গ করেন। বাস্তবিক যে মৃত্যু নামে কোন পুরুষ আছেন, তাঁহার থাকিবার বিশেষ স্থান আছে, ও তাঁহার পরিবার আছে, এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে জীবের মৃত্যু হইতেছে, ইহা কিছু শ্রুতির বলিবার তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু আখ্যায়িকা দ্বারা গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণই তাঁহার বক্তব্য হইয়াছে। জীবের মৃত্যু অবস্থা থাকাতে সুনিয়মে সংসার নির্ব্বাহ হইতেছে, নতুবা অন্নাদি অভাবে সংসারে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইত, অতএব যম শব্দে মৃত্যু উক্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ্বৃংক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসোযস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে ॥ ৮ ॥

যতশ্চাকরণে প্রত্যবায়ঃ শ্রূয়তে। অনির্জ্ঞাতার্থপ্রার্থনা আশানির্জ্ঞাতার্থপ্রাপ্তিপ্রতীক্ষণং প্রতীক্ষা তে 'আশাপ্রতীক্ষে' 'সঙ্গতং' সৎসংযোগজম্ফলং 'সূনৃতাং' চ সূনৃতা প্রিয়া বাক্ তন্নিমিত্তঞ্চ 'ইষ্টাপূর্ত্তে' ইষ্টংযাগজম্ফলং পূর্ত্তমারামাদিক্রিয়াজম্ফলং 'পুত্রপশূন্ চ' পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চ 'সর্ব্বান্' 'এতৎ' সর্ব্বং যথোক্তং বৃংক্তে আবর্জ্জয়তি নাশয়তীত্যেতৎ 'পুরুষস্য' 'অল্পমেধসঃ' অল্পপ্রজ্ঞস্য 'যস্য গৃহে' 'অনশ্নন্' অভুঞ্জানঃ 'ব্রাহ্মণঃ' বসতি। তস্মাদনুপেক্ষনীয়ঃ সর্ব্বাবস্থাস্বপ্যাতিথিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যে অল্প বুদ্ধি পুরুষের গৃহেতে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত হইয়া বাস করেন, সেই পুরুষের আশা, প্রতীক্ষা, সৎসঙ্গাধীন ফল, যাগাদি জন্য ফল, এবং পরোপকারার্থ কূপ তড়াগাদি নির্ম্মাণ জন্য ফল প্রভৃতিকে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ নষ্ট করেন ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য ॥

অতিথির ক্ষুৎ পিপাসা শান্তি যথা সাধ্য যে গৃহস্থ না করেন তাঁহার সমূহ সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়; ইহার দ্বারা শ্রুতি বিধি দিতেছেন, যে অতিথি সেবা গৃহস্থের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অতিথি কাহাকে বলে তাহা মনুর তৃতীয় অধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে প্রাপ্ত হইতেছে; "একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। অনিত্যং হি স্থিতোযস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥" অর্থাৎ এক দিবা রাত্রি মধ্যে ভোজনাদি করত যিনি গৃহস্থের বাটীতে বসতি করেন তাঁহাকে অতিথি শব্দে কহা যায়। এক গ্রামবাসী ব্যক্তি অতিথি শব্দে বাচ্য হয়েন না, অর্থাৎ পথিক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে অতিথি বলা যায় না। "নৈকগ্রামীণমতিথিং।" † যে কোন ব্যক্তি আতিথ্য লোভ বশতঃ গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয়েন, তিনিও যথার্থ অতিথি নহেন, যেহেতু এ প্রকার ব্যক্তির নিন্দা মনুতে প্রাপ্ত হইতেছে। "উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ। তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদিদায়িনাং ॥" ‡ অতএব যে পথিক অন্নাদি

† মনু ৩ অধ্যায় । ১০৩ শ্লোক ॥

‡ মনু ৩ অধ্যায় । ১০৪ শ্লোক ॥

অভাব প্রযুক্ত বিপদাক্রান্ত হইয়া তৎকালের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা শান্তি জন্য কোন গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয়েন, তাঁহাকেই অতিথি শব্দে বলা যায়। বিশেষ রূপে অতিথি সেবা করিবেক. ইহাতে অন্য ব্যক্তিকে যথা সাধ্য ভোজনাদি করাইতে নিষেধ নাই, বরঞ্চ শাস্ত্রে আদেশই আছে। "ইতরানপি সখ্যাদীন্ সম্প্রীত্যা গৃহমাগতান্। সৎকৃত্যান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎসহভার্য্যয়া"* ॥ ৮ ॥

প্রেরিত প্রশ্ন।

"কস্যচিৎ সভ্যস্য" এই স্বাক্ষর বিশিষ্ট এক পত্রে কোন ব্যক্তি ৪৭ প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার প্রথম অষ্ট প্রশ্নের উত্তর পশ্চাতে যথা সাধ্য দেওয়া যাইতেছে। স্থানাভাব প্রযুক্ত অবশিষ্ট প্রশ্ন সকলের উত্তর অদ্যাকার পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলাম।

১ প্রশ্ন—বেদ শাস্ত্র নিত্য কি না ?

উত্তর—জন্ম মৃত্যু শূন্য যে বস্তু তাহাকেই নিত্য শব্দে বলা যায়, স্বতরাং বেদকে নিত্য বলা যায় না কারণ শ্রুতিতে বেদের উৎপত্তি দৃষ্ট হইতেছে ;

তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবোদক্ষিণাশ্চ।
সম্বৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

অস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদঃ॥
শঙ্করাচার্য্যধৃতশ্রুতিঃ॥

অতএব শ্রুতিতে যখন বেদের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, তখন তাহা কদাপি কূটস্থ নিত্য নহে ; কিন্তু বহু কাল স্থায়ি প্রযুক্ত কোন কোন মুনিরা তাহাকে আপেক্ষিক নিত্য বলিয়াছেন। কূটস্থ নিত্য এক বস্তু ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। "নিত্যোঽনিত্যানাং" সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে তিনিই কেবল নিত্য, এবং যিনি নিত্য তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং" একই কেবল তাঁহার দ্বিতীয় নাই।

২ প্রশ্ন—স্মৃতি নিগমাদি¶ শাস্ত্র বেদের অঙ্গ কি না ?

উত্তর—বেদের অর্থকে স্মরণ করিয়া মুনিরা যাহা লিখিয়াছেন তাহাকে স্মৃতি শব্দে বলা যায়।

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং॥
বৃহস্পতিবচনং॥

পঠ্যমানবেদার্থং সম্যগজ্ঞাত্বালোকহিতায় উপনিবন্ধনান্।
কুল্লূকভট্টঃ॥

শিব পার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তর ঘটিত গ্রন্থ তন্ত্র নামে খ্যাত হয়। কিন্তু স্মৃতি তন্ত্রাদি বেদের অঙ্গ নহে। বেদের এই ষড় অঙ্গ মাত্র ; যথা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ্।

৩ প্রশ্ন—মূলের নিত্যতায় তদঙ্গের নিত্যতা সিদ্ধ কি না ?

উত্তর—ঈশ্বর প্রণীত মূল শাস্ত্র বেদের উৎপত্তি জন্য যদি তাহার অনিত্যতা সিদ্ধ হইল, তবে মনুষ্য কৃত বেদাঙ্গ ব্যাকরণাদি যে অনিত্য তাহার সংশয় কি ?

৪ প্রশ্ন— স্মৃতি আগম পুরাণাদি শাস্ত্র মান্য কি না ?

৫ প্রশ্ন—উক্ত শাস্ত্রাদির বচন গ্রাহ্য কি না ?

উত্তর—অবিভাগে বেদবাক্য মাত্রই প্রমাণ্য, বেদার্থানুযায়ী যে স্মৃতি তাহাও স্বতরাং মান্য, এবং বেদ সম্মত বা বেদাবিরোধী যুক্তি যুক্ত যে পুরাণ তন্ত্র তাহাও অবশ্য মান্য।

৬ প্রশ্ন—বেদ স্মৃতি আগমাদি শাস্ত্রে গঙ্গাতে জ্ঞানেতে কাশ্যাদিতে মরণে মুক্তি উক্ত হইয়াছে কি না ?

---

* মনু ৩ অধ্যায় ১১৩ শ্লোক॥

¶ নিগম এবং আগম শব্দে বেদ শাস্ত্র উক্ত হয়েন, তন্ত্র শাস্ত্রও আপনাকে কোন স্থানে আগম শব্দে এবং কোন স্থানে নিগম শব্দেও বলিয়াছেন। এস্থলে পরস্পর প্রশ্নের পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রশ্ন কর্ত্তা কর্ত্তৃক আগম নিগম যে তন্ত্র শাস্ত্রই অভিপ্রেত হইয়াছে, তাহা বোধ হইতেছে॥

৭ প্রশ্ন — উক্ত মুক্তির প্রতি সংশয় আছে কি না?

উত্তর—বেদ স্পষ্ট রূপে ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন, যে তত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত কোন প্রকারে মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

তমাত্মস্থং যেনু পশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং ॥
শ্রুতিঃ ॥

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥
শ্রুতিঃ ॥

নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥
শ্রুতিঃ ॥

অতএব শ্রুতিতে স্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইল, যে কেবল তত্ত্ব জ্ঞানেই মুক্তি হয়, তদ্ভিন্ন কোন প্রকারেই মুক্তি হইতে পারে না। ইহাতে যদি কোন স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রে এমত বাক্য প্রাপ্ত হয় যে কাশ্যাদি স্থানে মৃত্যু হইলেও মুক্তি হয়, তবে তাহার এই বাক্যের সহিত শ্রুতি বাক্যের বিরোধ হেতু শ্রুতি বাক্যই গ্রাহ্য।

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী ॥
জাবালঃ ॥

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃ স্মৃতাঃ ॥
মনুঃ ১২। ৯৫ ॥

উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাককালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ ॥
মনুঃ ১২। ৯৬ ॥

বিশেষতঃ পুরাণ তন্ত্রাদির যদিও কোন স্থানে এমত বাক্য থাকে যে কাশ্যাদি স্থানে মৃত্যু হইলেও মুক্তি হয়, তাহাও অবশ্য স্থান বিশেষের মাহাত্ম্য প্রকাশক স্তুতিবাদই হইবেক। যেহেতু তত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত কেবল কাশ্যাদি স্থানে মৃত্যুর ফল মুক্তি যদি সে সকল বাক্যের তাৎপর্য্য হইত, তবে তাহাতে পুনর্ব্বার এরূপ বচন সকল থাকিত না।

তোয়ং বিনা যথা নাস্তি পিপাসানাশকারণং
তমোহন্তা যথা নাস্তি ভাস্করেণ বিনা প্রিয়ে ॥
বিনা বহ্নিপ্রয়োগেন যথা কিঞ্চিন্ন পচ্যতে।
বিনা চন্দ্রেণ দেবেশি সুধাবৃষ্টির্ন জায়তে ॥
মাতৃগর্ভং বিনা কান্তে উৎপত্তির্ন যথা [illegible]

৮ প্রশ্ন — কাশ্যাদিতে মৃত্যু, গঙ্গামৃত্যু জন্য মুক্তির অভাব; জ্ঞান জন্য মুক্তি, কাশ্যাদি মরণ জন্য মুক্তির অভাব দর্শে কি না?

উত্তর—প্রশ্ন কর্ত্তার এই অভিপ্রায় বোধ হইতেছে, যে তত্ত্ব জ্ঞান, এবং গঙ্গামৃত্যু, কাশীমৃত্যু, ইত্যাদি মুক্তির পৃথক্ পৃথক্ কারণ যদি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হয়, তবে এক কারণ দ্বারা মুক্তির সম্ভাবনা প্রযুক্ত অন্য কারণ দ্বারা মুক্তির অভাব হয় কি না? ইহা কদাপি সম্ভব নহে; যেহেতু যদিও দুই তিন পৃথক্ উপায় দ্বারা মুক্তির সম্ভাবনা থাকিত, তথাপি এক উপায় দ্বারা মুক্তি হইলে অন্য অন্য উপায় দ্বারা মুক্তির অভাব হইত না। যে ব্যক্তি যে উপায়কে অবলম্বন করিত, সে ব্যক্তি সেই উপায় দ্বারাই কৃতার্থ হইত। কিন্তু যখন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য তাহার বিপরীত এই দৃষ্ট হইতেছে, যে তত্ত্ব জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায় দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না, তখন জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য সকল উপায় অবশ্য নিষ্ফল হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামি ৩০ বৈশাখ রবিবার বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, তাহাতে ১৭৬৬ শকের নিয়ম পত্রের ৩২ নিয়মানুসারে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণ রূপে সভ্যদিগকে অবগত করা যাইবেক, এবং অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মিত্র মহাশয়ের পদ শূন্য হইবেক, অতএব অন্য এক জন নূতন অধ্যক্ষ নিযুক্ত জন্য বিবেচনা হইবেক।

দশ জন সভ্য দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে আগামি সাম্বৎসরিক সভাতে সহকারি সম্পাদকের বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে বিবেচনা হইবেক, এবং ১৭৬৬ শকের

১৭। ১৭। ৩৩ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হইবেক।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

যথা সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং। আপনি যথা নিয়ম সভ্যগণকে বিজ্ঞাপন করিবেন, যে আগামি সাম্বৎসরিক সভাতে সহকারি সম্পাদকের বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে বিবেচনা হয়, এবং ১৭৬৬ শকের নিয়ম পত্রের পশ্চাল্লিখিত ২। ৪। ৮। ১৩। ১৪। ১৭। ৩৩ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হয়।

২। তত্ত্ববিদ্যা বিস্তার নিমিত্ত পাঠশালা স্থাপন হইবেক।

৪। পোষক ভিন্ন কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবেক না।

৮। এক মাসের অনধিক দিবসের নিমিত্তে প্রতিনিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ ও প্রতিনিধি সম্পাদক অধ্যক্ষদিগের মতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

১৩। কর্ম্মচারি মাত্রকে অধ্যক্ষেরা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

১৪। সম্পাদকের অনুমতি ব্যতীত সভা ভিন্ন কোন ব্যক্তির নিকট দানস্বাক্ষর পুস্তক প্রেরিত হইবেক না।

১৭। পাঠশালা নিমিত্তক পুস্তক ভিন্ন যে কোন পুস্তক সভা হইতে মুদ্রিত হইবে তাহা প্রত্যেক সভ্য একখান প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু যে সভ্যের মত যত দিন পর্য্যন্ত গ্রহণ যোগ্য না হইবে, তত দিনের বা পূর্ব্বের মুদ্রিত পুস্তক তিনি প্রাপ্ত হইবেন না।

৩৩। সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনমিতি ২২ চৈত্র ১৭৬৬।

শ্রীভবানীচরণ সেন প্রভৃতি দশ জন সভ্য

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ পুস্তক বদ্ধ হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে। এক ভাগ ক্রয় করিলে তাহার মূল্য পাঁচ টাকা দিতে হইবেক, এবং এক কালীন দুই ভাগ ক্রয় করিলে সমুদয় দুই ভাগের মূল্য ৮ টাকা হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

নবম সঙ্খ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আবশ্যাক হইয়াছে। যদি কেহ তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে তাহা প্রেরণ করেন, তবে তাহার মূল্য এক টাকা তাঁহাকে প্রদান করা যাইবেক।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য শ্রেণী মধ্যে পুনর্ভুক্ত হইলেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

"কস্যচিৎ হিন্দু যুবকগণের সভার সভ্য" এই স্বাক্ষর বিশিষ্ট কতিপয় প্রশ্ন আমারদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু অতি বিলম্বে প্রাপ্ত হওয়াতে স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্যকার পত্রিকাতে তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না, আগামিতে তাহার যথা সাধ্য উত্তর দেওয়া যাইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

যদিও পূর্ব্বাবধি মিশনরীদিগের দ্বারা এ দেশ মধ্যে অনেক উপদ্রব হইতেছে, কিন্তু সম্প্রতি যে তাহার এক দৃষ্টান্ত সংঘটিত হইয়াছে,এ প্রকার কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই। উমেশচন্দ্র সরকার নামক এক বালক তাহার স্ত্রীর সহিত খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে! বিশেষ আশ্চর্য্য এই,যে সে বালকের বয়ঃক্রম১৪ বৎসর এবং স্ত্রীর বয়ঃক্রম ১১ বৎসর মাত্র! যদিও পূর্ব্বে কোন কোন ব্যক্তি আপনি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়া কৌশল বা বল দ্বারা পরে তাহার স্ত্রীকেও সেই বিজাতীয় ধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছে, কিন্তু কেহ কোন কালে ঐ উমেশের ন্যায় আপনার স্ত্রীর সহিত এককালীন গৃহ হইতে বহির্গত হয় নাই। উমেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উমেশ প্রায় ৬ বৎসরাবধি ডফ সাহেবের পাঠশালাতে অধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা উপলব্ধ হয় নাই। গত ৯ বৈশাখ রবিবারে তাহার স্ত্রী ও তাহার ভ্রাতৃজায়া একত্র নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, পথমধ্যে উমেশচন্দ্র তাহার স্ত্রীকে যান হইতে গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার নিমিত্ত ডফ সাহেবের বাটীতে গমন করিলেক। উমেশচন্দ্রের পিতা শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর সরকার এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া উমেশকে আপন বাটীতে আনয়ন করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিলেন,কিন্তু কোন প্রকারে তাহাকে আনিতে পারিলেন না। তদনন্তর তিনি রাজ নিয়মানুসারে সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সুপ্রীমকোর্ট হইতেও তিনি বিচার প্রাপ্ত হইলেন না,* সুতরাং তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। এই প্রকার উমেশচন্দ্রকে মুক্ত করিবার অন্য কোন উপায় ফলদায়ক না হওয়াতে ১৬বৈশাখ রবিবারে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার ডফ সাহেবের নিকটে গিয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন যে "সুপ্রীমকোর্টে উমেশচন্দ্রের বিষয়ে যে বিচার হইয়াছিল তাহাতে সুশৃঙ্খলা হয় নাই. এক্ষণ পুনর্ব্বার বিচার প্রার্থনা করিব,অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক উমেশকে অদ্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অভিষিক্ত না করিয়া আর এক দিন মাত্র গৌণ করিলে ভাল হয়।" কিন্তু ডফ সাহেব তাঁহার সমুদয় বিনয় বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া কহি-

* কিয়ৎকাল হইল ব্রজমোহন ঘোষ নামক এক ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত না হইয়া খ্রীষ্টিয়ান হইতে প্রবৃত্ত হইলে তৎকালে সুপ্রীমকোর্টের উপযুক্ত বিচারপতি শ্রীযুক্ত গ্রান্ট ও এডওয়ার্ড রায়েণ সাহেব সকল বিরুদ্ধ বাক্যকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে পাদ্রিদিগের নিকট হইতে তাহার পিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু উমেশচন্দ্রের পক্ষে সে বিচারের অন্যথা সম্যক রূপে হইল।

লেন, যে “আমার কর্ম্ম আমি আপনি উত্তম রূপে জানি, এবং তদনুসারে করিব”। তদনন্তর রাজেন্দ্র তাঁহার ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার যে অভিপ্রায় তাহা উমেশের নিকটে ব্যক্ত করিলেন, এবং কহিলেন, যে “তুমি সপ্তাহের জন্য অন্য কাহারও নিকটে অবস্থিতি কর, যিনি ধর্ম্ম বিষয়ে তোমাকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিতে পারেন। যে পর্য্যন্ত তুমি এবিষয়ের চর্চ্চা করিবে সে পর্য্যন্ত তুমি ভিন্ন স্থানে থাক, আমি তোমার ব্যয়ের আনুকূল্য করিব।” উমেশচন্দ্র ইহাতে সম্মত হইলেন, এবং কহিলেন, যে “আমি অতি বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি, আমি যে কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না, যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহার জন্য অতিশয় শোকাকুল হইতেছি, এবং এ প্রযুক্ত গত সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিয়াছি। ডফ সাহেবের অভিপ্রায় আছে, যে অদ্য সন্ধ্যার সময়ে পেরেণ্টেল একেডেমি নামক বিদ্যালয়ে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে অভিষিক্ত করিবেন; যদিও তিনি অদ্য খ্রীষ্টিয়ান হইবার জন্য আমাকে আদেশ করেন, তথাপি আমি অস্বীকার করিব।” এই প্রকার কথোপকথনানন্তর স্থির হইল, যে পর দিবস রাজেন্দ্র সরকার এক জন উকীলের সমভিব্যাহারে ডফ সাহেবের বাটীতে আসিবেন, এবং উকীল যখন উমেশকে লইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিবেন, তখন তিনি সম্মত হইয়া তাঁহার সঙ্গে বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিবেন। উমেশচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতার সহিত ন্যূনাধিক অর্দ্ধ দণ্ড আলাপ করিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে প্রায় ছয় বার ডফ সাহেব তাঁহারদিগের নিকটস্থ হয়েন, এবং শীঘ্র কর্ম্ম সমাধা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার জন্য রাজেন্দ্র সরকারকে পুনঃ পুনঃ ব্যগ্রতার সহিত কহিতে লাগিলেন, ইহাতে সুতরাং তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপন বাটীতে আগমন করিলেন। সেই দিবসেই তাঁহার পিতা উক্ত স্থানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পুত্র বধূকে দর্শন করিবার প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে সে স্থানে কয়জন এদেশস্থ খ্রীষ্টিয়ান ছিল, তাহারা অনেক সংশয়ের পরে সেই বালিকাকে উপস্থিত করিলেক; কিন্তু স্মরণ করিতে হৃদয় ব্যাকুল হয়, যে সেই স্ত্রী তাহার শ্বশুরকে দর্শন মাত্র চীৎকার ধ্বনিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং তাহার ভাব দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইল, যে তাহার শ্বশুরের সহিত আপন বাটীতে ফিরিয়া আইসে। কিন্তু তত্রস্থ পাষাণ চিত্ত খ্রীষ্টিয়ানেরা উমেশের পিতাকে তাঁহার পুত্রবধূ ত্যাগ করিয়া বাটীতে গমন করিতে কহিলেক, সুতরাং তিনি দুঃখে মগ্ন হইয়া গৃহে পুনরাগমন করিলেন।

অনন্তর খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে উমেশচন্দ্রের কি পর্য্যন্ত বিশ্বাস হইয়াছে, ইহা জানিবার জন্য রাজেন্দ্র সরকার তাঁহার দুই জন বন্ধুকে উমেশের নিকটে প্রেরণ করেন। তাঁহারা উক্ত দিবসে দিবা দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়ে তথায় গমন করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা দ্বারে প্রবিষ্ট হইতে নিবারিত হইলেন, তথাপি অনেক ক্লেশে প্রবিষ্ট হইয়া উমেশচন্দ্রকে গৃহ মধ্যে দৃষ্টি করিলেন, এবং দেখিলেন, যে তিনি অতি মলিন, স্ফূর্ত্তি রহিত, নিরানন্দ, এবং দুঃখে মগ্ন রহিয়াছেন। উমেশচন্দ্র তাঁহারদিগকে দর্শন করিবার জন্য অতি ব্যগ্র, এবং তাঁহারদিগের সহিত কথোপকথন করিতেও অভিলাষী হইয়াছিলেন। সে স্থানে অন্য এক জন বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ান ছিল, সে পুনঃ পুনঃ বারণ করিতে লাগিল। তাঁহারা সেখানে পাঁচ মিনিট কাল মাত্র ছিলেন, ইহাতে ডফ সাহেব তিন বার সেখানে আসিয়া তাঁহারদিগকে বাটী পরিত্যাগ করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উক্ত খ্রীষ্টানকে অনুমতি করিতে লাগিলেন। উমেশচন্দ্র তাহার ভ্রাতার প্রেরিত বান্ধবদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য বারম্বার প্রার্থনা করিলেক, তথাপি ডফ সাহেবের মন্ত্রণা ক্রমে তাঁহার লোক সম্মত হইলেক না, বরঞ্চ উমেশের সম্মুখের কপাট

রুদ্ধ করিলেক। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ান তাঁহারদিগকে স্পষ্ট রূপে তথা হইতে প্রস্থান করিতে কহিলেক, এপ্রকার ব্যবহারে সুতরাং তাঁহারদিগকে সম্মত হইতে হইল। কিন্তু উমেশচন্দ্র পুনর্ব্বার কপাট উদ্ঘাটন করিলেক, এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহারা দৃষ্টির বহির্ভূত না হইলেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের প্রতি এক দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিল। তাঁহারা সকলের সম্মুখে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, যেঁ যদি উমেশচন্দ্র কারাবদ্ধের ন্যায় বদ্ধ না থাকিত, তবে অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহারদিগের সহিত আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিত। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! রাজেন্দ্র সরকার যে ডফ সাহেবের নিকটে এ প্রকার মিনতি প্রকাশ করিলেন, তাঁহার ভ্রাতাকে যে সুপরামর্শ দিলেন, এবং উমেশচন্দ্রের পিতা তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূর নিষ্কৃতি জন্য যে এত চেষ্টা করিলেন, সে সমুদয়ই বিফল হইল! উক্ত দিবসেই সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বে দিবা চারি ঘণ্টার সময়ে ডফ সাহেব ত্রস্ত হইয়া পূর্ব্ব নিরূপিত স্থান পেরেন্টেল একেডেমির পরিবর্ত্তে আপন বাটীতেই ঐ বালক বালিকাকে অভিষিক্ত করিলেন। এইক্ষণে তাহারা স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মাতৃ কুল, পিতৃ কুল, শ্বশুর কুল, বান্ধব, প্রতিবাসি, দেশস্থ লোক সমুদয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং সমুদয়কে যাতনাগ্রস্ত করিয়া ডফ সাহেবের নিকেতনে অবস্থান করিতেছে।

অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল! এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমারদিগের চৈতন্য হয় না? আর কত কাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমারদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল! মিশনরীদিগের দৌরাত্ম্য এপর্য্যন্ত সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে সহিষ্ণুতার সীমার বহির্ভূত হইতেছে। পূর্ব্বাবধি তাহারা কেবল কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে তাহার সহিত প্রবল অন্যায় আচরণ সকলকে মিশ্রিত করিতেছে। ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক, এবং ১১ বৎসর বয়স্কা বালিকা ধর্ম্ম বিষয়ে কি বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়? ইহারদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করা কি ন্যায় যুক্ত ব্যবহার হইতে পারে? অন্য বিষয়ে কেহ উপদ্রব করিলে রাজ নিয়ম দ্বারা তাহার শাসন হয়, কিন্তু এ উপদ্রবের সম্যক্ শাসন নাই! পূর্ব্বে বালকের পিতা এবিষয়ে রাজ বিচারালয়ে আবেদন করিলে বিচারকেরা ন্যায়যুক্ত বিচার করিতেন, তজ্জন্য অনেক বালক স্বধর্ম্ম ত্যাগে উদ্যোগি হইলেও রাজ নিয়ম দ্বারা রহিত হইয়াছে। কিন্তু এইক্ষণে উমেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই, অথচ কি প্রকার নিয়ম দ্বারা পিতার শাসন হইতে বহিষ্কৃত হইল? ইহাতে কি বিচারের অন্যথা দৃষ্ট হইতেছে না? বিশেষতঃ রাজার অবিচার তখন অধিক স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ হয়, যখন স্মরণ করি, যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের উৎসাহকারী এবং হিন্দু ধর্ম্মের পূর্ণ বিরোধী এপ্রকার নিয়ম প্রচার হইবার উপক্রম হইতেছে, যে লোক সকল খ্রীষ্টিয়ান হইলেও পৈতৃক ধনের অধিকারি হইবেক। এই নিয়ম দ্বারা এ দেশের সমূহ দুর্ভাগ্য সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা! যিনি নানা ক্লেশে কিঞ্চিন্মাত্র ধন উপার্জ্জন করিয়া পরিবার পোষণ করিতেছেন, তাঁহার কোন পুত্র খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মকে অবলম্বন করিলে অন্য সকল পুত্র যদিও অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তথাপি পৃথক্ রূপে সেই বিধর্ম্মি কাল স্বরূপ পুত্রের আহারাচ্ছাদন রাজ বলদ্বারা অবশ্যই প্রদান করিতে হইবেক। সেই খ্রীষ্টিয়ান পুত্রের সহিত এক গৃহে বাস করিবার ভয়ে যদি সমুদয় পরিবার গৃহ পরিত্যাগ করিতেও বাধ্য হয়েন, তথাপি তাহাকে সেই বাটীর ভাগ অবশ্য প্রদান করিতে হইবেক। ইহাতে পিতার সহিত সন্তানের বিবাদ, ভ্রাতার সহিত

বিরোধ, স্ত্রীর সহিত আদির

এবং জাতির সহিত জাতির বিপক্ষতা অশেষ রূপে বৃদ্ধি হইবেক। যে সকল বালকের পিতা এই আশাতে মুগ্ধ হইয়া আপনার সন্তানদিগকে মিশনরী পাঠশালাতে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন, যে তাহারা তথায় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধনোপার্জ্জন দ্বারা তাঁহারদিগের প্রাচীনাবস্থাতে তাঁহারদিগকে প্রতিপালন করিবেক, তাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিবেন, — উপবাস করিয়াও তাঁহারা সেই সন্তানদিগকে রাজ বল দ্বারা পোষণ করিতে বাধ্য হইবেন। যখন রাজার এই প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার এবং অবিচার হইল, তখন স্বার্থপর মিশনরীগণ অত্যাচারী না হইবে কেন? রাজার আশ্রয় দ্বারা দিন দিন তাহারা বল প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সকল দয়াকে বিসর্জ্জন করিয়া পিতা মাতার ক্রোড়ের ধন সন্তানদিগকে হরণ করিতেছে। তাহারদিগের কেবল এই প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, যে যে উপায় দ্বারা হউক হিন্দু ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিবেক। ইহাতে আর নিশ্চিন্ত থাকা কি মনুষ্যের কর্ম্ম? আমরা পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়াছি, এবং এখনও অনুরোধ করিতেছি, যে ইহার প্রতিকারের জন্য আপামর সাধারণ সকলে যত্নবন্ত হও। দাবাগ্নি চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছে, এখনও যদি না নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করা যায়, তবে অবিলম্বে সমুদয় দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইবে। বিবেচনা করিলে আমারদিগের সম্পূর্ণ দোষ। মিশনরীরা তাহারদিগের কৌশল সকল গোপনে রাখে নাই, তাহারা আমারদিগের চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টরূপে জাল বিস্তার করিতেছে; আমরা যদি তাহাকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিয়াও অন্ধের ন্যায় তাহাতে পতিত হইব, তবে আর উপায় কি? আমারদিগেরই যদি উৎসাহ ও যত্ন থাকিবে, তবে কি নিমিত্তে তাহারা পাঠশালা নির্ম্মাণের জন্য এদেশ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়? কি নিমিত্তে তাহারা আপনারদিগের কুচক্রে নিঃক্ষেপ করিবার জন্য ছাত্র প্রাপ্ত হয়? আমরা যদি ইংলণ্ড দেশে স্বধর্ম্ম প্রচারের জন্য গমন করি, তবে কি তথায় দণ্ডায়মান হইবার জন্য স্থান মাত্র প্রাপ্ত হই? আমারদিগের উপদেশ শ্রবণের জন্য কি শ্রোতা প্রাপ্ত হই? আমরা প্রাণ লইয়া কি দেশে পুনরাগমন করিতে পারি? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! খ্রীষ্টানেরা আমারদিগের দেশের বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া আমারদিগের ধর্ম্মনাশের জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেছে, ইহাতে তাহার নিবারণের যত্ন করা দূরে থাকুক, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আমরা আপন সন্তানদিগকে তাহারদিগের ব্যাঘ্র মুখে নিঃক্ষেপ করিতেছি। অনুৎসাহ, অল্প প্রতিজ্ঞা, কলহ, বিচ্ছেদ আমারদিগের দেশের মহা শত্রু হইয়াছে। পরস্পর অপ্রীতি প্রযুক্ত যে কর্ম্মেতে আপনার সম্যক্ আশু লাভ নাই এমত কর্ম্মকে কর্ম্মই জ্ঞান হয় না; কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর দৃষ্টি করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি জানিতে পারেন, যে যাহাতে স্বদেশের মঙ্গল হয় তাহা তাঁহারও হিতকারী, এবং যাহাতে স্বদেশের অমঙ্গল তাহা তাঁহারও অহিতকারী, যেহেতু সমুদয় স্বদেশস্থ লোকের মধ্যে তিনিও এক ব্যক্তি। এক জনের পুত্র খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মকে অবলম্বন করিলেও অন্য সকলে চিন্তা করেন যে "আমার সন্তান কি খ্রীষ্টিয়ান হইবে?" কিন্তু বিবেচনা করেন না, যে পল্লী মধ্যে গৃহ দাহ আরম্ভ হইলে ক্রমে অগ্নির স্রোত প্রবল হইয়া সমুদয় দগ্ধ করিতে পারে। বিশেষতঃ আপনার অনিষ্ট সম্ভব না হইলেও বন্ধু ব্যক্তিকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করা কি উচিত হয় না? ভ্রাতৃ তুল্য স্বদেশীয় ব্যক্তির পরিবার হইতে স্ত্রী লোককে বহির্গত করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছে, ইহাতে নিরুৎসাহী থাকা কি আমারদিগের উচিত?— ইহাতে নিশ্চিন্ত থাকা কি মনুষ্যের ব্যবহার?— ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও মঙ্গল।

অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনরীদিগের সংশ্রব হইতে বালক গণকে দূরস্থ রাখ, তাহারদিগের পাঠশালাতে পুত্রাদিকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও, এবং যাহাতে স্ফূর্ত্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে

চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল, পাদ্রিদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়! খ্রীষ্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করত আপনারদিগের ধর্ম্ম প্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে, আর আমারদিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহারদিগের পাঠশালা তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশ গুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ঐক্য থাকিলে কোন্ কর্ম্ম সিদ্ধ না হয়? যদিও স্বদেশস্থ লোকের মধ্যে কোন বিষয়ে পরস্পর অনৈক্য থাকে, তথাপি এসাধারণ বিষয়ে কাহার না ঐক্য হইবে? পরস্পর ভ্রাতার মধ্যে কোন অংশে অপ্রণয় থাকিলেও ভিন্ন গ্রামস্থ লোক যখন পরিবারের প্রতি অত্যাচার করে, তখন সে শত্রুর দমন জন্য একত্র হওয়া কি উচিত হয় না? বিশেষতঃ ইহাতে ব্যয়ও তাদৃশ নহে, যদি এই কলিকাতা নগরের প্রত্যেক ভদ্র হিন্দু এক টাকা করিয়া প্রদান করেন, তথাপি দুই লক্ষ টাকার অধিকও সংগ্রহ অনায়াসে হইতে পারে। এক মাসে মুষ্টিভিক্ষা দানে এই নগরস্থ লোকের যে ব্যয় হয়, সেই টাকা প্রতি মাসে প্রদান করিলেও বৃহৎ পাঠশালার কর্ম্ম সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। অতএব হে স্বদেশস্থ বান্ধবগণ! হিন্দু মধ্যে যিনি যে মতাবলম্বী হউন, এ বিষয়ে সকলের একতা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। সকলের আশ্রয় দ্বারা যখন নগর মধ্যে এবং তদ্দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে উত্তম উত্তম বিদ্যালয় হিন্দু মতানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইবেক, তখন খ্রীষ্টানদিগের দুষ্কৌশল যুক্ত পাঠশালাতে আর কোন ছাত্র অধ্যয়ন করিবেক না, তখন আর ভদ্র সন্তানদিগের কাপনিক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ভুক্ত হইবার সম্ভাবনাও থাকিবেক না, সুতরাং তখন আর জীবিত পুত্রের বিচ্ছেদ জন্য পিতা মাতা রোদন করিবেন না, এবং তখন ধর্ম্ম বিষয়ে কলহ সঞ্চারের মূলচ্ছেদ হইয়া ভ্রাতার চিত্ত সন্তপ্ত হইবেক না। অতএব এ মঙ্গল কর্ম্মে আশু যত্নশীল হও। যত্নশীল হইলেই মানস সুসিদ্ধ হইবে তাহার সংশয় কি? ইহা সত্য যে অনেক দেশ হিতকারি বিষয়ের সূচনা হইয়াও তাহা নিষ্ফল হইয়াছে; কিন্তু এ বিষয় সেরূপ নহে, এ যন্ত্রণা সকলের সমান রূপ অনুভব হইতেছে। কাল সর্প দংশন করিলে তাহার জ্বালাতে কাহার চিত্ত না অস্থির হয়? এবং তাহার প্রতিকার জন্য কে না ব্যগ্র হয়? যদিও কাহারও অঙ্গ এপর্য্যন্ত দংশিত না হইয়া থাকে, তাহাতেই বা কি? গৃহ মধ্যে কাল সর্পিণীকে পোষণ করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? অদ্য প্রতিবাসির প্রাণকে যে নষ্ট করিয়াছে, কল্য যে তদ্দ্বারা আপন প্রাণ ধ্বংস হইবে ইহার অসম্ভাবনা কি? অতএব এবিপত্তি মোচক মহোপকারি কর্ম্মে সকলে উদ্যোগি হইবেন, তাহার সংশয় নাই। শঙ্কাকে দূর কর, সাহসকে আশ্রয় কর, উৎসাহকে প্রজ্বলিত কর, এবং দ্বেষ মৎসরতাকে বিসর্জ্জন করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা কর।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা॥

৪ চৈত্র ১৭৬৬

দ্বিতীয় প্রকরণ।

প্রথমাধ্যায়।

বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম॥
এষহ্যেবানন্দয়াতি॥
শ্রুতয়ঃ॥

পরমেশ্বর বিচিত্র শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, এবং সকল আনন্দের কারণ করুণা পূর্ণ হয়েন।

মনুষ্য নানা ক্লেশে নানা উপায় দ্বারা প্রস্তরময় কোন উচ্চ অট্টালিকা বা বৃহদাকৃতি কোন সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ করিলে তাঁহার শক্তিকে আমরা প্রশংসা করি; কিন্তু সে পুরুষের শক্তি কি আশ্চর্য্য, যাঁহার ইচ্ছা মাত্র

অনায়াসে মহোচ্চ পর্ব্বত, নিবিড় অরণ্য, এবং প্রসারিত দেশ সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে, মহা সমুদ্র সকল বিস্তারিত হইয়াছে, নদী সকল বেগবতী হইতেছে, বায়ু অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, এবং মদ মত্ত প্রকাণ্ড হস্তি প্রভৃতি কোটি কোটি বিচিত্র জন্তু উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই সমুদয়ের আধার পৃথিবীও এক বিন্দু মাত্র। সূর্য্য এই পৃথিবী অপেক্ষা কত লক্ষ গুণে বৃহৎ, এবং কত গ্রহ, উপগ্রহ,

সৌর জগৎ।
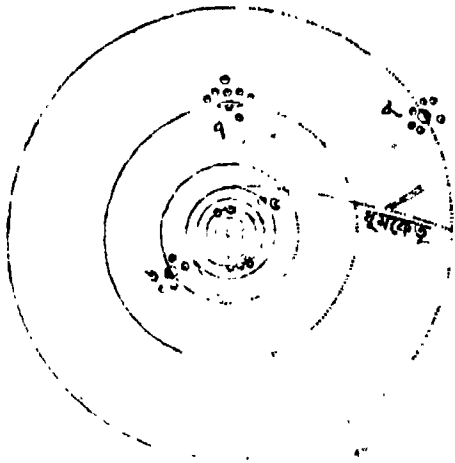
ধূমকেতু এই প্রভাকরকে পৃথিবীর ন্যায় মহাবেগে প্রদক্ষিণ করিতেছে— হর্শেল নামক এক গ্রহ সূর্য্য হইতে এ প্রকার দূরে স্থাপিত আছে, যে সে স্থান হইতে সূর্য্যকে এক প্রকাশ্যমান নক্ষত্র মাত্র জ্ঞান হয়। কিন্তু ধূমকেতু সূর্য্য হইতে যে প্রকার দূরে গমন করে, তাহার তুলনায় এই গ্রহ সকলের দূর পরিমাণই বা কোথায় থাকে? ১৬৮৪ শকে যে ধূমকেতু উদয় হইয়াছিল তাহা সূর্য্য হইতে ১৭০৫০০০০০০ এক বিন্দ সপ্ত অর্ব্বুদ পঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন* দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, এবং ১৬০১ শকের ধূমকেতু এপ্রকার অচিন্ত্য দূরে ধাবমান হয়, যে প্রতি ঘণ্টাতে ৯৬৮০০ নয় অযুত ছয় সহস্র অষ্টশত যোজন ধাবিত হইয়াও সূর্য্যকে একবার বেষ্টন করিতে ৫৭৫ পঞ্চশত পঞ্চসপ্ততি বৎসর গত হয়,¶ — এমত সকল ধূমকেতুও আছে যাহারা উক্ত প্রকার প্রবল বেগে ভ্রমণ করিয়াও কত সহস্র বৎসর পরে এক বার আমারদিগের দৃষ্টিতে উদয় হয়! কিন্তু এ সকল পরিমাণ তখন কি ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়, যখন স্মরণ করি, যে এমত সকল ধূমকেতুও প্রত্যক্ষ হইয়াছে যাহারা গ্রহ চন্দ্রের ন্যায় গতির পরিবর্ত্ত না করিয়া ক্রমাগত অসীম আকাশ মধ্যে সম্মুখ বেগে চিরকাল ধাবমান হইতেছে! তাহারা এক বার আমারদিগের দৃষ্টিতে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ আর কোন কালে পুনরাগমন করিবেক না!!

এই এক সৌর জগতের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত, কিন্তু ইহারও পরিমাণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এক কণা মাত্র! দৃষ্টি যন্ত্র বিনা কেবল চক্ষু দ্বারা যে সকল নক্ষত্র দর্শন করি, তাহারই সংখ্যা করা দুষ্কর, ইহাতে যন্ত্র দ্বারা যে অগণ্য নক্ষত্রের দৃষ্টি হয় তাহার নিকটে সে সংখ্যাই বা কোথায় থাকে? দৃশ্যমান আকাশের এক হস্ত দীর্ঘ প্রস্থ স্থানে প্রায় ৪০০০ চারি সহস্র নক্ষত্রের দর্শন হইয়াছে! অধিক কি কহিব আকাশের সীমা এবং

১। সূর্য্য ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ১৩৮০০০০ এক নিযুত তিন লক্ষ অশীতি সহস্র গুণ স্থূল। ২। বুধ, ইহা পৃথিবীর ১৫ ভাগের এক ভাগ স্থূল। ৩। শুক্র, ইহা পৃথিবীর নব ভাগের আট ভাগ স্থূল। ৪। পৃথিবী এবং তাহার এক চন্দ্র, এই পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৭৫০ দুই সহস্র সপ্ত শত পঞ্চাশৎ যোজন, এবং ইহার স্থূলত্ব প্রায় ৩৫১১৯০৮০০ তিন অর্ব্বুদ পঞ্চ কোটি দ্বাদশ লক্ষ নব অযুত অষ্ট শত ঘন যোজন। এক যোজন দীর্ঘ, এক যোজন প্রস্থ, এবং এক যোজন উচ্চ হইলে এক ঘন যোজন হয়। ৫। মঙ্গল, ইহা পৃথিবীর ২৪ ভাগের সাত ভাগ। ৬। বৃহস্পতি এবং তাহার চারি চন্দ্র, এই বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা ১২৫ অর্থাৎ প্রায় ১॥ গুণ স্থূল। ৭। শনি এবং তাহার সাত চন্দ্র, এই শনি পৃথিবী অপেক্ষা ১০০০ সহস্র গুণ স্থূল। ৮। হর্শেল এবং তাহার ছয় চন্দ্র, এই হর্শেল পৃথিবী অপেক্ষা ৯০ নবতি গুণ স্থূল॥

এতদ্ব্যতীত আর চারি গ্রহ অল্প দিন হইল দৃষ্ট হইয়াছে। তাহারদিগের নাম শিরিশ, পলাশ, বেষ্টা, এবং জুনো। তাহারা অন্য সকল গ্রহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং

* চারি ক্রোশে এক যোজন হয়॥

¶ পৃথিবী সূর্য্য হইতে ১০৫০০০০০ এক কোটি পঞ্চ লক্ষ যোজন দূরে স্থাপিত আছে, এবং প্রতি ঘণ্টাতে ৭৫০০ সপ্ত সহস্র পঞ্চ শত যোজন গমন করিয়া সূর্য্যকে এক বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে; ইহাতে যে ধূমকেতু প্রতি ঘণ্টাতে ৯৬৮০০ নয় অযুত ছয় সহস্র অষ্ট শত যোজন গমন করিয়াও সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ৫৭৫ পঞ্চশত পঞ্চসপ্ততি বৎসর গত হয়, সে ধূমকেতু

নক্ষত্রের গণনা হইবার সম্ভাবনাও নাই, যেহেতু যে পরিমাণে দৃষ্টি যন্ত্র উৎকৃষ্ট ও পরিষ্কৃত হইতেছে, সেই পরিমাণে নক্ষত্রের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ তাহারদিগের দূর স্মরণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যদিও তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই, তথাপি সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে অতি নিকটস্থ নক্ষত্র ৮৬১০৮০০০০০০০০০০০০ অষ্টঅন্ত ছয় সাগর এক শঙ্খ অষ্ট নিখর্ব্ব যোজন অপেক্ষাও অধিক দূরে আছে, এবং সকল নক্ষত্র পরস্পর ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দূরদেশে স্থাপিত আছে! ইহাতে যখন চিন্তা করি, যে এই অপরিমেয় আকাশ ব্যাপি অগণ্য নক্ষত্র সকল প্রত্যেকে এক এক প্রকাণ্ড সূর্য্য, কেবল অত্যন্ত দূর প্রযুক্ত এপ্রকার ক্ষুদ্র রূপে দৃষ্ট হয়, এবং আমারদিগের এই সূর্য্যের ন্যায় তাহারা বৃহৎ বৃহৎ গ্রহ শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে, যে সকল গ্রহ সম্ভবতঃ জন্তুদিগের আবাস এবং বিচিত্র দ্রব্যের আধার হইয়াছে, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সীমা ও মহত্ত্ব কি প্রকারে পরিমাণ করিবার সম্ভাবনা থাকে? বিবেচনা কর, যে যে পুরুষের দ্বারা এই অসীম প্রায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা এই বৃহৎ পৃথিবী মণ্ডলাদি মহা প্রবল বেগে ভ্রাম্যমান হইতেছে, তাঁহার শক্তি কি বিচিত্র এবং অদ্ভুত! সেই অচিন্ত্য শক্তিকে ভাবনা কবিতে চিত্ত বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হইতেছে — আশ্চর্য্য সাগরে মগ্ন হইতেছে!!

পরমেশ্বরের জ্ঞানও পরমাশ্চর্য্য। মনুষ্য কৃত ঘটিকা যন্ত্র বা বাষ্পীয় নৌকা দৃষ্টি করিয়া যদি তাহার কর্ত্তার জ্ঞানকে প্রশংসা করিতে হয়, তবে অসংখ্য প্রকার অদ্ভুত কার্য্য বিশিষ্ট এই জগৎকে দৃষ্টি করিলে তাহার রচনা কর্ত্তা পরমেশ্বরকে কত ধন্যবাদ করিতে হয়। যে পরিমাণে সৃষ্টির পদার্থ জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, সেই পরিমাণে আমারদিগের নিকটে ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এমত জন্তু নাই, — এমত তৃণও নাই, যাহাতে পরমেশ্বরের বিশেষ কৌশল দৃষ্ট না হয়। সৌর জগতের রচনা যে অচিন্ত্য জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, সেই মহৎ জ্ঞানের চিহ্ন এক ক্ষুদ্র পিপীলিকার রচনাতেও প্রত্যক্ষ হইতেছে। বীর্য্যবান্ সূর্য্য হইতে দুর্ব্বল খদ্যোতিকা পর্য্যন্ত, বিস্তীর্ণ মহা সমুদ্র হইতে সঙ্কীর্ণ শিশির বিন্দু পর্য্যন্ত, মহোচ্চ পর্ব্বত হইতে নীচতম গহ্বর পর্য্যন্ত, বৃহদাকার বটবৃক্ষ হইতে সূক্ষ্ম সৈবালক পর্য্যন্ত, এবং প্রকাণ্ড হস্তি হইতে ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত, সকল বস্তুতে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান সমান রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

বিচিত্রতা পরমেশ্বরের সৃষ্টির এক প্রধান অলঙ্কার। গমনের জন্য ভূচর জন্তুদিগকে পদ প্রদান করিয়াছেন যে সেই স্তম্ভ স্বরূপ পদ তাহারদিগের গুরুতর শরীরকে অনায়াসে বহন করিতেছে। কিন্তু দুর্ব্বল পদাতিক পক্ষি সকল যদি কেবল পদ মাত্র বিশিষ্ট হইয়া ভূমিতেই বদ্ধ থাকিত, তবে অনায়াসে হিংস্র জন্তুদিগের গ্রাস মধ্যে পতিত হইত। এ নিমিত্তে তাহারদিগকে অতি লঘু পক্ষ প্রদান করিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাহারা অবলীলা ক্রমে বায়ু সাগরে সন্তরণ করিতেছে, এবং একরূপ কৌশল যুক্ত পুচ্ছ দিয়াছেন যদ্দ্বারা তাহারা আপনারদিগের গতি ক্রিয়া সুন্দর রূপে বিধান করিতেছে। জল ও মৎস্যদিগের ভার প্রায় সমান প্রযুক্ত তাহারদিগের সন্তরণ জন্য বিহঙ্গের ন্যায় বিস্তৃত পক্ষের প্রয়োজন নাই, অতএব তাহারদিগকে পক্ষের ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন যদ্দ্বারা তাহারা জল মধ্যে গমনাগমন করিতেছে, এবং শরীর মধ্যে একরূপ এক বায়ুপাত্র রচনা করিয়াছেন যাহার শৈথিল্য ও সঙ্কোচন দ্বারা ঊর্দ্ধ্ব অধঃ গমন করিতে সমর্থ হইতেছে। কিন্তু সর্প, কিঞ্চুলুকা প্রভৃতি যে সকল কীট বিবর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তাহারদিগের গমন ক্রিয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। পদ বা পক্ষযুক্ত হইলে বিবর মধ্যে যাতায়াত করা দুঃসাধ্য হইত, এনিমিত্তে পূর্ণ জ্ঞান পরমেশ্বর তাহারদিগের দেহ মধ্যে এমত শিরা প্রভৃতি নির্ম্মাণ

করিয়াছেন যাহাতে তাহারা বিনা ক্লেশে দেহ সঞ্চালন করিতেছে। অতএব এক গমন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে জগদীশ্বর বিচিত্র উপায় প্রস্তুত করিয়া কি বিচিত্র নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন!

কোন শিল্পকার অতি অল্প স্থানে যদি অধিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, ঘটিকাকার যদি এরূপ ক্ষুদ্র ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন, যে তাহা অঙ্গুলিতে ধারণা করা যায়, তবে তাঁহার নৈপুণ্যকে আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে যিনি মহাকায় হস্তিতে যে সকল হস্ত, পদ, কণ্ঠ, মুখ, রক্ত, শিরা, মাংস, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও তদপেক্ষা সহস্র গুণ সূক্ষ্ম জীবের শরীরেও সেই সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি পরিপাটী রূপে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে কত ধন্যবাদ করা যায়!

মনুষ্য অদ্য কোন কার্য্য করিলে কল্য তাহাতে ভ্রম দৃষ্টি করেন, রাজা এক দিবস যে নিয়ম স্থাপন করেন, তৎপর দিবসে তাহা রহিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, গ্রন্থকর্ত্তা প্রত্যুষে যে বিষয় লিপিবদ্ধ করেন, সন্ধ্যাকালে তাহা শোধন করিতে বাধ্য হয়েন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জগদীশ্বর সৃষ্টির প্রথম কালে তাবৎ ভবিষ্যৎ সময়কে দর্শন করিয়া সংসারের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের জন্য যাহাকে যে স্বভাবযুক্ত ও যে নিয়মগত করিয়াছিলেন, সে সেই স্বভাব যুক্ত থাকিয়া সেই নিয়মানুসারে অদ্যাপি জগতের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, এবং তাবৎ ভবিষ্যৎ কালেও তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই প্রথম দিনের নিয়মানুসারে অদ্যাপি সূর্য্য ষষ্টি দণ্ডান্তরে উদয় হইতেছে, ঋতু সকল পরস্পর একাদিক্রমে পরিবর্ত্ত হইতেছে, এবং যথাক্রমে সম্বৎসরের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সেই প্রথম কালের স্বভাবানুসারে অদ্যাপি বায়ু জীবন রক্ষা করিতেছে, জল সকল জন্তুর তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে, এবং পৃথিবী শস্য ফলাদি উৎপন্ন করিয়া জন্তুদিগকে আহার দান করিতেছে। এমত পূর্ণ জ্ঞানের তুলনা আর কোথায় আছে? অনন্ত তুল্য ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত দূর পর্য্যন্ত আমারদিগের বুদ্ধি বিস্তার হয়, তত দূরে যখন সেই অখণ্ড জ্ঞানকে দেদীপ্যমান দেখি, তখন কি প্রকারে তাহার সীমা সম্ভব হইবেক? অতএব পরমেশ্বর যিনি তিনি অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ!

পরমেশ্বরের করুণারও পার নাই। আমারদিগের জীবন রক্ষার জন্য যাহাতে কোন প্রয়োজন নাই এমত প্রচুর সুখ যখন তিনি আমারদিগের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন, তখন কেবল তাঁহার করুণার প্রকাশ ব্যতীত অন্য কোন তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় না। পরমেশ্বর যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যে আমরা তদ্দ্বারা শরীরকে পোষণ করি, ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়াছেন যে আপনা হইতে উপযুক্ত কালে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হই, দেহ মধ্যে এমত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, যে অন্ন পরিপাক পূর্ব্বক রক্ত মাংসে পরিণত হইয়া শরীরের পুষ্টি হয়। কেবল এই সমুদয় দ্বারা আমারদিগের শরীরের প্রতিপালন ও সুস্থতা অনায়াসে হইতে পারে, কিন্তু অন্নের রসাস্বাদনে সুখের অনুভব কি নিমিত্তে হয়? সুগন্ধ ঘ্রাণে, মধুর স্বর শ্রবণে, সৌন্দর্য্য দর্শনে চিত্ত কি নিমিত্তে প্রফুল্ল হয়? সংসার নির্ব্বাহ জন্য বুদ্ধি চালনা আবশ্যক বটে, কিন্তু পরে তদ্দ্বারা সুখের উৎপত্তি কি নিমিত্তে হয়? পদার্থ বিচারে পণ্ডিত ব্যক্তি নদী প্রবাহ ও বারিবর্ষণের নিয়ম জানিয়া কি নিমিত্ত আহ্লাদে পূর্ণ হয়েন? জ্যোতির্ব্বেত্তা চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ গণনা ও ধূমকেতুর উদয় নির্ণয় করিয়া কি নিমিত্তে আনন্দে মগ্ন হয়েন? শিল্প শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ঘটিকা যন্ত্রের নির্ম্মাণ ও বাষ্প যন্ত্রের রচনা করিয়া কি নিমিত্তে পুলকে পরিপূর্ণ হয়েন? সম্যক্ প্রকারে সাধারণ সুখ শান্তির জন্য দয়া ও পরোপকার আবশ্যক বটে, কিন্তু অন্যের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তি কি নিমিত্তে নির্ম্মলানন্দ সম্ভোগ করেন? এবং উপকৃত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কালেই বা কি নিমি-

ত্তে বিমল সন্তোষ অনুভব করেন? পরমেশ্বরের প্রতি সমাধান করিলে মন কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হয় বটে, কিন্তু কি নিমিত্তে পরম সুখে মগ্ন হয়? এই সমুদয় প্রশ্নের এক সিদ্ধান্ত এই জানি, যে আমারদিগের শরীর ও মন তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, যাঁহার করুণার পরিসীমা নাই। এই রূপ অতিরিক্ত সুখের প্রাচুর্য্য কেবল মনুষ্যেতেই যে বিস্তৃত রহিয়াছে এমত নহে — প্রতি প্রকার জন্তু সুখরসে সিক্ত রহিয়াছে। পশু, পক্ষী, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই আহার বিহার ক্রীড়াদি করত অবিশ্রান্ত সুখ সম্ভোগ করিতেছে। বসন্ত কালে যখন নানা বিধ পশু গণ প্রসন্ন মনে ক্ষেত্র মধ্যে আহ্লাদের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত নৃত্য করে, বিহঙ্গ সকল স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ হইয়া বায়ু সাগরে ক্রীড়া করত মধুর স্বরের দ্বারা মনের আহ্লাদ প্রকাশ করে, এবং মধুমক্ষিকা সকল বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া মধুপানে নিয়ত নিমগ্ন থাকে, তখন এই ধরণীকে সুখের ধাম ব্যতীত আর কি শব্দে ব্যক্ত করা যায়?

বিশেষতঃ ইহ লোকে প্রার্থনা দ্বারা বন্ধু হইতে কোন উপকার প্রাপ্ত হইলে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, কিন্তু যে পরমেশ্বর বিনা প্রার্থনাতে এই সমুদয় নানা প্রকার আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া ও তাঁহার প্রতি প্রীতি না করা কি অপরাধের হেতু!

এমত অনন্ত স্বরূপ পরমেশ্বরকে যিনি আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিয়মানুগত সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার আনন্দের সীমা কি! মনুষ্যকে সহায় করিলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়; প্রথমতঃ তিনি দয়াবান্ কি না, যদি দয়াবান্ হয়েন, তথাপি তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার উপায় জ্ঞান আছে কি না, যদিও জ্ঞান থাকে, তথাপি সেই জ্ঞানানুসারে কার্য্য সাধনের সামর্থ আছে কি না, ইহার একের ত্রুটি হইলে বিঘ্ন নিরাকরণ হয় না। অতএব মনুষ্য সহায় দ্বারা বিপদ্ উদ্ধার বা সম্পদ প্রাপ্তি না হইতেও পারে, বরঞ্চ অবিজ্ঞ সহায় দ্বারা ক্লেশের সম্ভাবনা। কিন্তু অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, এবং অনন্ত করুণাতে পরিপূর্ণ পুরুষকে যিনি আশ্রয় করেন, তিনি ইহ লোকে কি পরলোকে কাহা হইতেও ভীত হয়েন না। দুষ্কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তি যে সর্ব্বান্তর্যামি, অনন্ত জ্ঞান, ও অনন্ত শক্তির নিকটে শাস্তি ভয়ে কম্পিতবান্ হয়, তাঁহার নিকটে পরব্রহ্মের উপাসক আপনার চিত্তকে বিশুদ্ধ ও সদাচারি জানিয়া নির্ভয় ও আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।

—∘●∘❀∘●∘—

কঠোপনিষৎ

প্রথমা বল্লী।

তিস্রোরাত্রীর্যদবাৎসীগৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ। নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯ ॥

এবমুক্তোমৃত্যুরুবাচ নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরং। 'তিস্রঃ রাত্রীঃ' 'যৎ' যস্মাৎ 'অবাৎসীঃ' উষিতবানসি 'গৃহে' 'মে' মম 'অনশ্নন্' হে 'ব্রহ্মন্' 'অতিথিঃ' সন্ 'নমস্যঃ' নমস্কারার্হঃ। তস্মাৎ 'নমঃ' 'তে' তুভ্যং 'অস্তু' ভবতু হে 'ব্রহ্মন্' 'স্বস্তি' ভদ্রং 'মে অস্তু' 'তস্মাৎ' ভবতোঽনশনেন মদ্গৃহবাসনিমিত্তাদ্দোষাৎ। যদ্যপি তব তাবদনুগ্রহেণ সর্ব্বমম স্বস্তি স্যাৎ তথাপি তদধিকসম্প্রসাদনার্থমনশনেনোপোষিতাস্তিস্রোরাত্রীঃ 'প্রতি' 'ত্রীন' 'বরান্' অভিপ্রেতার্থবিশেষান্ 'বৃণীষ্ব' প্রার্থয়স্ব ॥ ৯ ॥

যম আপন পরিজনের স্থানে এই সম্বাদ শুনিয়া নচিকেতার নিকটে যাইয়া পূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতেছেন। হে ব্রাহ্মণ, অতিথি নমস্য হইয়া তিন রাত্রি যে আমার গৃহেতে অনাহারে বাস করিয়াছ, এতন্নিমিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি। আর প্রার্থনা করিতেছি, যে তোমার উপবাস জন্য যে দোষ, তাহার নিবৃত্তি দ্বারা আমার মঙ্গল হউক, আর তুমি অধিক প্রসন্ন হইবে এতন্নিমিত্তে কহিতেছি, যে যে তিন রাত্রি আমার গৃহেতে উপবাসী ছিলে, তাহার এক এক রাত্রির প্রতি এক এক বর প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য ॥

নচিকেতা অনাহারে ত্রিরাত্রি কাল যাপন জন্য যম কর্তৃক অতিথি রূপে প্রাপ্ত হই-

য়াছেন। যদি প্রথম রাত্রেই যম তাঁহাকে অন্নাদি দ্বারা তৃপ্ত করিতে পারিতেন, তবে আর দ্বিতীয় রাত্রিতে তাঁহার প্রতি অতিথি শব্দ প্রয়োগ করিতেন না ॥ ৯ ॥

শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি মৃত্যো। ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

নচিকেতাস্বাহ। যদি দিৎসুর্ব্বরান। উপশান্তঃ সংকল্পো যস্য মাম্প্রতি যমংপ্রাপ্য কিন্নু করিষ্যতি মম পুত্র ইতি সঃ 'শান্তসংকল্পঃ' 'সুমনাঃ' প্রসন্নমনাশ্চ 'যথা স্যাৎ' 'বীতমন্যুঃ' বিগতরোষশ্চ 'গৌতমঃ' মম পিতা 'মা অভি' মাম্প্রতি হে 'মৃত্যো'। কিঞ্চ 'ত্বৎপ্রসৃষ্টং' ত্বয়া বিনির্মুক্তং প্রেষিতং গৃহম্প্রতি 'মা অভিবদেৎ' মামভিবদেৎ 'প্রতীতঃ' লব্ধস্মৃতিঃ সত্বরাসম্পুত্রোমমাগতইত্যেবং প্রত্যভিজানান্নিত্যর্থঃ। 'এতৎ' প্রয়োজনং 'ত্রয়াণাং' বরাণাং 'প্রথমং' আদ্যং 'বরং' 'বৃণে' প্রার্থয়েয়ং যৎ সং পিতুঃ পরিতোষণং ॥ ১০ ॥

ইহা শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন, হে যম, যদি তোমার বর দিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিন বরের প্রথম বর এই আমি প্রার্থনা করি, যে তোমার নিকটে আসিয়া আমি কি করিতেছি, এইরূপ যে আমার পিতা গৌতম চিন্তা করিতেছেন, তাহা নিবৃত্তি হউক, আর আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দূর হউক, আর তোমার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে আমার পিতার যেন এইরূপ স্মৃতি হয়, যে সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে ফিরিয়া আইসেন ॥ ১০ ॥

ভাবার্থ ॥

তিন বরের মধ্যে যাহাতে পুনর্ব্বার যমের বাটী গমন জন্য পিতার শোকের শান্তি হয়, এমত বর নচিকেতা প্রথমতঃ প্রার্থনা করাতে তাঁহার পিতৃভক্তি কি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১০ ॥

যথা পুরস্তাৎ ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ। সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং ॥ ১১ ॥

মৃত্যুরুবাচ। 'যথা' অয়ি 'পুরস্তাৎ' পূর্ব্বমাসীৎ স্নেহ সমন্বিতঃ পিতা তব 'ভবিতা' প্রীতিসমন্বিতস্তব পিতা তথৈব 'প্রতীতঃ' প্রতীতবান্ সন্ উদ্দালকএব 'ঔদ্দালকিঃ' অরুণস্যাপত্যং 'আরুণিঃ' 'মৎপ্রসৃষ্টঃ' ময়ানুজ্ঞাতঃ সন্ 'রাত্রীঃ' 'সুখং' প্রসন্নমনাঃ 'শয়িতা' 'বীতমন্যুঃ' বিগতমন্যুঃ 'ত্বাং' পুত্রং 'দদৃশিবান্' দৃষ্টবান্ মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ 'প্রমুক্তং' সন্তং ॥ ১১ ॥

যম কহিতেছেন, পূর্ব্বে যেরূপ পুত্ররূপে তোমার প্রতি তোমার পিতার প্রতীতি ছিল, তদ্রূপ হইবে। আর তোমার পিতা, যাঁহার নাম ঔদ্দালকি এবং আরুণি, তিনি আমার অনুগৃহীত হইয়া রাত্রিতে সুখে শয়ন করিবেন, আর তোমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত দেখিয়া অক্রোধ হইবেন।

GUNGADHUR SIRCAR v. DR. DUFF.

No little excitement has been created by the conversion of Womesh Chunder Sircar, a Hindoo Youth about fourteen years of age, the son of Gungadhur Sircar, of Jorasonko in Calcutta. We have been very obligingly favoured with a copy of the affidavit made by the father,—from which we are enabled to glean the following particulars.

It appears, that Gungadhur is a native of some respectability and moderate fortune, who like many of our countrymen, who seldom like to pay for their education, if it can be procured gratis, placed his son in the free Church institution which is superintended by the Reverend Dr. Duff. Our readers need hardly be informed, that the avowed object of that institution is to convert Hindoo Youths to Christianity, albeit that the public is ostensively given to understand that the sciences and the arts form no mean portion of its studies: not that we say, that these studies are wholly neglected; what we mean is, that they are held in secondary estimation. No sooner a boy has gone through the Spelling Book than he is initiated in the intricate doctrines and dogmas of Christianity. In that institution Womeshchunder was receiving his education, when on a sudden, without the least cause of complaint or dissatisfaction, and without any previous intimation, the lad left his paternal roof, and with his wife a girl of 11 years of age, whom he contrived to entice away while returning home from an engagement with her sister, he took shelter in Dr. Duff's house. To Dr. Duff's residence, therefore, the father of course repaired. At an interview with his son, which was allowed him, he suggested to the lad the propriety of his returning home, but finding the child disinclined to accompany him, and this untoward circumstance arising out of Dr. Duff's influence over the boy, the father as he believed in the legal exercise of his parental right, attempted to rescue him, in which he was resisted by the Reverend Doctor. In consequence of this, the father filed an affidavit, and applied to the Supreme Court for a writ of Habeas Corpus against the Reverend Doctor for the production of the boy in this Court, and his eventual delivery into the hands of his natural guardians. From the reports of the case which have been given in the public papers, it would appear, that the Court refused to interfere with the matter, as no case of restraint had been made out on the face of the affidavit. This decision of the Supreme Court has been welcomed with great exultation by our missionary friend

Their triumph on the occasion has been proportioned to the father's deep and sensible mortification, while the native community generally has received it as a dangerous encroachment with reference to the Hindoo parent's right over his children, and a deep sensation has, in consequence, been created in the native population, from one end of the town to the other. With a view to open the question anew for further discussion, the father, we are given to understand, was advised by his friends to renew his application to the Supreme Court, but before this could possibly be effected, it appears from the published statement of the brother of the child, that the Reverend Doctor administered the ordinance of Baptism to him, although an intimation was given to the Doctor, that further legal proceedings would be taken, and a request made to him to postpone the baptism of the child to the next day. We have been induced to allude to the subject from a conviction of it's importance, as affecting alike the interests of the community, and the sacred cause of religion.

We yield to none, in our estimation of the transcendent talents of the Reverend Doctor, or in our regard for his personal character, but howsoever we may respect the man or admire his talents ; yet nothing would deter us, in our humble endeavours for the welfare of our countrymen, from raising our feeble but earnest voice against the arts of any person, which might, in our opinion, endanger, the public weal, or from upholding any measure which we may sincerely believe conducive thereto.

Let us examine then to what extent a Hindoo can legally exercise his parental right over his children. No one can deny, that the British nation is bound by the most solemn pledges to respect the religious and social opinions of the people of this country and to decide all questions arising from those, according to the established usages of the land. The Act. 21st Geo, 3rd, 70. 28 specifically provides, that all children of natives in this country shall be under the controul of their parents, until they are 16 years of age. The civil Law disqualifies one under that age from acting for himself as incapable of exercising any freedom of thought in consequence of the immature development of his faculties.

The courts of law have practically recognized this principle, and we find, that the Supreme Court in its decision in the case of Nucoor Bysak versus Gopalchund Set, laid it down as a rule that the 16th year should be considered as the age of discretion. It is evident, therefore, that in the same sense and for the same reason that a minor is disqualified to manage his temporal affairs, he should be considered incompetent and perhaps to a greater extent to look after his spiritual concerns. Hence a right is vested in the Hindoo parents of exercising a controul over their children and of rearing them up in the manner they may think best. Although no lawyers ourselves, we are still inclined [illegible]

it is on this construction of the Law, that a little more than ten years ago those eminently learned Judges, Sir John Franks and Sir Edward Ryan ordered the body of Brojonauth Ghose who was produced in court under exactly similar circumstances, to be restored to his natural guardians. The case of Brojonauth Ghose, and the one which is the subject of the present discussion, are so analogous, and the decisions of the court in the two cases so strikingly different, that we are tempted to offer a detailed statement of them to our readers.

Brojonauth Ghose a youth of 14 years of age, son of Rammohun Ghose was a pupil in the Church missionary English school at Mirzapore (in Calcutta). He after a few months' attendance began to disclaim against Hindooism and express himself favourably towards christianity. Ultimately he took shelter at Mr. Sandys' the resident missionary at Mirzapore in whose house he was provided for. On the application of the father, a writ of Habeas Corpus was issued by the acting Chief Justice against Kristno Mohun Bannerjee calling upon him to produce the body of Brojonauth Ghose.. An affidavit in answer to the writ was returned, declaring that the body was not in the custody of Kristnomohun. The boy, however, of his own free will, appeared at court, where he was ordered to be delivered up to the custody of his father on the ground, that he was not of age, altho he expressed before the court his unwillingness to accompany his father*.

Mr. Justice Franks :—The first question for the consideration of the Court is one of age. The parent on whose behalf the present application is made, states that the boy is fourteen or thereabouts. To words of ordinary use we are bound to give an ordinary interpretation; therefore, I take it that in common parlance the boy is fourteen, he may be a little under or a little over With reference to the statute cited by Mr. Clarke, it is the duty of the Court to look to the right a father has over his child as recognized by law. The Court is bound to observe that statute, and so long as I have the honour to sit here, the Court will respect it as much as any of her laws, so it is my duty to treat the natives with as much respect as the law authorizes me to observe.

It has been observed, that a father has no more authority in this country over his child than he has at home. Mr. Clarke has stated the law correctly to be in this country that the parent has the guardianship of the child until he is of 16. In the case of Rex v. Delane, when the child was a female and of eighteen years, Lord Mansfield decided, that the party should be discharged on being asked where he wished to go. But in that case the party was at a more advanced age than the boy now before the Court. In my opinion he has come here constructively in the possession of the person to whom the writ was directed, and

the Court ought to order him to be given up to his father.

Mr. Justice Ryan.—This is an application of some importance both from the arguments used and the nature of the return. From the return it appears, that the boy informed Kristnomohun Banerjee, that he had been confined in the house of his father, and that his relations had endeavoured to prevent him becoming a Christian. It appears that Banerjee advised the boy to return to his father's house, and that afterwards on being informed that the boy wished to speak with him, he went to the Barrakpore road, where the boy joined him and accompanied him to the house of the Reverend Wm. Dealtry. It appears to me that there is on the face of this return something like a contrivance. I think the child is an infant, and that he has got away from his father's house for the purpose of being made a Christian. The next question is what is to be done with him? The Advocate General says, that we are not to interfere but to allow the child to go where he pleases. I think the advocate general is mistaken: the Court has the power to interfere, but it has the discretion whether it will exercise it or not. In this case, the child has been allured from his parent's house for the purpose of converting him to christianity, contrary to the usages of the country and the statute cited by Mr. Clark. I therefore say, that to order him to be delivered to his father, is a sound, proper, and good decision.

We are bound to protect the usages of the natives of this country, and if the Court do not come to this decision, it would be acting contrary to law*

Womeshchunder Sircar, a youth of 14 years of age's on of Gungadhur Sircar, was a pupil in the free Church institution at Nimtollah. Ultimately, he took shelter at Dr. Duff's the missionary superintendent of the institution, where he was provided for. The father made application for a writ of Habeas Corpus against Dr. Duff, for the production of the body of Womesh Chunder, which was refused on the ground that the Court cannot interfere. The boy was willing to remain with Dr. Duff.

The Chief Justice:—It does not appear that the child was detained against his will. He might have gone away with his father if he had wished, although the affidavit states, that he was detained, yet the father says, he believes that the son consented to staying. No obstruction has been offered to the father in visiting his child, and there is nothing to shew Dr. Duff has prevented any interviews between them. The child is under no illegal restraint, on the contrary he is consenting to remain where he is. In moving for a Habeas Corpus a prima facie case of restraint should be made out. The court cannot act merely on the belief of the parties. Here is a species of moral restraint with which the court cannot interfere. If any obtruction had been offered in preventing the father from seeing his child, we should have granted the application.†

If the court had the power to interfere then, why has it not the same power now? If it was thought a contrivance of the missionaries in the one, why was it not thought so in the other case. It was as much a moral restraint in the one as in the other instance, and Brojonauth was as willing to remain with the Missionaries as Womeshchunder was said to be with Dr Duff.

It is worthy of remark that, in both cases, the young converts were under age, and equally unwilling to return to their paternal homes. Should the first part of the proposition be disputed, we are prepared to provide the horoscope of Womes Chunder Sircar which clearly proves his being under age. From that document, he was born on the 23rd of Ugrahn 1237 B. E. corresponding to the 7th of December 1830—and therefore when advised by Dr. Duff or any other to fail in the raspect due to his father against all divine laws, Womesh Chunder absconded in the Reverend's house on the 20th of April last, he was only 14 Ys. 4 Ms. and 13 days. We are, therefore, wholly at a loss to account for so striking a discrepancy in the decisions of the same Supreme Court in two cases, the exact similarity of which is beyond possibility of all question or controversy. If uniformity of decision constitutes one feature of the chief usefulness of a court of justice, we are sorry to be compelled to record, that the Supreme Court has departed in this instance from the principle which would have governed it.

† Vide the Bengal Hurkaru April 25, 1845.

পত্রপ্রেরকের প্রতি ।

গত মাস পর্য্যন্ত যে সকল প্রশ্ন আমারদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে, স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্যকার পত্রিকাতে তাহার উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইলাম ।

বিজ্ঞাপন ।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয় ॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

আমরা গত মাসের পত্রিকাতে এদেশীয় দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যা অধ্যয়নার্থ এক পাঠশালা সংস্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করাতে এতন্নগরস্থ সাধারণ হিন্দুবর্গের তাহাতে পূর্ণ উৎসাহ ও সম্যক্ প্রযত্ন যে হইয়াছে, ইহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এবিষয়ের বিবেচনা জন্য গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ রবিবারে শিমুলিয়াতে এক প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল, তাহাতে এই নগরস্থ ধনি, নির্দ্ধন, মধ্যবর্ত্তি প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। এই সভাতে নিশ্চিত হইল, যে হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয় নামে এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিতা হইবেক, এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্তবাহাদুর সভাপতি হইলেন; শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর, সত্যচরণ বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব, ব্রজনাথ ধর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলরত্ন হালদার, বীরনৃসিংহ মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, নন্দলাল সিংহ, দুর্গাচরণ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কাশীনাথ বসু, হরিমোহন সেন, ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ও রাজকৃষ্ণ মিত্র অধ্যক্ষ হইলেন; শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলেন; এবং শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব, ও প্রমথনাথ দেব ধনাধ্যক্ষ হইলেন। এই পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য মাসিক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং এককালীন দান ও মাসিক দাতব্য এই উভয় উপায় দ্বারা যাহাতে মাসিক উক্ত সহস্র টাকা আয় হইতে পারে এমত ধন সংগৃহীত হইলেই বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবেক। এপর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকা মূলধন,এবং চারিশত টাকা মাসিক দাতব্য স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রচুর ধন্যবাদ যোগ্য শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব দশ সহস্র টাকা দান এবং পঞ্চাশ টাকা মাসিক দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং প্রতীক্ষা করি. যে সাধারণের উৎসাহ ও যত্ন ক্রমে মূলধনের উপস্বত্ব ও মাসিক দাতব্য দ্বারা মাসিক সহস্র টাকা অবিলম্বে সংগৃহীত হইবেক। বিশেষতঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর পক্ষপাত শূন্য হইয়া এবিষয়ের সুসিদ্ধি জন্য যে প্রকার যত্নবান্ হইয়াছেন, ইহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিতেছি।

আমারদিগের আশা অনেক ভাগে পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যেই যে উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সমুদয় প্রয়োজনীয় ধন স্বাক্ষরিত হয় নাই, এনিমিত্ত খিন্ন নহি; এই অর্দ্ধ মাসের মধ্যে যে মূলধন

চল্লিশ সহস্র টাকা এবং মাসিক দাতব্য চারিশত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, ইহাই আমারদিগের পরম লাভ। এদেশে একাল পর্য্যন্ত কেবল হিন্দুদিগের মধ্যে কোন্ সাধারণ বিষয়ে এতশীঘ্র এত ধন স্বাক্ষরিত হইয়াছে? অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত এতদ্রূপ কোন্ সাধারণ বিষয়ে স্বেচ্ছাধীন শত মুদ্রা দান করিয়াছেন? কিন্তু শুভকর্ম্মের সূচনা শীঘ্র সফল হইলেই মঙ্গল, অতএব এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি, যে তাঁহারা ইহার সদুপায় আশু নির্দ্ধারিত করেন। কোন্ সময়ে কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় তাহার নিশ্চয় নাই, অতএব বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমারদিগের অনুৎসাহ অপবাদ খণ্ডন হইয়াছে, এইক্ষণে যেন যত্নের ক্রটি না হয়— পনর্ব্বার যেন আর সে অপবাদ গ্রহণ করিতে না হয়। একতার বীজ বপন মাত্র হইয়াছে, এইক্ষণে সাবধান, কীট সকল যেন তাহা ভক্ষণ না করে,—উৎসাহ বারি সেচন বিনা যেন তাহা শুষ্ক না হয়। পরস্পর প্রণয় দ্বারা প্রত্যেকে আপনার সাধ্যমত যত্ন করিলেই মানস পূর্ণ হইবে। বিন্দু বিন্দু বারি পতন হইয়াও সরোবর পূর্ণ হইতেছে, নদ নদী বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ক্ষেত্র সকল প্লাবিত হইতেছে। অতএব যাঁহারা এক মুদ্রা পর্য্যন্তও দান করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা ধনিদিগের প্রচুর ধন দান দর্শনে আপনারদিগের যৎকিঞ্চিৎ সহায়তাকে যেন অল্প বোধ না করেন। সমূহ ব্যক্তির সর্ব্বথা এক প্রকার ইচ্ছা, বা এক প্রকার অভিপ্রায়, বা এক প্রকার স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, অতএব সাধারণ পরামর্শের অনুগামি হইতেই সকলে আহ্লাদিত হও। এ সাধারণ বিষয়ে আপনার গৌরব, বা আপনার সম্পদ, বা আপনার স্বার্থ, মানস হইতে পরিত্যাগ কর। আপনার মান বিসর্জ্জন করিয়াও স্বদেশের গৌরব সন্ধান কর। ফলতঃ সুখ্যাতির জন্যই বা চিন্তা কি? পদ্ম পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে তাহার সৌগন্ধ কি গোপন থাকে? পুর্ণিমার চন্দ্র উদয় হইলে সে শোভা কি অপ্রকাশ থাকে? অতএব উপযুক্ত কার্য্য সাধন করিলেই যশঃ সৌরভ আপনা হইতেই বিস্তৃত হইবে।

যদিও সহসা কোন প্রতিবন্ধক সংঘটিত হয়, তাহাতেই কি ভীত হইবে? নদী স্রোত প্রতিবন্ধ হইলে তাহার পরাক্রম কি হ্রাস হয়? বরঞ্চ পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ অধিক বলবান্ হইয়া সকল প্রতিবন্ধক ভগ্ন করে। অবিলম্বে মানস পূর্ণ করিবার যত্ন কর, কিন্তু বিলম্ব হইলেও ম্রিয়মান হওয়া উচিত নহে। এক দিবসে অযোধ্যা নগরী নির্ম্মিতা হয় নাই, এবং এক দিনের মধ্যে ভারত রাজ্য বিস্তার হয় নাই। বিবেচনা কর, তোমারদিগের প্রতি কত লোকের দৃষ্টি রহিয়াছে, শর্ষপ মাত্র দোষ প্রাপ্ত হইলেও তাহারা উপহাস করিতে বিলম্ব করে না। অত্যাচারি মিশনরীগণ প্রতিক্ষণ তোমারদিগের পরাজয়কে প্রতীক্ষা করিতেছে, ইহাতে কৃতকার্য্য না হইলে কি নিস্তার আছে? শত্রু যদি বিপক্ষের দুর্ব্বলতা জানিতে পারে তবে আর কি রক্ষা থাকে? তাহারা এত কাল আমারদিগের পরাক্রমকে পরীক্ষা করিতে পারে নাই,—অদ্যাপি আমারদিগের প্রতি তাহারদিগের শঙ্কা দূর হয় নাই, কিন্তু এই বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়ি হইলে তাহারা ভবিষ্যতে আমারদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে কোন সংশয় করিবেক না। সর্প শিরে আঘাত করিয়া তাহাকে সজীব পরিত্যাগ করিলে প্রতিহিংসা করিতে কি সে বিলম্ব করে? কাল স্বরূপ মিশনরীদিগকে দমন না করিলে তাহারা ভবিষ্যতে বল বা ছল পূর্ব্বক আমারদিগের সন্তানদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিষ পান করাইতে নিমেষ মাত্র কি গৌণ করিবেক? অতএব বিপক্ষের ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া নিরস্ত হওয়া অপেক্ষা এ কর্ম্মের উদ্যোগ না করাও মঙ্গল ছিল। ফলতঃ এ সকল আশঙ্কারই প্রয়োজন কি? আমারদিগের যুক্তি সমুদয় স্থির হইয়াছে—উপায় সকল ধার্য্য হইয়াছে, এইক্ষণে দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিলেই অভিলাষ সম্পূর্ণ হইবেক।

কেহ কেহ ভারতবর্ষের বন্ধু নাম গ্রহণ

করিয়া আমারদিগের মধ্যে কলহের অঙ্কুর রোপণ করিতে চেষ্টিত আছেন, অতএব সাবধান, তাঁহারদিগের বাক্য কৌশলে যেন কাহারও চিত্তে মালিন্য না হয়। বিপক্ষের সহিত বৃথা বিতর্কের প্রয়োজন নাই। শত্রুর ক্রোধ ধৈর্য্য দ্বারা শান্ত কর, এবং বাক্যের বিবাদ কার্য্যের দ্বারা খণ্ডন কর। যত ক্ষণ অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত যেন যত্নের বিশ্রাম হয় না। নাবিক তাহার নির্দ্দিষ্ট দেশে উত্তীর্ণ না হইয়া কি ক্ষান্ত হয়? কৃষক তাহার সস্য সকল পরিপক্ব না দেখিয়া কি যত্ন করিতে নিরস্ত হয়? অতএব প্রতিজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য কর। কি জানি তোমারদিগের প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হয় এ নিমিত্তে কেহ কেহ এ বিষয়ের উদ্যোগ হইতে দূরস্থ থাকিতে পারে, এবং তোমারদিগকে অসম সাহসিক কর্ম্মে যত্নবান্ দেখিয়া উপহাস করিতে পারে, কিন্তু পরের দ্বেষেতে, কুৎসাতে, বা বিদ্রূপে উচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে কি নিবৃত্ত হইবে? তাহারদিগের দ্বেষের ফলে তাহারাই যন্ত্রণা পাইবে। তোমারদিগের কর্ত্তব্য, যে ঐক্যকে বন্ধন কর, কর্ম্মের সোপান নিবদ্ধ কর, এবং নিন্দা প্রশংসাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য সাধনে অনুরক্ত থাক। এইরূপে যখন কৃতকার্য্য হইবে, তখন সকল পরিহাস নিরস্ত হইবে, বিপক্ষের বল জীর্ণ হইবে, জয়ধ্বনি বিস্তৃত হইবে, বান্ধবমণ্ডলী বৃদ্ধি হইবে, এবং এইক্ষণে যাঁহারা দূর হইতে কটাক্ষ করিতেছেন, তখন তাঁহারা মিশ্রিত হইতে ব্যগ্র হইবেন।

শীলবাবুর অবৈতনিক বিদ্যালয়।

পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যে গত ২১ জ্যৈষ্ঠ সোমবারে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল শীল শিমুলিয়াতে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে সহস্র বালক অধ্যয়ন করিবেক। শীলবাবুকে এবিষয়ে অত্যন্ত ধন্যবাদ করিতে হয়। সাধারণের আনুকূল্য দ্বারা হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয় স্থাপনের বিলম্ব আছে, এজন্য তিনি স্বীয় উদ্যোগে স্বীয় ব্যয় দ্বারা উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন—হিন্দুদিগের লজ্জা রক্ষা করিলেন। এমত নিঃস্বার্থ বিষয়ে এমত দাতব্যতা এদেশ মধ্যে অতি অল্প দৃষ্ট হইয়াছে। প্রতি মাসে প্রায় সহস্র মুদ্রা দান! এদেশের অধিক লোক এইক্ষণে প্রায় দুই কারণে সাধারণ বিষয়ে দান করেন: এক, হাস্য আমোদাদি ইন্দ্রিয় সুখ, দ্বিতীয়, রাজবংশ ইংলণ্ডীয় লোকের নিকটে সুখ্যাতির অভিলাষ। কিন্তু এই উপস্থিত কার্য্য ইন্দ্রিয় সুখের কারণ নহে, এবং ইহাতে ইংরাজদিগের নিকটে প্রতিপত্তির সম্ভাবনা দূরে থাকুক্, বরঞ্চ এবিষয় খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তারের প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত তাঁহারা বিরক্তই থাকিতে পারেন। এইক্ষণে আমরা তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করি, যে তিনি যেরূপ উৎসাহ দ্বারা তাঁহার বিদ্যালয়ের অঙ্কুর রোপণ করিলেন, সেইরূপ তাহার বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বের প্রতি সংশয় দূর করিবার জন্য ব্যয় নির্ব্বাহ যোগ্য মূলধন তদধ্যক্ষদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। ইহা হইলে তাঁহার পুণ্য প্রচুর হইবেক, এবং তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবেক। যেমন ধনের সংস্থান করিবেন, সেইরূপ অন্য এক বিষয়ে তাঁহার সাবধান হওয়া আবশ্যক। যে সকল বালক বেতন প্রদান করিতে সমর্থ হয়, তাহারদিগকে তাঁহার বিদ্যালয়ে যেন গ্রহণ না করেন, যেহেতু যদি তাহারদিগের দ্বারাই পাঠশালা পূর্ণ হইবে, তবে দরিদ্র সন্তানেরা কোথায় স্থান প্রাপ্ত হইবে, এবং তবে মতিলাল বাবুর অভিলাষই কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? বিশেষতঃ পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার জন্য যাঁহারা বেতন দিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা ঐ দুঃখিদিগের হিতার্থি পাঠশালাতে আপন পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে কি লজ্জিত হয়েন না? দরিদ্র পথিকের হিতার্থি অতিথিশালাতে ভোজন করিতে ধনি ব্যক্তি কি ঘৃণা বোধ করেন না?

দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য যে সঞ্চিত ধন, সমর্থ হইয়া তাহার ভাগ গ্রহণে কি আপনাকে নীচ বোধ করেন না?— আপন সন্তানদিগের বিদ্যা শিক্ষা জন্য প্রতি মাসে যৎ কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে কি সম্মত হইতে পারেন না? অতএব যাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা পরের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ব্যয় দ্বারা স্বীয় পুত্রদিগকে অধ্যাপন করুন, এবং ভিক্ষার ধন ভিক্ষাপাত্র দরিদ্রদিগের হিতের জন্যই রক্ষিত হউক।

এইক্ষণে দৃষ্টিকর, মতিলাল বাবু এই বিষয়ে কি মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টি কর, যে হিতৈষি এক ব্যক্তির দ্বারা কি উপকার হইতে পারে, এবং এক ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা দ্বারা কত দুঃসাধ্য কার্য্য সুসাধ্য হইতে পারে! হে স্বদেশস্থ বান্ধবগণ! এই কলিকাতা মধ্যে ন্যূনাধিক দুই সহস্র বালক বেতন প্রদান দ্বারা বিদ্যাভ্যাস করিতে অসমর্থ। মতিবাবু একাকী তোমারদিগের অর্দ্ধেক ভার মোচন করিয়াছেন, ইহাতেও এ কার্য্য সাধনে অসমর্থ হইলে আক্ষেপের সীমা থাকিবেক না। অধিক কি বলিব, দেশের হিতকে অনুসন্ধান কর, লজ্জাকে স্মরণ কর, অপমানকে শঙ্কা কর, এবং উপস্থিত সমূহ বিপদ্ হইতে বঙ্গদেশকে উদ্ধার কর।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১ বৈশাখ ১৭৬৭ ॥

দ্বিতীয় প্রকরণ।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

সকল ভূতের অন্তরাত্মা সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বর যিনি তিনি এক মাত্র হয়েন॥

যখন বায়ু সেবন ব্যতীত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সম্পন্ন হয় না, যখন জল ব্যতীত আমারদিগের তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, যখন অগ্নি ব্যতীত এই মর্ত্ত্যলোকে উত্তাপের প্রাপ্তি হয় না, এবং যখন ইহারদিগের এক কার্য্যের অন্যথা হইলে আমারদিগের শরীর রক্ষা পায় না, তখন আমারদিগের জীবনদাতা যিনি তিনিই অবশ্য আমারদিগের প্রয়োজন অনুসারে জল বায়ু অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন। পরন্তু যখন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, এই সমুদয় বায়ু ব্যতিরেকে এক নিমেষ কালও স্থায়ি হইতে পারে না, যখন সেই বৃক্ষাদি মৃত্তিকা ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যখন জল বিনা মৎস্যাদি জলজন্তু প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, তখন বায়ু জলাদি জড়পদার্থে এবং পশু, পক্ষি, মৎস্য, বৃক্ষ, লতাদি প্রাণি পদার্থে এক পুরুষের রচনা শক্তি প্রত্যক্ষ হয় কি না?

বায়ুর দ্বারা কেবল আমরা প্রাণ ধারণ করিতেছি এমত নহে— তদ্দ্বারা আমারদিগের বাক্যের উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু যদি দন্ত রসনাদি বাক্য যন্ত্র না থাকিত, তবে কি বায়ুর সে শক্তি ফলদায়ক হইত! কিন্তু বাগ্‌যন্ত্র থাকিলেও স্মরণ, চিন্তা, উদ্বোধ, কল্পনা প্রভৃতি মনের ধর্ম্ম ব্যতীত ভাষার উৎপত্তিই বা কি প্রকারে সম্ভব হইত? অতএব ইহার অপেক্ষা কি প্রকারে আর অধিক স্পষ্ট রূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে, যে বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থের কারণ যিনি, তিনিই আমারদিগের শরীরের নির্ম্মাণ কর্ত্তা ও মনেরও রচনা কর্ত্তা! ইহার প্রমাণ জন্য অধিক দূরে দৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন? যখন জন্তুদিগের মনের সহিত শরীরের এপ্রকার সংযোগ দেখিতেছি, যে মনের প্রবৃত্তি মাত্র অঙ্গ সকল তদনুসারে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হয়, ক্রোধের উদয় হইলে যখন তাহারা আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হয়, স্নেহের উদ্রেক হইলেই যখন অঙ্গ স্পর্শাদি দ্বারা সন্তানকে লালন করিতে অনুরক্ত হয়, এবং যখন শব্দের সহিত কর্ণের, রূপের সহিত চক্ষুর, গন্ধের সহিত নাসিকার, স্পর্শের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের, এবং রসের সহিত জিহ্বাদির এ প্রকার সম্বন্ধ দেখিতেছি, যে বিষয় বা ইন্দ্রিয় ইহার একের অভাবে অন্যের বিফ-

লতা হয়, তখন কাহার মনে এ সিদ্ধান্ত উপস্থিত না হয়, যে চরাচর সমুদয় জগৎ এক আশ্চর্য্য যন্ত্র, এবং তাহার যন্ত্রী এক মাত্র পরম পুরুষ? যিনি দেখিয়াছেন, যে পক্ষিগণ কি প্রকারে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, ডিম্ব সকল প্রসব করিয়া কিরূপ যত্নে স্থাপন করে, তাহা স্ফোটন করিবার জন্য কি প্রকারে উত্তাপ প্রদান করে, ডিম্ব স্ফোটিত হইলে শাবকদিগের প্রতি কিরূপ স্নেহ প্রকাশ করে, সেই স্নেহ অনুসারে কিরূপে তাহারদিগকে আহারাদি প্রদান করে, এবং কিরূপে তাহারদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করে, তিনি তাহারদিগের মনের বৃত্তি ও শরীরের স্বভাব এক মাত্র অদ্বিতীয় পুরুষের কৃত জানিয়া কৃতার্থ হয়েন।

এই পৃথিবীর প্রত্যেক অংশে এক জগৎ কর্ত্তারই কার্য্যের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কালে কালে নূতন দেশ সকল প্রকাশ হইয়াছে, নূতন জন্তু সকল দৃষ্ট হইয়াছে, নূতন বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কোন বস্তুতে এ প্রকার নূতন স্বভাব, নূতন নিয়ম, বা নূতন কৌশল প্রত্যক্ষ হয় নাই যাহাতে বোধ হইতে পারে যে আমরা দ্বিতীয় এক ঈশ্বরের অধিকারে আগমন করিয়াছি। এক বায়ু সকল স্থানের জীবকে স্নিগ্ধ করিতেছে, এক জল সকল দেশের জন্তুর তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে, এক সূর্য্য সকল রাজ্যের শীত উষ্ণতা বিধান করিতেছে। সকল স্থানের জন্তু এক প্রকার নিয়মের অধীন রহিয়াছে: আহার দ্বারা প্রাণ ধারণ করে, নিদ্রা দ্বারা বিশ্রাম করে, এবং কামভোগ দ্বারা স্বজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পরিপাকের নিয়ম, রক্ত সঞ্চালনের নিয়ম, শরীর পুষ্টির নিয়ম, দর্শন শ্রবণাদির নিয়ম সর্ব্বত্র তুল্য রূপে দৃষ্ট হইতেছে। সকল স্থানে মৃত্তিকার সেই রূপ গুণ দেখিতেছি যাহাতে বৃক্ষ, লতা, সস্য সকল উৎপন্ন হইয়া জীবদিগের যথোপযুক্ত উপকার করিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুর প্রকাশ, মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ, সেই রসের প্রতি শাখা পর্য্যন্ত সঞ্চালন ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ নিয়মের অন্যথা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পরমেশ্বর কেবল আমারদিগের এই এক পৃথিবীরই ঈশ্বর নহেন— গ্রহ, চন্দ্র, নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমুদয় জগতের ঈশ্বর। ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকার সহিত পুষ্প পরমাণুর সম্বন্ধ থাকাতে যেরূপ তাহার গন্ধের অনুভব হইতেছে, সেই রূপ চক্ষুর সহিত আলোকের সম্বন্ধ প্রযুক্ত সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি সমুদয় দৃষ্টি করিতেছি। এই মর্ত্যলোকে দীপশিখার আলোক যে প্রকার স্বভাবযুক্ত ও যে প্রকার নিয়মাধীন, তাহার সহিত অতি দূরস্থ গ্রহ, চন্দ্র, তারকাদির আলোকের কোন বিভিন্নতা নাই। অতএব আমারদিগের ঘ্রাণ শক্তির স্রষ্টা যিনি, তিনিই যে গন্ধবান পুষ্পাদির সৃজন কর্ত্তা ইহার প্রতি যেরূপ কোন সংশয় হয় না, সেই রূপ আমারদিগের দৃষ্টি শক্তির কারণ যিনি, তিনিই যে সমুদয় দৃশ্য সূর্য্য চন্দ্রাদির সৃষ্টিকর্ত্তা ইহার প্রতি কি প্রকারে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে? বিশেষতঃ যখন সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে এই পৃথিবীতে হস্ত হইতে প্রস্তর খণ্ড স্খলিত হইলে যে আকর্ষণ দ্বারা ভূমিতে পতিত হয়, সেই আকর্ষণ শক্তি দ্বারা গ্রহ, চন্দ্র, ধূমকেতু সমুদয় আকাশ পথে ধাবমান হইতেছে, এবং অসীম প্রায় দূরবর্ত্তি নক্ষত্র সকল পর্য্যন্ত যখন সেই নিয়মের অনুগামি দৃষ্ট হইয়াছে, তখন কি প্রকারে এ চিন্তা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায়, যে এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকর্ত্তা এক পুরুষ, এবং সেই এক মাত্র পুরুষের নিয়ম দ্বারা সমুদয় বিশ্বরাজ্য পরিপালিত হইতেছে। অতএব ভাবনা করিতে কি আহ্লাদ হয়, যে যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা "একমেবাদ্বিতীয়ং"।

কঠোপনিষৎ

প্রথমা বল্লী।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২ ॥

নচিকেতাউবাচ। 'স্বর্গে লোকে' রোগাদিনিমিত্তং

'ভয়ং' 'কিঞ্চন' কিঞ্চিদপি 'ন' 'অস্তি' 'ন' চ 'তত্র' 'ত্বং' হে মৃত্যো সহসা প্রভবস্যতইহলোকবৎ অতঃ 'ন জরয়া বিভেতি'। কিঞ্চ 'উভে' 'অশনায়াপিপাসে' 'তীর্ত্বা' অতিক্রম্য শোকমতীত্য গচ্ছতীতি 'শোকাতিগঃ' সন্ মানসেন দুঃখেন বর্জ্জিতঃ 'মোদতে' হৃষ্যতি 'স্বর্গলোকে' দিব্যে ॥ ১২ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, হে যম! স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, আর তুমিও সেখানে সহসা প্রভুত্ব করিতে পার না, আর জরাযুক্ত মর্ত্যলোকের ন্যায় কেহ স্বর্গেতে ভয় প্রাপ্ত হয় না, আর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই দুই হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর শোক হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করে ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।

আনন্দ স্থানকে স্বর্গলোক শব্দে কহা যায়, যেখানে জীব ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে উত্তীর্ণ হয়, এবং রোগ শোকের অভাব হেতু তাহা হইতে নির্ভয় হয়। আনন্দের তারতম্য রূপে বিবিধ প্রকার স্বর্গলোক পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, শুভ কর্ম্মের তারতম্যানুসারে এই শরীর পাত হইলে সেই অপকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আনন্দ লোকে জীবের বসতি হয়। এই লোকে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়, তদ্রূপ স্বর্গলোককে জীব প্রাপ্ত হয়, সেখানে পুনর্ব্বার ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে, এবং তাঁহার নিয়ম সকল উত্তম রূপে প্রতিপালিত হইলে তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট স্বর্গ লাভ করে; যদি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনা না করিয়া কেবল সাংসারিক সুখে রত থাকে, তবে সে ব্যক্তির সেই সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইলে এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি হয়। এ নিমিত্তে এস্থলে শ্রুতি কহিয়াছেন, যে স্বর্গলোকে যম সহসা প্রভুত্ব করিতে পারেন না, অর্থাৎ বহুকাল স্বর্গভোগ পরে তন্নিবাসিদিগের জ্ঞান কর্ম্মানুসারে ঊর্দ্ধ বা অধোগতি হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গ যে ব্রহ্মলোক তাহাতে গমন করিলে ব্রহ্ম স্বরূপকে জানিয়া জীব ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হয়, এবং সমুদয় সংসার বন্ধন হইতে প্রমুক্ত হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মলোকে যমের কিছু মাত্র প্রভুত্ব নাই ॥ ১২ ॥

সত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যং। স্বর্গলোকাঅমৃতত্বং ভজন্তএতং দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥ ১৩ ॥

এবঙ্গুণবিশিষ্টস্য স্বর্গলোকস্য প্রাপ্তিসাধনভূতং 'স্বর্গ্যং' 'অগ্নিং' 'সঃ ত্বং' মৃত্যুঃ 'অধ্যেষি' স্মরসি হে 'মৃত্যো' 'প্রব্রূহি' কথয় 'তং' 'শ্রদ্দধানায়' শ্রদ্ধাবতে 'মহ্যং' স্বর্গার্থিনে। যেনাগ্নিনা চিতেন স্বর্গোলোকোযেষাস্তে 'স্বর্গলোকাঃ' যজমানাঃ 'অমৃতত্বং' অমরত্বাদ্দেবত্বং 'ভজন্তে' প্রাপ্নুবন্তি তৎ 'এতৎ' অগ্নিবিজ্ঞানং 'দ্বিতীয়েন' 'বরেণ' 'বৃণে' ॥ ১৩ ॥

এইরূপ স্বর্গের প্রাপ্তি যে অগ্নিতে হয়, সেই অগ্নিকে তুমি জান, অতএব হে যম! শ্রদ্ধাযুক্ত যে আমি আমাকে সেই অগ্নির স্বরূপকে কহ, যে অগ্নির সেবার দ্বারা যজমানেরা দেবত্বকে প্রাপ্ত হয়েন। এই দ্বিতীয় বর আমি প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।

যাগ যজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠায়ি ব্যক্তি অগ্নিচয়নের সহিত অথবা যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম ত্যাগী পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাসের সহিত যে অনুসারে ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করেন, তদনুসারে উৎকৃষ্ট স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন। এস্থলে বেদ যাগ যজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ড বলিবার অভিপ্রায়ে কেবল অগ্নিকে স্বর্গ প্রাপ্তির হেতু করিয়া কহিয়াছেন; ফলতঃ স্বর্গ প্রাপ্তির হেতু দুই প্রকার, এক, যাগ যজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠান, দ্বিতীয়, তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস, কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ না হইলে কেবল অগ্নির অনুষ্ঠানে বা কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসে জীবের অধোগতি ব্যতীত উত্তম গতি কদাপি হইতে পারে না। ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সেই যজমানের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, তখন তথায় ব্রহ্ম স্বরূপকে নিশ্চয় রূপে জানিয়া মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্তে ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্মলোকে যাইবার নিতান্ত অপেক্ষা নাই, কারণ তাঁহারা যে লোকে বিশেষ রূপে যত্ন করেন, সেই লোক হইতেই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়েন ॥ ১৩ ॥

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্। অনন্তলোকাপ্তিমথোপ্রতিষ্ঠাম্বিদ্ধি ত্বমেতন্নিহিতং গুহায়াং ॥ ১৪ ॥

'তে' তুভ্যং 'প্র' 'ব্রবীমি' 'তৎ' প্রার্থিতং 'উ' 'মে' মম বচসঃ 'নিবোধ' বুধ্যস্বৈকাগ্রমনাঃ সন্ 'স্বর্গ্যং' স্বর্গসাধনং 'অগ্নিং' হে 'নচিকেতঃ' 'প্রজানন্' বিজানন্

বানহং । অধুনাগ্নিং স্তৌতি । 'অনন্তলোকাপ্তিং' অনন্তস্বর্গলোকফলপ্রাপ্তিসাধনমিত্যেতৎ । 'অথো' অপি 'প্রতিষ্ঠাং' আশ্রয়ং জগতঃ 'এনং' অগ্নিং ময়োচ্যমানং 'বিদ্ধি' বিজানীহি 'ত্বং' 'নিহিতং' স্থিতং 'গুহায়াং' বিদুষাম্বুদ্ধৌ ॥ ১৪ ॥

যম কহিতেছেন। হে নচিকেতা! স্বর্গের প্রাপ্তির কারণ যে অগ্নি তাহাকে আমি সুন্দর রূপে জানি, সেই অগ্নি তোমাকে কহিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া বোধ কর। অনন্ত স্বর্গলোকের প্রাপ্তির কারণ, আর সকল জগতের আশ্রয় এই অগ্নি হয়েন, আর তুমি জান যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুদ্ধিতে ইনি স্থিতি করেন॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য।

অনন্ত লোক যে ব্রহ্মলোক তাহা প্রাপ্তির কারণ অগ্নি হইয়াছেন। যিনি ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হইয়া অগ্নিচয়ন করেন, তিনি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হয়েন। আর এই অগ্নি জগতের আশ্রয় হয়েন, এই অগ্নি ব্যতীত জগতের লৌকিক কি বৈদিক কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এই অগ্নির গুণ জ্ঞাত আছেন, এবং বেদার্থ অবগত হইয়া অগ্নিকে কি প্রকারে চয়ন করিতে হয় তাহাও তাঁহারদিগের বুদ্ধিতে স্থির আছে॥ ১৪॥

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা। সচাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥ ১৫ ॥

'লোকাদিং' লোকানামাদিং 'অগ্নিং' 'তৎ' প্রকৃতং নচিকেতসা প্রার্থিতং 'উবাচ' উক্তবান মৃত্যুঃ 'তস্মৈ' নচিকেতসে। কিঞ্চ 'যাঃ ইষ্টকাঃ' চেতব্যাঃ স্বরূপেণ 'যাবতীঃ বা' সংখ্যয়া 'যথা বা' চীয়তেঽগ্নির্যেন প্রকারেণ সর্ব্বমেতদুক্তবানিত্যর্থঃ। 'সঃ চ অপি নচিকেতাঃ 'তৎ' মৃত্যুনা 'উক্তং' 'যথা' যথাবৎ 'প্রত্যবদৎ' প্রত্যুচ্চারিতবান্। 'অথ' অনন্তরং 'অস্য' প্রত্যুচ্চারণেন 'তুষ্টঃ' সন্ 'মৃত্যুঃ' 'পুনঃ এবআহ' বরত্রয়ব্যতিরেকেণান্যম্বরং দিৎসুঃ॥ ১৫ ॥

সকল লোকের আদি যে অগ্নি, তাহার স্বরূপ যম সেই নচিকেতাকে কহিলেন। আর অগ্নির চয়নের নিমিত্তে যেরূপ ইষ্টক সকল যোগ্য, আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন, আর যেরূপে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, তাহা সকল কহিলেন। যমের কথিত বাক্য নচিকেতা সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়াছেন, যমের এমত প্রতীতি জন্মাইবার জন্য নচিকেতা ঐ সকল বাক্য যমকে পুনর্ব্বার কহিলেন। নচিকেতার এই প্রতিবাক্যের দ্বারা তুষ্ট হইয়া যম কহিতেছেন॥ ১৫॥

তাৎপর্য্য।

পঞ্চভূত প্রথমতঃ সৃষ্ট হইয়া পরে পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি লোক সকল তদ্দ্বারা নির্ম্মিত হয়, অতএব লোক সকলের আদি পঞ্চভূত, সুতরাং সেই পঞ্চভূতের মধ্যে যে অগ্নি তিনিও লোকের আদি হয়েন। এবং বিধি পূর্ব্বক অগ্নিচয়ন দ্বারা উপযুক্ত পরলোকের প্রাপ্তি হয়, এ নিমিত্তেও লোকের আদি অগ্নি হয়েন॥ ১৫॥

তমব্রবীৎপ্রীয়মাণোমহাত্মা বরন্তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ। তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥ ১৬॥

'তং' নচিকেতসং 'অব্রবীৎ' শিষ্যস্যযোগ্যতাম্পশ্যন 'প্রীয়মানঃ' প্রীতিমনুভবন্ 'মহাত্মা' অক্ষুদ্রবুদ্ধিঃ 'বরং তব' চতুর্থং 'ইহ' প্রীতিনিমিত্তং 'অদ্য' ইদানীং 'দদামি' প্রযচ্ছামি 'ভূয়ঃ' পুনঃ। 'তব এব' নচিকেতসঃ 'নাম্না' অভিধানেন প্রসিদ্ধঃ 'ভবিতা' ময়োচ্যমানঃ অয়ং অগ্নিঃ'। কিঞ্চ 'সৃঙ্কাং চ' রত্নময়ীমালাঞ্চ 'ইমাং' 'অনেকরূপাং' বিচিত্রাং 'গৃহাণ' স্বীকুরু॥ ১৬॥

শিষ্য যোগ্য দেখিয়া মহাত্মা যম প্রীতি পূর্ব্বক সেই নচিকেতাকে কহিতেছেন, তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, এ নিমিত্তে তোমাকে এখন পুনর্ব্বার এই বর দিতেছি যে এই পূর্ব্বোক্ত অগ্নি তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আর এই নানা রূপ বিশিষ্ট রত্নময়ী মালা তোমাকে দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর॥ ১৬॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ। ব্রহ্মজজ্ঞন্দেবমীড্যম্বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১৭॥

পুনরপি কর্ম্মস্তুতিমাহ। ত্রিঃকৃত্বোনাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতোয়েন সঃ 'ত্রিণাচিকেতঃ' 'ত্রিভিঃ' মাতৃপিত্রাচার্য্যৈঃ 'এত্য' প্রাপ্য 'সন্ধিং' সন্ধানং সম্বন্ধং মাত্রাদ্যনুশাসনং 'ত্রিকর্ম্মকৃৎ' ইজ্যাধ্যায়নদানানাং কর্ত্তা 'তরতি' অতিক্রামতি জন্ম চ মৃত্যুশ্চ 'জন্মমৃত্যূ'। কিঞ্চ ব্রহ্মণোজাতোব্রহ্মজঃ ব্রহ্মজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ কর্ম্মতোফলৌ তং 'ব্রহ্মজজ্ঞং' 'দেবং' 'ঈড্যং' স্তুত্যং 'বিদিত্বা' শাস্ত্রতঃ 'নিচায্য' দৃষ্ট্বা 'ইমাং' 'শান্তিং' 'অত্যন্তং এতি' অতিশয়েনৈতি॥ ১৭॥

মাতা পিতা আচার্য্য তিনের অনুশাসনে যে ব্যক্তি তিন বার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করেন, আর যিনি যাগ, বেদাধ্যায়ন, এবং দান এই তিন কর্ম্ম করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু

হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, আর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং কর্ম্মজ্ঞ, দীপ্তি বিশিষ্ট, এবং স্তুতি যোগ্য যে অগ্নি তাঁহাকে সেই ব্যক্তি শাস্ত্রতঃ জানিয়া এবং দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।

বিধি পূর্ব্বক তিন বার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করিলে জন্ম মৃত্যু হইতে জীব উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। স্বাভাবিক জড় স্বরূপ অগ্নিতে এস্থলে জ্ঞানের উপচার হইয়াছে, যেন অগ্নি যজমানের কর্ম্ম সকল জানিয়া তাঁহাকে তদনুরূপ ফলপ্রদান করেন। বাস্তবিক তাবৎ শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী এবং তদনুরূপ ফল প্রদাতা কেবল এক মাত্র পরমেশ্বর হয়েন। অশুভ কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত এবং শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবার জন্য অগ্নিচয়ন কনিষ্ঠাধিকারিদিগের এক অবলম্বন মাত্র হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতং। স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮ ॥

ইদানীমগ্নিবিজ্ঞানচয়নফলমুপসংহরতি। 'ত্রিণাচিকেতঃ' 'ত্রয়ং' যথোক্তং যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বেতি এতৎ 'বিদিত্বা' অবগম্য 'যঃ এবং বিদ্বান্' চিনুতে নির্বর্তয়তি নাচিকেতম্ অগ্নিং। 'স মৃত্যুপাশান্' অধর্ম্মাজ্ঞানরাগদ্বেষাদিলক্ষণান্ 'পুরতঃ' অগ্রতঃ পূর্ব্বমেব শরীরপাতাদিত্যর্থঃ 'প্রণোদ্য' অপহায় 'শোকাতিগঃ' মানসৈর্দুঃখৈর্ব্বর্জিত ইত্যেতৎ 'মোদতে' 'স্বর্গলোকে' ॥ ১৮ ॥

যেরূপ ইষ্টক সকল যোগ্য, আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন, আর যে প্রকার অগ্নি চয়ন করিতে হয়, এই তিনকে বিশেষ রূপে জানিয়া যে ত্রিণাচিকেত পুরুষ নাচিকেত অগ্নিকে চয়ন করেন, তিনি রাগ দ্বেষাদি রূপ যে মৃত্যু পাশ, তাহাকে মরণের পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া এবং শোক হইতে রহিত হইয়া স্বচ্ছন্দে স্বর্গলোকে বাস করেন ॥ ১৮ ॥

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ। এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥ ১৯ ॥

'এষঃ' 'তে' তুভ্যং 'অগ্নিঃ' বরঃ হে 'নচিকেতঃ' 'স্বর্গ্যঃ' স্বর্গসাধনঃ 'যং' অগ্নিংবরং 'অবৃণীথাঃ' প্রার্থিতবানসি 'দ্বিতীয়েন বরেণ' সোঽগ্নির্বরো দত্ত ইত্যুক্তোপসংহারঃ। কিঞ্চ 'এতং অগ্নিং' 'তব এব' নাম্না 'প্রবক্ষ্যন্তি' 'জনাসঃ' জনাঃ ইত্যেষ বরো দত্তো ময়া চতুর্থস্তুষ্টেন। 'তৃতীয়ং বরং নচিকেতঃ বৃণীষ্ব' তস্মিন্ হ্যদত্তে ঋণবানেবাহমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

হে নচিকেতা! তুমি দ্বিতীয় বর দ্বারা স্বর্গের সাধন যে অগ্নির বর প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা তোমাকে এই দিলাম। আর লোক সকল এই অগ্নিকে তোমার নামে বিখ্যাত করিবেন। হে নচিকেতা, এখন তৃতীয় বর তুমি প্রার্থনা কর ॥ ১৯ ॥

প্রেরিত প্রশ্ন।

৯ প্রশ্ন—বেদ বাক্য তর্কাভাব কি না?

উত্তর—তর্ক প্রতি নির্ভর করিয়া বেদকে অমান্য করিবেক না।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥
মনুঃ ॥

কিন্তু বেদ বাক্যের অর্থ তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করিবেক।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥
মনুঃ ॥

১০ প্রশ্ন—তর্কের দ্বারা যে বেদবাক্য যুক্তি সিদ্ধ হইবেক, ঐ বেদবাক্য সত্য অন্য অসত্য কি না?

উত্তর—বেদ বাক্য মাত্রই সত্য, তাহার কোন অংশই অসত্য হইতে পারে না।

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং
প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥
মনুঃ ॥

শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্
স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ ॥
মনুঃ ॥

শ্রুতিই যখন সকল ধর্ম্মের প্রমাণ হইলেন, তখন সে শ্রুতির প্রতি সংশয় করিলে কি প্রকারে ধর্ম্ম রক্ষা হয়?

১১ প্রশ্ন—সত্যাসত্য প্রবঞ্চনা রূপে উক্ত হইয়াছে যে শাস্ত্রে, তাহা রচনা করা কি না?

১২ প্রশ্ন—সত্যাসত্য প্রবঞ্চনা রূপে উক্ত হইয়াছে যে শাস্ত্রে, তাহার বচন প্রমাণ গ্রাহ্য কি না?

১৩ প্রশ্ন— সত্যাসত্য প্রবঞ্চনা রূপে উক্ত হইয়াছে যে শাস্ত্রে তন্মতাবলম্বী হওয়া কর্ত্তব্য কি না?

১৪ প্রশ্ন— বেদ শাস্ত্রে দুর্ব্বলাধিকারির প্রতি প্রবঞ্চনা রূপে উক্তি আছে কি না?

উত্তর— এই চারি প্রশ্ন দ্বারা বেদের সত্যতার প্রতি যে প্রশ্নকর্ত্তার সংশয প্রকাশ হইয়াছে, ইহা অতি অমূলক ও অযোগ্য, এবং বেদকে প্রবঞ্চক রূপে যে বোধ হইয়াছে, ইহা অতি অনর্থের হেতু। চতুর্দ্দশ প্রশ্ন দ্বারা প্রশ্নকর্ত্তার এই তাৎপর্য্য বোধ হইতেছে, যে বেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানই যদি মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির হেতু হইল, তবে তাহাতে দুর্ব্বলাধিকারি (অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাতে অসমর্থ) ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে যে কর্ম্মকাণ্ড উক্ত হইয়াছে, তাহা কি প্রবঞ্চনা? বিবেচনা করিলে ইহার উত্তর আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে দুই বস্তু সমান নাই; ন্যূনাধিক ক্রমে মনুষ্যের বুদ্ধিও নানা প্রকার; কোন কোন সুধীর ব্যক্তি জ্ঞানের প্রখরতা দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যের দূর নির্ণয় করিতেছেন, এবং গ্রহাদির গতি বিধি স্থির করিতেছেন, কেহ বা আপনার স্বাভাবিক অল্প বুদ্ধি এবং মন্দ অবস্থা প্রযুক্ত এমত জ্ঞান উপার্জ্জনেও সমর্থ হয় নাই, যে সহস্র হস্ত রজ্জুকে পরিমাণ করিতে পারে। অতএব কেবল বুদ্ধিমানের উপযুক্ত যে পরম ধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞান, যদি তন্মাত্রেরই উপদেশ বেদে উক্ত থাকিত, তবে তাহাতে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের কি কর্ত্তব্য হইত! নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাই যদি তাহারদিগের বুদ্ধি গত না হইত, এবং স্বাভাবিক প্রবল রিপু সকল শান্ত করিবারই যদি কোন উপায় না থাকিত, তবে তাহারা নাস্তিক এবং দুষ্কর্ম্মাসক্ত হইয়া পৃথিবীর কি উপদ্রবের কারণ না হইত? এই নিমিত্তে করুণাকর শ্রুতি বুদ্ধিমানের জন্য যেরূপ পরব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তদসমর্থ ব্যক্তিদিগের মনঃ স্থিরের জন্য শান্তকারি কর্ম্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছেন। শ্রুতির এই তাৎপর্য্যে তখন আরও বিশ্বাস জন্মে, যখন দেখা যায় যে কর্ম্মকাণ্ডের বিধান সেই প্রকার কৌশলে হইয়াছে যে প্রকারে মনের দুষ্প্রবৃত্তি সকল শান্ত হয়, রিপু সকল জীর্ণ হয়, এবং জ্ঞানের পথ ক্রমশঃ মুক্ত হয়। যদি শাস্ত্রে কর্ম্মিদিগের প্রতি জ্ঞানাভ্যাসের নিষেধ থাকিত, তথাপি সংশয় হইতে পারিত যে বেদ কর্ম্মাবলম্বিদিগকে জ্ঞান হইতে বহির্ম্মুখ রাখিতেছেন, বরঞ্চ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, কর্ম্মিদিগের প্রতি জ্ঞানাভ্যাসে যত্নবান্ হইবার অনুমতি দেখিতেছি।

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন।

শ্রুতিঃ॥

অতএব যখন বেদের এই স্পষ্ট তাৎপর্য্য দেখা যাইতেছে, যে পরব্রহ্মের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ কল্প, এবং পরম পুরুষার্থ সাধনের হেতু, এবং তদসমর্থ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের প্রতি কর্ম্মকাণ্ডের বিধি এই নিমিত্তে আছে, যে তাঁহারা আপন আপন কর্ম্মানুসারে উত্তমাধম লোক প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানেও যদি পরব্রহ্মের উপাসনাতে সমর্থ এবং প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তথা হইতেও মুক্ত হইতে পারেন, তখন বেদকে প্রবঞ্চক বলিয়া অপবাদ দেওয়া কি প্রকারে যোগ্য হয়! যদি বল, যে এইক্ষণে অনেক লোক জ্ঞানের প্রাখর্য্য বশতঃ পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, এবং ক্রমশঃ জ্ঞানের বৃদ্ধি এ প্রকার হইবারও সম্ভাবনা আছে, যে তখন কর্ম্মকে আর কেহ অবলম্বন করিবেক না, সুতরাং তখন বেদের কর্ম্মকাণ্ডীয় ভাগ বিফল হইবার সম্ভাবনা। ইহা অত্যন্ত সম্ভব, এবং পরমেশ্বরের নিয়মাধীনও বটে। যেহেতু ক্ষেত্রকে যে পরিমাণে কর্ষণ করা যায়, সেই পরিমাণে কালক্রমে তাহাতে প্রচুর ও উৎকৃষ্ট শস্য জন্মে, সেই প্রকার বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা ক্রমশঃ লোকের চিত্ত বিশুদ্ধ ও জ্ঞানাবলম্বনের উপযুক্ত হইতেছে— কাল বশতঃ এমত দিনও উপস্থিত হইতে পারে যখন ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক দ্বারা পৃথিবী

উজ্জ্বলা হইবে। কিন্তু তন্নিমিত্তে কি বেদকে নিস্ফল ও প্রবঞ্চক বলা যায়? জন্মের আদি কাল অবধি এপর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ড বিনা লোকেরা কি উপায় দ্বারা শান্ত থাকিত? যে কালে যাহার প্রয়োজন, জগদীশ্বর সেই কালে তাহাই বিধান করিয়াছেন। মাতা তাঁহার বয়স্ক পুত্রকে অন্ন প্রদান করিয়া তাহার শিশু পুত্র অন্নাহারে অশক্ত প্রযুক্ত তাহাকে দুগ্ধ পান করান, ইহাতে সেই মাতা কি তাঁহার শিশু পুত্রের প্রতি প্রবঞ্চনা করেন! কি তদ্দ্বারা তাঁহার পুত্রের প্রতি স্নেহ প্রকাশই হয়? অতএব প্রশ্নকর্ত্তা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে জানিতে পারিবেন, যে পরব্রহ্মের উপাসনাতে অশক্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের প্রতি দুষ্কর্ম্ম দমনের উপযুক্ত এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজক কর্ম্মকাণ্ডের বিধান করাতে শ্রুতি করুণা প্রকাশই করিয়াছেন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক মহাশয়েষু।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহার জন্ম দিবসাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকারিণী বোধ হইতেছেন, তাহা অস্মদাদি লেখনী ধারণ করণে অশক্ত হেতুক প্রকাশ করিতে অক্ষম। উক্ত পত্রিকা দ্বারা বঙ্গভাষার যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তদ্দৃষ্টে কোন্ দেশহিতৈষী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার প্রশংসা করিতে অগ্রসর না হইবেন? কোন্ ব্যক্তি তাঁহার উন্নতি জন্য উদ্যোগী না হইবেন? এবং কোন্ ব্যক্তি তাঁহার চিরস্থায়িত্ব হেতু পরম করুণাময় জগদীশ্বরের আরাধনা করণে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত না থাকিবেন? বিশেষতঃ আপনকারদিগের ১৭৬৬ শকের ১ চৈত্রের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে বক্তৃতা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা পাঠ করত পরম পুলকিত হইলাম, ও তাহাতে আমারদিগের এমত ভরসা জন্মিয়াছে, যে এতদ্দেশীয় কি অজ্ঞ কি বিজ্ঞ ব্যক্তি যাঁহারা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়াছেন, তাঁহারাও অবিলম্বে সনাতন বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মোপাসক হইবেন। কিন্তু উক্ত বক্তৃতার প্রান্ত ভাগে লিখিত আছে যে "যাহার কিঞ্চিৎ মাত্র জ্ঞান আছে তাহার কদাপি ইহা বিশ্বাস যোগ্য হয় না, যে বাক্য কৌশল দ্বারা কোন এক সর্প কোন স্ত্রীকে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করাইতে পারে, এবং এক জনের দোষে সকল মনুষ্য ঈশ্বর সমীপে দণ্ডি হইতে পারে?" এই কয়েক পংক্তির তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইয়া আমারদিগের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিয়াছে, যাহা পশ্চাতে কতিপয় প্রশ্ন দ্বারা প্রকাশ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কয়েক পংক্তি উত্তর সম্বলিত আপনারদিগের অমূল্য পত্রিকার একাংশে উদিত করিয়া বাধিত করিবেন।

হিন্দু যুবকগণের সভার সভ্য।

১ প্রশ্ন—বাক্য কৌশল দ্বারা কোন এক সর্প কোন স্ত্রীকে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করাইতে পারে ইহা যে বিজ্ঞ লোকের বিশ্বাসের অযোগ্য ইহার প্রমাণ কি?

উত্তর—পরমেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের জন্য যে কোন কার্য্য উৎপন্ন করিতেছেন, তাহার নিমিত্তে উপযুক্ত উপায় সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। উপযুক্ত উপায় ব্যতীত কোন কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। দৃষ্টি জন্য আমারদিগকে চক্ষুঃ প্রদান করিয়াছেন, এবং শ্রবণের জন্য শ্রবণযন্ত্র কর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই চক্ষুঃ ও কর্ণের কোন অংশে ব্যাঘাত হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ অন্ধ এবং বধীর হই। এইরূপ অর্থ প্রকাশক বাক্য উচ্চারণের জন্য আমারদিগকে জিহ্বাদি বাগ্যন্ত্র এবং স্মরণ বিবেচনাপ্রভৃতি মনের শক্তি দান করিয়াছেন। সর্পাদি জন্তুকে সে সকল উপায় প্রদান করেন নাই, অতএব কি প্রকারে তাহারা বাক্য কহিতে পারিবেক? অগ্নি ব্যতীত যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ হয় না, মেঘ ব্যতীত যেরূপ বারি বর্ষণ হয় না, মনুষ্যের ন্যায় উপযুক্ত বাগ্যন্ত্র ও মনের শক্তি ব্যতীত সেইরূপ কেহ ভাষা উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়

না। বিশেষতঃ সর্পের কি এরূপ বুদ্ধি আছে যে সে মনুষ্যকে প্ররোচন বাক্য দ্বারা ফলাহারে লুব্ধ করিবেক? অতএব সর্প মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করিতে পারে ইহা অপেক্ষা অপ্রমাণ ও অলীক বাক্য কি হইতে পারে?

২ প্রশ্ন— এক জনের পাপে মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বর সমীপে যে অপরাধী হইতে পারে না, ইহার প্রমাণ কি?

উত্তর — ইহার প্রমাণ এই, যে এক জনের পাপে অন্য ব্যক্তি অপরাধী হইলে পরমেশ্বরকে বিচার শূন্য বলিতে হয়? রাজা যদি দোষি ব্যক্তির শাস্তি না করিয়া অন্য আর এক নির্দ্দোষি ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড করেন, তবে এ প্রকার অবিচার ও অত্যাচার নিমিত্তে পরমেশ্বর নিকটে কি সেই রাজা দণ্ড প্রাপ্ত হয়েন না? অবিচারির উপযুক্ত দণ্ড প্রদাতা যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, যাঁহার পূর্ণ বিচারের অন্যথা কদাপি হইতে পারে না, তাঁহাকে অবিচারি বলিয়া অপবাদ দেওয়া অপেক্ষা আমারদিগের আর অধিক কি অপরাধ হইতে পারে? অতএব এক ব্যক্তির পাপ দ্বারা অন্য ব্যক্তি ঈশ্বর সমীপে কদাপি দোষী হইতে পারে না।

৩ প্রশ্ন — যদি সকল মনুষ্য পাপি এমত বোধ হইতেছে, তবে তাহারদিগের পাপি হওনের মূলীভূত কারণ কি?

উত্তর — সকল মনুষ্য পাপি কি না এ সিদ্ধান্ত করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি, যেহেতু তাহা কেবল সেই সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু পাপের কারণ মোহ ইহার প্রতি সংশয় কি?

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের জন্য স্বীকৃত দান।

	মাসিক,	এককালীন
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব	৫০	১০০০০
,, রাজা সত্যচরণ বাহাদুর	২৫	৩০০০
,, ব্রজনাথ ধর	২৫	২০০০
,, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০	২০০০
	১৩০	১৭০০০

	মাসিক,	এককালীন
	১৩০	১৭০০০
শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর	১০	১০০০
,, হরচন্দ্র লাহুড়ি	১০	১০০০
,, মতিলাল শীল		১০০০
,, বীরনৃসিংহ মল্লিক	১০	৫০০
,, প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক	১০	৫০০
,, নৃসিংহচন্দ্র বসু	১০	৫০০
,, রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫	৫০০
,, লোকনাথ মল্লিক		৫০০
,, রমানাথ ঠাকুর	১০	৫০০
,, রাজা যাদবকৃষ্ণ বাহাদুর	১০	৫০০
,, হরিমোহন সেন	১০	৫০০
,, রামরত্ন রায়	১০	৫০০
,, রামসেবক মল্লিক	৫	৫০০
,, রাজা বরদাকণ্ঠ রায়		৫০০
,, জয়চাঁদ পাল চৌধুরি	৫	৫০০
,, গুরুচরণ সেন		৫০০
,, গোপাললাল ঠাকুর	১০	৫০০
,, প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৪০০
,, সূর্য্যকুমার দেব	৫	৪০০
,, শিবনারায়ণ ঘোষ	৫	৩০০
,, কুমার সত্যভক্ত ঘোষাল	৫	৩০০
,, দেবীপ্রসাদ রায়	৫	৩০০
,, প্যারীমোহন দে		৩০০
,, কৃষ্ণকিশোর নেউগী		৩০০
,, শিবচন্দ্র গুহ	৫	২৫০
,, বিন্ধ্যমাধব বসু	৫	২৫০
,, মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫	২৫০
,, মথুরানাথ ঠাকুর	৫	২৫০
,, গঙ্গাধর শীল		২৫০
,, রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক		২৫০
,, আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত		২৫০
,, গুরুপ্রসাদ বসু		২৫০
,, কাশীনাথ বসু		২৫০
,, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	৫	২০০
,, রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর	৫	২০০
,, বীরচাঁদ সাহা	৫	২০০
,, কাশীপ্রসাদ ঘোষ		২০০
,, উমেশচন্দ্র রায়		২০০
	৩০৫	৩২৫৫০

	মাসিক,	এককালীন
	৩০৫	৩২৫৫০
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মল্লিক	২	১৫০
,, রাজনারায়ণ রায়	৪	১৫০
,, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর	২	১০০
,, কানাইলাল ঠাকুর		১০০
,, রাধাকান্ত সেট	২	১০০
,, রামতনু শীল	২	১০০
,, নীলমণি মল্লিক		১০০
,, ভবানীপ্রসাদ দত্ত	২	১০০
,, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়		১০০
,, গুরুদাস লাহুড়ি		১০০
,, অবিনাশচন্দ্রগঙ্গোপাধ্যায়	২	১০০
,, হেরম্বনাথ ঠাকুর	১	১০০
,, হরিচরণ দেব	১	১০০
,, রাধাপ্রসাদ রায়	৪	১০০
,, চন্দ্রশেখর দেব	১	১০০
,, গোবর্দ্ধন মল্লিক	২	১০০
,, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী	১	১০০
,, ঠাকুরলাল মল্লিক	২	১০০
,, প্রসন্ননারায়ণ দেব	২	১০০
,, হরমোহন দত্ত		১০০
,, বৈদ্যনাথ শীল		১০০
,, জগন্নাথ দাস বাবু		১০০
শ্রীমতী রামমণি দাসী		১০০
শ্রীযুক্ত হরনাথ মল্লিক		১০০
,, বংশিধর মল্লিক		১০০
,, লোকনাথ বসু		১০০
,, সনাতন কুণ্ডু		১০০
,, শম্ভুচন্দ্র মিত্র		১০০
,, বৈদ্যনাথ বসু		১০০
,, মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়		১০০
,, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়		১০০
,, ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়		১০০
,, কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়		১০০
,, নীলরত্ন হালদার		১০০
,, রামচন্দ্র মৈত্রী		৭৫
,, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
,, চিন্তামণি দে		৫০
,, রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়		৫০
	৩৩৭	৩৬২৭৫

	মাসিক,	এককালীন
	৩৩৭	৩৬২৭৫
শ্রীযুক্ত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	১	৫০
,, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়		৫০
,, রাধানাথ মিত্র		৫০
,, গোকুলচাঁদ দাঁ		৫০
,, বৃন্দাবনচন্দ্র ঘোষ		৫০
,, পঞ্চানন বশাক	১	৫০
,, হিন্দু বন্ধু	২	৫০
,, শ্রীকৃষ্ণ লাহা	২	৫০
,, প্যারীমোহন বসু	২	৫০
,, রামরত্ন দেব		৫০
,, গোপীমোহন দাস		৫০
,, রামহরি ভদ্র	১	৫০
,, প্রাণনাথ বসু	৫	৫০
,, রামগোপাল ঘোষ	১০	০
,, গোবিন্দচন্দ্র সেন	৩০	০
,, দুর্গাগতি মুখোপাধ্যায়	৫	২৫
,, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২	২০
,, রাজেন্দ্রনাথ সেন	১	২৫
,, সীতানাথ মল্লিক	১	৪
,, রামচন্দ্র মিত্র	১	১০
,, রামকুমার মিত্র	১	১৫
,, পতিতপাবন সেন	১	৩২
,, অমৃতলাল মিত্র	২	২৫
,, হরিদাস বসু	১	৫
,, হাজারিলাল লালা	।।০	৫।১৫
,, রাজনারায়ণ রায়	১	১০
,, শ্যামাচরণ বসু	১	৬
,, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র	।।০	৫
,, রামধন বসু	২	১০
,, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
,, কালীশঙ্কর দত্ত	৩	০
,, গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়	১	০
অল্প দানের সমষ্টি		১৩৭৪।।/৫
	৪৩৬	৩৯৪৯৭

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয় ॥

মনুষ্য যদি বস্তুর যথার্থ স্বভাব জানিয়া নিয়মিত রূপে তাহাকে ব্যবহার করে, তবে অনেক ভাগে এ সংসারে দুঃখের হ্রাস হয়। এ পৃথিবীর তাবৎ বস্তুতে ভদ্রাভদ্র রূপ অমৃত এবং বিষ মিশ্রিত হইয়া আছে। সাধু ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তু হইতে স্বীয় যত্নে নিষ্কৃষ্ট সুধাকে লাভ করিয়া এবং অসাধু ব্যক্তি অনায়াস লভ্য বিষ ভাগকে গ্রহণ করিয়া আনন্দিত এবং মুমূর্ষু হয়েন। দুগ্ধ স্বভাবতঃ সুপেয় এবং আম্র সুভক্ষ্য হইয়াও দূষিত হইলে যেরূপ তাহার সেবন দ্বারা শরীরের সুস্থতা ভগ্ন হয়, সেই রূপ ইক্ষু ও দ্রাক্ষা এবং তণ্ডুল প্রভৃতি স্বাভাবিক অম্ল রস সুস্থতা এবং প্রাণধারণের প্রতি কারণ হইলেও পাক দ্বারা যখন মদ্য নাম প্রাপ্ত হয়, তখন সর্প বিষ তদপেক্ষা কত অপকারী হইতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর যে সুরা রসের সৃষ্টি করিয়াছেন সে কি নিরর্থক, অথবা কেবলই কি অপকারক? নিরর্থক নহে, সে কেবল অপকারকও নহে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত প্রয়োগ দ্বারা অনেক সঙ্কট রোগের আশু শান্তি হয়। কিন্তু ঔষধের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার ব্যর্থ সেবন করা কি মঙ্গল জনক? যে বিষ প্রয়োগ দ্বারা বিকারের শমতা হয়, সুস্থ ব্যক্তি তদ্দ্বারা কি ক্ষিপ্ত হয় না?— মত্তকে কি [illegible]

না? বিশেষতঃ সকলেরই সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে; অনেক প্রকার ভক্ষ্য পেয় বস্তুতে উপযুক্ত লবণ মিশ্রিত করিলে তাহার আস্বাদন উত্তম হয়, এবং তদ্দ্বারা শরীরের সুস্থতাও জন্মে, কিন্তু তাহা অপরিমিত লবণাক্ত হইলে উৎকট রোগের কারণ, বরঞ্চ দেহ বিনাশের হেতু হয়। অতএব যাহাতে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা না থাকে এমত অল্প পরিমাণে ঔষধ স্বরূপ সুরা পান যদিও দোষের কারণ না হয়, কিন্তু সে কি প্রকার ঔষধ যাহা অযোগ্যরূপে সেবন করিয়া লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উপদ্রব করে, বা বিমোহিত হইয়া শবের ন্যায় পড়িয়া থাকে? এই অপরিমিত সুরা পান দ্বারা কি প্রকার অমঙ্গল না ঘটিতে পারে? ইহার প্রবল শক্তি দ্বারা সম্ভোগের লালসা দীর্ঘ হয়, রিপু সকল প্রবল হয়, অঙ্গ সমুদয় শিথিল হয়, বিষয় কার্য্যে আলস্য হয়, ভদ্রাভদ্র বিবেচনা ক্ষীণ হয়, এবং পান সুখ অভাবে জীবনের অন্য তাবৎ সুখ পানাসক্ত ব্যক্তির নিকটে ব্যর্থ হয়। এই সমূহ অমঙ্গলের নিবারণ নিমিত্তে আমারদিগের বেদ শাস্ত্রে অযোগ্য সুরাপানের নিষেধ আছে। পূর্ব্বে যখন এদেশীয় লোক ধর্ম্ম ভয়ে ভীত ছিল, এবং বৈদিক শাসনের অধীন থাকিয়া নিয়ম পর্য্যন্ত [illegible]

মদিরা পানের উপদ্রব কিছু মাত্র ছিল না। এইক্ষণে দুর্ব্বুদ্ধি লোক সকল অনাদি বেদ শাস্ত্রকে অনাদর করিয়া তন্ত্রোক্ত মদ্যপানের বাহুল্য বিধি প্রতি সুখাশ্বাসে নির্ভর করাতে এই মহা পাপ বিশেষতঃ বঙ্গদেশকে সম্যক্ রূপে আশ্রয় করিয়াছে। যে নবদ্বীপ এই বঙ্গ দেশের মধ্যে বিদ্বান্ ও সুশীল এবং সাধু ব্যক্তিদিগের প্রধান স্থান ছিল, যে স্থানে অদ্যাপি ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বহু ভদ্র সন্তানের বসতি, কি আশ্চর্য্য! সেই স্থানও এই পান রোগে বিশেষ জীর্ণ হইয়াছে। বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে উক্ত গ্রামে ভদ্র লোকের মধ্যে মদ্যপায়ী কেবল এক ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়াও দুষ্কর হইত, কিন্তু এইক্ষণে তথায় শত শত ব্যক্তিকে প্রতিদিন সুরা পানে ক্ষিপ্ত দেখা যায়। তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে মেড়তলা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম এই পাপে যে প্রকার মগ্ন হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাতই আছে। এই রূপ মুর্শিদাবাদ, মেটেরী, কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ি, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, কাঁচরাপাড়া, হালিসহর, মথুনপুর, খড়দহ, কোণনগর, টাকী, শিবহাটী, যশোহর প্রভৃতি কি ক্ষুদ্র কি গণ্ড গ্রামস্থ অনেক ব্যক্তিই মদ্য রসে এ প্রকার মগ্ন হইয়াছে, যে তাহা হইতে অল্প চেষ্টায় তাহারদিগের উদ্ধৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই মদ্য পানের প্রবলতা জন্য কলহ, বিবাদ, ব্যভিচার, চৌর্য্য, হত্যা প্রভৃতি নানা দৌরাত্ম্য প্রতিদিন শত শত স্থানে সংঘটিত হইতেছে। কোন কোন গ্রামের এমত অপবাদ কি শ্রবণ করা যায় নাই, যে তত্রস্থ লোকেরা পান রসে মুগ্ধ হইয়া ব্যভিচার বিষয়ে সম্পর্কও বিবেচনা করে নাই? ইহা কি ভূয়োভূয় শ্রবণ করা যায় নাই, যে গ্রামস্থ কোন কোন পরিবার সুরার পরাক্রমে পরাভূত হইয়া বলিদানের উপলক্ষে গুরু পুরোহিতকে ছেদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল? ইহা কি বিখ্যাত নাই, যে প্রায় তিন বৎসর হইল শান্তিপুরের নিকটস্থ মালিপোতা নামক গ্রামে কয়েক জন ভদ্র কুলোদ্ভব দেশে তাহারদিগের মধ্যে এক জনকে ছাগ বা মেষ জ্ঞানে প্রকৃত বলিদান করিয়াছিল? এই দুর্ঘটনার পর কি আরও সংবাদ পাওয়া যায় নাই, যে ইহার ন্যায় মদ্য চক্রে অনেক লোক হত হইয়াছে? যখন পল্লীগ্রামের মধ্যে এ প্রকার দুশ্চরিত্রের প্রাদুর্ভাব, তখন সকল কুকর্ম্মের আকর স্থান যে রাজধানী তাহাতে এ পাপের বৃদ্ধি কি পর্য্যন্ত না হইতে পারে? অন্য অন্য স্থানের ন্যায় এই কলিকাতা নগরেও পূর্ব্বে মদ্য পানের ব্যবহার প্রায় ছিল না, সম্প্রতি প্রায় ত্রিশ বৎসর অবধি ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ সকল শ্রেণী মধ্যে ইহার ক্রমাগত প্রবলতা হইতেছে। এই কলিকাতার স্থানে স্থানে প্রায় এক শত মদ্যের বিপণী স্থাপিত হইয়াছে, এবং তদ্ব্যতীত রাধাবাজার প্রভৃতি অন্য অন্য নানা স্থানে প্রতিদিন কত মদ্য বিক্রয় হয় তাহার নিয়ম নাই। স্মরণ করিতে ঘৃণা হয়, যে উক্ত বিপণীর মধ্যে দিবা রাত্রি ১০।১৫ জন ক্রমাগত সুরা পানে মত্ত হইয়া পরস্পর কলহ করিতে থাকে। সন্ধ্যার পর কলিকাতার অবস্থার প্রতি নেত্রপাত করিলে কি দৃষ্ট হয়? কোন স্থানে বহু ব্যক্তি একত্র হইয়া মদ্য রসে প্রমত্ত হইতেছে, কেহ বা অভিভূত হইয়া পথের মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে, কোন স্থানে ভূরি ভূরি মনুষ্য ক্ষিপ্ত হইয়া পথিকদিগের প্রতি উপদ্রব করিতেছে, এবং অধিকাংশ গণিকালয় কেবল মদিরা মত্তের কোলাহলে ধ্বনিত হইতেছে। বিশেষতঃ রাজ্য মধ্যে কোন পাপ প্রবিষ্ট হইলে বিদ্বান্ লোকের দ্বারা তাহার দমন হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্য যে এইক্ষণে যাঁহারা আপনারদিগকে বিদ্যাবান্ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারাই ইউরোপীয় জাতির আদর্শক্রমে এই মোহকারি দুষ্কর্ম্ম পাশে অধিক বদ্ধ হইতেছেন। বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই, যে তাঁহারা উক্ত জাতির কুব্যবহার মাত্র শিক্ষা করিতেছেন, কিন্তু স্বদেশের হিত চেষ্টা প্রভৃতি তাহারদিগের সদ্গুণের দৃষ্টান্ত কেহ গ্রহণ করেন

মদ্য পানে আসক্ত নহেন ; তাঁহারা অপরিমিত মদ্যপায়ির সংসর্গ পর্য্যন্ত ঘৃণা করেন। তাঁহারা এইক্ষণে স্বদেশস্থ ইতর নাবিক প্রভৃতিকে ঐ দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন ; তদ্বিপরীত বঙ্গদেশস্থ ভদ্র এবং বিদ্বান্ লোকের মধ্যে এ পাপের ক্রমাগত প্রাদুর্ভাব হইতেছে। দুরবস্থার কেবল বর্ণনা করা বিফল, এইক্ষণে তাহার শান্তির উপায় কি? শ্রুতির শাসন ও স্মৃতির নিয়ম কালবশে বিফল হইয়াছে, এইক্ষণে বর্ত্তমান রাজার শাসন ব্যতীত কি প্রকারে ইহার দমন হইতে পারে? কিন্তু আশ্চর্য্য যে এমত সভ্য বিচক্ষণ জাতি হইয়াও রাজপুরুষেরা ইহার নিবারণ জন্য কোন নিয়ম এ পর্য্যন্ত স্থাপন করেন নাই। ইহা সত্য যে কোন ব্যক্তি সুরা পানে অভিভূত হইয়া পথ মধ্যে পতিত থাকিলে পুলিসের কর্ম্মচারিরা তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং তাহার চৈতন্য হইলে পরে নিষ্কৃতি প্রদান করেন। ইহাতে কি মদ্যপায়িদিগের শাসন হইবার সম্ভাবনা? বরঞ্চ তাহারা শকট প্রভৃতির আঘাত প্রাপ্তির আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া মদ্য পানে অধিক সাহস প্রাপ্ত হয়। অতএব এ কুকর্ম্মের শান্তি জন্য বিশেষ রাজ নিয়ম অতি আবশ্যক হইয়াছে। স্বইডন রাজ্যে মদিরা মত্ত ব্যক্তির প্রতি প্রথম দোষে ৬৸৹ টাকা দণ্ড হয়, দ্বিতীয় দোষে ১৩৷৷৹ টাকা, এই প্রকার প্রতি বারে দ্বিগুণ দণ্ড হইতে থাকে। ইংলণ্ড দেশেও এই দুষ্কর্ম্মের শাসন জন্য এই নিয়ম প্রচার আছে, যে কোন ব্যক্তি মদিরা মত্ত প্রমাণ হইলে তাহার ২৷৷৹ টাকা দণ্ড হইবে, এবং দ্বিতীয় বার উক্ত দোষগ্রস্ত হইলে ১০০ টাকার জন্য দুই প্রতিভূ এই প্রতিজ্ঞাতে প্রদান করিতে হইবে, যে তাহার সে প্রকার কদাচরণ পুনর্ব্বার না হয়। এবম্প্রকার নিয়ম দ্বারা সমূহ দেশে এ কুকর্ম্মের অনেক নিবারণ হইয়াছে। স্বদেশের আদর্শক্রমে এই প্রকার কোন নিয়ম এদেশ মধ্যে সংস্থাপন করিতে রাজপুরুষেরা কেন বিলম্ব করেন? এ দেশের বিদ্যা ও সভ্যতার বৃদ্ধি জন্য যে তাঁহারা এত যত্ন করিতেছেন, জ্ঞান নাশের এই কদর্য্য হেতুর প্রাবল্য থাকিলে সে সমুদয় কি প্রকারে সফল হইতে পারে? মাদক সেবনে প্রজারা কর্ম্মাক্ষম হইবে এই আশঙ্কায় চীনের রাজা অহিফেণ বাণিজ্য নিবারণের নিমিত্তে সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব রাজ্যের মঙ্গল যিনি অভিলাষ করেন, এবং প্রজার প্রতি যাঁহার স্নেহ আছে, এমত রাজা স্বরাজ্য মধ্যে এ প্রকার দুষ্কর্ম্মের শাসন না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? যখন প্রথম এই রাজ্য বর্ত্তমান রাজার অধীন হইল, তখন এ দেশে মদ্যের ব্যবহার ছিল না, সুতরাং তৎকালে এ নিয়মের প্রয়োজন ছিল না। একাল পর্য্যন্তও যে এমত কোন নিয়ম প্রচার হয় নাই, তাহার কারণও এই, যে এ অত্যাচার রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। কিন্তু এইক্ষণে যখন আমরা এই সকল বিষয় বিশেষ রূপে প্রচার করিতেছি, তখন তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার প্রতি আশু মনোযোগ করেন, এবং ইহার দমন জন্য কোন নিয়ম শীঘ্র প্রচার করেন।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৭ ॥

দ্বিতীয় প্রকরণ।

তৃতীয়াধ্যায়।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

শ্রুতিঃ॥

সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সকলের অন্তরে এবং সকলের বাহিরে স্থিতি করিতেছেন।

অনন্ত জ্ঞান পরমেশ্বরের অপার করুণাতে সর্ব্ব কালে বেষ্টিত থাকিয়াও কত ব্যক্তি দিবা রাত্রিতে একবারও তাঁহাকে স্মরণ করে না! তাহারা কেবল এই সাংসারিক বিষয় ভোগেই হত জ্ঞান হইয়াছে, এবং এই পৃথিবীর নিরর্থক বা অপবিত্র আমোদেই মগ্ন রহিয়াছে ; এই সংসারের কারণ এবং বিধাতা

যে করুণা পূর্ণ পুরুষ তাঁহাকে ক্ষণমাত্রও আলোচনা করে না। কিন্তু যিনি বেদান্ত বাক্য দ্বারা জানিয়াছেন, যে কোন্ পরম কারণ হইতে তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন, কাহার আশ্রয় দ্বারা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন, এবং যাহা কিছু সম্ভোগ করিতেছেন তাহা কাহার প্রসাদাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সেই পাপের শাস্তা ও পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ জানিয়া কুকর্ম্ম ত্যাগে ও স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকেন।

ইহ লোকে পিতা মাতা ভ্রাতা বা অন্য সম্ভ্রান্ত শিষ্ট ব্যক্তির নিকটে লজ্জা ভয়ে কত কুকর্ম্ম হইতে লোক ক্ষান্ত হইতেছে! সাধারণের নিকটে কলঙ্ক ভয়ে কত দুর্ব্ব্যবহার হইতে নিরস্ত হইতেছে! ইহাতে সমুদয় বিশ্বের যিনি পরম পিতা, যাঁহার সমান আরাধ্য বস্তু আর দ্বিতীয় নাই, তাঁহার সাক্ষাতে পাপ হ্রদে কি প্রকারে লোক মগ্ন হইতে পারে? পিতা মাতা প্রভৃতির নিকটে অনেক কুকর্ম্ম গোপন করা যাইতে পারে, কিন্তু যিনি সকলের বাহিরে এবং অন্তরে এককালে বসতি করিতেছেন, এবং যিনি আমারদিগের চিত্তপটের প্রতি বৃত্তান্ত প্রতিক্ষণ পাঠ করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষি পরম পুরুষের নিকটে কোন্ বিষয় গোপন রাখা যাইতে পারে? বরঞ্চ ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে অন্তঃস্থ জানিয়া মনোমধ্যে কুকর্ম্মের আলোচনা করিতেও লজ্জিত হয়েন।

পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানিয়া সাধু ব্যক্তি যেরূপ পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, সেই রূপ সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও উৎসাহী থাকেন। মনুষ্য যে প্রকার পক্ষপাতের অধীন, তাহাতে এ সংসারে লোকের যথার্থ গুণ গৃহীত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর; যদিও কেহ পক্ষপাত শূন্য হয়েন, তথাপি তাঁহার ভ্রম দ্বারা অনেক কপটবেশী অকপটের ন্যায় গণ্য হইতে পারে। বহু মূল্য হীরক এ সংসারে কাচের ন্যায়ও অনাদৃত হইতে পারে, এবং হীরকের ন্যায় কাচও মান্য হইতে পারে। এই প্রকার লোকের ভ্রম প্রযুক্ত কত অযোগ্য ব্যক্তি মহা সমাদর লাভ করিতেছে, যোগ্য ব্যক্তিও তত্তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হয় না। অন্ধ কূপস্থ মণির ন্যায় বা সমুদ্র তলস্থ রত্নের ন্যায় কত সিংহাসনের যোগ্য ব্যক্তি ... মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে— সেই ভূষণ স্বরূপ রত্ন সকল মনুষ্যের নিকটে গোচরও হয় না। কিন্তু যিনি সর্ব্বজ্ঞ সম্পূর্ণ ন্যায়বান্ পুরুষ, যিনি আমারদিগের মনেরও অন্তরাত্মা হয়েন, অণু প্রমাণ দোষ গুণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে অপ্রকাশ থাকে না,—কোন ছদ্ম ব্যবহারও তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতে শক্ত হয় না। তিনি মনুষ্যের ন্যায় এক দেশ দর্শী নহেন, তিনি আমারদিগের আজন্ম স্বভাবকে জানেন, আমারদিগের সমুদয় অবস্থাকে দৃষ্টি করেন, এবং মনোগত তাবৎ অভিপ্রায়কে গ্রহণ করেন। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানস পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলেও তিনি আমারদিগের সাধু ইচ্ছাকে দেখেন, এবং তদনুসারে তাহার পুরস্কার স্বরূপ আনন্দ প্রদান করেন। অতএব সৎ কর্ম্মের কল সুখ লাভের প্রতি নিঃশঙ্ক হইয়া ব্রহ্মোপাসক স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই আনন্দিত থাকেন। জগদীশ্বর জানেন, যে ধূলীকণা দ্বারা আমারদিগের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ভ্রমের সহিত আমারদিগের চিত্ত জড়িত রহিয়াছে, অতএব মোহাচ্ছন্ন হইয়া দৈবাৎ কোন অপরাধ করিলেও তজ্জন্য যদি তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সাবধান হই, তবে তিনি অবশ্যই আমারদিগকে ক্ষমা করেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বত্র ব্যাপি এবম্প্রকার করুণা পূর্ণ পরমাত্মাকে জানিয়া সাধু ব্যক্তিরা কদাপি নৈরাশ পঙ্কে পতিত হয়েন না।

যিনি বেদান্ত দ্বারা এই পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানেন, তিনি সাংসারিক নানা দুঃখ মধ্যেও আকুল হয়েন না— গুরু বিপদকেও বিপদ্ জ্ঞান করেন না। তিনি যদি মহা দুঃখে মগ্ন হয়েন, পিতা মাতা ভ্রাতৃ বন্ধু হইতে পরিত্যক্ত হয়েন, স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন, অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেও বাধ্য হয়েন, তথাপি তিনি একবারে নিরাশ

হয়েন না। তিনি নিশ্চিত রূপে জানেন, যে যে স্থানে থাকুন, তাঁহার পরম পিতা পরমেশ্বর, যিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের প্রতি সমান স্নেহ করেন, এবং সর্ব্বত্র প্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় ধনি নির্দ্ধন সকলকেই উপযুক্ত রূপে প্রতিপালন করেন, তিনি এক নিমেষের নিমিত্তেও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন না, এবং করুণা প্রকাশেও বিরত হইবেন না। দাম্ভিক ব্যক্তি যদি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, বিপক্ষ যদি গ্লানি করে, শত্রু যদি অত্যাচার করে, বন্ধু যদি প্রতারণা করে, তথাপি তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েন না। তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে পরম ন্যায়বান্ ঈশ্বর যথা উপযুক্ত রূপে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার করিবেন। অশ্রুপাত হইবার পূর্ব্বে যিনি আমারদিগের আন্তরিক যাতনা জানিতেছেন, তাঁহার স্নেহের প্রতি বিশ্বাস থাকিলে হৃদয়ে সে দুঃখ কতক্ষণ বাস করিতে পারে? শীত বসন্ত তাঁহারই নিয়মে পরিবর্ত্ত হইতেছে, সুখ দুঃখ তাঁহারই নিয়মাধীন যাতায়াত করিতেছে, জন্ম মৃত্যু তাঁহারই বিধান দ্বারা সঞ্চারিত হইতেছে, — তিনি যাহা করিতেছেন তাহাই মঙ্গলের হেতু হইয়াছে, এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা থাকিলে পুত্র শোক মনুষ্যকে কত ক্ষণ যন্ত্রণাগ্রস্ত করিতে পারে? এবং সাংসারিক মোহ তাঁহাকে কত ক্ষণ আচ্ছন্ন রাখিতে পারে?

তত্র কো মোহঃ কঃ শোকএকত্বমনুপশ্যতঃ॥

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়।

পরমাপ্যায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যে হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের আনুকূল্য জন্য মেদিনীপুরে কতক গুলীন সুবিচক্ষণ ভদ্র লোক গত ৯ আষাঢ় রবিবারে এক সভা করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য ইতো মধ্যে তথায় ১০৫৪ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। পল্লীগ্রাম মধ্যে তাঁহারাই প্রথমতঃ এ প্রকার সৎকর্ম্মের পথ প্রদর্শক হইয়াছেন, অতএব তাঁহারদিগকে মহামহা ধন্যবাদ প্রদান করি, এবং প্রার্থনা করি যে অন্য অন্য গ্রামস্থ লোক তাঁহারদিগের এই দৃষ্টান্তের শীঘ্র অনুগামি হয়েন, তাহা হইলে উপস্থিত বিষয় অবিলম্বে সম্পন্ন হইবে। এই সভাতে যে সকল কল্প স্থির হইয়াছে তাহা নিম্ন ভাগে প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম কল্প।

অদ্যকার সভার বিবেচনায় এই কর্ত্তব্য হইল যে কলিকাতা মহানগরে হিন্দু হিতার্থি অবৈতনিক পাঠশালা সংস্থাপন জন্য যে সভা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে তৎ সাহায্যার্থ এতন্নগরস্থ হিন্দু জনগণের যথাভিলাষ অর্থ প্রদানার্থ স্বাক্ষর জন্য পত্র এ সভাস্থ ব্যক্তিদিগের সম্মুখে উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রেরণ করা যায়।

দ্বিতীয় কল্প।

প্রথম কল্পের কার্য্য সম্পাদনার্থ পশ্চাল্লিখিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইলেন, এবং আর অধিক লোক নিযুক্ত করণের আবশ্যক হইলে তাঁহারাই করিবেন।

অধ্যক্ষ গণ।

শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায়।
শ্রীযুক্ত শ্রীরাম তর্কালঙ্কার।
শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র।
শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসাদ মল্লিক।
শ্রীযুক্ত বাবু কালিকানন্দ রায়।
শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর ঘোষ।
শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মলোচন মণ্ডল।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ চৌধুরী।

তৃতীয় কল্প।

যৎকালীন সমুদয় স্বাক্ষরিত ধন সংগ্রহ হইবেক, তৎকালীন কলিকাতাস্থ মহাসভাধ্যক্ষদিগের সমীপে ভাবি পাঠশালার ব্যয়ার্থ প্রেরণ করা যাইবেক।

চতুর্থ কল্প।

অদ্যকার এই সভায় যে কার্য্য হইল তাহার বিবরণ কলিকাতাস্থ মহাসভা সম্পাদকের নিকট জ্ঞাপন করা যায় যে এতদ্বিষয় উচিত মতে প্রকাশ করেন।

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের জন্য স্বীকৃত ধনের মধ্যে এপর্য্যন্ত ২৫৭৫২ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রবণ করিতেছি যে যত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহা সমুদয় আদায় হইলেই তাঁহার উপস্বত্ব ও মাসিক দাতব্য দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবেক। অতএব যাঁহারা আপনারদিগের স্বীকৃত ধন অদ্যাবধি প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অবিলম্বে পরিশোধ করুন এবং এদেশীয় লোকেরা দান স্বাক্ষর করিয়া যে পরিশোধ করেন না, কিম্বা পরিশোধ করিতে যে অধিক বিলম্ব করেন, এ অপবাদ শীঘ্র খণ্ডন করুন। যে সকল সাধু ব্যক্তি তাঁহারদিগের স্বীকৃত ধন দান করিয়াছেন তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি এবং তদ্বিবরণ পশ্চাতে প্রকাশ করিতেছি।

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত টাকা।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব	১০০০০
শ্রীযুক্ত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল	৩০০০
শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ধর	২০০০
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০০০
শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল	১০০০
	১৮০০০
আগত	১৮০০০
শ্রীযুক্ত বীরনৃসিংহ মল্লিক	৫০০
শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বসু	৫০০
শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫০০
শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর	৫০০
শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন	৫০০
শ্রীযুক্ত রামসেবক মল্লিক	৫০০
শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সেন	৫০০
শ্রীযুক্ত মদনমোহন আঢ্য	৫০০
শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫০০
শ্রীযুক্ত কুমার সত্যশুক্ল ঘোষাল	৩০০
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর নেউগী	৩০০
শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যমাধব বসু	১৫০
শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর শীল	১৫০
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন	১৫০
শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ বসু	২৫০
শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষ	১০০
শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বসু	২০০
শ্রীযুক্ত কালীদাস বসু	১৫০
শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ দেব	১০০
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়	১০০
শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়	১০০
শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র শীল	১০০
শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু	১০০
শ্রীযুক্ত জয়গোপাল মল্লিক	১০০
শ্রীমতী রামমণি দাসী	১০০
শ্রীযুক্ত রামরত্ন দেব	৫০
শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০
শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মিত্র	৫০
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত	৫০
শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ বসু	৫০
শ্রীযুক্ত রামকমল রায়	৩২
অল্প দানের সমষ্টি	৭০
	২৫৭৫২

We received the sixth number of the Calcutta Review, at a time, when most of our papers had been sent to the press. We can therefore offer our readers only a few cursory remarks in our present number, on an article, which has appeared in that periodical, purporting to be a Review of some "recent publications on the subject of Vaidantism." Whether it is a Review in the generally approved sense of that word, containing as all reviews ought to do, a calm, dispassionate and impartial examination of the works, it professes to review, or whether the solemn trust of a Reviewer has been adopted from interested motives, merely to impart a degree of plausibility to a series of uncharitable and unhallowed invectives

and wholesale declamation in the sacred cause of religion, our readers will be able to judge for themselves, from the few specimens, we shall presently lay before them. In the limited space of a little more than five pages, which may be said to be exclusively devoted to an investigation of the doctrines and sentiments avowed by the followers of the Vaids, we are not a little astonished to find, no less than fifty abusive expressions levelled against us. In one place, the works reveiwed are denounced in one sweeping assertion as "drivelling" "worthless" and "utterly beneath contempt." They are said to be replete with fancies and fallacies, with erroneous and incongruous textures, with impious misstatements and gross and horrible perversion of fact and truth. They are, in short, sweepingly stigmatized as "wretched "stuff—wretched in every respect,—wretched in "sense and sentiment, in spirit and manner, object "and end." In another place, it is very charitably insinuated, that we have no character or respectability to lose, and that in our humble endeavours to disseminate the knowledge of One True and Living God, we have adopted a cause which in the opinion of the Reviewer, is "philosophically, morally and religiously a bad one." But we need not multiply instances. Let the curious reader but peruse the article to satisfy himself of the spirit, in which it is written. Considering how far enthusiasm and over-zealousness, especially in matters of religion, go to mistify the most shining and lucid understandings, we do not wonder, that such an article has been penned; nor, from the general tone of several contributions which have appeared in some of the recent numbers of the Calcutta Review, and the character which that periodical has latterly obtained with the public, can we be at all surprized, that such a contribution should have found a place in its columns. But we may be permitted to lament, as we sincerely do, that truth and decency should be so sacrificed at the shrine of bigotry, as they are, in the production, under consideration. Our readers will not deem it strange, that the article has failed to provoke us into a recriminatory defence, as we are sure they will fully recognize the general rule, that in all philosophical and religious controversies, the party that has the least pretension to truth, is always the first to break through the rules of propriety. It would have been well for the Reviewer, had he remembered, ere he indited the article, that the same scurrility of language and opprobriousness of expressions, which have rendered the writings of Thomas Paine, however memorable in other respects, disreputable, cannot fail to be equally fatal to the cause, which he deems it his duty to espouse.

After these preliminary remarks on the general character of the production, let us examine whether it possesses any of those redeeming features, which constitute the chief beauty of a Review, any sound and philosophical handling of a given question, any impartial criticism of the works, which are ostensibly the subjects of the writer's review. In this also we are sadly disappointed. Without examining any of the positions advanced in those tracts, without contesting on fair and logical grounds the arguments brought forward in them in defence of Hindoo Theism, without even attempting to controvert the objections raised in them against the prevailing doctrines of Christianity, the learned Reviewer expresses at the outset his "sincerest grief and sorrow" in being called upon to notice these productions, and in the next sentence all at once condemns them as "drivelling" and "utterly beneath contempt." If they are worthless because they inculcate the pure unmixed spiritual worship of god, they may well afford to be so stigmatized. But when it is generally known, that these productions were given to the world, at a time, when a warm controversy was maintained in this city between the Vaidantists and some of the most learned missionary gentlemen, that the former were induced to resort to the publications from considerations arising out of these discussions, and that some of these tracts have remained unanswered up to this time, we naturally expected a far different course of procedure from a person of the learned Reviewer's established reputation. We had thought, that the Reviewer whose success in evangelical career is generally believed to have been surpassed by none of his fellow labourers, would furnish the world with a complete refutation of the arguments and positions which confounded the late Dr. Tytler, and were left unrefuted by some of the most eminent persons. After what has just appeared from the pen of the learned Reviewer, may we not confidently and safely assert, that our positions are invincible and our arguments uncontrovertible?

A little further on, the Reviewer seems to think, that the Editor of the Brahmunical Magazine was unsincere, when he wrote, that the political strength of the English was, "through the grace of god," gradually increasing. Great stress has been laid on the words under quotation, which, when proceeding from the lips of a Vaidantist, are said to exhibit the "reckless audacity of the blasphemer" or "the unthinking levity of the scoffer." We freely confess, we do not comprehend the drift of the reasoning, or the soundness of the conclusion. We have carefully looked over several of our other works, in none of which have we been able to trace the least dissatisfaction with the increasing power of the British Government. In some, the dissolution of the Mehomedan power and the establishment of the British rule in its place, have been deemed a source of blessing to the people of this country, and consequently, of gratitude towards the Supreme disposer of events. Even in one of the tracts under review where the sense cannot possibly be misinterpreted, allusion is made to

the "enjoyment of local comfort" by the people "under the peaceful sway of the British nation." A broad line of distinction has ever been maintained between the persons composing the government of this country, and those represented by the name of missionaries. The former have invariably been guided in their movements by sound and general principles of toleration, while the latter have as pertinaciously been desirous of infusing a spirit of intolerance and narrow-mindedness in the departments of legislation and government. It is pre-eminent folly to confound the one with the other. Whatever influence our missionary friends are able to exert with our rulers, people of this country have gradually acquired too much confidence in the good sense and acknowledged character of the British nation for equity, to fear of any arbitrary and untoward encroachment on their rights and previleges, and we cannot, therefore, easily perceive, wherein the Editor of the Brahmunical Magazine is liable to a charge of insincerity or audacious blasphemy, when he states, that the "possessions" of the English "in Hindoostan and their political "strength have through the grace of god "gradually increased."

The question of "interference" or "non-interference" is next discussed, at some length, by the Reviewer, with which he has needlessly occupied more than two pages. We regret to find, that in discussing this topic, the Reviewer has directly charged us with having resorted to the "unhallowed weapons of brute force" in rescuing one of the recent converts from the custody of the missionaries. We thank the Reviewer for affording us an opportunity of publicly disavowing the remotest participation in the alleged diabolical measures. We repudiate the idea of having ever countenanced directly or indirectly any such coercive and ignominious proceedings, calculated to restrain freedom of conscience; and we have only to regret, that the learned Reviewer should have been so lamentably deceived by his informers on this affair. On the main point of interference, the Reviewer is evidently mistaken. We do not recollect to have ever objected to a moral and rational interference. We have always shown partiality for, and shall ever feel partial to universal toleration and free discussion. The very preface, and the preface is the only portion of the works that has passed under the Reviewer's notice contains the following passage. "If by "the force of argument they (the missionaries) can prove the truth of their own "religion and the falsity of that of Hindoos, "many would, of course, embrace the doctrines, and in case they fail to prove this, "they should not undergo such useless "trouble, nor teaze Hindoos any longer by "their attempt at conversion. In consideration of the small huts in which Brahmuns of learning generally reside, and the simple food such as vegetables &c. which [illegible] it, and the poverty "missionary gentlemen may not, I hope, abstain "from controversy from contempt of them" Is this not fairly and publicly courting enquiry? Is it not an invitation for a free and candid discussion of religious subjects and religious truths! Is it not a virtual recognition of the principle of moral interference in the broad and catholic sense of that term? It may then reasonably be enquired what sort of interference with the religion of a country was meant and protested against, by the Editor of the Brahmunical Magazine? The answer is plain. The attempt to convert unsophisticated and unexperienced youths, hardly capable of thinking or acting for themselves, by systematically instilling into their minds from infancy, the excellency of one's own religion and the debasedness of others', to make proselytes of those whose circumstances in life, scarcely permit them to resist the temptations of worldly gain and honour; to apostalize others by taking an unfair advantage of the influence which one possesses from his relative position and rank in society, are interferences that were evidently within the meaning of the Editor. We have not the least doubt, our readers will cordially join us in deprecating such unnatural and unjustifiable proceedings —such unworthy modes of conversion. While on this point, we will merely beg to remind the learned Reviewer, that even in England, which enjoys the highest state of civilzation, the publication and propagation of any sentiments against the prevailing religion of the land, would render their author liable to legal prosecution. Will the Revd. gentlemen allow a Vaidantist or a Mehomedan to preach his respective doctrines in England with impunity? We need not pause for a reply. Of the several tracts on Hindoo Theism under review these are the only points noticed by the learned Reviewer, and on which we have thought it necessary to offer some elucidation. We cannot take leave of the article we have been discussing, without pointing out the bad taste which has been displayed in the admission into it of heterogenous elements connected with the discussion on Vaidantism. Some remarks have been introduced on a recently published translation of the Bhogavudgeeta by some native gentleman. We had not looked over the Book until we perused the article from the learned Reviewer's pen. We have only to add that the disingenuousness of introducing such a production in connection with the tracts published by the Tuttuboadhinee Society, with a view to throw discredit on the latter, and expose them before the world in the most disadvantagious light, will not fail to be properly appreciated by the enlightened public. The artifice is very unworthy of a respectable writer.

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদককে জানাইবেন।

যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম॥
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
স্ত্রিয়ম্প্রতি স্বামিবাচ্যোদ্বাহমন্ত্রং॥

এ দেশের যে প্রকার পৃথা ও ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, তাহাতে স্ত্রীদিগের শৈশব কালাবধি দুঃখেরই সোপান নির্ম্মিত হইতে থাকে। বাল্য কালে তাহারা কোন বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হয় না, যাহাতে ভবিষ্যতে ক্লেশের হ্রাস হইতে পারে, বরঞ্চ অজ্ঞান প্রযুক্ত সর্ব্বকালে তাহারদিগের প্রাপ্ত দুঃখের আধিক্যই হয়। এই শৈশব কাল গত না হইতেই পিতা মাতা কন্যা দানের উদ্যোগ করেন। বিবেচনা কর, যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় একত্র থাকিতে হয়, যাহার চরিত্র কিঞ্চিন্মাত্র দুষ্ট হইলে জীবনের সকল সুখ অবসন্ন হয়, এবং যাহার দুঃখেই দুঃখ ও যাহার সুখেই সুখ, সেই স্বামি শব্দের অর্থ না জানিতেই যখন বিবাহ হয়, তখন পাত্রের বিদ্যা ও চরিত্র বিষয়ে বিবেচনা করা পিতা মাতার কি পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য! কিন্তু সকলেই জামাতার ঐশ্বর্য্য মাত্রের, কেহ বা কুলের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন, ইহাতে উৎকৃষ্ট সচ্চরিত্রের সহিত জঘন্য দুশ্চরিত্রেরও সংঘটন হয়, সুতরাং দম্পতির বয়োবৃদ্ধির সহিত কলহেরও অঙ্কুর বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ বল্লাল সেনীয় মুখ্য কুলীনেরা কুল ভঙ্গ আশঙ্কায় এবং মৌলিকেরা কুলক্রিয়ার কল্পিত মর্য্যাদার আশ্বাসে পঞ্চাশৎ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকারও বিবাহ দেন, এবং জঘন্য দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকেও পরমা সুন্দরী সুশীলা কন্যা সম্প্রদান করেন। কৌলিন্য মর্য্যাদা বিষয়ে উপযুক্ত পাত্রের অভাব প্রযুক্ত কেহ কেহ আপনার কন্যাকে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃ পর্য্যন্তও অবিবাহিতা রাখেন; কেহ বা শত স্ত্রীর পতির হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া তাহাকে চিরদুঃখিনী করেন।

এই সকল প্রস্তুত কারণ দ্বারা স্বভাবতই দম্পতির অসম্প্রীতির সম্ভাবনা, ইহাতে এ দেশস্থ পুরুষদিগের চরিত্র স্মরণ করিলে স্ত্রীদিগের সকল সুখের আশা এককালীন শীর্ণা হয়। অনেকে এ প্রকার দুরাচার, যে মাসান্তেও এক বার ভার্য্যার মুখাবলোকন করে না— অন্তঃপুরকে তাহারা বিষ বৃক্ষের ন্যায় ঘৃণা করে, এবং বেশ্যার সঙ্গকে অমৃত প্রায়

প্রিয় জ্ঞান করে। অবলা ভার্য্যা কারারুদ্ধ প্রায় বদ্ধ থাকিয়া মনোদুঃখে দগ্ধ হয়, ব্যভিচারী স্বামী গণিকার সহিত আসক্ত হইয়া ইতর আমোদে মগ্ন থাকে। ভার্য্যা কোন কর্ম্ম বশতঃ গবাক্ষ দ্বার হইতে দৃষ্টি করিলে খড়্গ হস্ত হইয়া তাহাকে ছেদন করিতে উদ্যত হয়েন, আর আপনি দিবা রাত্রি দুষ্কর্ম্ম পঙ্কে লিপ্ত থাকিয়াও আপনার প্রতি কিঞ্চিৎ গ্লানি বোধ করেন না। স্ত্রীর নিকটে সে দুষ্কর্ম্ম গোপন রাখিতেও কি সাবধান হয়েন? বরঞ্চ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহারও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। তাহার চক্ষুর সম্মুখে কোন বাটীতে বেশ্যাকে স্থাপন করিয়া এবং তাহার কর্ণের নিকটে সেই ব্যভিচারিণীর সহিত গান বাদ্য হাস্য কৌতুকাদির উল্লাস ধ্বনি বিস্তার করিয়া তাহার যন্ত্রণাকে শত গুণ প্রবলা করেন। এ প্রকার দুঃখিনীদিগের তুলনায় তাহারদিগেরও সুখের অবস্থা, স্বকৃত ভঙ্গ কুলীনের পত্নীর ন্যায় যাহারদিগের সহিত স্বামির দ্বিতীয় বারও চাক্ষুষ হয় নাই।

যাঁহারা স্বপরিবার হইতে অধিক দূরে প্রবাস করেন, তাঁহারদিগের ভার্য্যারাও সামান্য ক্লেশ ভোগ করে না। সম্বৎসর কেহ বা দুই বৎসর গত না হইলে একবার মাত্র স্বামির মুখাবলোকন করিতে সমর্থা হয় না। সামান্যতই ইহারদিগের অসহ্য ক্লেশ, বিশেষতঃ যখন তাহারা আপনার বা সন্তানের পীড়া অথবা অন্য কোন সাংসারিক বিপদ্ জন্য ব্যাকুলতা প্রযুক্ত পতির আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াও প্রাপ্ত হয় না, তাহারদিগের তৎকালের দুঃখ স্মরণ করিলেও দুঃখ উপস্থিত হয়। তথাপি অনেক স্ত্রী অধর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া এবং ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়া যে সতীত্বকে প্রতিপালন করে, তাহাতে তাহারদিগকে শত ধন্যবাদ করি। কিন্তু সেই সকল নরাধম পুরুষ কি দুরাচার, যাহারা এই প্রকার প্রবাসি হইয়া এবং পতিব্রতা ভার্য্যা প্রভৃতিকে বিস্মৃত থাকিয়া সর্ব্বদা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। তাঁহারদিগের ভার্য্যারা কোন জ্ঞান অভ্যাস না করিয়াও যখন পাপ হইতে পবিত্র রহিয়াছে, তখন তাঁহারা রিপুর বশীভূত হইলে কি তাঁহারদিগের সকল পৌরুষ নষ্ট হয় না? এ উদ্বোধন কি তাঁহারদিগের মনে উপস্থিত হয় না, যে আপনারা যদি রিপুর শমতা করিতে অসমর্থ হয়েন, তবে জ্ঞান শূন্য অবলাগণ কি প্রকারে সম্পূর্ণ ধৃতিমতী হইতে পারে?

ধন্য তাহারা— ধন্য সেই অবলারা, যাহারা এই সমুদয় বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বিনা দোষে কাল যাপন করিতেছে। কিন্তু কত কাল লোক ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিতে পারে? তপ্তাঙ্গার বক্ষঃস্থলে কত ক্ষণ ধারণ করা যাইতে পারে? ইহা কি অজ্ঞাত আছে, যে কত স্ত্রী এই কারণে রহস্য রূপে ব্যভিচারিণী হইয়াছে? ইহা কি স্থির নহে, যে কত স্ত্রী লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়া বেশ্যার ভবনে আশ্রয় লইয়াছে? কিন্তু ইহাতে কি তাহারদিগের সম্যক্ দোষ? পল্লীস্থ দুশ্চরিত্র কোন পুরুষ দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্ররোচিতা না হইয়া গ্রামস্থ কোন্ স্ত্রী দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে? ইহা কি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে কত পতিব্রতা নারী পতির দুর্ব্ব্যবহারে ক্লেশ সম্বরণ করিতে অশক্তা হইয়া সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তে আত্মঘাতিনী পর্য্যন্ত হইয়াছে?

আহা! পতির দুঃখে যাহারদিগের দুঃখ, পতির মঙ্গলে যাহারদিগের মঙ্গল, কেবল পতিই যাহারদিগের এক মাত্র আশ্রয় স্থল, এবং পিতা মাতা জ্ঞাতি বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কারারুদ্ধের ন্যায় পতির নিতান্ত অধীনা থাকে, তাহারদিগকে এই রূপে দুঃখ প্রদান করা কি পতির উচিত? অতএব যত কাল এপ্রকার দুষ্কর্ম্ম হইতে এ দেশ মুক্ত না হইবে, এবং যত কাল এই যন্ত্রণা জাল হইতে অবলা সকল নিষ্কৃতি না পাইবে, তত কাল পর্য্যন্ত বাহুল্য রূপে জ্ঞানের চর্চ্চা প্রবলা হইয়া এ দেশের যে কোন উপকার হইয়াছে ইহা বলিবার যোগ্য হইবেক না।

সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥

মনুঃ॥

নরবলি
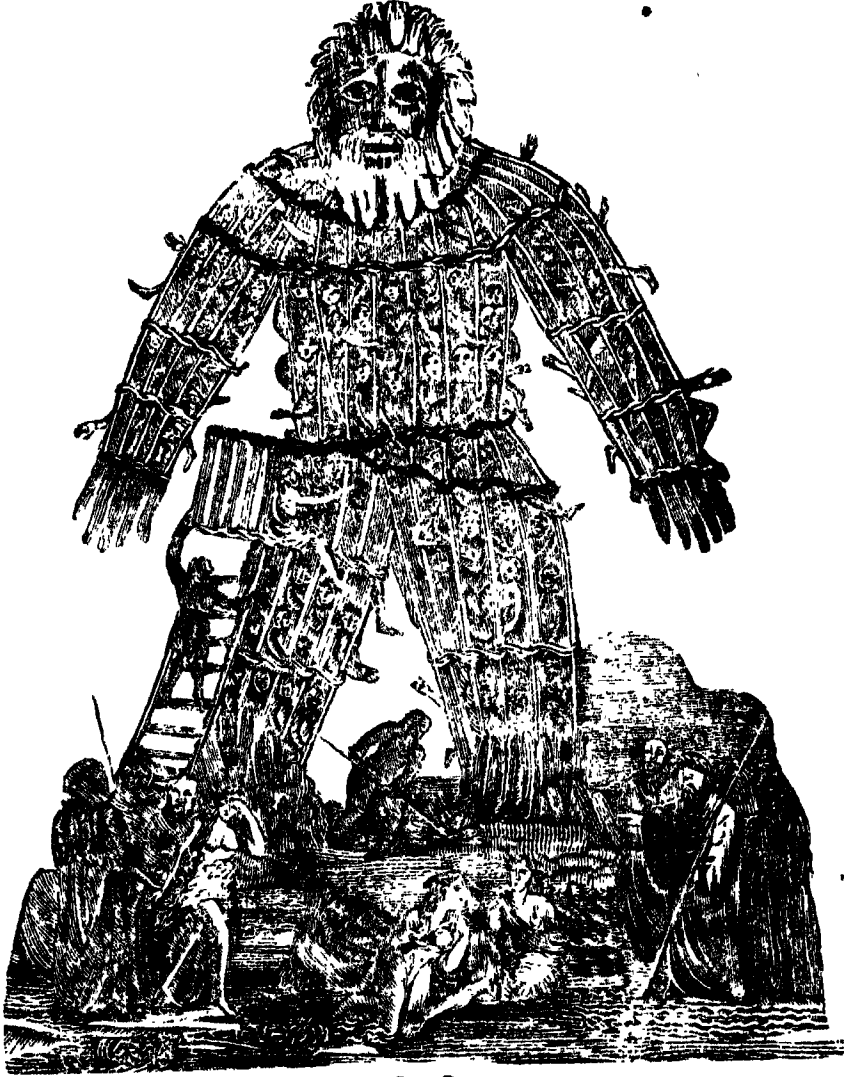
নরাকৃতি বলিস্তম্ভ

সকল দেশে সকল কালে মনুষ্য ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছে, কিন্তু ভ্রান্ত হইয়া সর্ব্বত্রই সেই ধর্ম্মের নামে অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের উপদেশানুসারে অধর্ম্মকে ব্যবহার করিয়াছে! পরমেশ্বরের প্রসন্নতা জন্য মনুষ্য সকল কালে যত্নবান্ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান অপ্রাপ্ত হইবাতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মহাপরাধ জনক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে— তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তান মনুষ্যকে তাঁহার উদ্দেশে বলিদান করিয়াছে! ভারতবর্ষে কালীর উদ্দেশে নরবলি দান, এবং পুত্র কামনাদি সিদ্ধি প্রযুক্ত গঙ্গাসাগরে সন্তান নিঃক্ষেপ, সর্ব্বত্র বিখ্যাতই আছে। উড়িস্যার অন্তঃপাতি খণ্ড নামক দেশে এক ভয়ানক প্রকার নরবলি অদ্যাপি হইয়া থাকে। তাহারা সস্য বপন কালে এবং পক্ব সস্য ছেদন কালে নরবলি দ্বারা তাহারদিগের ভূদেবতাকে তৃপ্ত করে। তদ্ব্যতীত রোগ, মারী, দুর্ভিক্ষ্য, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কোন বিশেষ বিপদ্ উপস্থিত হইলেই ভূদেবতাকে নরবলি দান করে। তাহারা বলির নিমিত্তে মনুষ্য ক্রয় করে, এবং যে পর্য্যন্ত ভূদেবতার উদ্দেশে বধ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত পালন করে। পরে নির্দ্দিষ্ট দিবসের তিন দিন পূর্ব্বাবধি তাহারা সমারোহ পূর্ব্বক পান, ভোজন, নৃত্য, গীতাদি দ্বারা মহা উল্লাসে মগ্ন থাকে, এবং প্রতি গ্রামের প্রান্ত ভাগে

যে এক এক ক্ষুদ্র নিবিড় বন থাকে সেই স্থানে তৃতীয় দিবসে তাহাকে উপস্থিত করে, এবং সেই জীবিত বলির প্রতি মহা কোলাহলের সহিত ধাবিত হইয়া তাহার গাত্র হইতে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা এক এক খণ্ড মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার আপনার ক্ষেত্রে নিঃক্ষেপ করে। এই প্রকার চীন, পারস্য, আরব, ফিনিশিয়া; মিসর, ইথিয়োপিয়া, কার্থেজ; পেরু, মেক্‌সিকো; গ্রীশ, রোম, জর্ম্মণি প্রভৃতি এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ, চতুর্খণ্ডের প্রায় সকল জাতি ধর্ম্মের উপলক্ষে মনুষ্যের রক্তে পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে। ফিনিশিয়া দেশের এই নিয়ম ছিল, যে রাজ্যের কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে রাজা এবং রাজকর্ম্মচারিরা কোন অসুরের নিকটে আপনারদিগের প্রিয়তম সন্তানকে বলিদান করিতেন। মিসর দেশস্থ লোক তাহারদিগের অসৈরিস নামক দেবতার নিকটে রক্তকেশ পুরুষদিগকে বলিদান করিত, এবং সময়ে সময়ে এক এক সুন্দরী কুমারীকে নদীতে মগ্না করিত। ইথিয়োপিয়া দেশস্থ লোক বালকদিগকে সূর্য্যের উদ্দেশে এবং বালিকাদিগকে চন্দ্রের উদ্দেশে বলিদান করিত। গ্রীশরাজ্যের প্রতি দেশস্থ মনুষ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেবতাদিগের প্রসন্নতা জন্য নরবলি প্রদান করিত, বিশেষতঃ এথেনিয়া ও মিসিলিয়া দেশের লোক নিয়ম পূর্ব্বক প্রতি বৎসরে এক এক মানব বলি প্রদান করিত। কার্থেজ রাজ্যের লোক এক এক পূজোপলক্ষে দুই শত নরবলি দিয়াছে, এবং তন্মধ্যে আপনারদিগের প্রিয়তম সন্তানদিগকেও বধ করিয়াছে। আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতি মেক্‌সিকো দেশে এ দুষ্কর্ম্মের কি পর্য্যন্ত প্রবলতা ছিল তাহা বলা যায় না। তাহারদিগের এক মন্দিরে ১,৩৬,০০০ নর কপাল প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সমুদয় নিষ্ঠুরতা তখন কত অল্প বোধ হয়, যখন এই বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির পূর্ব্ব পুরুষদিগের ধর্ম্মকে স্মরণ করি। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, বা কোন প্রধান ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইলে— দেশের অন্য কোন বিপদ্ ঘটনা হইলে, তাহারদিগের ধর্ম্মযাজক ড্রয়িদেরা দেবতাদিগের প্রসন্নতা নিমিত্তে অতি নির্দ্দয়তার সহিত নরবলি প্রদান করিত। বিশেষতঃ অসাধারণ নিষ্ঠুরতার যে এক কর্ম্ম তাহারা করিত তাহা স্মরণ করিতেও চিত্ত কম্পিত হয়। তাহারা শুষ্ক লতায় গ্রথিত এক প্রকাণ্ড মনুষ্যাকার পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে দোষি ব্যক্তিদিগকে বদ্ধ করিত, তাহাতে যদি সেই বৃহৎ মূর্ত্তির ভীষণ উদর পরিপূর্ণ না হইত, তবে নির্দ্দোষি ব্যক্তিদিগকেও তাহার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া তাহা পূর্ণ করিত, এবং প্রজ্বলিত তৃণ কাষ্ঠ দ্বারা সেই প্রকাণ্ড মূর্ত্তিকে দগ্ধ করিয়া এককালে শত শত মনুষ্যকে হত্যা করিত।

অতএব অজ্ঞানান্ধের উপদেশ দ্বারা কখনও ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যতক্ষণ বেদান্তের যথার্থবাদি ব্রহ্মজ্ঞানির উপদেশ ক্রমে পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান না হয়, এবং তদনুসারে তাঁহার যথার্থ নিয়ম প্রতিপালনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা না জন্মে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইবার আর উপায় নাই, বরঞ্চ অজ্ঞান প্রযুক্ত তাঁহার নিয়মের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া নানা অপরাধে দণ্ডী হইতে হয়।

কঠোপনিষৎ

প্রথমা বল্লী

যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহম্বরাণামেষবরস্তৃতীয়ঃ॥ ২০॥

পরব্রহ্মবিজ্ঞানং আত্যন্তিকনিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং স্বরূপং ইত্যুত্তরোগ্রন্থআরভ্যতে। দ্বিতীয়বরপ্রাপ্ত্যাপ্যকৃতার্থত্বং তৃতীয়বরগোচরমাত্মজ্ঞানমন্তরেণ ইত্যাখ্যায়িকয়া এতমর্থং প্রপঞ্চয়তি। নচিকেতাউবাচ তৃতীয়ম্বরং নচিকেতোবৃণীষ্ব ইত্যুক্তঃ সন্। 'যা ইয়ং' 'বিচিকিৎসা' সংশয়ঃ 'প্রেতে' মৃতে 'মনুষ্যে' 'অস্তি' ইতি একে' 'ন অয়ং অস্তিইতি চ একে' নায়মেবম্বিধোঽস্তীতি চৈকে। 'এতৎ' 'বিদ্যাং' বিজানীয়াং 'অহং' 'অনুশিষ্টঃ' জ্ঞাপিতঃ 'ত্বয়া' 'বরাণাং এষঃ বরঃ' 'তৃতীয়ঃ' অবশিষ্টঃ॥ ২০॥

নচিকেতা কহিতেছেন, কেহ কহেন শরীর মন ভিন্ন আত্মা আছেন, কেহ কহেন

শরীর মন ভিন্ন আত্মা নাই, মনুষ্য মরিলে এই যে সংশয় লোকে আছে তাহার নির্ণয় আমি তোমার শিক্ষা দ্বারা জানিতে চাহি। বরের মধ্যে আমার এই তৃতীয় বর প্রার্থনীয়॥ ২০॥

তাৎপর্য্য

শরীর ভিন্ন আত্মা নাই যাহারা কহে তাহারা শরীর এবং মন যে পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র বস্তু তাহা জানে না, তাহারা শরীরকেই মন বলিয়া জানে। অতএব তাহারা মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে আর পরকাল দেখিতে পায় না এবং জগতের অন্তরাত্মাকে সন্ধান করিতে পারে না। যাহারা শরীর ভিন্ন মনকে আত্মা করিয়া জানে এবং মন ভিন্ন আর আত্মা জানে না, তাহারা শরীরের ভঙ্গ দেখিয়াই মনের বিনাশ নিশ্চয় করে না, বরঞ্চ জানিতে পারে যে এ শরীর ভঙ্গ হইলে পরেও শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে জীব স্বর্গ নরক ভোগ করে। কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে মনের নিয়ন্তা এবং অন্তরাত্মা এক জন আছেন, যাঁহার ইচ্ছা মাত্রে মনও নষ্ট হইতে পারে, এবং যাঁহার ইচ্ছাতে প্রথমতঃ এই মনের উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং যাঁহার অধিষ্ঠানে মনন করিতে মন সমর্থ হইতেছে। তাহারা জগতের অন্তরাত্মা, স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা, শুভাশুভ কর্ম্মের ফলদাতা, মুক্তির কারণ, পরব্রহ্মকে জানে না যিনি মনের মন এবং জীবের জীবন স্বতন্ত্র এবং জ্ঞান স্বরূপ। নচিকেতা কেবল এই প্রশ্ন করিতেছেন না যে মন ভিন্ন আত্মা আছেন কি না, কিন্তু ইহাও জানিতে চাহিতেছেন যে মৃত্যুর পরে মন ভিন্ন আত্মা থাকেন কি না। তাঁহার কেবল ইহা জানিবার প্রার্থনা নহে যে এমত আত্মা আছেন কি না যিনি মনের মন, তাবৎ জগতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মফল দাতা, মুক্তির কারণ, এবং সকলের প্রতিষ্ঠা ও আশ্রয় হয়েন, কিন্তু ইহাও জানিবার প্রার্থনা যে সেই সকলের অন্তরাত্মা যিনি, তিনি অবিনাশী পরিপূর্ণ এবং নিত্য কি না, যদি শরীর মন সহিত তাবৎ জগৎও নষ্ট হয় তথাপি তিনি নষ্ট হয়েন কি না, পরিপূর্ণ পরমাত্মা পরিপূর্ণ থাকেন কি না। দ্বিতীয় বরে অগ্নিচয়ন কর্ম্ম কাণ্ড উপস্থিত করিয়া তৃতীয় বরে আত্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন দ্বারা শ্রুতি দেখাইতেছেন যে অগ্নিচয়ন অপেক্ষা আত্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ কল্প। এই উপনিষদের আরম্ভ অবধি প্রথম বর পর্য্যন্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর প্রতি শ্রুতি স্পষ্ট রূপে দেখাইতেছেন যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ সত্যবাদী পিতৃভক্ত হয় সেই ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তম আধার॥ ২০॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষধর্ম্মঃ। অন্যম্বরং নচিকেতোবৃণীষ্ব মামোপরোৎসীরতিমাসৃজৈনং॥ ২১॥

কিময়ং একান্ততোনিঃশ্রেয়সসাধনায় আত্মজ্ঞানার্হঃ ন বা এতৎ পরীক্ষণার্থমাহ। দেবৈঃ 'অপি অত্র' অস্মিন বস্তুনি 'বিচিকিৎসিতং' সংশয়িতং 'পুরা' পূর্ব্বং 'ন হি সুবিজ্ঞেয়ং' শ্রুতমপিপ্রাকৃতৈর্জনৈর্যতঃ 'অণুঃ' সূক্ষ্মঃ এষঃ আত্মাখ্যঃ 'ধর্ম্মঃ' অতঃ 'অন্যং' অসন্দিগ্ধফলং 'বরং' 'নচিকেতোবৃণীষ্ব' 'মা' মাং মা উপরোৎসীঃ উপরোধং মাকার্ষীঃ অধমর্ণমিবোত্তমর্ণঃ 'অতিসৃজ' বিমুঞ্চ 'এনং' বরং 'মা' মাম্প্রতি॥ ২১॥

যম কহিতেছেন, দেবতারাও পূর্ব্বে এই আত্ম বিষয়ে সংশয় যুক্ত ছিলেন। এ ধর্ম্ম সুন্দর রূপে বোধগম্য হয় না যেহেতু এ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম হয়। অতএব হে নচিকেতা! তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। আমি তিন বর দিতে প্রার্থনা করিয়াছি এ নিমিত্তে এমন কঠিন বরের প্রার্থনা দ্বারা আমাকে নিতান্ত বাধিত করিবে না। আমার নিকটে এ বরের প্রার্থনা ত্যাগ কর॥ ২১॥

তাৎপর্য্য

আত্ম জ্ঞান অতি সূক্ষ্মতম, যাহার ইহা লাভের জন্য অতিশয় ইচ্ছা এবং যত্ন থাকে, সেই ব্যক্তিই ইহা লাভ করিতে পারে। যাহার আত্ম জ্ঞান উপার্জ্জনে বিশেষ ইচ্ছা এবং যত্ন নাই, তাহাকে উপদেশ করা পাষাণে দাত্রাঘাত প্রায় ব্যর্থ হয়। এ নিমিত্তে নচিকেতার নিকটে যম ব্রহ্মজ্ঞানের কঠিনতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার এ বিষয়ে যত্ন পূর্ব্বে পরীক্ষা করিতেছেন॥ ২১॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যোন লভ্যোনান্যোবরস্তুল্যএতস্য কশ্চিৎ॥ ২২॥

এবমুক্তোনচিকেতাআহ। 'দেবৈঃ অত্র অপি বি-

চিকিৎসিতং কিল' ইতি ভবতএব নঃ শ্রুতং 'ত্বং চ মৃত্যো' 'যৎ' যস্মাৎ 'ন সুবিজ্ঞেয়ং' আত্মতত্ত্বং 'আত্থ' কথয়সি। অতঃ পণ্ডিতৈরপ্যবেদনীয়ত্বাৎ 'বক্তা চ' 'অস্য' ধর্ম্মস্য 'ত্বাদৃক্' ত্বত্তুল্যঃ 'অন্যঃ ন লভ্যঃ' অন্বিষ্যমাণোঽপি। অয়ন্তু বরোনিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিহেতুরতঃ 'ন অন্যঃ বরঃ তুল্যঃ' অস্তি 'এতস্য কশ্চিৎ' অনিত্যফলত্বাদন্যস্য সর্ব্বস্যেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২২॥

নচিকেতা কহিতেছেন। দেবতারা এ আত্ম বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, ইহা তোমার স্থানে নিশ্চিত শুনিলাম, আর হে যম! তুমিও যে আত্ম তত্ত্বকে দুর্জ্ঞেয় করিয়া কহিতেছ। এ ধর্ম্মের বক্তা তোমার ন্যায়ও কাহাকে পাওয়া যাইবে না। আর এবরের তুল্য অন্য বরও নহে। অতএব এই বর দেও॥ ২২॥

তাৎপর্য্য

তত্ত্ব জ্ঞান উপার্জ্জন করা অতি কঠিন, ইহা জানিয়াও তাহা হইতে নচিকেতা বিরত হইলেন না, বরঞ্চ তাহাতে অধিক যত্নবান্ হইলেন॥ ২২॥

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান। ভূমের্ম্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদোয়াবদিচ্ছসি॥ ২৩॥

এবমুক্তোঽপি পুনঃ প্রলোভয়ন্নুবাচ মৃত্যুঃ। যতোঽনিত্যাদ্বিরক্তস্যাত্মজ্ঞানেঽধিকারইতিপুত্রাদ্যপন্যাসেন প্রলোভনং ক্রিয়তে। শতং বর্ষাণ্যায়ূংষি যেষাং তান 'শতায়ুষঃ' 'পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব' কিঞ্চ গবাদিলক্ষণান্ 'বহূন পশূন্ হস্তী চ হিরণ্যঞ্চ 'হস্তিহিরণ্যং' 'অশ্বান্' চ। কিঞ্চ 'ভূমেঃ' পৃথিব্যাঃ 'মহৎ' বিস্তীর্ণং 'আয়তনং' আশ্রয়ং মণ্ডলং রাজ্যং 'বৃণীষ্ব'। কিঞ্চ সর্ব্বমপ্যেতদনর্থকং স্বয়ঞ্চেদল্পায়ুরিত্যতআহ। 'স্বয়ংচ' ত্বঞ্চ 'জীব' ধারয় শরীরং সমগ্রেন্দ্রিয়কলাপং 'শরদঃ' বর্ষাণি 'যাবৎ ইচ্ছসি' জীবিতুমিত্যর্থঃ॥ ২৩॥

যম কহিতেছেন, শত বর্ষ আয়ুর্ব্বিশিষ্ট পুত্র পৌত্র সকলকে প্রার্থনা কর, আর অনেক পশু, আর হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এ সকল প্রার্থনা কর, আর পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশের অধিকার প্রার্থনা কর, আর তুমি আপনি যত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তত বৎসর বাঁচিবে, এমত বর প্রার্থনা কর॥ ২৩॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ। মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাত্ত্বা কামভাজং করোমি॥ ২৪॥

'এতত্তুল্যং' এতেন যথোপদিষ্টেন সদৃশমন্যমপি 'যদি মন্যসে' 'বরং' তমপি 'বৃণীষ্ব'। কিঞ্চ 'বিত্তং' প্রভূতং হিরণ্যরত্নাদি 'চিরজীবিকাং চ' বৃণীষ্ব। কিঞ্চ বহুনা 'মহা' মহত্যাং 'ভূমৌ' রাজা 'নচিকেতঃ ত্বং' 'এধি' ভব। কিঞ্চান্যৎ 'কামানাং' দিব্যানাং মানুষাণাঞ্চ 'ত্বা' ত্বাং 'কামভাজং' কামভাগিনং কামার্হং 'করোমি'॥ ২৪॥

এই পূর্ব্বোক্ত বরের তুল্য অন্য কোন বর যদি তুমি জান, তবে তাহার প্রার্থনা কর, আর বিত্তকে এবং চিরজীবিকাকে প্রার্থনা কর। আর সকল পৃথিবীতে, হে নচিকেতা! তুমি রাজা হও, আর সকল প্রার্থনীয় বস্তুর মধ্যে যাহার কামনা করিবে, তাহারই ভাজন তোমাকে করিব॥ ২৪॥

যে যে কামাদুর্লভামর্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমারামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা ন হীদৃশালম্ভনীয়ামনুষ্যৈঃ। আভির্ম্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতোমরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥ ২৫॥

'যে যে' 'কামাঃ' প্রার্থনীয়াঃ 'দুর্লভাঃ মর্ত্যলোকে' 'সর্ব্বান্' তান্ 'কামান্' 'ছন্দতঃ' ইচ্ছাতোমত্তঃ 'প্রার্থয়স্ব'। কিঞ্চ 'ইমাঃ' দিব্যাঃ 'রামাঃ' সহ রথৈর্বর্ত্তন্তইতি 'সরথাঃ' 'সতূর্য্যাঃ' সবাদিত্রাঃ 'ন হি লম্ভনীয়াঃ' প্রাপণীয়াঃ 'ঈদৃশাঃ' 'মনুষ্যৈঃ'। 'আভিঃ' 'মৎপ্রত্তাভিঃ' ময়া দত্তাভিঃ পরিচারিণীভিঃ 'পরিচারয়স্ব' শুশ্রূষাং কারয়াত্মনইত্যর্থঃ। হে 'নচিকেতঃ' 'মরণং' মরণসম্বন্ধং প্রশ্নং প্রেত্যাস্তিনাস্তীতি 'মা অনুপ্রাক্ষীঃ' মৈবং প্রষ্টুমর্হসি॥ ২৫॥

মর্ত্যলোকে যে যে বস্তু দুর্লভ, আপনার ইচ্ছামত সে সমুদয়কে প্রার্থনা কর। বিমান সহিত এবং বাদ্য সহিত এই সকল অপ্সরাকে প্রার্থনা কর, মনুষ্যেরা এরূপ অপ্সরা সকলকে প্রাপ্ত হয়েন না। আমার দত্ত এই সকল অপ্সরা প্রভৃতি দ্বারা আপনাকে সুখে রাখহ, হে নচিকেতা! মরণ সম্বন্ধি প্রশ্ন আমার প্রতি করিও না॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য

বিষয় ভোগে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিরা আত্ম জ্ঞান উপার্জ্জনে উত্তম রূপে সমর্থ হয় না। নচিকেতার চিত্ত বিষয় ভোগে বিশেষ আসক্ত কি না, এবং একান্ততঃ আত্মাকে জানিবার তাহার ইচ্ছা আছে কি না, ইহা পরীক্ষার নিমিত্তে পুত্র, পশু, ঐশ্বর্য্য, সুন্দরী অপ্সরা প্রভৃতির লোভ যম তাহাকে দেখাইতেছেন॥ ২৫॥

শ্বোভাবামর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বঞ্জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ২৬॥

এবম্প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতামহাহ্রদবদক্ষোভ্য 'আহ'। শ্বোভবিষ্যন্তি ন ভবিষ্যন্তি বেতিসন্দিহ্যমানএব যেষাম্ভাবোভবনন্ত্বয়োপন্যস্তানাং ভোগানাস্তে 'শ্বোভাবাঃ' কিঞ্চ 'মর্ত্ত্যস্য' মনুষ্যস্য 'অন্তক' হে মৃত্যো 'যৎ' 'এতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং' 'তেজঃ' তৎ 'জরয়ন্তি' অপক্ষয়ন্তি অপ্সরঃপ্রভৃতয়োভোগাঅনর্থায়ৈবৈতে ধর্ম্মবীর্য্যপ্রজ্ঞায়শঃপ্রভৃতীনাং ক্ষপয়িতৃত্বাৎ। যাঞ্চাপি দীর্ঘজীবিকাং ত্বং দিৎসসি তত্রাপি শৃণু 'সর্ব্বং' 'যদ্ব্রহ্মণঃ অপি' 'জীবিতং' আয়ুঃ তৎ 'অল্পং এব'। কিমুতাস্মদাদিদীর্ঘজীবিকাঃ। অতঃ 'তব এব' তিষ্ঠন্তু 'বাহাঃ' রথাদয়ঃ তথা 'তব নৃত্যগীতে' চ ॥ ২৬ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, হে যম! পর দিনে লভ্য হইবেক, এমত যে সকল ভোগ দিতে চাহিতেছ তাহারা মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকলের তেজকে জীর্ণ করে। এবং সকল ব্রহ্মাণ্ডেরও যে জীবন তাহাও অতি অল্প, অতএব বাহন এবং নৃত্য গীত তোমারই থাকুক ॥২৬॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়োমনুষ্যোলপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা। জীবিষ্যামোযাবদীশিষ্যসি ত্বম্বরস্তু মে বরণীয়ঃ সএব ॥ ২৭ ॥

'নবিত্তেন তর্পণীয়ঃ মনুষ্যঃ' ন হি বিত্তলাভোলোকে কস্যচিৎ তৃপ্তিকরোদৃষ্টঃ। যদি নামাস্মাকং বিত্ততৃষ্ণা স্যাৎ 'লপ্স্যামহে' প্রাপ্স্যামঃ 'বিত্তং' 'অদ্রাক্ষ্ম' দৃষ্টবন্তোবয়ং 'চেৎ' 'ত্বা' ত্বাং। জীবিতেঽপি তথৈব 'জীবিষ্যামঃ' 'যাবৎ' যাম্যে পদে 'ত্বং' 'ঈশিষ্যসি' ঈশিষ্যসে প্রভুঃ স্যাঃ। কথন্হি মর্ত্ত্যস্ত্বয়া সমেত্যাল্পধনায়ুর্ভবেৎ। 'বরঃ তু মে বরণীয়ঃ সঃ এব' যদাত্মবিজ্ঞানং ॥ ২৭ ॥

বিত্ত দ্বারা মনুষ্য তৃপ্ত হয়েন না। যদিও আমার ধনের ইচ্ছা হয় তাহা পাইব, যেহেতু তোমাকে দেখিলাম, আর যদি অধিক কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করি তবে বাঁচিব, যে পর্য্যন্ত তুমি যম রূপে শাসন কর্ত্তা থাকিবে। অতএব সেই আত্ম বিষয়ক বরই আমার প্রার্থনীয় ॥২৭॥

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্। অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কোরমেত ॥ ২৮ ॥

যতশ্চ 'অজীর্য্যতাং' বয়োহানিমপ্রাপ্নুবতাং 'অমৃতানাং' সকাশং 'উপেত্য' উপগম্য আত্মনউৎকৃষ্টপ্রয়োজনান্তরং প্রাপ্তব্যং 'প্রজানন্' উপলভমানঃ স্বয়ন্তু 'জীর্য্যন্' 'মর্ত্ত্যঃ' মরণধর্ম্মবান্ কুঃ পৃথিবী অধশ্চান্তরীক্ষাদিলোকাপেক্ষয়া তস্যাস্তিষ্ঠতীতি 'ক্বধঃস্থঃ' সন্ অপ্সরপ্রমুখান্ 'বর্ণরতিপ্রমোদান্' অনবস্থিতরূপতয়া 'অভিধ্যায়ন্' নিরূপয়ন্ 'অতিদীর্ঘে জীবিতে' 'কঃ রমেত' ॥ ২৮ ॥

জরা মরণ শূন্য দেবতাদিগের নিকট আসিয়া উত্তম ফল পাওয়া যায়, ইহা জরা মরণ বিশিষ্ট পৃথিবী স্থিত মনুষ্য জানিয়া কেন ইতর ফলকে প্রার্থনা করিবেক। আর বর্ণ রতি প্রমোদের কারণ অপ্সরাদিগের দোষ গুণ বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া কোন্ বিবেকি ব্যক্তি অতি দীর্ঘ পরমায়ু বিশিষ্ট হইলেও সেই অপ্সরাগণেতে আসক্ত হইবেক ॥২৮॥

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ। যোঽয়ম্বরোগূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মাৎ নচিকেতাবৃণীতে ॥ ২৯ ॥

অতোবিহায়ানিত্যৈঃ কামৈঃ প্রলোভনং যন্মায়া প্রার্থিতং যস্মিন প্রেতে ইদং বিচিকিৎসন্তি' অস্তিনাস্তীত্যেবং প্রকারং হে 'মৃত্যো' 'সাম্পরায়ে' পরলোকবিষয়ে 'মহতি' মহৎপ্রয়োজননিমিত্ত 'যৎ' আত্মনোনির্ণয়বিজ্ঞানং 'তৎ' ব্রূহি কথয় 'নঃ' অস্মভ্যং। 'যঃ অয়ং' প্রকৃতআত্মবিষয়ো 'বরঃ' 'গূঢ়ং' গহনং দুর্ব্বিবেচনং 'অনুপ্রবিষ্টঃ' প্রাপ্তঃ 'তস্মাৎ বরাৎ 'অন্যং' অবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়মনিত্যবিষয়ম্বরং 'নচিকেতা' 'ন' 'বৃণীতে' মনসাপি ॥ ২৯ ॥

হে যম! আত্মা নিত্য থাকেন কি না থাকেন, এই যে সন্দেহ লোকে করেন তাহার নির্ণয় জ্ঞান পরকালে মহৎ উপকারের নিমিত্তে হয়, অতএব তাহা তুমি কহ। এই যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় বর, ইহা হইতে অন্য বর নচিকেতা প্রার্থনা করিলেন না ॥২৯॥

তাৎপর্য্য

আত্ম জ্ঞানার্থী পুরুষ অক্ষুব্ধ নচিকেতার ন্যায় লোভ কাম মোহ প্রভৃতির প্রবৃত্তি হইতে মনকে শান্ত রাখিলে এবং আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক সকল ধৈর্য্য দ্বারা মোচন করিলে আশু কৃতার্থ হইতে পারেন, নতুবা কাম ক্রোধ লোভ মোহ তরঙ্গে যদি পতিত হয়েন, এবং আত্ম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ভয়ে যদি পরাঙ্মুখ হয়েন, তবে আর তাঁহার বাসনা কি প্রকারে সফলা হইতে পারে, এবং দুর্গতি হইতে তিনি কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, এবং পরব্রহ্মকেই বা কি প্রকারে লাভ করিতে পারেন ॥২৯॥

ইতিপ্রথমা বল্লী

প্রেরিত প্রশ্ন।

"কস্যচিৎ সভ্যস্য" এই স্বাক্ষর বিশিষ্ট পত্র প্রেরক যে ৪৭ প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১৪ প্রশ্নের উত্তর ২১ এবং ২৩ সংখ্যক পত্রিকাতে দেওয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট প্রশ্ন সকলের যথা সাধ্য উত্তর পশ্চাতে দেওয়া যাইতেছে।

১৫ অবধি ২৯ পর্য্যন্ত পঞ্চদশ প্রশ্নের স্থূল তাৎপর্য্য এই—বেদান্ত দর্শন, ন্যায় দর্শন, সাংখ্যদর্শন, পাতঞ্জল দর্শন, বৈশেষিক দর্শন, মীমাংসা দর্শন, এই ষড় দর্শন বেদব্যাস, গৌতম, কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, এবং জৈমিনি করিয়াছেন কি না? এই ষড় দর্শনকারেরা আপন আপন বুদ্ধিগম্য পর্য্যন্ত জগতের কারণ নিশ্চয় করিয়া স্ব স্ব মত সংস্থাপন করিয়াছেন কি না? এবং তাঁহারদিগের পরস্পর মতের ঐক্য আছে কি না?

উত্তর— ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে বেদব্যাস আদি উক্ত ষড় মুনি ষড় দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব বুদ্ধির প্রতি নিতান্ত নির্ভর করেন নাই, কিন্তু স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি এবং সংস্কারানুসারে মূল শাস্ত্র বেদ বেদান্তকে দৃষ্টি করিয়া আপন আপন মতকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারদিগের পরস্পর মতের স্থানে স্থানে যে ঐক্য নাই, ইহাতে বেদে কোন দোষ স্পর্শে না, মনুষ্যের বুদ্ধিরই ভ্রম স্বীকার করিতে হইবেক। স্বতঃ সিদ্ধ কোন এক সত্যকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধির প্রভিন্নতা প্রযুক্ত অনেকে পৃথক্ পৃথক্ মত প্রতিপন্ন করেন, ইহাতে সেই স্বতঃ সিদ্ধ সত্যের কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। সাধারণ সুখজনক কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এই স্বতঃ সিদ্ধ সত্যের যথাভূত অর্থ যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা বলেন, যে জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং পরমেশ্বরের নিয়ম মত ইন্দ্রিয় ক্রিয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু এই সত্যকে আশ্রয় করিয়া কেহ কেহ এরূপ মতও স্থাপন করিয়াছেন, যে যথেষ্টাচার রূপে আহার পান স্ত্রী সংসর্গাদি ইন্দ্রিয় সুখ কর্ত্তব্য। যদিও এই শেষোক্ত কুৎসিত মত উক্ত স্বতঃ সিদ্ধ সত্য হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ঐ মতকর্ত্তার বুদ্ধি ভ্রম ব্যতীত সে সত্যের কোন ব্যাঘাত হয় না, এবং তাহার যে প্রকৃত অর্থ তাহাও অপক্ষপাতি ধীর ব্যক্তির নিকটে কদাপি গুপ্ত থাকে না।

৩০ অবধি ৩২ পর্য্যন্ত প্রশ্ন ত্রয়ের তাৎপর্য্য এই— নাস্তিকের মত আছে কি না? এবং নাস্তিক মতাবলম্বী হওয়া যুক্তি সিদ্ধ কি না?

উত্তর— জন্মান্ধ ব্যক্তি যেরূপ দেদীপ্যমান সর্ব্ব প্রকাশক সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ কদাচিৎ এরূপ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিও জন্মে যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না। ইহা কি প্রশ্নের যোগ্য যে নাস্তিক মতাবলম্বী হওয়া যুক্তি সিদ্ধ কি না? পরমাশ্চর্য্য বিচিত্র রচনা বিশিষ্ট এই জগৎ যে অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত শক্তি পরমেশ্বর বিনা উৎপন্ন হইয়াছে ইহা কোন্ যুক্তি দ্বারা সম্ভব হইতে পারে? যে পরম কারুণিক পুরুষ আমারদিগকে প্রতি নিমেষে রক্ষা করিতেছেন, এবং তাবৎ কালে কর্ম্মানুসারে উপযুক্ত আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাকে প্রীতি, ভক্তি, এবং আরাধনা না করা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধের কারণ কি হইতে পারে?

৩৩ প্রশ্ন— নানা মত হেতু কোন মতাবলম্বী না হইয়া স্বাধীন থাকিয়া পরমার্থ চিন্তা স্বীয় বুদ্ধি মতে করা ভাল হয় কি না?

উত্তর—স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে প্রত্যেকের পরমার্থ চিন্তা করা যোগ্য হইতে পারিত, যদি মনুষ্যের বুদ্ধি ভ্রমবিহীন হইত। আপনার বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিয়া কত ব্যক্তি ধর্ম্মের নামে মহা অপরাধ জনক অধর্ম্মকে ব্যবহার করিয়াছে, এবং কত ব্যক্তি সকলের কারণ পরমেশ্বরকেই অগ্রাহ্য করিয়াছে। অতএব পরম সত্য যে বেদ তাহার উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ।

৩৪ অবধি ৩৯ প্যর্যন্ত ষড় প্রশ্নের স্থূল তাৎপর্য্য এই—শব্দ, শব্দার্থ বিশ্বের কারণ হইতে পারে কি না? যদি শব্দ, শব্দার্থ উভয়ই

বিশ্বের কারণ হইতে পারে, তবে অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম কি প্রকারে হইতে পারে?

উত্তর— জগতের অতি অল্প অংশ যে বায়ু, সেই বায়ুর স্পন্দনে উৎপন্ন হয় যে শব্দ, সে শব্দ যে পুনর্ব্বার জগতের কারণ হইবে ইহা হইতে আর অসম্ভব কথা কি আছে? “একমেবাদ্বিতীয়ং” এই বৈদিক শব্দের অর্থ যে এক মাত্র পরব্রহ্ম তিনিই সমুদয় বিশ্বের কর্ত্তা। অতএব বুদ্ধি নিষ্পন্ন সকল কল্পিত অভিপ্রায়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পরম সত্য শ্রুতি বাক্য সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়।

৪০ অবধি ৪৭ পর্য্যন্ত অষ্ট প্রশ্নের স্থূল তাৎপর্য্য এই— সৃষ্টির উপক্রমে পরমেশ্বরের ইচ্ছা আছে এমত উপলব্ধি হয় কি না? যদি ইচ্ছা থাকে তবে পরমেশ্বর এবং তাঁহার ইচ্ছা দুই ভিন্ন পদার্থ কি না? যদি দুই ভিন্ন পদার্থ হইল, তবে অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম কি প্রকারে হইতে পারে?

উত্তর—পদার্থ হইতে পদার্থের শক্তি কদাপি ভিন্ন হইতে পারে না। অগ্নি হইতে অগ্নির দাহিকা শক্তি কি পৃথক্? তদ্রূপ পরমেশ্বর হইতে পরমেশ্বরের ইচ্ছা বা অন্য কোন শক্তি ভিন্ন নহে। অতএব “একমেবাদ্বিতীয়ং” পরব্রহ্ম যিনি তিনি মাত্র বিশ্বের কর্ত্তা। শ্রুতি বাক্যকে অবহেলন করিয়া অভিমান বশতঃ স্বীয় বুদ্ধিতে যে কিছু কল্পনা সে কল্পনা মাত্র।

কঠোপনিষদের দ্বাদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য যে ২৩ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হয়, তাহার মধ্যে এই কথা আছে যে “এই লোকে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়, তদ্রূপ স্বর্গ লোককে জীব প্রাপ্ত হয়, সেখানে পুনর্ব্বার ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে এবং তাঁহার নিয়ম সকল উত্তম রূপে প্রতিপালিত হইলে তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট স্বর্গ লাভ করে; যদি স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনা না করিয়া কেবল সাংসারিক সুখে রত থাকে, তবে সে ব্যক্তির সেই সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইলে এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি হয়।” এই বাক্যের প্রতি আশঙ্কা করিয়া ইহার বেদ বিহিত প্রমাণ প্রাপ্তির জন্য কোন মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। অতএব তাহার যথা সাধ্য প্রমাণ পশ্চাতে দেওয়া যাইতেছে।

১ প্রমেয় বাক্য— জীব স্বর্গ লোককে প্রাপ্ত হইয়া সেখানে পুনর্ব্বার ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে এবং তাঁহার নিয়ম সকল উত্তম রূপে প্রতিপালিত হইলে তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট স্বর্গ লাভ করে।

প্রমাণ— দেবতারা যে জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাহা এই শ্রুতির দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হি এনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স হি এনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥

শ্রুতিঃ ॥

যেহেতু ইন্দ্র আত্মার অতি সমীপ গমন করিয়াছিলেন, আর যেহেতু অন্য অন্য দেবতা অপেক্ষা প্রথমে আত্মাকে জানিয়াছিলেন, সেই হেতু এই সকল দেবতা হইতে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ হইলেন।

এই সকল শ্রুতি দৃষ্টি করিয়া ভগবান বেদব্যাসও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

মনুষ্যের ন্যায় দেবতাদিগের প্রতিও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার আছে।

কিন্তু ঈশ্বরের অনিয়মিত কর্ম্ম হইতে রহিত না থাকিলে জ্ঞান উপার্জ্জনের সামর্থ্য হয় না।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

শ্রুতিঃ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য নিমিত্তে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

অতএব কি স্বর্গস্থ কি মর্ত্যস্থ জীব জ্ঞানোপার্জ্জনে যাঁহার প্রয়োজন তাঁহার ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করা অত্যন্ত আবশ্যক। বরঞ্চ দেবতাদিগের ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিতে অধিকার আছে এমত জ্ঞাপক বাক্য শ্রুতিতে প্রাপ্ত হইতেছে।

একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস॥

শ্রুতিঃ॥

ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের জন্য ইন্দ্র এক শত বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন।

পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা যখন এই মর্ত্ত্যস্থ জীব সকলের উৎকৃষ্ট গতি হয়, তখন স্বর্গস্থ লোক সকলেরও আত্ম জ্ঞানের অনুশীলনা ও পরমেশ্বরের নিয়ম পালন দ্বারা উৎকৃষ্ট গতি না হইবে কেন?

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

শ্রুতিঃ॥

কি মর্ত্ত্যস্থ কি অন্য লোকস্থ প্রজা যে যেরূপ সাধনা করে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুসারে ফল প্রদান করেন।

২ প্রমেয় বাক্য — যদি স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম জ্ঞানানুশীলনা না করিয়া কেবল সাংসারিক সুখে রত থাকে, তবে সে ব্যক্তির সেই সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইলে এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি হয়।

প্রমাণ—যে কর্ম্ম ফল সুখ লাভ নিমিত্তে স্বর্গে জীবের বসতি হয়, সেই সুখ ভোগেই যদি রত থাকে, এবং ব্রহ্মোপাসনা না করে, তবে ব্রহ্মোপাসনার ফল যে উৎকৃষ্ট গতি তাহা তাহার হয় না, এবং ভোগ্য স্বর্গীয় সুখ ভুক্ত হইলেই সুতরাং এই অধোলোকে তাহার পুনরাবৃত্তি হয়।

সসোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে॥

শ্রুতিঃ॥

ইহ লোক হইতে সোম লোকে গমন পূর্ব্বক সেখানে ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া পুনর্ব্বার অধোলোকে আগমন করে।

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে॥

শ্রুতিঃ॥

স্বর্গ লোকে সমুদয় সঞ্চিত ফল ভোগ হইলে ইহ লোকে জীবের পুনরাবৃত্তি হয়।

বেদান্তের [illegible]র মর্ম্ম

এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কারণ যে পরব্রহ্ম, তিনি সত্য [illegible], জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, এক মাত্র, সকলের অন্তরাত্মা, এবং নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, বিচিত্রশক্তি, নিরবয়ব, সর্ব্বপাপশূন্য, পরিশুদ্ধ, পূর্ণানন্দ হয়েন।

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম॥

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ॥

নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং॥

বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ॥

অকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং॥

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক মাত্র পরব্রহ্মই ছিলেন, অন্য পদার্থ মাত্র ছিল না। তিনি পদার্থান্তর অসত্ত্বে স্বয়ং সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিয়াছেন।

সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং॥

অসদ্বাইদমগ্রআসীৎ ততোবৈ সদজায়ত॥

সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদংকিঞ্চ॥

এই সর্ব্ব নিয়ন্তা পরব্রহ্ম, ব্যক্তি সকলের কর্ম্মানুসারে তাহারদিগের প্রতি সুখ দুঃখ বিধান করিতেছেন। কুকর্ম্মিদিগের প্রতি তিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" রূপে প্রকাশ পায়েন, এবং পুণ্যবানের প্রতি উপযুক্ত মত তিনি আনন্দ বিতরণ করেন "এষহ্যেবানন্দয়াতি"।

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

এবম্প্রকার সকল সৌভাগ্যের কারণ যে পরব্রহ্ম কেবল তাঁহারই উপাসনা করিবেক।

আত্মানমেবোপাসীত। আত্মাতোবোপাসীত॥

পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনাই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে, যেহেতু তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা সর্ব্বভূতে তাঁহার মহিমা এবং করুণা উপলব্ধি হইলে তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার আধিক্য হয়।

তমেবৈকং জানথ আত্মানং॥

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ॥

প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি॥

কিন্তু দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত না হইলে কেবল জ্ঞানালোচনাতে তিনি উপাসকের প্রতি প্রসন্ন হয়েন না, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোহাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

এই প্রকারে যে ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়া সাধু কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করেন, এবং সম্যক্ রূপে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকেন, তিনি সেই স্থান হইতেই পরম সুখ মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি॥
সর্ব্বান কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ॥
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥

—

ব্রহ্মস্তোত্র

হে জগদীশ্বর! তুমি এই অচিন্ত্য বিশ্বকে রচনা করিয়া আত্ম মহিমা প্রকাশ করিয়াছ, এবং তোমার করুণা দ্বারা তাহাকে আনন্দের জগৎ করিয়াছ। কি ভূচর কি জলচর কি খেচর অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা অবধি অতি বৃহৎ হস্তি পর্য্যন্ত সকলের প্রতি তোমার সমান দয়া প্রকাশ পাইতেছে। নেত্র উন্মীলন করিলে চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষ হইবে, যে কত সহস্র সহস্র পশু পক্ষ্যাদি আহার বিহার ক্রীড়াদি করিয়া প্রচুর রূপে নিয়ত পরিতুষ্ট হইতেছে। বসন্ত কালে যখন নানা বিধ পশু গণ প্রসন্ন মনে ক্ষেত্র মধ্যে আহ্লাদের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত নৃত্য করে, বিহঙ্গ সকল স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ হইয়া বায়ু সাগরে ক্রীড়া করত মধুর স্বরের দ্বারা মনের আহ্লাদ প্রকাশ করে, মধু মক্ষিকা সকল পুষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া মধুপানে অবিরত নিযুক্ত থাকে, এবং যখন প্রত্যূষে নানা জলাশয়ে মৎস্যের শ্রেণী সকল জলময় সন্তরণ পূর্ব্বক মনের পুলক প্রকাশ করিতে ব্যস্ত থাকে, তখন এই পৃথিবীকে সুখের ধাম ব্যতীত আর কি শব্দে ব্যক্ত করা যায়? কিন্তু হে পরমাত্মন্! তোমার করুণা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অধিক দূরে দৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন? মনুষ্যেতে তোমার দয়া যে প্রকার বিস্তীর্ণ রূপে প্রচার রহিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে কাহার চিত্ত কৃতজ্ঞতা রসে না আর্দ্র হইবে? তুমি মনুষ্যের সন্তানকে সৃষ্টি করিয়া দশ মাস পর্য্যন্ত মাতৃ গর্ভে পালন কর, সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া পান করিবে এ নিমিত্তে মাতৃ স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার কর, ভূমিষ্ঠ কালে বালক সমুদয় শক্তি হীন এবং আশ্রয় হীন এনিমিত্তে তুমি মাতার মনে এ প্রকার স্নেহের সৃষ্টি কর যে সেই বালকের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ সমুদয় কেবল সেই এক মাতার স্নেহ মাত্র। সেই বালকের ক্ষুধা হইলে মাতা তাহাকে আহার প্রদান করেন, সে শীতে পীড়িত হইলে তাহাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করেন, এবং রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহার প্রতীকারের জন্য তিনি ব্যাকুলা হইয়া যত্ন করেন। সন্তান স্বচ্ছন্দ থাকিলেই তিনি স্বচ্ছন্দ থাকেন, এবং সন্তানের পীড়া হইলেই তাঁহারও পীড়া হয়। এই রূপে অনায়াসে বালকের জীবন রক্ষা হইয়া উন্নতি প্রাপ্ত হয়। পরন্তু তুমি শিশুর স্বভাব কি আশ্চর্য্য করিয়াছ! সে যে হস্ত পদ স্পন্দনাদি দ্বারা আনন্দ অনুভব করে, এ নিয়ম তুমি এই কারণে করিয়াছ, যে তদ্দ্বারা তাহার ইন্দ্রিয় সকল প্রবল এবং তেজস্বি হইয়া ভবিষ্যতে সে সুখী হইবে; অতএব তুমি এক সুখের জন্য অন্য সুখের সঞ্চার করিয়াছ। মনুষ্যের কেবল শৈশব কালকে আনন্দময় করিয়া তোমার করুণা নিরস্ত হইয়াছে এমত নহে, তুমি পিতার মনে যে গাঢ় স্নেহ স্থাপন করিয়াছ, তাহাতে তিনি আপন পুত্রের ধন, মান, বিদ্যা প্রভৃতির উপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত থাকেন, যাহাতে সেই পুত্র যাবজ্জীবন সুখে কাল যাপন করিতে শক্ত হয়। পৃথিবীর এক জীব যে মনুষ্য তাহার প্রতি তুমি এই রূপ অপরিমেয় দয়া বর্ষণ করিয়াছ। কিন্তু কেবল পৃথিবীতেই কি তোমার আশ্চর্য্য মহিমা দীপ্তিমান্ রহিয়াছে? গ্রহ নক্ষত্রাদি যে সকল অসংখ্য তেজোমণ্ডল মস্তকোপরি প্রদীপ্ত দেখিতেছি, তাহারাও তোমার অল্প যত্নের

যোগ্য নহে, তাহাতেও তোমার সন্তানেরা অবশ্যই তোমার করুণাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। হে করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর! তোমার এই সকল আশ্চর্য্য মহিমাকে ব্রহ্মাণ্ডময় বিস্তীর্ণ দেখিয়া চিত্ত নির্ম্মলানন্দ ভোগ করিতেছে, তোমাকে সহায় জানিয়া মন ভয় শূন্য হইতেছে, এবং কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতেছে।

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়।

শুনিতেছি যে আগামি দুর্গোৎসবের পরে হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবেক, অতএব যাঁহারা ইহার সাহায্য জন্য দান স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা যত্নশাল হইয়া অবিলম্বে আপন আপন দাতব্য ধন প্রদান করুন। এ পর্য্যন্ত যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পশ্চাতে প্রকাশ করা যাইতেছে।

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত ধন।

[illegible] নিরূপিত ধন	১৫[illegible]
শ্রীযুক্ত [illegible] মল্লিক	৫০
শ্রীযুক্ত [illegible] মল্লিক	৫০
শ্রীযুক্ত [illegible] দে	১০
শ্রীযুক্ত [illegible]	১
শ্রীযুক্ত মদনমোহন [illegible]	[illegible]
শ্রীযুক্ত [illegible]	[illegible]
শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী	৫০
শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র ঘোষ	[illegible]
শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	
[illegible] ঘোষ	[illegible]
শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র রায়	[illegible]
শ্রীযুক্ত [illegible] মল্লিক	১০০
শ্রীযুক্ত [illegible]চরণ দেব	[illegible]
[illegible] প্রসাদ রায়	[illegible]
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শীল	১০০
শ্রীযুক্ত [illegible] মল্লিক	১০০
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বসু	১০০
শ্রীযুক্ত [illegible] রায়	১০০
শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস	৫০
শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র দাঁ	৫০
শ্রীযুক্ত [illegible]হরি ভদ্র	৫০
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	৫০
শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ সরকার	[illegible]
আগত	২৯,৮৫২
শ্রীযুক্ত রামমোহন ঘোষ	৩০
শ্রীযুক্ত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব	১৫
শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ দেব	১৫
শ্রীযুক্ত গদাধর দাস	১৫
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন	১৫
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার	১৫
শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু	১৫
শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র লাহুড়ি	১৫
শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায়	১৫
অল্প দানের সমষ্টি	

বিজ্ঞাপন

সংস্কৃত পাঠোপকারক এবং পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশার্থে বস্তু বিচার নামক গ্রন্থ দ্বয় মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে। সংস্কৃত পাঠোপকারকের মূল্য ছয় আনা, এবং বস্তু বিচারের মূল্য চারি আনা।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী, প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব শর্ম্মা, ঈশ্বরচন্দ্র দাস, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপ্রসন্ন বাগচি, ঈশ্বরচন্দ্র পাকড়াশী, দুর্গাদাস রায়, এবং হারাণচন্দ্র সরকার দ্বাদশ মাসের ঊর্দ্ধ মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে সভার প্রচলিত নিয়মানুসারে সভা শ্রেণী হইতে রহিত হইয়াছেন।

অশুদ্ধ শোধন

১৩ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৯১ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে ১৫ পঁক্তিতে আছে যে "অনন্ত লোক যে ব্রহ্মলোক তাহা প্রাপ্তির কারণ অগ্নি হইয়াছেন" তাহার পরিবর্ত্তে "ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে অনন্ত লোক তাহার প্রাপ্তির কারণ অগ্নি হইয়াছেন" হইবে।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়।

অসৎসঙ্গ এবং অসাধু দৃষ্টান্ত যে বিষম অনর্থের মূল, তাহার সম্যক্ দৃষ্টান্ত স্থল এই মহানগর কলিকাতা সম্পূর্ণ রূপে হইয়াছে। এক স্থানে যে কোন কুকর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যায়, অগ্নি স্রোতের ন্যায় তাহা অবিলম্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। এই কলিকাতা নগরের প্রতি পল্লীতে এপ্রকার সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ প্রকার কুকর্ম্ম সূচক আমোদেই অজস্র লিপ্ত থাকে। তাহারদিগের ধর্ম্মের নিয়ম নাই, কর্ম্মেরও নিয়ম নাই: কখন পৌত্তলিকের ন্যায়, কখন বা ভাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানির ন্যায়, কখন নাস্তিকের ন্যায়ও ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা আপনারা পরমেশ্বরের নিয়মকে অবহেলা করিয়া ক্ষান্ত নহে— কেবল আপনারা ইন্দ্রিয় সুখে মুগ্ধ হইয়া তুষ্ট নহে, তাহারদিগের বিশেষ যত্নও থাকে যে প্রতিবাসিগণ তাহারদিগের অনুবর্ত্তি হয়, তাহারা দ্বাদশ বর্ষের বালক প্রাপ্ত হইলেও সুখ লোভ দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে স্বদলে মিশ্রিত করিতে লজ্জা বোধ করে না। বিশেষতঃ বালকেরা যখন তাহারদিগের শাসনকর্ত্তা পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে অহরহ দুষ্কর্ম্ম পঙ্কে পতিত হইতে দেখে, তখন আপনারা তৎ পথ অবলম্বন করিতে কেন শঙ্কা করিবে? ইহা কি শত স্থানে প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে পিতার রক্ষিতা গণিকার গৃহে অতি বালক পুত্রাদি স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতেছে? তথায় তাহারা পরিপাটী রূপে লম্পট ব্যবহার শিক্ষা করিয়া বয়ঃস্থ হইলে কন্টক স্বরূপ যে তাহারদিগের পরিবারের পীড়া দায়ক হইবেক তাহাতে সন্দেহ কি! সেই বালকেরা নিয়ম পূর্ব্বক বিদ্যালয়েই প্রেরিত হউক, পুস্তকস্থ নীতিই অভ্যাস করুক, তথাপি পূজ্য পিতা প্রভৃতির আশু সুখ জনক দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা হইতে কেন নিবৃত্ত থাকিবে? যখন প্রকৃত রূপে বিদ্যাবান হইয়া এবং বিখ্যাত রূপে সচ্চরিত্র থাকিয়াও কত ব্যক্তি সঙ্গ দোষে ঘৃণিত রূপে দুশ্চরিত্র হইয়াছে, তখন বালক কালাবধি কুকর্ম্ম দ্বারা বিকৃত হইলে তাহা হইতে তাহারদিগকে কে নিবারণ করিতে পারে?

অধুনা লম্পট বিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ কলিকাতা হইয়াছে। পল্লী গ্রামস্থ ভদ্র অথচ ধনহীন নবীন যুবারা অনেকে বিষয় কার্য্যের জন্য কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক অনেক কৌশলে কোন এক স্ববয়স্ক ধনির আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহারদিগের ভাগ্য বশতঃ যদি সেই বাবু কুচরিত্র এবং লম্পট হয়েন, তবে বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীর্য্য একেবারে তাহারদিগের নষ্ট হয়। তাহারা সেই বাবুর তুষ্টির জন্য তাঁহার প্রিয় কুকর্ম্ম সকলের উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে. বরঞ্চ তাহার

সম্পাদন জন্য উদ্যোগি এবং নিপুণ হয়, এবং যে সকল ঘৃণিত ও গর্হিত আমোদের আস্বাদন পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল, তাহাতেও ঐ বাবুর নিকটে সুন্দর রূপে শিক্ষিত হয়। এই রূপে যাহারা সঙ্গ বশতঃ কুচরিত্র বাবুদিগের দ্বারা উপদিষ্ট হয়, পরে তাহারাই পুনর্ব্বার বালক বাবুদিগকে ঐ সকল মন্ত্র প্রদান করে, যাহাতে তাহারা পুরুষার্থ হইতে সম্যক্ রূপে ভ্রষ্ট হয়। অতএব অসৎ সঙ্গকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া সাধুদিগের সংসর্গ লাভ করা নিতান্ত শ্রেয় হইয়াছে।

হীয়তে হি মতির্যস্মাৎ হীনৈঃসহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতাং যাতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাং॥

বিশেষতঃ কুস্থানে গমন, কুলোকের সংসর্গ, কুবাক্যের আলোচনা, এবং কুদৃষ্টান্তের গ্রহণ বালকেরা যাহাতে না করিতে পারে তাহার যথোচিত যত্ন কর্ত্তব্য। যিনি স্বয়ং কুমার্গ পরিত্যাগ করিতে অশক্ত হয়েন, তাঁহারও উচিত যে আপনার পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি যাহাতে তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিয়া কুপথগামি না হয় এমত দৃঢ় চেষ্টা সর্ব্বদা করেন।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

২ আষাঢ় ১৭৮৭

দ্বিতীয় প্রকরণ

চতুর্থাধ্যায়

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং ॥

সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম সকলের নিয়ন্তা এবং পরম ঈশ্বর হয়েন।

পরমেশ্বর আমারদিগকে কেবল পিতার ন্যায় স্নেহ করেন না, তিনি ন্যায়বান্ রাজার ন্যায় আমারদিগকে পূর্ণ বিচারের সহিত পালন করেন। তিনি আমারদিগের হিতের নিমিত্তে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তদনুসারে যিনি কার্য্য করেন, তিনি তাহার পুরস্কার আনন্দ লাভ করেন, এবং যিনি তাহার বিপরীত ব্যবহার করেন, তাহার প্রতিফল দুঃখ তিনি প্রাপ্ত হয়েন।

ভূমিষ্ঠ কালে মনুষ্য সম্পূর্ণ বলহীন এবং আশ্রয় বিহীন, কিন্তু তাঁহার শরীর মধ্যে এবং মনোমধ্যে যে সকল শক্তির বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে তিনি এ পৃথিবীর রাজা হয়েন। জগদীশ্বর মনুষ্যকে যে সকল শক্তির সহিত বিভূষিত করিয়াছেন, তাহার সঞ্চালন জন্য নানা প্রকার উপযুক্ত বস্তুও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উর্ব্বরা ভূমি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার কর্ষণ দ্বারা আহার্য্য ব্যবহার্য্য নানা দ্রব্য উৎপন্ন হয়; নদী ও সমুদ্র সমুদয় বিস্তার করিয়াছেন, যাহাতে তরণি সকল ভাসমান করিয়া পদব্রজের শ্রান্তি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, ও দূর দেশকে নিকট করা যায়; অরণ্য সমূহ প্রসারিত করিয়াছেন, যথা হইতে কাষ্ঠ প্রভৃতি লাভ করিয়া নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করা যায়, এবং আবশ্যক হইলে তাহা চ্ছেদন করিয়া নগর রাজধানীও নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। এই রূপ সহস্র সহস্র বস্তু দ্বারা প্রকাশ্য রূপে কতক বা গূঢ় রূপে এই পৃথিবীকে পূর্ণ করিয়া জগদীশ্বর সঙ্কেতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে কায়মনে পরিশ্রম দ্বারা আমরা আপনারদিগের জীবন পালন এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা ও জ্ঞানের বৃদ্ধি করিব। যাঁহারা এই পরম তাৎপর্য্যকে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জ্ঞানচর্চ্চা এবং কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে শরীর মন নিযুক্ত করেন, তাঁহারা তৎ ফল জ্ঞান, মান, ধন, যশ উপার্জ্জন করিয়া সুখি হয়েন, এবং যাঁহারা এই নিয়মকে অবহেলা করিয়া আলস্যেতে জীবন ক্ষেপ করেন, তাঁহারা তাহার শাস্তি দরিদ্রতা ও মূর্খতা দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন।

আমারদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তে পরমেশ্বর এই মনোহর নিয়ম করিয়াছেন, যে উৎসাহের সহিত উপযুক্ত রূপে শরীর মন চালনা করিলে তাহার পুরস্কার স্বরূপ শরীরের সুস্থতা ও মনের স্ফূর্ত্তি

জন্মে। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমূহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি তাহারদিগকে নিয়মানুসারে ব্যবহার না করে, সে ব্যক্তি সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন জন্য শাস্তি স্বরূপ শরীর গত পীড়া ও মনোগত গ্লানি ভোগ করে।

ইহা সত্য যে অনেক ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ধার্ম্মিক হইয়াও অন্নাভাবে শীর্ণ হয়েন, অথচ অনেকে পাপি রূপে খ্যাত হইয়াও অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করে। কিন্তু বিবেচনা করিলে ইহাও পরমেশ্বরের অখণ্ড বিচারের কদাপি অন্যথা নহে। মনুষ্য পৃথক্ পৃথক্ শারীরিক ও মানসিক নিয়মের অধীন রহিয়াছেন, এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দণ্ড বা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। এক নিয়ম ভঙ্গের শাস্তি কদাপি অন্য নিয়ম পালন দ্বারা অন্যথা হয় না, এবং এক নিয়ম প্রতিপালনের সুখ কদাপি অন্য নিয়ম লঙ্ঘনের দ্বারা অপ্রাপ্ত হয় না। পরোপকার দ্বারা জ্বররোগের শান্তি হয় না, এবং ঔষধ সেবন দ্বারা কদাপি হিংসার যাতনা নষ্ট হয় না। ঋষি তুল্য হইয়াও যদি মৃত্যু যোগ্য বিষ পান করেন, তথাপি শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ জন্য অবশ্য তাঁহাকে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেই হয়, এবং মিথ্যাবাদী অপহারী ব্যক্তি তাহার কুকর্ম্ম জন্য আন্তরিক যাতনা ভোগ করুক, সকল লোকের অপ্রিয় হউক, কারাগারেই বা বদ্ধ থাকুক, তথাপি সেই পাপ জন্য কোন শারীরিক রোগ তাহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। লম্পট ব্যক্তি তাহার কুচরিত্র জন্য আপনার প্রতি গ্লানি বোধ করুক, ভদ্র সমাজে মানভ্রষ্ট হউক, রাজদ্বারে তিরস্কারই ভোগ করুক, তথাপি সে যদি নৈপুণ্য ও পরিশ্রম দ্বারা বাণিজ্য কর্ম্ম সমাধা করে, তবে সে পরমেশ্বরের তদ্বিষয়ক নিয়মানুগত কর্ম্ম করাতে অবশ্য ধনভাগী হইতে পারে। ঈশ্বর পরায়ণ পুণ্যবান্ পুরুষ পরব্রহ্মকে সমাধি করিয়া নির্ম্মলানন্দ অনুভব করুন, সত্য ব্যবহার দ্বারা আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখুন, তথাপি ক্ষুধা কালে উপযুক্ত অন্নাহার না করিলে অবশ্য ক্লিষ্ট হইবেন। অতএব পরমেশ্বরের পূর্ণ বিচারের খণ্ডন কদাপি হয় না। যে যেরূপ নিয়ম ক্রমে কার্য্য করে, তাহার প্রতি তিনি তদনুরূপ শুভাশুভ ফল অবশ্য বিধান করেন।

যে কোন দুঃখ আমরা প্রাপ্ত হই, সে কেবল অপরাধের ফল। কিন্তু সে দণ্ডও তিনি আমারদিগের প্রতি বিধান করিতেন না, যদি সেই শাসনের দ্বারা আমারদিগের মঙ্গল না হইত। তিনি কেবল এই নিমিত্তে অনিয়মিত কর্ম্মের দণ্ড করেন, যে সেই শাস্তির ক্লেশ জ্ঞাত হইয়া তাহার প্রতীকার জন্য যত্নবান্ হই, এবং দুঃখ ভয়ে পুনর্ব্বার তাঁহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করিয়া সুখি থাকি। আমারদিগের দুঃখ প্রতীকারের কারণ যদি তাঁহার শাস্তি না হইত, তবে তিনি আমারদিগের প্রতি তাহা কদাপি নিরর্থক বিধান করিতেন না।

অতএব যদি ইহ লোকে সুখের ইচ্ছা কর, এবং পরলোকে কৃতার্থ হইবার অভিলাষ রাখ, তবে তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে সযত্ন হও, যিনি সকলের বিধাতা, সকলের সুখ দাতা, এবং সম্পূর্ণ ন্যায়বান্ হইয়া অভ্রান্ত বিচারানুসারে সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তে সকলের প্রতি উপযুক্ত রূপে শুভাশুভ বিতরণ করেন।

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়া বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়োবৃণীতে ॥ ১ ॥

পরীক্ষ্য শিষ্যম্বিদ্যাযোগ্যতাঞ্চাবগম্যাহ। 'অন্যৎ' পৃথগেব 'শ্রেয়ঃ' নিঃশ্রেয়সং তথা 'অন্যৎ উত এব' 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরং 'তে' শ্রেয়ঃ প্রেয়সী 'উভে' 'নানার্থে' ভিন্নপ্রয়োজনে সতী 'পুরুষং' 'সিনীতঃ' বধ্নীতঃ। তাভ্যামাত্মকর্ত্তব্যতয়া প্রযুজ্যতে সর্ব্বঃ পুরুষঃ। 'তয়োঃ' হিত্বাঽবিদ্যারূপম্প্রেয়ঃ 'শ্রেয়ঃ' এব কেবলং 'আদদানস্য' উপাদানং কুর্ব্বতঃ 'সাধু' শোভনং শিবং 'ভবতি'।

যদ্ধদুরদর্শী বিমূঢ়ঃ 'হীয়তে' বিযুজ্যতে 'অর্থাৎ' পুরুষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনান্নিত্যাৎ। কোহসৌ যঃ উ প্রেয়ঃ 'বৃণীতে' উপাদত্ত ইত্যেতৎ ॥ ১ ॥

শ্রেয় যে, সে পৃথক্ হয়, আর প্রেয় যে, সেও পৃথক্ হয়। এই শ্রেয় ও প্রেয় পৃথক্ পৃথক্ ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন। এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেয়কে স্বীকার করেন তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যে ব্যক্তি প্রেয়কে স্বীকার করেন তিনি পরম পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরের উপাসনা শ্রেয় শব্দে বাচ্য হয়, ইন্দ্রিয় সুখ সাধন কর্ম্ম, প্রেয় শব্দে লক্ষিত হয়। পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ জানিবার চেষ্টা, তাঁহাতে শ্রদ্ধা ও প্রীতি, এবং তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনের যত্নকে তাঁহার উপাসনা শ্রেয় সাধনা কহা যায় ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥২॥

'শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ' 'মনুষ্যং' পুরুষং 'এতঃ' প্রাপ্নুতঃ 'তৌ' শ্রেয়ঃপ্রেয়ঃপদার্থৌ 'সম্পরীত্য' সম্যক্ পরিগম্য সম্যঙ্মনসালোচ্য গুরুলাঘবং 'বিবিনক্তি' পৃথক্ করোতি 'ধীরঃ' ধীমান্। বিবিচ্য চ 'শ্রেয়ঃ হি' শ্রেয় এব 'অভি' বৃণীতে 'প্রেয়সঃ' অভ্যর্হিতত্বাৎ। 'কাহসৌ ধীরঃ'। যস্তু 'মন্দঃ' অল্পবুদ্ধিঃ সবিবেকাসামর্থ্যাৎ 'যোগক্ষেমাৎ' যোগক্ষেমনিমিত্তং কেবলং শরীরাপচয়রক্ষণনিমিত্তং ইন্দ্রিয়সুখনিমিত্তমিত্যর্থঃ 'প্রেয়ঃ' 'বৃণীতে' ॥ ২ ॥

শ্রেয় আর প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন। এই দুইকে প্রাপ্ত হইয়া ইহার মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা ধীর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে আশ্রয় করেন, আর মন্দ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সুখ নিমিত্তে প্রেয়কে অবলম্বন করেন ॥ ২ ॥

সত্বম্প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাময়ীমবাপ্তো যস্যাম্মজ্জন্তি বহবোমনুষ্যাঃ ॥৩॥

'সঃ ত্বং' পুনঃপুনর্ময়া প্রলোভ্যমানোঽপি 'প্রিয়ান্ পুত্রাদীন্' 'প্রিয়রূপান্ চ' অপ্সরঃপ্রভৃতিলক্ষণান্ 'কামান্' 'অভিধ্যায়ন্' চিন্তয়ন্ তেষামনিত্যত্বাসারত্বাদিদোষান্ হে 'নচিকেতঃ' 'অত্যস্রাক্ষীঃ' অতিসৃষ্টবান্ পরিত্যক্তবানসি। অহোবুদ্ধিমত্তা তব। 'ন এতাং' অবাপ্তঃ' অবাপ্তবানসি 'সৃঙ্কাং' সৃতিং কুৎসিতাম্মূঢ়জনপ্রবৃত্তাং 'বিত্তময়ীং' ধনপ্রায়াং 'যস্যাং' সৃতৌ 'মজ্জন্তি' সীদন্তি 'বহবঃ' অনেকে মূঢ়াঃ 'মনুষ্যাঃ' ॥৩॥

হে নচিকেতা! তুমি বিবেচনা করিয়া অপ্সরা প্রভৃতির প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলে আর বিত্তময় পথেতে লুব্ধ হইলে না, যে পথেতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয় ॥ ৩ ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যাভীপ্সিনন্নচিকেতসম্মন্যে ন ত্বা কামাবহবোঽলোলুপন্ত ॥ ৪ ॥

যতঃ 'দূরং' দূরেণ মহতান্তরেণ 'এতে' 'বিপরীতে' অন্যোন্যব্যাবৃত্তরূপে বিবেকাবিবেকাত্মকত্বাৎ তমঃপ্রকাশাবিব। 'বিষূচী' বিষূচ্যৌ নানাগতী ভিন্নফলে সংসারমোক্ষহেতুত্বেনেত্যেতৎ। কে তে ইত্যুচ্যতে। 'যা চ' 'অবিদ্যা' প্রেয়োবিষয়া 'বিদ্যা' শ্রেয়োবিষয়া 'ইতি' 'জ্ঞাতা' নির্জ্ঞাতাবগতা পণ্ডিতৈঃ। 'বিদ্যাভীপ্সিনং' বিদ্যার্থিনং 'নচিকেতসং' ত্বামহং 'মন্যে'। কস্মাৎ যস্মাদবিদ্বদ্বুদ্ধিপ্রলোভিনঃ 'কামাঃ' অপ্সরঃপ্রভৃতয়ঃ 'বহবঃ' অপি 'ত্বা' ত্বাং 'ন' 'অলোলুপন্ত' বিচ্ছেদং কৃতবন্তঃ শ্রেয়োমার্গাৎ আত্মোপভোগাভিবাঞ্ছাসম্পাদনেন। অতোবিদ্যার্থিনং শ্রেয়োভাজনং মন্যে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥

বিদ্যা আর অবিদ্যা এই দুই পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়েন, এবং পৃথক্ পৃথক্ ফলকে দেন এই রূপ পণ্ডিত সকলে জানেন। তুমি যে নচিকেতা, তোমাকে বিদ্যাকাঙ্ক্ষি জানিলাম। অপ্সরাদি নানা প্রকার ভোগ তোমাকে জ্ঞান পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেক না ॥ ৪ ॥

সিন্ধুঘোটক

সিন্ধু ঘোটক অতি প্রকাণ্ড জন্তু। ইহারা স্বভাবতঃ সাগর মধ্যে বসতি করে; বিশে-

ষতঃআমেরিকা খণ্ডের সান্নিধ্য সমুদ্রে অনেক দৃষ্ট হয়।

যখন পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারদিগের শরীর ন্যূনাধিক ষষ্টি মণ ভারী হয়। তাহারদিগের চর্ম্ম প্রায় এক অঙ্গুলি অপেক্ষা স্থূল হয়, এবং তাহারদিগের মুখের দুই পার্শ্বে এক হস্ত বা তদপেক্ষা দীর্ঘ দুই শ্বেত বর্ণ দন্ত জন্মে; এই দন্ত দ্বারা তাহারা ভূমি বা পর্ব্বত হইতে খাদ্য দ্রব্য উৎপাটন করে, এবং তাহা জলমগ্ন পর্ব্বতে আবদ্ধ করিয়া নিদ্রা যায়। এই চর্ম্ম এবং দন্ত এবং তাহারদিগের দেহ নিঃসৃত তৈল দ্বারা মনুষ্যের অনেক উপকার হয়।

We had occasion lately to take a passing notice of some observations contained in the last number of the Calcutta Review, on the proceedings of the Tuttoboadhiney Subha, and the Members of the Brahmu Sumaj. An article in the April number of the same publication professing to treat of the "transition states of the Hindu Mind," also calls for a few remarks from us Not however that we have any doubts respecting the capacity of the people of this country to make that progress in improvements, which is apparently the destination of all the nations of the world. On this point we entirely concur in opinion with the writer of that paper. Man is a mutable creature and he must everywhere, and at all times go onwards, or make a retrograde motion : to stand still is impossible for him ; and it appears to us to be a proof of divine providence, that he is so constituted that his movement backward is always checked by his innate propensity to run on in the course lying before him. The main position of the Reviewer on that occasion was incontrovertible ; but in proof of his arguments he makes certain allegations against the creeds inculcated in the Vaidant, as forming the belief of the worshippers of the One True God, in spirit, in this country, which should not be passed over in utter silence. We regret that our space will not allow us to enter so fully on the subject, as we could wish, but we should not be doing our duty to our fellow believers, if we entirely omitted to point out some of the fallacies avouched in the article now before us. Our purpose, however, is not so much to answer the arguments contained in the Review as to put the religious opinions cherished by us, and by our ancestors, a few generations back, in a right point of view, before such of our readers, as may not have made themselves thoroughly acquainted with them.

In our endeavours to spread a knowledge of our ancient theological doctrines, we declare our firm conviction in them to be the only inciting principle by which our exertions are guided. We will not deny that the Reviewer is correct in remarking that we "consider the Vaids and Vaids alone, as the authorized rule of Hindu theology." They are the sole foundation of all our belief, and the truths of all other shasters must be judged of, according to their agreement with them. Even the Smrities which are almost entirely founded on the principles inculcated in the Vaids, must bow to their authority, wherever there is the slightest possibility of mistake or misconstruction ; and for this reason, that the Shroories were uttered by inspiration, while the Smrities contain only an exposition of their precepts. Durshuns are no more than philosophical systems, and do not come within the proper sense of religion. What we consider as revelation is contained in the Vaids alone, and the last parts of our holy Scripture treating of the final dispensation of Hinduism, form what is called the Vaidant.

The idea of the eternity of the Vaids mentioned by the Reviewer, is comprehensible only in a figurative sense, and we have always understood it to signify that the truths of religion are eternal truths. The fact of the contents of the Vaids having been revealed ages after the creation of the world, has been no where denied by us and we have always declared that the Rishies spoke by inspiration

The fable respecting the revelation of the Vaids at the time of the creation, and of their being uttered by the four mouths of Brhma, the personified creative power of God—of their having their descents from the sun, from fire, &c.—show only the authority of the divine writings by metaphor, and that the truths therein taught, had their foundation in the nature of things as they were created by the Supreme Being.

The Vaids having existed from a time when Indian literature and, indeed, all literature, was only (as it were) in a state of germination, it is impossible to prove the divine origin of these sacred works by any historical testimonies, the value of which was not understood at the time ; or, indeed, by any other evidence than what they themselves afford by the drift and tendency, the reasonableness and cogency, of the doctrines taught in them. It may be observed, however, that the Hindu Scriptures have commanded the belief of a numerous race of men not unknown to literary fame in ancient times ; and during a long series of ages extending backwards to days of antiquity, of which scarcely any nation possesses the slightest memorial; and that there are numerous traditions current, both, among the people of this country and some of the neighbouring nations, which indubitably fix the character of the divine Books ; these facts give our early writings a degree of credibility at least equal to that to which any ancient history can lay claim : for history is nothing but verbal testimony acquiesced in by people capable of appreciating the value of truths, and so far as acquiescence goes, the Vaids have the same kind of evidence in their favor in every necessary degree. What progress those who believed in their authority made in the different branches of profane learning, and whether they were competent to distinguish truth from falsehood, need not now be enquired If the doctrines of theology, and the principles of morality taught in the sacred volumes referred to, appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom—if these tenets and precepts carry the unim-

peachable character of truth in them,—the man, who has received them and continues to place his trust in them, will have no reason to fear the vituperative surmises of ungodliness in respect to his religion, in spite of any thing that can be urged in proof of the small progress that has been made in the various branches of human science and learning. The Jewish nation did not stand higher than the Hindus in the scale of civilization, and yet the things in which they believe, have been received as divine by all Christendom. Why then should the Hindus be scoffed at their expressed sentiments upon sacred matters?

The argument of the Review, in respect to the Vaids as possessing no authority as a code of divine law, seems to us to be at least gratuitous. What authority could they offer besides that which they do actually possess. It has been asked to whom, how, when, and where were the Vaids revealed? We answer that it was to the inspired sages of the Hindus, that revelation was made in the early ages of the world; not in the midst of thunder and lightings from the top of a particular mountain, ingredients of story by no means necessary to give authority to inspiration, but in the common course of nature and in the homestead of those sages, wherever they may have lived at the period. The exact time and place are probably not known, because there were no historical writings then in existence, and it did not fall in with the objects of revelation to say, whether the Rishies lived in the valleys of Himalaya or in the jungles of Deccan, nor whether they were inspired in the Suttya yoogs or in any other particular portion of the Indian period. But the names of the Rishies, who were inspired, are given, and that is all the information that we have, or need, on the subject. Proofs of the inspiration of these sages may be collected from the Vaids themselves, as well as from unanimous traditions prevalent among the Hindus and other neighbouring nations; for if any credit can be attached to the general belief of any portion of mankind, (and all history must be formed on such belief, not only in ages of which no memorial, except that furnished by tradition, is left, but also in more improved times) we have proofs, in abundance, of our sages having been inspired. At all events the evidences in their favor are as powerful as what the sacred writers of any other people can adduce in support of their own belief. Moses is said to have been inspired, but surely there is no proof of that fact, beyond the reverence that may be shewn to Jewish tradition; and it cannot be denied that it was not even known to that people, whether Moses wrote his books on stone, papyrus, or any other material, nor the manner in which his works decended to the Jews of later times.

We cannot conceive how the writer of the article on the "transition states of the Hindu mind" makes it out, that the Indian scriptures are undeserving of any credit as a sacred code of divinity, because there is no evidence of a strictly historical nature to prove when and where they were revealed. Such an argument would raze the foundation of all religious systems. If such historical facts alone be the test of revelation, we would ask to what extent the Christian Bible can pass the ordeal so created. It will not do to say, that that work itself contains a history. History is not revelation, and it may remain intermixed with fable: every thing, going by that name, requires confirmation. The portion of the Bible which contains what is called revelation by Christians, may be false, though at the same time connected with much historical matter. The works of Herodotus, written several centuries after the Pentateuch, confessedly contain a mixture of truth and falsehood. May not the same be said of the Bible? We would beg leave to ask what historical proofs besides those afforded by the contents of the Bible itself, the Christian missionaries can adduce as to the assertion of God having made his appearance in a finite shape on earth to declare to Moses and others, that such and such were His commandments, and that He was a jealous God, and could not bear to see any worshipper of idol?—hinting too, at other times, that He has a son and a neutral friend, whose inconceivable existence, seperate from Him, and at the same time united in Him, not in a figurative but in a literal sense, must perforce be believed, before He could extend His mercy to man. What evidence have we of this assertion? Is it not as doubtful as when and how the writings of Moses were collected into a whole? The ten commandments are said to have been written down on two slabs of marble. By whom were they written? By God or by Moses? How have they been so long preserved? And where are they now to be seen?

It is the fate of all the most ancient writings, from whatever source derived and on whatever subject they may treat, to rise or fall, in public opinion, under merely fortuitous circumstances; though of course, they will retain a hold on it only by the nature of their contents. To prove their authority and truth by any extraneous evidence is impossible. The whole Mahommedan world will consider it sacrilege to doubt the divine origin of the Koran; the Christian world, in the same spirit, will denounce damnation and ruin against all who may entertain the slightest doubt as to the authority of the Bible; but certainly neither the Jewish Testament nor the Koran can lay claim to any historical proofs in vindication of their heavenly origin. It was totally impossible from the condition of things in the countries at the respective periods, when the revelations are alleged to have been made, that history could come in aid of religion. The Hindus have just as great a right to argue that the Ramayana and Mohabharut and Itihashes and Poorans contain abundant historical proofs of the divine origin of the Vaids; though it is not our intention to take up that ground.

History strictly so termed had its rise at a much later time; it sprung up long subsequently to commencement and termination of the divine dispensations, which necessarily occurred before that branch of literature could raise its voice in their vindication. It is plain that man must have made great advancement in knowledge, before he could think of recording his progress in it; but things affecting his religions and moral duties would be very early enquired into and learned. That the revelations vouchsafed to man, were received as soon as his progress in knowledge enabled him to perceive the light so emanating, is the general belief of almost all the

nations of the world, and is consonant to all our inherent notions of the Goodness of God—notions which prepare us to believe, that when the mind is fitted for any knowledge, then is the precise time for our receiving it. Tradition therefore can only speak of the origin and progress of religion. As to the manner in which the doctrines of our belief were revealed, it seems to us to be quite evident, that Providence, when it condescends to make any revelation, could achieve its purpose by paving the way for the reception of the truths communicated. Man's unwilling reception of any blessing cannot please the Omnipotence and Mercy of God; and for the reception of any truth by a creature endowed with reasoning faculty, it cannot be necessary for the Creator of all things and Prime Cause of all movements, both corporeal and mental, to appear in a finite shape in the midst of the wonders of the physical world, or on a particular spot of ground, however sublime in its scenery or beautiful in its prospect, to declare, in a particular form of speech, what we must believe and do; He has made man an intellectual being, and any aid he deems necessary to afford him is naturally directed to his intelligence. When He wills therefore to make Himself believe, He is believed; every thing being previously put in a train for the reception of that belief. Man's intellect has only to be led on in a right direction to ensure his perception of the light in all its grandeur and all its beauty. The object of revelation then is to point out the proper course, when man is doubtful, in which way he should proceed. Man is always made the instrument of God's communication, and this, in the common course of nature without parade or display of any kind. The ways of the creator are the ways of simplicity; and all his revelations are effected simply by the enlightenment of the human understanding. The authority of inspiration lies in the degree of belief which the matter revealed commands, or is capable of commanding, from mankind in general, and not in any formality observed at the time, when the truth was declared. Man being left to free thought and will in all things appertaining to his wordly engagements, the sole object of an inspired insight into the ways of nature and nature's God, which is permitted to him, is to serve him as a guide in steering his course aright in the midst of the multifarious obstacles which his imbecility places before him. In fact, revelation lights upon the mind of man for this purpose, and any thing which in this point of view, is not absolutely requisite he should know, is not within its province; it being entirely confined to particulars lying within the sphere of sciences, morals, and divinity; and within this sphere even to the boundaries of those powers of comprehension which God has allotted to him. It would indeed be opposed to that principle of fitness of things, which is manifested throughout the whole creation, and which has made every part of this world, both visible and moral, in such exact proportions, and so nicely suited to the design which it has to serve, if revelation vouchsafed to treat of matters which were utterly incomprehensible to the human mind. Mysteries, therefore, do not come within its plan. The impotency of man to comprehend all mysteries of this nature, is a proof, that he has no concern with them, for if they were useful for him to know, or required of him to be believed, it cannot be supposed that an All-Powerful and Benevolent Providence would not have given him strength of mind sufficient to compass the ideas comprehended in them. It is opposed to all our notions of divine Mercy and Justice to suppose, that God will force our belief, and punish our disbelief in matters, of which we are not able to form a conception. It will be said, perhaps, that Divine Grace has enabled Christian missionaries to perceive the truth of certain mysteries taught in the Bible. A similar remark is also made by the Tantric idolators who are enabled by the favor of their goddess, even to hold occasional converse with her. But we are unable to fix a precise idea on the expression "Divine Grace," when so applied. The mercy of God is as surely universal as that He is the Father of all creation. Mysteries lying beyond the stretch of human faculties cannot form a part of religion, until our nature becomes so altered as to enable us to penetrate them, or at least to glance at them. To leave man to his free thought, then to disable him from perceiving the force of a truth, and yet to oblige him to hold a certain conviction for which he is quite incapacitated, and this under pain of eternal damnation, does not seem to us to be a mark of Divine Mercy, nay, on the contrary, would appear to be a decided token that the original intention of Providence was to consign us to perdition—a manifest absurdity, if the Grace and Benevolence of God be admitted. The exercise of Divine Grace may be necessary when the faculties given to us are misused; but it totally loses its character when capacity is altogether denied, and we are required to perform an act, in spite of our unfitness to the task. We deny, therefore, the existence of mystery in religion—the truths with which it is connected are such as come within the scope of those faculties, it has pleased a Merciful and Paternal Creator to bestow on man. Religion in fact, requires nothing that is uncongenial to our mind. It is in this point of view, in its freedom from all mysterious doctrines that the excellence of the Vaidant, forming the basis of our religious opinions, most directly appears. Its claims to our belief as a revealed code of divinity, are most indubitably proved upon the basis of ancient tradition, and such history as we happen to possess; and the Vaids lead us in a manner by the hand to a knowledge of God and of our various duties as members of His Church, without the introduction of mysteries of any kind; without demanding any compelled belief and without requiring us to do anything that is opposed to our nature or to violate our free will by renouncing any course of good action to which we are habitually inclined.

Man is a fallible being and his unassisted reason is liable to the grossest misconceptions regarding his origin, his relations to the various orders of existences surrounding him, his duties as well as to himself as to others and his obligations to his creator, matters, a correct knowledge of which is essential to his maintaining the position in which he stands in creation, as his very

welfare entirely depends upon such knowledge. For a right conception, therefore, of the purposes of his being, and of his future expectations, the weakness of man's faculties requires to be propped up by that Providence to which he owes his being and the continuance of it; and hence arises the necessity of revelation. It has no thing, however, to do with history, which is no more than a branch of literature, a part of human learning of the secular class and which had no existence until many centuries after the date of the latest revelation in the respective countries, where such revelation is said to have been made. The knowledge derived from the source of inspiration, deals with eternal truths which require no other proof than what the whole creation and the mind of man, unperverted by fallacious reasonings, afford in abundance. The evidence of revelation lies more in the matters revealed than in any thing else. The doctrines of religion are, no doubt, in need of illustrations; but these have been equally well, if not better, founded on fables and parables which were so congenial to human ideas in the early ages of the world, the days of imagination and poetry. The Bible contains what is considered the history of the Jews, amongst whom it originated from the creation down to a certain period in ancient times. The Vaids, on the other hand, teach only by addresses to our fancy or by speaking solely to our reason, with merely an intermixture of a few historical facts here and there. But this circumstance can neither add to the authority of the former, nor prove a ground of disparagement to the latter,—not to urge that a history, which treats of the earliest ages at length but becomes scanty as it approaches modern times, is always to be considered as a very doubtful authority. The sole object which revelation had in view was to inculcate a knowledge of God; and to teach our duties to him, to ourselves, and to others; and for this purpose it was not necessary to give a historical view of things. The tenets taught, and the precepts given, were all that had to be looked to, as emanations from divine wisdom.

If what we have said above in respect to mysteries and the evidence that can be adduced in proof of the origin of a religion, be true, it is quite clear that the only ground on which the truth of any system of belief can be maintained, is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it. Let us, therefore, just take a glance over the tenets taught by the Vaidant, and then see what the pretensions of the Bible are to any superiority over it. Before we proceed to this, however, a word or two are needed in reply to the charge of pantheism brought against our doctrines. If this term be applied to designate the opinion of those who understand by pantheism that doctrine of theology, according to which God's Spirit is believed to pervade every thing, and every thing is supposed to live through Him, and in Him, there being nothing without Him—it is undoubtedly the doctrine of the Vaidant, and we do not know, how its truth can be denied; the Bible teaches the same tenet when it declares to men that "in Him we live and move and have our being" (*Acts Chap.* 27 *v.* 28) and also when in Ephesians (*Chap.* 4 *V.* 5) it speaks of God as "One God and Father of all, Who is above all, and through all and in you all." If this be pantheism charged against our religion we have nothing to do but to ask how the doctrines can be disproved? But if by pantheism is meant the opinion of those who consider God and the universe to be one and the same thing, or in other words, who believe that the Great First Cause is not distinct from other existences, and that the universe itself is God, we unhesitatingly assert that this is not the doctrine of the Vaidant. It is indeed this pantheism that we have all along disclaimed, as not forming any part of our belief. Our sacred scriptures no where teach, that the universe is God, on the contrary they clearly point out, that He is entirely distinct from all material existences.

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম

অন্যত্রাস্মাৎ ॥

নেতি নেতি ॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥

The passages quoted by the Reviewer in proof of his allegations, in this respect, have been misunderstood by him, as will be evident from the annexed versions of them in their entire context.

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি ॥

Verily this universe is the manifestation of the power of God; from Him it has come into existence and in Him shall it sink.

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ॥

Good Pupil! before this world existed, there was the sole existent Being alone, He who is One only without a second.

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত ॥

This world at first was a non-entity, from Him it became an entity

ব্রহ্মবেদব্রহ্মৈব ভবতি ॥

সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥

He who knows God becomes like God in wisdom and happiness. He enjoys all felicity with the Omniscient Brahm

এতদাত্মনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

"By knowing God a man ascends the Brahm Loak, the highest heaven." Though Shankaracharya explains the text thus; "man having acquired the knowledge of God becomes revered like him" he does not thereby mean that man is actually worshipped as the Supreme Being in the strict literal sense of the phrase, but merely indicates the high glory which the worshipper of Brahm arrives at. In like manner the Vaid itself has elsewhere said:

অস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি ॥

The celestial beings adore him the worshipper of Brahm.

The text does not mean that the heavenly deities do regularly or occasionally perform the worship of the devotee, but merely implies that the latter attains superiority even over the heavenly beings.

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ ॥

The Omniscient Being is neither born nor dies.

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজোয়ত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যো-হসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি॥

By thy illuminating body, O Sun, the True Being who rules in thee is veiled from me.

O thou who nourishest the world, enlightenest it singly, and who art the Regulator of the whole system, O Sun, descendant of Prajaputee, disperse thy rays and mitigate the intensity of the blaze, so that I may through thy favor behold thy most graceful aspect. But why should I (says the Individual again retracting himself on reflecting upon the true divine nature) why should I entreat the Sun, as I am what he is, that is, the Being who rules in the Sun rules also in me.

The following passages show that the Divine Spirit and Soul are distinct one from the other.

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্ব-জাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো-ভিচাকশীতি॥

Two birds, God and the soul, friends and co-habitants, reside unitedly in one tree, the body. One of them (the soul) consumes the fruits of its actions. But the other (God) without partaking of them, is witness of all events.

ন প্রভুং।

Human Spirit is not God.

There are systems of Hindu philosophy which fall into materialism, but our philosophy is not our religion: the Reviewer apparently confounds the one with the other.

According to the Vaidant, God is a sole existent spirit, whose influence pervades all nature, from whom every other existence in creation has proceeded, under whose providential care they all subsist, move and act, and in pursuance of whose laws they all suffer the various mutations to which they are subject, and ultimately cease to leave any trace of their existence behind them. He is capable of being known to man only as the omniscient, omnipresent and all powerful Creator, Guardian and the Ruler of the destinies of the universe, whose origin, preservation, various changes and ultimate destruction are solely the work of His will, the result of His providence, and the effect of His power. His real essence, no vision can approach, no language can describe, no intellectual power can compass or determine. He is the only true Being, and nothing exists without Him:—He alone has existed from all eternity and every thing besides Him has had its origin from Him. He is One only, without a second. He is truth itself, His purposes being all fixed, His laws immutable, and His course unchangeable; and He rules the destinies of the creation in accordance with the invariably fixed rules of justice and verity. He is wisdom itself, that is, He knows by mere intuition all things and matters, past, present and to come, and is infinitely wise to frame and order things to their proper ends without flaw or defect. He is infinite and He exists from eternity to eternity, or in other words, He exists every where and at all times. He is happiness itself, being all perfection in Himself and the source of all happiness to his creatures; being unchanged and unchangeable in His own nature, and the origin of those innumerable blessings which are scattered throughout creation. He is almighty, able to do every thing not base or sinful. He is all holiness and all goodness. His excellences are incomprehensible. He is shapeless but the cause of all shapes, and the Supreme Ruler of the universe. He holds his moral government over all His creatures, and rewards and punishes the good and bad actions of mankind in accordance with laws unchangeably and eternally fixed by Himself in mercy and goodness infinite, and yet He is void of all passions which would argue changeableness and inconstancy. Fire burns, the sun enlightens the world, the firmament, the wind and dissolution take their rapid course through His fear and yet He is all peace and calmness. Life, mind, the organs of sensation, ether, air, light, fluids, earth, the support of all creatures, originate from Him, He Himself alone being unborn, immutable and eternal. He alone and nothing else existed before creation and He created every thing out of nothing, by His sole commandment and at His mere will.

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥

সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্ম-পুরে হ্যেষব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মনোময়ঃ প্রাণ-শরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোহন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈঃ॥

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্॥

একমেবাদ্বিতীয়ং॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম॥

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥

বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ॥

শুদ্ধমপাপবিদ্ধং॥

পরমং পরস্তাৎ॥

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণি-পাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূত-যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥

যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং॥

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

আত্মা বাইদমেকএবাগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ॥

Such are the notions of God inculcated in the Vaidant. The duties which man is taught by that divine code, to perform in pursuance of the object of his creation, and as the only

which he can attain happiness, are summed up in certain general maxims.

Our first duty according to that system of religion is constantly to think of God, to remember Him in all our ways, to fix our thought in Him whenever we are free from the anxieties arising out of our worldly concerns, and to make Him the starting post and goal of all our reasonings and actions. This is the only adoration that can be acceptable to Him, as such devotion alone can make us really happy. Expressions of gratitude will naturally arise, when we think of the multifarious benefits we have derived from Him. But adorations are the offspring of the mind, and must therefore proceed sincerely and reverentially from the heart. The mind of the worshipper of the true divinity must be led by enquiries into the phenomena of Nature to the perception of the beauties and grandeur of the world, and from this perception to those happy feelings of gratitude for the Creator and Regulator of the universe, and resignation to His will in which consist true reverence and devotion to Him, and upon which depends the true beatitude that we all seek for.

তদেবৈকং জানথ আত্মানং
তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব॥
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো-
নিদিধ্যাসিতব্যঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকা-
দমৃতা ভবন্তি॥

Our duties to ourselves, as the Vaids teach them, consist principally in the cultivation of our intellectual faculties and giving them a right turn, and in holding our appetites and passions, under due restraint and control; and keeping, in the proper degree of exercise the better class of affections. In the performance of these, lies our chief happiness, and indeed almost all our other duties are included in them.

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

The duties which we owe to our fellow creatures, according to the lights of our religion, have been divided by Menu into three Classes, as being performed mentally, through the means of our faculty of speech or by our bodily organs. Some idea of this classifiction may be formed from the following maxims. First class,—covet not the property of others, think not ill of others, entertain no sinful notions of Atheism or Materialism. Second class,—do not speak harshly to others, speak not an untruth, do not indulge in accusations behind the backs of others, speak not what is not to any purpose and what will only confound people. Third class,—take not what does not belong to you and is not given you, do no bodily harm to others unless it be in pursuance of law, do not commit adultery. He whose firm understanding obtains a command over his words, a command over his thoughts and a command over his whole body may justly be [illegible] nder.

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবং।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণাং উত্তমাধমমধ্যমাঃ॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥
অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতং॥
বাগ্দণ্ডোথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

The foregoing precepts quoted from the Shasters, shall, we dare say, have sufficiently pointed out the nature of the morals inculcated by our religion. To enlarge further on this head would be out of place here. We are constrained to conclude this short account of our religious principles with barely adverting to those other doctrines of our creed which refer to our hopes in a future state of existence.

To err is human; and consequently the method of expiating for sin is a doctrine of vital importance to man. For this purpose it has been enjoined that repentance and earnest endeavour to avoid similar transgressions are the only way of expiating our evil deeds.

"If he commits sin and actually repents, that sin shall be removed from him; but if he merely say I will sin thus no more, he can only be relieved by an actual abstinence from guilt."

কৃত্বা পাপানি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাৎ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥

The Vaids do not teach the doctrine of eternal punishment, after death, for the bad actions that we perform in this our present life. According to our doctrine the reward alone will be eventually perpetual. Such a doctrine as that of eternal punishment probably serves the purpose of overawing people to a certain extent, but in truth it cannot be considered to be consonant to those notions of divine mercy that have been imparted to us, or to any idea of divine justice that we can form, that man should be subjected to eternal damnation for sins to which he has probably been a victim through mere weakness or ignorance. Our religion inculcates that our good and bad actions shall all inevitably receive their proportionate reward and punishment, with the exception only of expiated sin, conformably to the exact extent which is necessary for the purpose of reformation and encouragement; that we shall thus have to pass a state of probation during successive lives of shorter or longer durations, until we are fitted by sacred knowledge and entire devotion to the will of God, to enjoy that supreme felicity which may be said to be a participation of divine nature; that the punishment which awaits our evil doings, is of the most dismal and frightful nature which our soul can bear, and that punishment is the unavoidable consequence of sin; that the rewards our virtues receive will give us a fore-taste of eternal beatitude; that man is mercifully destined for everlasting happiness, but he is left to attain that ultimate object of his creation by knowledge and devotion, and by his labor, in the ways

of virtue and religion,—the actions good or bad which proceed from him in the free agency that has been permitted him, being always attended by their inevitable consequences, and according to their qualities, either bringing him nearer or throwing him at a distance from that goal of all his pursuits in which consist the perfections of his nature. Surely this idea of futurity is equally cheering and awful, and it appears to us to be at once consonant to our notions of infinite mercy and perfect justice.

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতং॥
সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে॥
* যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥

This doctrine of transmigration has been objected to by the Christians, though they themselves believe in the resurrection of the dead, and in a day of judgment. But the fact of our souls passing from one body to another after death, is not contrary to the course of nature, and, in our belief, offers a better view of our prospect in future, and one more in accordance with our notions of justice and mercy, acting in unison with each other, than the other idea of the dead arising from what condition it is not known after a long interim and receiving the judgment due to their actions for all eternity thereafter, without any trial being allowed them further than what a single life afforded.

We now come to that part of the doctrines of the Vaids, which inculcate that those who can not turn their minds to God in spirit should worship Him through the medium of matter. There are men of that grovelling class whose minds are incapable of making a proper degree of exertion, and these are required not to lose themselves in the mazes of irreligion, the banes of society, but rather to fix their attention on some of the grandest objects of the world, and consider them to be so many manifestations of the supremacy of the only True God who pervades all creation, and to worship them as so animated by His influence, that thus their minds may be gradually trained by spiritual tuition to the true mental adoration of the Supreme Being. This worship of spirit through matter, in one shape or other, appears to have been as absolutely necessary and congenial to the habits of man in the early ages of the world; but while it was permitted, as the mean between irreligion on the one hand, and spiritual devotion on the other, its nature was truely depicted throughout our revealed books in which it was every where mentioned as a merely preparatory step, and described as beneficial only by leading to the portal of pure religion; so that to give a religious turn to the mind, and keep up a belief in the existence of God, was the sole object of all the religious practices and *Yuggnyas* enjoined in the Vaids. These were to prepare men for those trains of thought which lead to religious contentment and resignation—to the habitual practice of charity to the needy—honour to others—friendship and regard to all, and to see the work of an almighty and merciful hand in creation. The elements and more striking objects in creation, and the personified virtues and powers in the moral world, are, by the Vaids, made the instruments of offering religious adoration, and so made only in conjunction with the idea of some of the divine attributes being manifested in, by, or through them, and always without allowing the notion of unity and spiritual existence of God to be lost sight of. It was, at the same time, explicitly enjoined however that those parts of the Vaids which inculcated these matters, should always be remembered as the injunctions mercifully made for the benefit of the ignorant and untrained, and that those who were at all capable, were only to pay their adoration in spirit and purity.

It should be recollected that the revelations of the Vaids, were made at a time when the world was, yet, in its infancy, and the object which they had, at first, in view, was to wean men from their crude thoughts and irregular habits, and to train them in the ways of truth, righteousness and virtue. It should not be wondered, therefore, that burnt and other offerings and the adoration of the divinity by praises and thanksgivings offered directly to His visible works and manifest attributes, and to personifications of the powers of nature and affections of the mind, should be enjoined by revelation. That became, under the then existing circumstances, a necessary step to the attainment of the sacred knowledge. Under the Christian dispensations we find it declared "But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the father in spirit and truth." This passage quoted from the Gospel of John would evidently show that the predecessors of Christ were in the habit of worshipping God not in spirit and truth, but through matter and in an indirect way. The books of Leveticus also plainly inculcate many religious practices and the propriety of burnt and other offerings of a similar nature to those of the Vaids. The Christians therefore ought, at once, to see the necessity of such revelations as we have been here speaking of. We ourselves doubt that there is the same necessity of worshipping God through matter at the present age of the world, but at the periods when our inspired sages uttered their precepts of religion, the state of things was quite different from what we now see, and Providence would direct matters adapted to the circumstances of every age, and every grade of intellect.

Polytheism is in no way, implicated, in the doctrines here referred to, on the contrary the Vaids inculcate every where that whether fire, air, water, the sun, moon, Indra (the personified grandeur of the celestial regions promised for the good works of man,) Varuna (the personification of the benefits arising from water the drink of life,) or any other such entity, form the medium through which we offer adoration, it should always be borne in mind, while such worship is offered, that the objects mentioned are only the manifestations of the power or mercy or perfection of the One Incomprehensible Supreme Spirit which pervades all creation, which regulates every part of the world, from which all have proceeded, and in which all exist. "We meditate on the Supreme Spirit of the splendid sun who directs our understanding." This verse indicates the general way in which the worship here described is to be offered, and

surely nothing can be further from Polytheism than the notion implied in it.

It should also be mentioned in this place that the followers of the Vaidant do not admit that God is "the Material cause of the Universe," but on the contrary, believe "nothing existed before creation but the Supreme Spirit, and that He created every thing out of nothing."

অসদ্বাইদমেক এবাগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ সঈক্ষত লোকান্নু সৃজাইতি।

"That the universe is an expansion of the divine substance, that the human Spirit like the divine, is eternal and uncreate, that the knowledge of the True God transforms a created being into the Divine Spirit, that the highest object of religious meditation is to discover that the worshipper is himself God" may be doctrines of Philosophy but are not the tenets of our religion.

Our religion may be truly said to be a religion of the heart and understanding. It at once addresses itself to the minds of all mankind, it knows no forced belief, its whole influence being directed to purify the active energies of man. It breathes of nothing but devotion and holiness, virtue and happiness, toleration and peace. It has been said, that it is somewhat exclusive in its nature, making a distinction of casts and sex to whom it is accessible or against whom it closes its door. But nothing can be further from the intentions of the Vaidantic dispensations of Hinduism, which speak to all nations, all casts, all sexes and all ages whatever. Any one who seeks divine knowledge is competent to read of them, understand them and form his practice according to them. The instances of Maitreyi and others to which the Reviewer points, are given only as instances to show, that the precepts of the Vaidant have nothing of exclusiveness in them. If there are not any number of examples of women and Shoodras taught in that system of theology, that is not the fault of our religion but of the state of society in this Country.

The Reviewer affects to consider the present elevated position of most of the nations professing Christanity as a proof of the excellence of that religion, and would have us believe that the impetus which "its thundering and all powerful voice" first imparted to popular improvements and female emancipations, was the real cause of the social elevation which Europe enjoys. But what explanations will he give of the centuries of darkness and ignorance which followed the introduction of the Faith in Christ, of the ages of abbacies and nunneries, when even to think of reading the Bible in any but the original languages was considered sacrelege and when confessions to an Ecclesiastic would expiate the most abominiable sins that a man could be guilty of? Surely Christianity had but very little influence in bringing about the present state of things in the West. The monasteries of olden times were perhaps the focus in which the learning of the Greeks and Latins, was concentrated and preserved. But it is to the Philosophy of Bacon and his followers, to the extension of Commerce, to the invention of the Art of Printing and the spread of Education and other similar causes that Europe owes its present civilization. Christianty itself is indebted to those very causes for all the seeds of reformation which it has since secured in its bosom. As to female emancipation of Europe, it owed its origin, its support, and all its force to the manners of the races of men who composed the chief population of that part of the world at the fall of the Roman Empire, and Christianity had as little hand in it as in promoting the cause of liberty in Great Britain, and other Kingdoms.

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত ধন।

গত মাসের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপিত ধন	৩০৮০৬৷১৫
শ্রীযুক্ত হরনাথ মল্লিক ...	১০০
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস ...	১০০
শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ দত্ত ...	১০০
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র ...	১০০
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৈত্র ...	৭৫
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৫০
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ...	৫০
শ্রীযুক্ত পতিতপাবন সেন ...	৩২
শ্রীযুক্ত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৫
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র ...	২৫
অল্প দানের সমষ্টি ...	৩০২৷৷,/৫
	৩১৭৬৬

বিজ্ঞাপন

গত ভাদ্র মাসীয় অধ্যক্ষ সভার অনুমতি অনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পত্নীর নির্ব্বাহ উপায় সভ্যদিগের বিবেচনা জন্য আগামি ১১ আশ্বিন শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে যোড়াসাঁকোস্থ ৪৭ সংখ্যক ভবনে বিশেষ সভা হইবেক।

দশজন সভ্য দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে ১৭৬৬ শকের নিয়ম পত্রের ৭। ২৭। ৩১ সংখ্যক নিয়ম বিবেচনা করিবার নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত সময়ে বিশেষ সভা হইবেক।

।

সম্পাদক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

অঙ্গীকার

মেদিনীপুর হইতে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের এই সভাতে দান স্বরূপ পঞ্চ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি।

তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।

যে দয়াবান্ পিতার দ্বারা জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং জন্মাবধি যাঁহার দ্বারা লালিত ও প্রতিপালিত হইয়া ধন, মান, জ্ঞান, যশঃ প্রভৃতি অনায়াসে লাভ করিয়াছি,সেই পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং তাঁহার গুণানুবাদ করিবার নিমিত্তে যদি সকল ভ্রাতাকে উৎসাহি এবং ব্যগ্র দেখি, তবে কি আহ্লাদ জন্মে! কিন্তু তখন কি আক্ষেপ উপস্থিত হয়, যখন তাঁহারদিগকে এপ্রকার ভ্রমান্ধ দেখি, যে অনিষ্টজনক তাঁহার অনুমতির বিপরীত আচার করিয়া তাঁহার প্রসন্নতাকে অভিলাষ করিতেছে। পরম পিতা পরমেশ্বরকে আরাধনা করিতেই যে সমুদয় লোক ব্যগ্র— যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান উপার্জ্জনে যত্নহীন সুতরাং তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনাতে অসমর্থ, তাঁহারাও এককালীন তাঁহাকে বিস্মৃত না হইয়া দশভুজ চতুর্ভুজাদি কাল্পনিক মনোহর রূপের প্রতিমাদি নির্ম্মাণ দ্বারা তাঁহার উদ্দেশে তাহাতে যে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিতে উদ্যত—ইহা পরম আহ্লাদের বিষয়! কিন্তু তখন মনে অত্যন্ত দুঃখের উদয় হয়, যখন দৃষ্ট হয়, যে তাঁহার প্রীতির জন্য চেষ্টাবান্ হইয়া অজ্ঞান প্রযুক্ত তাঁহার অপ্রিয় কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান তাঁহারা করেন—ধর্ম্মের নামে ধর্ম্ম বিরুদ্ধই আচরণ বাহুল্য রূপে করিয়া থাকেন। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মূর্ত্তির পূজোপলক্ষে অহিত জনক নানা কর্ম্ম কৃত হয়। যাঁহাকে সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্রী ও পালয়িত্রী বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহারই উপাসনা স্বরূপ নিরর্থক শত শত জীবের রক্তে বলি ক্ষেত্র প্লাবিত করেন—পীঠ স্থান বিশেষে তাঁহার উদ্দেশে অসংখ্য জীবের প্রাণ বিনষ্ট হয়। যাঁহাকে ঈশ্বরী জ্ঞানে মাতৃ শব্দে সম্বোধন করেন, তাঁহার সম্মুখে সঙ্গীত ও নাট্যচ্ছলে সেই সকল অকথ্য শব্দ শ্রবণ করেন, এবং সেই সকল কুৎসিত অঙ্গ ভঙ্গি দর্শন করেন, যাহার প্রত্যক্ষ মাত্র ধীর ব্যক্তির ঘৃণা ও লজ্জা উপস্থিত হয়, এবং দুশ্চরিত্র চিত্ত পাপ মোহ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ কালিকা ভক্তদিগের অনুষ্ঠান সকল অপেক্ষা ঘোর কুকর্ম্মের কারণ। মদ্যপান তাঁহারদিগের অন্তরঙ্গ সাধন—পরস্ত্রী গমন, এবং নরবলিচ্ছলে মনুষ্য হত্যা পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের উপাসনার অঙ্গের বহির্ভূত নহে।

না! সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ পরম পবিত্র যিনি, তাঁহার উদ্দেশে এপ্রকার অপবিত্র অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা আর অপরাধের কারণ কি হইতে পারে?

অশাস্ত্রজ্ঞ অল্প বুদ্ধি যাহারা, তাহারা যে এই প্রকার ভ্রমে মুগ্ধ হয়, তাহার আশ্চর্য্য কি! যখন তাহারা আপনারদিগের উপাস্য পরমেশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকাদি অঙ্গ বিশিষ্ট দেখে, এবং পুষ্প, চন্দন, আহার্য্য, শয্যা দান প্রভৃতি তাঁহার উপাসনার অঙ্গ রূপে জানে, তখন কি তাহারদিগের এ বিশ্বাসের দৃঢ়তা হয় না, যে পরমেশ্বরও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তন্দ্রা, শীত, গ্রীষ্ম, রোগ প্রভৃতি দ্বারা আর্ত্ত হয়েন? এবং তখন তাহারদিগের এ উদ্বোধনও কি স্পষ্ট রূপে হয় না, যে মনুষ্যের ন্যায় তিনি কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতিরও বশীভূত হয়েন? এ নিমিত্তে তাহারদিগের সহজেই এই বিশ্বাস আছে, যে পুষ্পাঞ্জলি, দান, ধ্যান, জপাদি দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রসন্ন করিতে পারিলে, অতি গর্হিত কুকর্ম্ম সিদ্ধিরও যে প্রার্থনা তাহাও তিনি পূর্ণ করেন। কামনা সিদ্ধির নিমিত্তে চৌর গৃহচ্ছিদ্রের পূর্ব্বে যৎ সামান্য রূপে এবং দস্যুরা গৃহস্থের বাটী আক্রমণ করিবার অগ্রে স্বদল সহিত বিবিধ উপচারে কালিকাকে অর্চ্চনা করে। দুশ্চরিত্র রাজপুরুষ বা অন্য কর্ম্মচারিরা কার্য্যালয়ে গমন কালে পরমেশ্বরকে এই কামনার সহিত স্মরণ করে, যে সে দিবস যথেষ্টরূপে তাহারদিগের উৎকোচ লাভ হউক। কি আক্ষেপ! ইহা বিবেচনা করে না, যে যাঁহাকে তাবৎ সংসারের পিতা বা মাতা রূপে তাহারা অঙ্গীকার করে, তিনি কি তাহারদিগের কুকর্ম্মে উৎসাহ দিবার নিমিত্তে পক্ষপাত আচরণ করিবেন এবং ন্যায়কে কি অন্যায় করিবেন! এই সকল ব্যক্তি যদি পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হইত—যদি জানিতে পারিত যে তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ ন্যায়বান্ হয়েন— রাগ দ্বেষ লোভ পক্ষপাতাদি মানব ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিবর্জ্জিত— পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার তিনি অবশ্যই রূপে বিধান করেন—যদি ক্ষমা করেন, তবে তৎকালে, যখন সেই পাপ জন্য আপনার প্রতি অত্যন্ত গ্লানি বোধ করে এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে সাবধান হয়— এই সমুদয় যদি তাহারদিগের হৃদয়ঙ্গম হইত, তবে তাহারা শাস্তি ভয় প্রযুক্ত দুষ্কর্ম্মে কদাপি মগ্ন হইত না। কিন্তু তাহারা এ উপদেশ কাহার নিকটে প্রাপ্ত হইবে? এ দেশস্থ প্রবীণ পণ্ডিতাভিমানি যাঁহারা, তাঁহারা অনেকে শাস্ত্রের সার মর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আমোদ বা লোভ বশতঃ বাহুল্য রূপে এই বিকৃত ধর্ম্ম মূর্ত্তির উপাসনারই অনুষ্ঠান এবং প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারদিগের নিকট হইতে সদুপদেশ প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, কাল্পনিক ধর্ম্মে ভূয়োভূয় প্রেরিত হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি আপনার সুকৃতবশে এবং বুদ্ধিবলে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্যানুসারে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে অপমান প্রভৃতি বিবিধ দুঃখ প্রদান এবং ভয় দর্শনাদি দ্বারা তাঁহাকে সেই পরম ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুতি করিতে তাঁহারা দল বদ্ধ হইয়াও সম্পূর্ণ সযত্ন হয়েন। যদি কোন ঈশ্বর পরায়ণ পুরুষ পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহার আরাধনা স্বদেশে প্রচার করিবার জন্য যত্নবান্ হয়েন, এবং জিজ্ঞাসুদিগকে একত্র করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে যাহাতে তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হয় এবং যাহাতে পরস্পর বিচ্ছেদ জন্মে, এমত দুষ্ট চেষ্টা সর্ব্বথা করিতে থাকেন— বরঞ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার দ্বারা তাঁহারদিগের লাভের হানি সম্ভাবনায় ক্রোধ করত সময়ানুসারে যষ্টি ধারি হইতেও বিলম্ব করেন না। প্রতিমা পূজাদির হানি সম্ভাবনা দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা— গুরু পুরোহিতেরা শঙ্কাতুর এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়েন না, বরঞ্চ বিষয়িরা শিষ্য যজমানেরা প্রতিমা পূজার হানি দ্বারা আমোদের হানি দেখিয়া বিকল এবং বিবর্ণ হয়েন, এবং সকলে ঐক্য হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ উপাসনা প্রচারে ব্যাঘাত করেন। বিষয়িরা ধন ব্যয়ে কাতর নহেন, যদি গুরুরা

তাঁহারা আমোদ প্রাপ্ত হয়েন; এবং ধন লাভ হইলেই গুরু পুরোহিতদিগের সন্তোষ, শিষ্যদিগের অধোগতি হইলে তাঁহারদিগের চিন্তা কি?

গুরবোবহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

ইন্দ্রিয় আমোদকে সম্ভোগের নিমিত্ত লোক সকল গ্লানি, অপমান, তিরস্কার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে প্রস্তুত, নির্ভয়ে ধর্ম্ম রূপে সেই সমুদয়কে উপভোগ করিতে সমর্থ হইলে তাহা হইতে চিত্তকে নিষ্কৃষ্ট করিতে কে অভিলাষ করে? এই যে মহা পূজা দুর্গোৎসব, যাহা প্রায় সপ্তাহ মাত্র গত হইয়াছে, তাহার উৎসাহ, উদ্যোগ, উল্লাস, কোলাহল স্মরণ করিলে অদ্যাপি কয় ব্যক্তির চিত্ত বিকলিত না হয়? আর কালী, জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক প্রভৃতি যে সকল পূজা পক্ষান্তরে হইবে, তাহার আমোদ আলোচনা করিলে কয় ব্যক্তির সুখ সম্ভোগ লালসা প্রজ্বলিতা না হয়? পরিশুদ্ধ পরব্রহ্মের উপাসনাতে যাঁহারা সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সমুদয় কুৎসিত ইন্দ্রিয় সুখ হইতে এই সময়ে নির্লিপ্ত থাকা তাঁহারদিগেরও পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে। শাস্ত্রজ্ঞানে এবং যুক্তি বলে যে কিঞ্চিৎ পরব্রহ্মের জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধ হয়, এবং কুকর্ম্মে যে কিঞ্চিৎ ভয় অনুভূত হয়, এ প্রকার উৎসাহ স্রোতে তাহার শৈথিল্য হইতে কতক্ষণ বিলম্ব? সম্বৎসরের যত্ন দ্বারা পরব্রহ্মের জ্ঞানাঙ্কুর কিঞ্চিৎ যাহা বৃদ্ধি হয়, এক শারদীয় মহোৎসব রূপ জলপ্লাবন দ্বারা নদী তটস্থ বৃক্ষের অঙ্কুরের ন্যায় তাহা একেবারে উচ্ছিন্ন হয়! কিন্তু জ্ঞানের অঙ্কুর কেবলই কি নষ্ট হয়? তাহার পরিবর্ত্তে মনোভূমিক্ষেত্রে নানা অমঙ্গলের বীজ কি পতিত হয় না? কত নবীন যুবা ব্যক্তি দৃষ্টান্ত বলে এই বৎসরে লাম্পট্য ব্রতে নূতন ব্রতি হইয়াছে; কত বিদ্যাবান্ পুরুষ সম্ভোগের লালসাকে সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পাপ মোহে মুগ্ধ হইয়াছে; কত অবলা স্ত্রী এই কালের উন্মত্ত প্রায় দুশ্চরিত্র পুরুষদিগের প্ররোচনা চক্রে পতিত হইয়া সতীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়াছে; পূজোপলক্ষে ব্যয়ের বাহুল্য প্রযুক্ত কত নিরুদ্বেগ অঋণি ব্যক্তিও ঘোরতর ঋণপাশে বদ্ধ হইয়া উৎকণ্ঠাতে কাল যাপন করিতেছে; উৎসব কালে অপরিমিত পান ভোজন করিয়া কত ব্যক্তি জীর্ণ শরীর হইয়াছে, কেহ বা তৎ পরিণামে যমালয়ে গমন করিয়াছে।

আমারদিগের মূলশাস্ত্র বেদ বিধি মান্য করিয়া তাহার অনুবর্ত্তি থাকিলে এ প্রকার অমঙ্গল কদাপি হইতে পারে না। তাহার সমুদয় মর্ম্ম এই, যে নির্ম্মল চিত্ত দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনাই সত্য ধর্ম্ম, এবং ঐহিক সুখ ও পারত্রিক মুক্তির প্রতি এক মাত্র তিনিই কারণ। কিন্তু যে সকল অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি এই প্রকার তাঁহার উপাসনাতে অসমর্থ, তাঁহারদিগের নিমিত্তে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কষ্ট সাধ্য কর্ম্ম কাণ্ডের বিধান বেদে এপ্রকার আশ্চর্য্য রূপে আছে, যাহাতে নানা প্রকার হিতজনক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারদিগের পুণ্যের সঞ্চার হয়, এবং চিত্ত শান্ত হইয়া পরমার্থ সাধনে প্রীতি হয়, এবং ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসে সামর্থ্য হয়। অন্নদান, জলদান, ছায়াদান, বাপী কূপ তড়াগাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি পরোপকারে জ্ঞান দ্বারা প্রবৃত্ত হইতে যাঁহারা অশক্ত, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে সেই সকলের বিধান থাকাতে তাঁহারা তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইতে পারেন; যাঁহারদিগের ইন্দ্রিয় সুখ বাসনা প্রবল, ক্রমাগত অগ্নিসেবা সংযম উপবাসাদির দ্বারা তাঁহারদিগের ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হইয়া মনের চঞ্চলতা নষ্ট হইতে পারে, এবং বেদে ও বেদ প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা নির্ম্মল রূপে থাকিতে পারে; এবং নিরন্তর বেদাধ্যয়ন দ্বারা উপনিষদের অর্থ চিত্তে স্ফূর্ত্তি হইলে কালে তাঁহারা এক মাত্র পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত হইতে পারেন। এই প্রকার বৈদিক তাৎপর্য্যের নিতান্ত অনুগত প্রযুক্ত ধর্ম্মে মতি এবং অধর্ম্মের নিবৃত্তি দ্বারা পূর্ব্ব কালে এদেশস্থ ব্যক্তি সকল পুণ্যবান্ এবং সুখি ছিলেন, এবং অনেকে এই সোপান দ্বারা জ্ঞান ভূমিতে

আরোহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণকার প্রচলিত তন্ত্রাদি শাস্ত্রের মুখ্য কল্প যদিও এক মাত্র পরব্রহ্মের আরাধনা, এবং বেদের সহিত যদিও এ অংশে তাহার ঐক্য আছে, কিন্তু তাহাতে অসমর্থ অল্প বুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে যাহা কল্পিত হইয়াছে, তাহা উপযুক্ত উপদেশক অভাবে সম্পূর্ণ অহিতেরই কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ড বহু কষ্ট সাধ্য প্রযুক্ত লোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদ্রেক হইলেই তাহা সুতরাং আপনা হইতে পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের আরাধনাতেই নিযুক্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বিপরীত তান্ত্রিক কর্ম্ম সকল অত্যন্ত সুখ সেব্য প্রযুক্ত লোক তাহাতে আসক্ত হইয়া অতিরিক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা আপনারদিগকে এপ্রকার বিকৃত করিয়াছে, যে তাহা হইতে অবসর হইয়া পরম পবিত্র ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আরাধনা করিতে অভিলাষও করে না।

কেবল বহিঃসাধনই যাহারদিগের উপাসনার আদ্যন্ত অনুষ্ঠান, এবং কেবল তাহার দ্বারাই যাহারদিগের কৃতার্থ হইবার প্রত্যয় আছে, শমদমাদি অন্তঃসাধনে তাহারদিগের চিত্ত কেন নিবিষ্ট হইবে? প্রতিমা নির্ম্মাণ, সামগ্রীর আয়োজন, পুষ্পচয়ন, নৈবেদ্য প্রস্তুত, ছাগ মহিষাদি বলিদান প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বরের অনুষ্ঠানই যাহারদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য, এবং গৃহ সজ্জা, বেশবিন্যাস, নিমন্ত্রণ, নৃত্য গীতের আমোদ প্রভৃতি যাহারদিগের উপাসনার অঙ্গ স্বরূপ, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে তাহারদিগের মনোনিবেশ হইবার কি সম্ভাবনা? দেহ শুদ্ধি করিয়াই যাহারা আপনারদিগকে শুদ্ধ জানে, এবং মহাপাতক করিলেও পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ মাত্রে যাহারা আপনারদিগকে তাহা হইতে মুক্ত জ্ঞান করে, দুষ্কর্ম্মের পরিত্যাগ এবং সুকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃ শুদ্ধি করিতে তাহারা কেন যত্ন করিবে? লাম্পট্য, চৌর্য্য, মিথ্যা বাক্য, প্রতারণা, উৎকোচ গ্রহণে কেন নিবৃত্ত থাকিবে, যখন তাহারদিগের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলেও কেবল পুষ্পাঞ্জলি বা বলি দান দ্বারা সমুদয় দুষ্কৃত নষ্ট হয়?

অতএব অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির মনঃস্থিরের নিমিত্তে কল্পিত যে প্রতিমার উপাসনা, তাহাও যখন এপ্রকার বিকৃত হইয়া এতাদৃশ অনর্থের কারণ হইয়াছে, তখন যত কাল বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরিশুদ্ধ পরব্রহ্মের উপাসনা এ দেশীয় লোক গ্রহণ না করিবেন, ততকাল এদেশের মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

২ ভাদ্র ১৭৬৭

দ্বিতীয় প্রকরণ

পঞ্চমাধ্যায়

নিত্যোঽনিত্যানাং।

সমুদয় অনিত্য পদার্থের মধ্যে কেবল তিনি মাত্র এক নিত্য পদার্থ হয়েন।

সংসারের কোন বস্তু স্থায়ী নহে। এই মর্ত্ত্য লোকের যে অংশে দৃষ্টি পাত করা যায়, তাহাতেই জন্ম মৃত্যু পরিণামেরই চিহ্ন প্রত্যক্ষ হয়। বৃহদাকার হস্তী হইতে সূক্ষ্মতম কীট পর্য্যন্ত—প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ হইতে ক্ষুদ্রতম তৃণ পর্য্যন্ত, কোন বস্তু এই স্বভাব হইতে বর্জ্জিত নহে। নদী প্রবাহ ক্রমশঃ পরিবর্ত্ত হইয়া গ্রাম সকলকে ভগ্ন করিতেছে, কুত্রাপি সঙ্কুচিত হইয়া তীরস্থ ভূমিকে বিস্তার করিতেছে। সমুদ্র কোন স্থানে শুষ্ক হইয়া প্রসারিত দ্বীপ সকল উৎপন্ন করিতেছে, কুত্রাপি তরঙ্গ বলে দেশ সমুদয় ভঙ্গ করিয়া জলসাৎ করিতেছে। অনেক রম্য স্থান, যাহাতে এইক্ষণে রাজার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও এককালে গভীর সাগরের গর্ভ ছিল, এবং সমুদ্র মধ্যে এপ্রকার স্থানও মগ্ন আছে, যাহা কোন কালে রাজ্য, রাজধানী, বা নগরী রূপে বিখ্যাত ছিল। সহস্র বৎসরের অরণ্যও প্রবল বায়ু

বেগে ছিন্ন হইয়াছে, বা দাবানলে দগ্ধ হইয়াছে, এবং ভূমি কম্প দ্বারা কত মনোহর নগর একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

এই বিচিত্ররত্না পৃথিবীতে কত স্থরম্য রাজ্য, রাজধানী, নগর, স্থাপিত হইয়াছিল—কত শোভনতম পাষাণময় অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল, কালবশে সে সকলও লুপ্ত হইয়াছে —তাহার সংবাদও প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। রামচন্দ্র যুধিষ্ঠিরাদি কত ধর্ম্ম স্বরূপ ভূপতি অবনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন—কত মহামহা দুর্জ্জয় বীর সকল যশঃ সৌরভে পৃথিবীকে আমোদিতা করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের পরাক্রমের চিহ্ন কি আছে?

যদুপতেঃক্বগতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃক্বগতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃস্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

কিন্তু এ সমুদয়ও বস্তুর বিকার মাত্র। এমত এক কাল উপস্থিত হইবে—সেই প্রলয়ের দিবস অবশ্য বর্ত্তমান হইবে, যখন এই সংসারের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না। তখন কঠিন পর্ব্বত সকলও চূর্ণ হইবে, সমুদ্রও শুষ্ক হইবে, এবং এই মর্ত্ত্য লোকও বিনষ্ট হইবে। তখন সূর্য্য আর উদয় হইবেক না, নির্ম্মলজ্যোতি স্থধাকর গমনাগমন করিবেক না, ঋতু সমুদয় পরিবর্ত্ত হইবেক না, এবং গ্রহ ধূমকেতুর গতিবিধিও থাকিবেক না। তাহারা কি মূঢ়! ক্রমাগত এই অনিত্য জগতের ধ্বংস দেখিয়া এবং অহরহ মনুষ্যের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াও যাহারদিগের চৈতন্য হয় না— অজ্ঞান নিদ্রা তথাপি যাহারদিগের ভঙ্গ হয় না! তাহারা এই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পৃথিবীর উৎপত্তি দ্বারা জীবনকে ধারণ করিতেছে, এই পৃথিবীর স্থখেই আসক্ত রহিয়াছে, এবং এই পৃথিবীতেই যেন চিরকাল বাস করিবেক, মুগ্ধ হইয়া তদ্রূপই ব্যবহার করিতেছে—সংসার পার যে অভয় পদ তাহাকে নিমেষের নিমিত্তে স্মরণ করে না।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং॥

তাহারা মনে করে না, যে এ সংসারে নিত্য পদার্থ কেহ নাই; কেবল এক মাত্র তিনিই নিত্য, যিনি এই সংসারের অতীত সকলের কারণ অনন্ত স্বরূপ হয়েন। যেরূপ আকাশের পরিচ্ছেদ্য তিনি নহেন, তদ্রূপ কালেরও পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যে সূর্য্য চন্দ্রের উদয়াস্তাদির দ্বারা কালের নির্ণয় হইতেছে, তাহারদিগের জন্মের পূর্ব্বে যিনি বিরাজিত ছিলেন, কাল দ্বারা তাঁহাকে কি প্রকারে পরিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে? এমত কাল উপস্থিত হয় নাই যাহার পূর্ব্বে তিনি ছিলেন না, এমত কালও বর্ত্তমান হইবেক না, যখন তিনি থাকিবেন না। তাঁহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, বিকার নাই, ধ্বংস নাই।

অজোনিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণঃ॥

অতএব যদি নিত্য আনন্দ ইচ্ছা কর, তবে এই অস্থায়ি সংসার কামনা হইতে নিষ্কৃত হও। অনিত্য হইতে কদাপি নিত্য ফল প্রাপ্ত হয় না।

নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ॥

সেই নিত্য পরম সত্য পরমেশ্বরের আরাধনাতে মগ্ন হও, তাঁহার প্রীতিতে আর্দ্র হও, এবং তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে চেষ্টাবান্ থাক, যদ্দ্বারা জন্ম মরণ ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিত্য পরম স্থখ মুক্তি লাভ করিবে।

তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥

প্রেরিত প্রশ্ন

পশ্চাল্লিখিত যে প্রশ্ন ত্রয় আমারদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে, তাহার যথা সাধ্য উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

১ প্রশ্নের তাৎপর্য্য—স্বাভাবিক, বা অপঘাত জনক, সকল প্রকার মৃত্যু পরমেশ্বরের নিয়মাধীন কি না?

উত্তর — জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, মৃত্যু ইহা শরীর মাত্রেরই স্বভাব। মনুষ্য জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যদি একবার মাত্রও রোগ গ্রস্ত না হয়েন, তথাপি শরীরের স্বভাব এই যে তাহা বৃদ্ধি দ্বারা পূর্ণাবস্থ হইয়া ক্রমে

ভগ্ন হয়। অতএব মৃত্যু যে পরমেশ্বরের এক মুখ্য নিয়ম তাহার প্রতি সংশয় কি? কিন্তু রোগ, গৃহদাহ, জলমজ্জন প্রভৃতি কারণ দ্বারা যে অকাল মৃত্যু হয়, সে কেবল পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। তিনি আমারদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্তে যে সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ হইলে অবশ্য তৎফল শরীরও ভগ্ন হয়। তাঁহার নিয়ম এই যে অগ্নি কুণ্ডে পতিত হইলে দেহ দগ্ধ হইবে, এবং বিষপান করিলে মৃত্যু হইবে, ইহার অন্যথা করিতে কাহার শক্তি আছে? অতএব স্বাভাবিক হউক, অথবা অসাবধান বশতঃ, অজ্ঞান বশতঃ, বা জ্ঞান বশতঃ নিয়ম ভঙ্গ হইলে তাহার শাস্তি স্বরূপই হউক, কোন প্রকার মৃত্যু তাঁহার নিয়মের অন্যথা নহে।

২ প্রশ্নের তাৎপর্য্য— মৃত্যু যদি পরমেশ্বরের নিয়মাধীন হয়, তবে যিনি আমারদিগের সৃষ্টি ও পালনের কারণ, তিনিই পুনর্ব্বার সংহারের কারণ হইলে তাঁহার মহিমার ত্রুটি হয় কি না?

উত্তর — পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহাই মঙ্গলের কারণ — মৃত্যুও এই নিয়মের অতীত নহে। জগতের সৃষ্টি কাল অবধি যে সমুদয় উদ্ভিজ্জ বা জন্তু জন্মিতেছে, তাহারা যদি মৃত না হইয়া প্রত্যেকে জীবিত থাকিত, তবে তাহারদিগের আশ্রয় জন্য স্থান কোথায় থাকিত! জরাগ্রস্ত হইয়া মনুষ্য প্রভৃতি তাবৎ জন্তু চিরকাল জীবিত থাকিলে তাহারদিগের যন্ত্রণার কি সীমা থাকিত? জলে মগ্ন বা অগ্নি কুণ্ডে পতিত হইলে মনুষ্য যদি মৃত্যু দ্বারা ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ না হইত, তবে চিরজীবন কিপ্রকারে সেই ভয়ঙ্কর যাতনা সহ্য করিত? অশাম্য বিকার প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত পরমায়ু হইলে কি দুর্দ্দশাতে তাহার অনন্ত জীবন যাপন হইত! অতএব এমত বিষম দুঃখ সমূহের শান্তি জন্য পরমেশ্বর যাতনা কালে মনুষ্যদিগকে যে এ লোক হইতে অবসর করেন, ইহা তাঁহার করুণারই কার্য্য এবং মহিমারই প্রকাশ।

৩ প্রশ্ন— জীবাত্মা এবং মন কি বাস্তবিক দুই, কিম্বা প্রত্যেক দেহেতে এক এক জীবাত্মা ও এক এক মন বাস করিতেছে?

উত্তর— জড় পদার্থ শরীর ও চেতন পদার্থ জীব বা মন, এই দুই মাত্র পদার্থ দ্বারা মনুষ্যের নির্ম্মাণ হইয়াছে। পদের দ্বারা গমন, হস্তের দ্বারা গ্রহণ, জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ ইত্যাদি শরীরের কার্য্য, এবং দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, সংকল্প, বিকল্প, চিন্তা, প্রীতি, ভয় প্রভৃতি চেতন পদার্থ জীবের কার্য্য। বস্তুতঃ জীব ও মন দুই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নহে; গমনাদি কার্য্য যাহার তাহার নাম যেরূপ শরীর, তদ্রূপ দর্শনাদি কার্য্য যাহার তাহার নাম জীব অথবা মন। তবে জীবের বৃত্তি রূপে কেহ যদি মনকে বলিয়া থাকেন, তাহাতে বাস্তবিক দুই ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না। সূর্য্যের বৃত্তি যে প্রকাশ তাহা হইতে কি সূর্য্যকে ভিন্ন বলা যায়? প্রত্যেক দেহেতে যে পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মা আছে ইহা সেই পৃথক্ দেহস্থ জীবের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য দেখিলেই প্রতীত হয়, তাহার প্রতি সন্দেহ কি?

তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম
১৭৬৭ শক

১ বিশেষতঃ তত্ত্ববিদ্যা এবং প্রয়োজন মতে তদবিরোধি অন্য অন্য বিদ্যা অধ্যাপন করা যাইবেক।

২ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সময়ে সময়ে মুদ্রিত হইবেক।

৩ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে বিশেষ সভা ও সাম্বৎসরিক সভা ও অধ্যক্ষ সভা বিহিত সময়ে হইবেক।

৪ সভাস্থ সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশের মতানুযায়ী কর্ম্ম হইবেক।

৫ সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।

৬ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৭ কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদক সভা হইতে অধ্যক্ষদিগের প্রস্তাবে নিযুক্ত হইবেক।

৮ অধ্যক্ষদিগের মতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেক।

৯ সম্পাদক স্বীয় সহকারি নিযুক্তার্থে অধ্যক্ষদিগের সমীপে তাহার নামোল্লেখ করিবেন।

১০ আট টাকার অনধিক মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করণ ভার সম্পাদকের প্রতি থাকিল।

১১ অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি অধ্যক্ষদিগের মত ভিন্ন কর্ম্মচ্যুত হইবেক না।

১২ বেতনভুক্ কর্ম্মচারি মাত্রকে অধ্যক্ষেরা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

১৩ তিন মাস সভ্য শ্রেণী মধ্যে গণ্য না হইলে এবং তাঁহার তিন মাসের মাসিক দাতব্য আদায় না হইলে তাঁহার মত গ্রাহ্য হইবেক না, কিন্তু তিনি প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

পাঠশালার নিয়ম

১৪ ব্রাহ্ম সমাজের দিবসে এবং এতদ্দেশীয় পর্ব্বোপলক্ষে রাজকীয় ধনাগারের অবকাশ দিবসে পাঠশালার অবকাশ হইবেক, এতদতিরিক্ত অবকাশ দিবার ক্ষমতা অধ্যক্ষদিগের প্রতি থাকিল।

১৫ প্রতি বৎসরে পৌষ মাসে তাহার বিংশতি দিবসের মধ্যে পাঠশালার ছাত্রগণের প্রকাশ্য পরীক্ষা হইবেক।

মুদ্রিত পুস্তকের নিয়ম

১৬ যে কোন পুস্তক সভা হইতে মুদ্রিত হইবে তাহার প্রত্যেক পুস্তক ২৫ খান সভার পুস্তকালয়ে থাকিবেক। উক্ত ২৫ খান পুস্তকের মধ্যে সকল অধ্যক্ষের মত হইলে ২০ খান পর্য্যন্তও বিতরণ করা যাইতে পারিবেক।

১৭ পাঠশালা নিমিত্তক পুস্তক ভিন্ন যে কোন পুস্তক সভা হইতে মুদ্রিত হইবে তাহা প্রত্যেক সভ্য প্রার্থনা মতে এক খান প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু যে সভ্যের মত যত দিন পর্য্যন্ত গ্রহণ যোগ্য না হইবে, তত দিনের বা পূর্ব্বের মুদ্রিত পুস্তক তিনি প্রাপ্ত হইবেন না।

১৮ কোন অধ্যক্ষ বা কর্ম্মাধ্যক্ষ পাত্র বিশেষে মুদ্রিত পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে পারিবেন।

১৯ সভা হইতে মুদ্রিত পুস্তক বিক্রয় হইতে পারিবেক।

২০ দূর দেশস্থ সভ্যের নিকট ডাক যোগে পুস্তক প্রেরিত হইলে ডাকের বেতন সেই সভ্য দিবেন। যদি কোন কারণ বশতঃ প্রেরিত পুস্তক ফিরিয়া আইসে, তবে তাহার গমনাগমন জন্য ডাকের বেতন না দিলে তিনি আর কোন পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন না।

বিশেষ সভার নিয়ম

২১ অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্যের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে, সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্ব মাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্যগণকে সংবাদ দিবেন।

২২ মাসের অষ্টাহের পর পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে বিশেষ সভা হইতে পারিবেক।

২৩ বিশেষ সভার দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে পরে যদি অন্য কোন বিশেষ সভার জন্য সম্পাদক অনুজ্ঞাত হয়েন, তবে পরের বিশেষ সভার প্রস্তাব পূর্ব্ব বিশেষ সভায় বিচারিত হইবেক।

২৪ মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র না হইলে বিশেষ সভা হইবেক না।

সাম্বৎসরিক সভার নিয়ম

২৫ বৈশাখ মাসের শেষ রবিবারে দিবা পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

২৬ সাম্বৎসরিক সভার পূর্ব্বে বর্ত্তমান নগরস্থিত সভ্যগণকে সভারোহণের নিমিত্তে পত্র দ্বারা এবং সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করা যাইবেক। উক্ত বিজ্ঞাপন সেই সভার দিবস পর্য্যন্ত সপ্তাহ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইবে।

২৭ মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র না হইলে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক না।

২৮ সাম্বৎসরিক সভাতে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণ রূপে সভ্যদিগকে সম্পাদক অবগত করিবেন।

২৯ বিশেষ সভার নিয়মানুসারে সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

অধ্যক্ষ সভার নিয়ম

৩০ পাঁচ জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারদিগের মধ্যে এক জন সভাপতি হইবেন।

৩১ কোন অধ্যক্ষ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

৩২ প্রতি বৎসরে এক জন অধ্যক্ষ পরিবর্ত্ত হইবেক।

৩৩ মাসিক দাতব্য দুই টাকা বা তাহার অধিক প্রদাতা ব্যক্তি সভাতে মত গ্রহণ যোগ্য হইলে অধ্যক্ষ পদের উপযুক্ত হইবেন।

৩৪ প্রতিমাসে অধ্যক্ষ সভা হইবেক।

৩৫ অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে সভার সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক।

৩৬ কোন অধ্যক্ষের বা কর্ম্মাধ্যক্ষের মতে সভ্য হইতে পারিবেন।

৩৭ অধ্যক্ষ সভার নিরূপিত সময়াবধি, অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তিন জন অধ্যক্ষের নিমিত্তে অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অতীত সময়ে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ অধ্যক্ষ সভার কর্ম্ম নিষ্পন্নার্থে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৩৮ কোন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ সভার নিমিত্তে সম্পাদককে জানাইলে সম্পাদক অধ্যক্ষদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন।

ধনের নিয়ম

৩৯ প্রতিমাসে চারি আনার ন্যূন কোন সভ্য দিতে পারিবেন না।

৪০ যে মাসে সভ্য হইবেন সেই মাসাবধি মাসিক দাতব্য দিবেন।

৪১ যদি কোন সভ্য দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দেন, এবং অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন, তবে তিনি ত্রয়োদশ মাসাবধি সভ্য মধ্যে গণ্য হইবেন না। কিন্তু পরে তিনি দণ্ড স্বরূপ তিন টাকা প্রদান করিলে পুনর্ব্বার সভ্য যোগ্য হইবেন।

৪২ যিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইবেন, তাঁহার এক খান মাসিক দাতব্যের অঙ্গীকার পত্রের টাকা দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত আদায় না হইলে যদি অধ্যক্ষদিগের মত হয় তবে তাঁহার অনাদায়ি সমুদয় অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

৪৩ যিনি অধ্যক্ষদিগের মতে সভ্য শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, তাঁহার মাসিক দাতব্যের সমুদয় অনাদায়ি অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

রহিত

শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নীলকমল দাস, নবীনচন্দ্র বসু এবং হরিপ্রসাদ শর্ম্মা মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইয়াছেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভই মনুষ্যের প্রধান পুরুষার্থ; এবং তাঁহার নিয়ম বশতঃ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতির প্রীতি প্রাপ্তির নিমিত্তে যত্ন করা যে প্রকার আবশ্যক, তদ্রূপ তাঁহার নিয়মানুসারে সাধারণ মনুষ্যের নিকট সৎ কর্ম্ম দ্বারা সুখ্যাতি প্রার্থনা করা অবশ্য শ্রেয়োজনক;এবং তাঁহার প্রীতিজনক হয়। কিন্তু কেবল আত্মসুখ্যাতি মাত্র যাঁহার কার্য্যের উদ্দেশ্য, তিনি কদাপি সাধু নামের যোগ্য হয়েন না। প্রশংসা মাত্রের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যেমন মহৎ তদ্রূপ ইতর কার্য্যেও মনের প্রবৃত্তি হয়। প্রশংসা মাত্র যাঁহার আকাঙ্ক্ষা এবং সকল কর্ম্মের মুখ্য ফল যিনি প্রশংসাকেই জানেন, তিনি ধার্ম্মিকদিগের তুষ্টি নিমিত্তে যেরূপ পুণ্য ক্রিয়াতে রত হয়েন, তদ্রূপ পাপাসক্তদিগের মনোরঞ্জনা জন্য অসৎ কার্য্যেতেও প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যিনি লোকের নিকটে কেবল সুখ্যাতি পাইবার নিমিত্তে অধ্যাপনা বিষয়ে ব্যয় করিতে পারেন, তিনি লম্পট সমাজে অগ্রগণ্য হইবার জন্য এবং ব্যভিচারিণীদিগের নিকটে প্রিয় হইবার নিমিত্তে অপবিত্র ক্রিয়াতেও লিপ্ত হইতে পারেন।

এই সুখ্যাতির উপার্জ্জন পথ অল্প কণ্টকে আবৃত নহে। প্রশংসা লোভির কার্য্য মনুষ্যদিগের নিকটে স্বভাবতঃ অপ্রিয়, অতএব যখন কেবল খ্যাতি মাত্রের নিমিত্তেই তাবৎ কর্ম্ম করিতে কোন ব্যক্তিকে তাঁহারা দেখেন, তখন তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহারা সম্যক্ বিরত হয়েন। সুখ্যাতি অপেক্ষা পরের নিন্দা প্রকাশে লোকের অধিক তৃপ্তি, এই হেতু মনুষ্য সমাজে গ্লানি ও নিন্দার ইতিহাসই অধিক ধ্বনিত হয়। আপনার মর্য্যাদাকে সকল অপেক্ষা বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস করিতে কেহ তুষ্ট নহে, এই হেতু কি জানি সমপদস্থ ব্যক্তি আপন অপেক্ষা মান্যতর হয়, বা নীচ ব্যক্তি আপনার সমান পদে স্থাপিত হয়, এই আশঙ্কাতে যোগ্য ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার হানি করিতে অনেকে চেষ্টা করে, এবং প্রকৃত গুণবান্ পুরুষের গুণকেও প্রচ্ছন্ন রাখিতে যত্নবান্ হয়। মক্ষিকার দোষানুসন্ধানে কে ব্যস্ত হয়? পঙ্কের মলিনতা বর্ণনে কে যত্ন করে! কিন্তু পদ্ম পুষ্পের কণ্টক যুক্ত মৃণালকে কে না ব্যক্ত করে! এবং সুধাকরের কলঙ্ক চিহ্ন কাহার রসনাতে উচ্চারিত না হয়? তদ্রূপ মহৎ ব্যক্তির প্রতিই সমূহ লোকের দৃষ্টি, এবং তাঁহার কণা মাত্র দোষ জ্ঞাত হইলে আহ্লাদের সহিত সকলে মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করে। অবনীতে এক মতস্থ তাবৎ মনুষ্য নহে; এক দলের মনোরম্য ব্যবহার করিলে তাহা বিপক্ষ দলের বিরক্তি জনক অবশ্য হয়।

অতএব এ পৃথিবীতে সুখ্যাতি লাভের প্রতি সমূহ ব্যাঘাত! পরের বিপক্ষতা দ্বারা যদিও সুখ্যাতির প্রতিবন্ধক না হয়, তথাপি তাহা চিরজীবন রক্ষা করাও সামান্য দুষ্কর নহে। প্রতিক্ষণ যদি নূতন নূতন মহৎ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়ার দ্বারা যশলোভির নাম ধ্বনিত না হয়— যদি একবার তাঁহার সুরব স্তব্ধ হয় ও কুখ্যাতিবাদ বিস্তারিত হয়, তবে সেই যশকে পুনর্ব্বার উজ্জ্বল করা তাঁহার সুসাধ্য নহে। বিশেষতঃ মনুষ্যের চিত্তে এই যশ বাসনা অতি প্রবল হইলে তাঁহাকে উপহাসের আস্পদ করে। কি জানি তাঁহার গুণ সমুদয় অপ্রকাশ রহে, তাঁহার ক্রিয়া সকল সংসারে প্রচ্ছন্ন থাকে বা তাঁহার প্রতিষ্ঠা ধ্বনি দূর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ না হয়, এ জন্য স্বীয় মুখেও আপনার ক্ষমতা প্রচার করিতে তিনি ব্যগ্র হয়েন। আপনার গর্ব্ব তাঁহার সকল আলাপের উদ্দেশ্য হয়, এবং আপনার দম্ভ তাঁহার সকল ব্যবহারের মূলীভূত হয়। কিন্তু লোকে তাঁহাকে সুখ্যাতি পিপাসা দ্বারা ক্ষিপ্ত দেখিয়া অবজ্ঞা ও উপহাস করিতে থাকে। অতএব যিনি যশ প্রাপ্তির নিমিত্ত যত আকিঞ্চন করেন, যশ তাঁহার নিকট হইতে তত দূরে প্রস্থান করে। আহার দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, এবং জলপান মাত্র তৃষ্ণা শান্তি হয়; কিন্তু যশের কামনা শান্তি করিতে পারে এমত ঔষধ পৃথিবীতে কুত্রাপি নাই। যদিও সময়ে সময়ে খ্যাতি যোগ্য কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে আহ্লাদ জন্মে, কিন্তু তাহাতে যশ তৃষ্ণার শান্তি না হইয়া বরঞ্চ প্রবলতা হয়, এবং তখন নূতন চেষ্টা ও নূতন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। যাদৃক্ অভিলাষ, তাদৃক্ সুখ্যাতি লাভ কয় ব্যক্তি করিয়াছেন, এবং সে কামনা কয় ব্যক্তির পরিপূর্ণ হইয়াছে?

প্রশংসা মাত্রের লোভি ব্যক্তির দ্বারা কুত্রাপি যদিও অমঙ্গল সম্ভব, কিন্তু বিস্তারিত রূপে তাহার দ্বারা মঙ্গলও হইতে পারে। রাজ্য রক্ষা, যুদ্ধ প্রবেশ, বিদ্যা প্রকাশ, ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি মহৎ কার্য্যে যশ লোভ প্রযুক্ত অনেকে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু এ সমুদয়ও তিনি তদপেক্ষা সুচারু রূপে এবং পূর্ণ রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, যিনি পরমেশ্বরের নিয়ম বশতঃ স্বদেশের প্রতি প্রীতি প্রযুক্ত তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। শত নিন্দা তাঁহার প্রতি উক্ত হউক, সহস্র উপহাস বাক্য তাঁহার প্রতি প্রক্ষিপ্ত হউক, এবং দেশস্থ সমুদয় লোক তাঁহার বিপক্ষ হউক, তথাপি তিনি পরমেশ্বরের নিয়মকে কদাপি উল্লঙ্ঘন করেন না, এবং আপনার জন্ম ভূমির মঙ্গল চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হয়েন না। তিনি জানেন যে লোক সকল স্বার্থপর, পরগুণে ঈর্ষাযুক্ত, অন্যের নিন্দাতে সন্তুষ্ট, কার্য্যের যথার্থ অভিপ্রায় দর্শনে অসমর্থ, অতএব তাহারদিগের নিন্দা প্রশংসাতে বিশেষ রূপে তিনি আসক্ত হয়েন না। তিনি কেবল সেই পরিপূর্ণ পরমাত্মার প্রসন্নতা লাভের নিমিত্তে যত্নবান্ থাকেন, যিনি অন্তরে কি বাহিরে, নিকটে কি দূরে, সর্ব্বত্র সাক্ষি স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, যিনি মনের প্রতি অবস্থাকে অবলোকন করিতেছেন, সাধু ইচ্ছা মাত্র দেখিয়া যিনি প্রসন্ন হইতেছেন, কুকর্ম্মের প্রতিজ্ঞা মাত্র দৃষ্টি করিয়া যিনি রুষ্ট হইতেছেন এবং যিনি পূর্ণ ন্যায়বান্ হইয়া সকলের দোষ গুণকে সূক্ষ্ম রূপে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে দণ্ড পুরস্কার বিধান করিতেছেন।
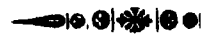
কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়া বল্লী

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ংধীরাঃপণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঅন্ধেনৈব নীয়মানাযথান্ধাঃ॥ ৫॥

'অবিদ্যায়াং' 'অন্তরে' মধ্যে ঘনীভূতইব তমসি 'বর্ত্তমানাঃ' বেষ্টমানাঃ 'স্বয়ং' 'ধীরাঃ' প্রজ্ঞাবন্তঃ 'পণ্ডিতং মন্যমানাঃ' পণ্ডিতাঃ শাস্ত্রকুশলাশ্চেতিমন্যমানাঃ। তে 'দন্দ্রম্যমানাঃ' অত্যর্থকুটিলামনেকরূপাতিজরামরণরোগাদিবিবিধদুঃখৈঃ 'পরিয়ন্তি' পরিগচ্ছন্তি 'মূঢ়াঃ' অবিবেকিনঃ 'অন্ধেন এব' [illegible]

'দীয়মানাঃ' বিষমে পথি 'যথা' বহবঃ 'অন্ধাঃ' মহান্তমনর্থমৃচ্ছন্তি তদ্বৎ ॥ ৫ ॥

অবিদ্যার মধ্যে স্থিতি করিয়া, আমরা ধীর আমরা পণ্ডিত, এই রূপে যে সকল ব্যক্তি অভিমান করে, সে সকল ব্যক্তি নানা প্রকার কুটিল পথেতে ভ্রমণ করিয়া নানা জাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয়, যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধেরা বিষম পথ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার দুঃখকে পায় ।। ৫ ।।

তাৎপর্য্য।

এই অজ্ঞানময় অন্ধকার সংসারে যিনি আপনাকে পণ্ডিত এবং অভ্রান্ত রূপে জানেন, তিনি আপনার ভ্রান্ত বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিয়া নানা বিধ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েন, যেমন অন্ধের প্রতি নির্ভর করিলে অন্ধ পথিকেরা বিষম শঙ্কট স্থানে পতিত হয়। অতএব কেবল আপনার বুদ্ধিতে নির্ভর না করিয়া পিতা মাতা হইতেও সহস্র গুণে উপকারী যে বেদান্ত বাক্য তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া পরম স্থখ লাভের যোগ্য হও ।। ৫ ।।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্প্রমাদ্যন্তং
বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকোনাস্তি পর
ইতি মানী পুনঃপুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬ ॥

সম্পরায়ঃ পরলোকঃ তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শাস্ত্রীয়ঃ 'সাম্পরায়ঃ' সচ 'বালং' অবিবেকিনং প্রতি 'ন' 'প্রতিভাতি' প্রকাশতে উপতিষ্ঠত ইত্যেতৎ। 'প্রমাদ্যন্তং' প্রমাদকুর্ব্বন্তং তথা 'বিত্তমোহেন' বিত্তনিমিত্তেনাবিবেকেন 'মূঢ়ং' তমসাচ্ছন্নং সন্তং। 'অয়ং' এব 'লোকঃ' যোঽয়ন্দৃশ্যমানঃস্ত্র্যন্নপানাদিবিশিষ্টঃ। 'নঅস্তি' 'পরঃ' অদৃষ্টলোকঃ 'ইতিমানী' এবম্মননশীলঃ 'পুনঃপুনঃ' জনিত্বা 'বশং' অধীনতাং 'আপদ্যতে' 'মে' মৃত্যোর্ম্মম। জননমরণদুঃখপ্রবন্ধারূঢ়এবভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অবিবেকী প্রমাদ বিশিষ্ট, আর বিত্ত নিমিত্ত অজ্ঞানেতে আচ্ছন্ন যে ব্যক্তি সে পর লোক সাধনের উপায়কে দেখিতে পায় না। এই দৃশ্যমান যে লোক, সেই সত্য ইহা ভিন্ন যে পরলোক তাহা নাই, এই প্রকার যে সকল লোক জ্ঞান করে, তাহারা আমার বশে পুনঃ পুনঃ আইসে ।। ৬ ।।

তাৎপর্য্য

শাস্ত্রীয় বুদ্ধির অভাব প্রযুক্ত যে ব্যক্তির নিকটে পরলোক প্রকাশ না পায়, সে নানা পাপে বিদ্ধ হয়, এবং সেই সকল পাপ ক্ষয় পর্য্যন্ত অধম লোকে সে ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তির বেদ বাক্যে শ্রদ্ধা নাই, যাহার বিশ্বাস নাই যে ইহ কালের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে পরকালে স্থখ দুঃখের ভোগ হয়, নিপুণ রূপে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে তাহার প্রবৃত্তি কেন হইবে? স্বীয় দেহ রক্ষণ ও ইন্দ্রিয় স্থখ তাহার সকল কর্ম্মের প্রয়োজন হয়; কেবল লোক লজ্জা রাজভয় প্রভৃতি জন্য বিশেষ অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত থাকে। অতএব পরকালের বিশ্বাসের হানি দ্বারা নীচ কর্ম্মে অধিক প্রবৃত্তি হয়, এবং তজ্জন্য স্থতরাং অধোগতি হয় ।। ৬ ।।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি
বহবোযন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলো-
ঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥৭॥

'শ্রবণায় অপি' শ্রবণার্থং 'যঃ' 'ন লভ্যঃ' আত্মা 'বহুভিঃ' অনেকৈঃ। 'শৃণ্বন্তঃ অপি' 'বহবঃ' অনেকেঽন্যে 'যং' আত্মানং 'ন বিদ্যুঃ' নবিদন্তি অভাগিনোঽসংস্কৃতাত্মানোন বিজানীয়ুঃ। কিঞ্চ অস্য 'বক্তা' আচার্য্যঃ 'আশ্চর্য্যঃ' অদ্ভুতদেবানেকেষু কশ্চিদেব ভবতি তথা শ্রুত্বাপি 'অস্য' আত্মনঃ 'কুশলঃ' নিপুণএবানেকেষু 'লব্ধা' কশ্চিদেব ভবতি। যস্মাৎ 'আশ্চর্য্যঃ জ্ঞাতা' কশ্চিদেব 'কুশলানুশিষ্টঃ' কুশলেন নিপুণেনাচার্য্যেণানুশিষ্টঃ সংশিক্ষিতঃ সন্ ॥ ৭ ॥

সেই যে পরমাত্মা তাঁহার প্রসঙ্গকেও অনেকে শুনিতে পায় না, আর অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে বোধগম্য করিতে পারে না, এই আত্মজ্ঞানের বক্তা অতি দুর্ল্লভ আর নিপুণ ব্যক্তিই এই আত্মজ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়েন, যেহেতু উত্তম আচার্য্য হইতে শিক্ষা পাইলেও এ ধর্ম্মের জ্ঞাতা অতি দুর্ল্লভ হয় ।। ৭ ।।

ন নরেণাবরেণ প্রোক্তএষসুবিজ্ঞেয়োবহুধা
চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য-
ণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮ ॥

'ন' 'নরেণ' মনুষ্যেণ 'অবরেণ' হীনেন প্রাকৃতবুদ্ধিনা 'প্রোক্তঃ' 'এষঃ' আত্মা যং ত্বং মাং পৃচ্ছসি 'সুবিজ্ঞেয়ঃ'। যস্মাৎ 'বহুধা' অস্তি নাস্তি কর্ত্তাঽকর্ত্তাশুদ্ধোঽশুদ্ধইত্যাদিঅনেকধা 'চিন্ত্যমানঃ' বাদিভিঃ। কথং পুনঃ সুবিজ্ঞেয়ইত্যুচ্যতে। 'অনন্যপ্রোক্তে' অনন্যোনাপৃথক্‌দর্শিনাচার্য্যেণ প্রোক্তে উক্তে আত্মনি 'গতিঃ' অনেকধা অস্তিনাস্তীত্যাদিলক্ষণা চিন্তা 'অত্র' অস্মিন্নাত্মনি 'ন অস্তি' ন বিদ্যতে। 'অণীয়ান্ হি' অণুতরঃ 'অণুপ্রমাণাৎ' অপিসম্পদ্যতআত্মা 'অতর্ক্যং' অতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যভ্যূহেন কেবলেন তর্কেণ তর্ক্যমাণেঽণুপরিমাণে কেনচিৎ স্থাপিতে আত্মনি ততোঽণুতর-

মন্যোত্মূহভি ভতোপান্যোণুত্তমমিতি। ন হি তর্কেণ্য নিষ্ঠা কচিদ্দিদ্যতে॥ ৮॥

অল্প বুদ্ধি আচার্য্য যদি আত্মার উপদেশ করেন, তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না, যেহেতু আত্ম বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হয়। যদি অপৃথক্ দর্শী ব্রহ্ম জ্ঞানী এই আত্মার উপদেশ করেন, তবে নানা প্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। এই আত্মা অণু প্রমাণ হইতেও অণুতর হয়েন। এই হেতু কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন ॥ ৮॥

তাৎপর্য্য

বেদান্ত প্রতিপাদ্য যে পরব্রহ্ম এক মাত্র নিত্য সৎপদার্থ তাঁহা হইতেই এই অনিত্য জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই জগতের প্রতিষ্ঠা কেবল এক মাত্র তিনিই হইয়াছেন, এবং তিনি সকলেরই অন্তরাত্মা। এই রূপে যে মহাত্মা ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশানুসারে তাঁহাকে জানিয়াছেন তাঁহার উপদেশে ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে, যিনি তাঁহাকে সম্যক্ রূপে জানেন নাই তাঁহার উপদেশ দ্বারা তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যাইবে? অপৃথক্‌দর্শী ব্রহ্মজ্ঞানী কোন আচার্য্য যিনি সকলের অন্তরাত্মাকে অপৃথক্ রূপে এক মাত্র করিয়া জানেন, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্ম বিদ্যা গ্রহণ করিতে সযত্ন হও, কেবল আপনার বুদ্ধির প্রতি নিতান্ত বিশ্বাস করিবে না, কারণ মনুষ্যের বুদ্ধির স্থিরতা ও দৃঢ়তা নাই। বেদের ও শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের আশ্রয় ভিন্ন কেবল তর্ক দ্বারা তাঁহার স্বরূপ স্থির রূপে কদাপি নির্ণীত হয় না ॥ ৮ ॥

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যে-
নৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। যাস্ত্বমাপঃ সত্যধৃতি-
র্বতাসি ত্বাদৃঙ্‌নোভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥ ৯॥

অতোঽননপ্রোক্তআত্মনুৎপন্না নেয়মাগম প্রতিপাদ্যাত্মনি 'মতিঃ' 'ন এবা' 'তর্কেণ' স্ববুদ্ধ্যভ্যূহমাত্রেণ 'আপনেয়া' আপনীয়েত্যর্থঃ। তার্কিকোহ্যনাগমজ্ঞঃ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতং যৎকিঞ্চিদেব কল্পয়তি। অতএব যেয়মাগমপ্রভূতা মতিঃ 'অন্যেন এব' আগমাভিজ্ঞেনাচার্য্যেণৈব 'প্রোক্তা' সতী 'সুজ্ঞানায়' ভবতি হে 'প্রেষ্ঠ' প্রিয়তম। 'যাং' মতিমিমাং বরপ্রদানেন 'ত্বং আপঃ' প্রাপ্তবানসি। সত্যাঽবিতথবিষয়া ধৃতির্যস্য তব সত্যং 'সত্যধৃতিঃ' 'বতাসি' ইত্যনুকম্পয়ন্নাহ। 'ত্বাদৃক্' ত্বত্তুল্যঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'ভূয়াৎ' ভবতাৎ অন্যঃ পুত্রঃ

এই যে আত্ম জ্ঞান সে কেবল তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না, কিন্তু বেদান্ত জ্ঞানি আচার্য্যের উপদেশ হইলে, হে প্রিয়তম নচিকেতা! সুন্দর রূপে আত্ম জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়, যে আত্মজ্ঞানকে সত্যসংকল্প যে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, হে নচিকেতা! তোমার ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তা শিষ্য আমারদিগের হউক ॥ ৯।

সঙ্ক্ষেপব্রহ্মোপাসনা

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, যিনি তাবৎ শুভাশুভের নিয়ন্তা, যিনি আমার দেহের ও আয়ুর এবং সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম, সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই পূর্ণানন্দে সমাধান করি।

শ্রুতিঃ

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃস্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

উক্তশ্রুতির্নিষ্কার্থঃ

সর্ব্বাবয়ববহীনঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতোবিশুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বান্তর্যামী পরাৎপরোনিত্যঃ স্বপ্রকাশঃ সসর্ব্বাভাঃ প্রজাভ্যোযথোচিতং শুভাশুভং চিরং বিহিতবান্। তস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ প্রাণমনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আকাশবায়ুজ্যোতিঃপয়ঃপৃথিবীভূতানি চ চরাচরাণি সমুৎপদ্যন্তে। তস্য প্রশাসনাৎ অগ্নির্জ্বলতি সূর্য্যস্তপতি মেঘোবর্ষতি বায়ুর্ব্বহতি মৃত্যুঃ সঞ্চরতি যথোপযুক্তং।

প্রেরিত প্রশ্ন

১ প্রশ্ন—চৈতন্য স্বরূপ ব্যোমাতীত নিরঞ্জন এবং মন ও বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর অলক্ষ্য বস্তুর উপাসনা ও ধ্যান কি প্রকারে সম্ভবে?

উত্তর—জ্ঞান যে পদার্থ স্বভাবতঃ তাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তথাপি কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণ জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। মনুষ্যের জ্ঞান ইন্দ্রিয় গোচর হয় না, কিন্তু শরীর গত বা তদ্দ্বারা নির্ম্মিত কার্য্যের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। সেই প্রকার এই জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়াও পরমেশ্বরের জ্ঞান আমারদিগের নিকটে প্রকাশ পায়। যদিও শ্রুতি সিদ্ধ তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ শক্তি আমারদিগের বুদ্ধিতে ধারণ হয় না,— যদিও পরমেশ্বরের অনন্ত স্বরূপ আমারদিগের মনের অগম্য এবং বাক্য দ্বারা অলক্ষ্য, তথাপি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, সকলের প্রতিষ্ঠা এবং ভাবতের অন্তরাত্মা, এই রূপ ধ্যান করিবার সামর্থ্য আমারদিগের আছে। বেদ শাস্ত্রের উপদেশানুসারে পরমেশ্বর সৃষ্টি পালন সংহারের এক মাত্র কারণ এই রূপ তটস্থ লক্ষণ, এবং তিনি জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, করুণা পূর্ণ এই রূপ স্বরূপ লক্ষণ সকল হৃদয় মধ্যে আলোচনা করা, ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অনুভব করা, এবং আমারদিগের ব্যবহার জন্য যে সকল নিয়ম তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অতি যত্ন পূর্ব্বক সে সমুদয় প্রতিপালন করা, তাঁহার মুখ্য উপাসনা হইয়াছে। অতএব এই সাক্ষাৎ উপাসনা, যাহা যত্ন দ্বারা সকলেরই অনুষ্ঠেয় হয়, তাহা কি নিমিত্তে অসম্ভব হইবে? এবং অসম্ভব অনুষ্ঠানের প্রেরণা কেন শাস্ত্রে থাকিবে?

২ প্রশ্ন—শ্রবণাবলোকন গমন ধাবন সুখ দুঃখ রহিত পদার্থ যিনি, জনার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারাই বা তাঁহার তুষ্টি অতুষ্টির কারণ কি?

উত্তর—সৎ কর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টির প্রতিপালন হয়, অসৎ কর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টি সুনির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং সৃষ্টির মঙ্গলের যে কর্ম্ম তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রসন্নতা ও তদ্বিপরীত কর্ম্মে তাঁহার অপ্রসন্নতা সম্ভবই হয়। যদিও পরমেশ্বর আমারদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণাবলোকন করেন না, তথাপি তিনি জ্ঞান স্বরূপ, এজন্য ইন্দ্রিয়ের অভাবেও সকলের সকল ব্যবহার জানিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী সকল স্থানেই পরিপূর্ণ রূপে আছেন, এবং তিনি পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ সাংসারিক সুখ দুঃখে লিপ্ত নহেন।

৩ প্রশ্ন—কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এই হেতু সৃষ্টির কারণ পরমেশ্বর আছেন, এমন জ্ঞানকেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায়, তবে এ জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই আছে, এবং জ্ঞানজ্ঞানহীন শাস্ত্র ও সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর এক বস্তু আছেন, এমত প্রমাণ আছে, অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি কেবল বেদের প্রতি নির্ভর করিবার প্রয়োজন কি?

উত্তর—এই আশ্চর্য্য জগতের কারণ যে পরমেশ্বর আছেন ইহা যুক্তি দ্বারা নির্ণয় যোগ্য বটে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ তিনি এক কি অনেক, তিনি রাগ দ্বেষ যুক্ত কি রাগ দ্বেষ রহিত, তিনি পূর্ণ কি অপূর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ বেদ শাস্ত্রের আশ্রয় ব্যতীত কখন যুক্তি দ্বারা স্থির হয় না। যদিও পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ স্বরূপ জ্ঞান আমারদিগের এই বুদ্ধি দ্বারা উপার্জ্জন করা অসম্ভব, তথাপি তাঁহার যে যে স্বরূপ লক্ষণ এই পৃথিবীতে জানিবার উপযুক্ত, এবং যাহা না জানিলে ইহকালে নানা কষ্ট হইতে পারে এবং পরকালে মহা দুর্গতির সম্ভাবনা, তাহা আমারদিগের বেদ শাস্ত্রে

ব্যতীত কি প্রকারে লাভ হইত? তিনি যে এক মাত্র সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ হয়েন, ইহা কেবল যুক্তি দ্বারা লোক সকলের চিত্তে কি প্রকারে স্ফূর্ত্তি পাইত? অতএব সামান্যতঃ কার্য্য কারণ জ্ঞান মাত্র দ্বারা মনুষ্যের পরমার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর এক মাত্র বস্তু যে তাবৎ জাতীয় শাস্ত্রের মত, বাস্তবিক ইহা কদাপি নহে; পরমেশ্বরের স্বরূপের ব্যাঘাত বেদ ভিন্ন সকল শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিরা তিন ঈশ্বরবাদি হয়েন, এবং তন্মধ্যে এক ঈশ্বর নিরাকার এবং দুই ঈশ্বর সাকার। যিনি নিরাকার ঈশ্বর তিনি সর্ব্বোপরি তাঁহার স্বর্গালয়ে দেবদূতগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও স্তুত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং তথা হইতে এই জগদ্রূপ রাজ্য শাসন করিতেছেন; পূর্ব্বকালে কখন কখন পৃথিবীতে আসিয়া মহাত্মা ব্যক্তিদিগের সহিতও আলাপ করিতেন। দ্বিতীয় ঈশ্বর কপোত রূপে পৃথিবীকে সঞ্চরণ করেন এবং পাত্র বিশেষে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দান করেন। তৃতীয় ঈশ্বর মেরীর গর্ভে গর্ভ যন্ত্রণা দশ মাস পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন। কোরাণ শাস্ত্রের বেদ্য যে ঈশ্বর তিনি অতি সাধারণ মনুষ্য হইতেও নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়, কারণ তাহাতে তাঁহার এই ভয়ঙ্কর আদেশ আছে, যে যে কোন ব্যক্তি কোরাণোক্ত ধর্ম্মে অবিশ্বাস করিবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবেক। অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে বেদ শাস্ত্র, তদ্ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্র হইতে পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং বেদ শাস্ত্রের অবলম্বন ভিন্ন তাঁহার উপাসনাও সম্যক্ রূপে সম্ভব হয় না, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল মুক্তি লাভও হয় না। অতএব বেদানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত আবশ্যক, এবং তৎ সম্মত যে কোন বাক্য বা যুক্তি তাহাও অবশ্য আদরণীয়।

৪ প্রশ্ন— কেবল গায়ত্রী পাঠ করিলেই যে পরমেশ্বরের সেবীমুক্ত ও সন্ধ্যাদি পাঠে অথবা কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা বোধে ধ্যান করিলে যে তাঁহার অসন্তুষ্টি হয়, ইহার কারণ কি?

উত্তর— তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা ব্রহ্মোপাসনার অন্তরঙ্গ সাধন হইয়াছে, অতএব সেই জ্ঞানের প্রতিপাদক যে শ্রুতিবাক্য অথবা শ্রুতি সম্মত যে কোন বাক্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাই আমারদিগের আদরণীয়। শব্দের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ধ্যানের সুলভ হয়, এ নিমিত্তে তৎপর বিশেষ বিশেষ শ্রুতি উচ্চারণের বিধি বেদেতে আছে। পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানকে প্রকাশ করে এই কারণে প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী শ্রেষ্ঠ হইয়াছে; সন্ধ্যাদি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের প্রতিপাদক না হইয়া কল্পিত রূপ ধ্যানাদি দ্বারা তাঁহার পরোক্ষ উপাসনায় প্রয়োজক প্রযুক্ত অশ্রেষ্ঠ হয়, সুতরাং তদালোচনা ব্রহ্মোপাসনার সাধন নহে, এবং তদ্দ্বারা পরম পুরুষার্থও লাভ হয় না। অসংস্কৃত বুদ্ধি প্রযুক্ত যাঁহারা সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম উপাসনাতে অসমর্থ, সন্ধ্যাদি পাঠ দ্বারা তাঁহার পরোক্ষ উপাসনা করা তাঁহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে পরমেশ্বরের অসন্তুষ্টি কেন হইবে?

৫ প্রশ্ন— সকল বেদের সার যাঁহাকে ব্রহ্মোপাসনার প্রধান কারণ গায়ত্রী বলিয়া মান্য করা যায়, তাহার অর্থ এই রূপ লিখিত আছে যে "যাঁহা হইতে স্থিতি ও লয় ও সৃষ্টি হয় এবং যিনি সুবর্ণ রূপ ব্যাপিয়া রহেন, সূর্য্য দেবের সেই অন্তর্যামী আমারদিগের প্রতি প্রার্থনীয়" কিন্তু সর্ব্বকর্ত্তা যে পরমেশ্বর তিনি যেরূপ সূর্য্য দেবের অন্তর্যামী হইয়া আছেন, সেই রূপ জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র দেবের এবং নক্ষত্রাদিরও অন্তর্যামী অবশ্যই আছেন, তবে কেবল সূর্য্য দেবের অন্তর্যামী পরব্রহ্ম এমত অর্থযুক্ত কতিপয় বর্ণকে কি প্রকারে ব্রহ্মোপাসনার মুখ্য দ্বার গায়ত্রী বলিয়া স্বীকার করা যায়?

উত্তর— প্রশ্নকর্ত্তা গায়ত্রীর অর্থ উল্লেখ করিয়া প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রীর যে অর্থ লিখিয়াছেন তাহা অসম্পূর্ণ, বিশেষতঃ সেই স্থলেই বিশেষ অপূর্ণ রহিয়াছে, যে স্থলে তাঁহার এই বোধ হইয়াছে যে পরমেশ্বর কেবল সূর্য্য মাত্রের অন্তর্যামী। তাহার যথাভূত অর্থ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে, ত-

যেরূপ সূর্য্যের অন্তর্যামী, তদ্রূপ আমারদিগেরও অন্তর্যামী।

গায়ত্রীর অর্থ

যিনি এই ওঁকারের প্রতিপাদ্য জগতের স্থিতি লয় উৎপত্তির কারণ পরব্রহ্ম, তিনি ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্গ লোক এই ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন। দীপ্তিমান্ সূর্য্যের সেই অনির্ব্বচনীয় বরণীয় স্বপ্রকাশ স্বরূপ সর্ব্বব্যাপি অন্তরাত্মাকে চিন্তা করি. যিনি আমারদিগের সর্ব্ব দেহের অন্তঃস্থিত অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন।

তন্ত্রে এই অর্থ স্পষ্ট আছে যথা

যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্জগেন ত্রিভুবনং ততং।
সবিতুর্দ্দৈবতস্যান্তর্যামি তদ্ভর্গমন্বয়াৎ॥
বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্যামিনং বিভুং।
যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্তো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাং॥
তন্ত্রং॥

প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী যে ব্রহ্ম প্রাপ্তির এক দ্বার, এবং তাহা হইতে প্রতিপন্ন যে সর্ব্বান্তর্যামী পরব্রহ্ম, ইহা ভগবান্ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট লিখিয়াছেন।

ওঁকারপূর্ব্বিকাস্তিস্রোমহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং॥
মনুঃ॥

প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

৬ প্রশ্ন — যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণাধ্যান সমাধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া যে বেদে লেখেন, তাহা সর্ব্ব সাধারণেরই দুঃসাধ্য প্রযুক্ত সকলেই তত্ত্বজ্ঞানে দুর্ব্বলাধিকারি কি না?

উত্তর— ধারণাধ্যান সমাধি দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা অবকাশ কালে অহরহ কর্ত্তব্য। এই ধ্যান ধারণা সমাধির উপায় প্রত্যাহার। স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের আকর্ষণকে প্রত্যাহার শব্দে বলা যায়। ব্রহ্ম উপাসনা কালীন প্রত্যাহার অত্যন্ত আবশ্যক; কারণ বিষয় দ্বারা মনের চঞ্চলতা সত্ত্বে ধ্যান ধারণা বা সমাধি সম্ভব হয় না। এই প্রত্যাহারের এক প্রকার উপায় আসন এবং প্রাণায়াম, কিন্তু আসন প্রাণায়াম ব্যতিরেকেও কেবল মানসিক যত্ন দ্বারাও প্রত্যাহার সম্ভব হয়। যম নিয়ম এই উপাসনার অঙ্গ হইয়াছে। যম শব্দের অর্থ মিথ্যা, স্তেয়, ব্যসন, অবিহিত হিংসা এবং অবিহিত স্ত্রী সংসর্গ এই ষট্ পাপের পরিত্যাগ। অনতিভোজন, কাম ক্রোধাদি শাসন, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান এই পঞ্চের অনুষ্ঠানকে নিয়ম শব্দে বলা যায়। এতদ্রূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপাসনা যদিও দুঃসাধ্য, কিন্তু সর্ব্বতঃ অসাধ্য বলা যাইতে পারে না। চিত্ত শুদ্ধি হইলে ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাতে যিনি যত নিপুণ রূপে এই সমুদয়ের অনুষ্ঠানে ক্ষমতাবান্ হয়েন, তাঁহার তদ্রূপ শুভগতি হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের সামর্থ না হইলে ব্রহ্মারাধনাতে যে অনধিকার হয়, ইহা কদাপি গ্রহণীয় নহে। পরব্রহ্মের উপাসনাতে প্রথম প্রবৃত্ত অনেক পুরুষ যম নিয়ম সাধনে এবং ধারণাধ্যান সমাধিতে যদিও দুর্ব্বল হয়েন—সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম না হয়েন, কিন্তু নিষ্ঠা, যত্ন, এবং অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ তাহাতে সুসমর্থ হয়েন, এবং এই রূপে অনেকে কৃতার্থ হইয়াছেন।

যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ।

যিনি এই আত্মাকে প্রার্থনা করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন।

৭ প্রশ্ন— বেদ শাস্ত্র প্রামাণ্যের প্রতি যদি বেদের প্রমাণই মান্য হয়, তবে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি উক্ত বেদ হইতে সে যে প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই বা অমান্য হইবার কারণ কি?

উত্তর— বেদ শাস্ত্র সর্ব্বতঃ মান্য, এবং তদন্তর্গত জ্ঞানকাণ্ড কি কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধীয় যে কোন বাক্য তাহাও সম্যক্ গ্রাহ্য। বেদের শিরোভাগ উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম জ্ঞানে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের আর কর্ম্মকাণ্ডে কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং ব্রহ্মোপাসকেরা কর্ম্মত্যাগি হয়েন।

৮ প্রশ্ন— কর্ম্মকাণ্ড শাসন স্বরূপ হইয়া মনুষ্য সকলকে দুষ্কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ করাইয়া ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করাইবে, তবে দুঃসাধ্য তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে কর্ম্ম কাণ্ডের নিন্দা কি?

উত্তর— যাহারা কুকর্ম্মে রত এবং পরমেশ্বর জ্ঞানে সুতরাং অসমর্থ, তাহারদিগের জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করাইবার নিমিত্তে কর্ম্ম কাণ্ড এক উপযোগী হইয়াছে, ইহাতে কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা কি? কিন্তু যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানের সোপান রূপে
[illegible]

করিতে আনন্দিত, বরঞ্চ তাহারদিগের শ্রেষ্ঠ যে সকল ব্রহ্মোপাসক তাঁহারদিগের নিন্দা করিতে আগ্রা, তাহারদিগের নিমিত্তে বেদেই নিন্দা বাক্য শ্রুত হইতেছে।

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়াযজ্ঞরূপাঅষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়োযেভিনন্দন্তি মূঢ়াজরামৃত্যুন্তে পুনরেবাপি যন্তি॥

৯ প্রশ্ন- বেদশাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ লিখিয়াছেন যে যিনি আত্মা তিনিই পরব্রহ্মের অংশ। এরূপ হইলে স্থূল শরীর ভঙ্গে সহজেই আত্মা পরব্রহ্মে লয় হইবেন, যেহেতু অবলম্বন ব্যতীত অংশের অবস্থিতির অভাব। এস্থলে মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বার কীটাদি যোনি প্রাপ্তি দ্বারা পূর্ব্ব দেহস্থিত পরমাত্মার যাতনাদি ভোগ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

উত্তর—আত্মা শব্দে এ স্থলে জীবাত্মাই প্রশ্ন কর্ত্তার অভিপ্রায় বোধ হইতেছে। যেমন মৃত্তিকার অংশ ঘট অথবা স্বর্ণের অংশ কুণ্ডল, তদ্রূপ পরমাত্মার অংশ যে জীব ইহা বেদের তাৎপর্য্য কদাপি নহে। বেদে পরমাত্মাকে 'ধ্রুব' অর্থাৎ বিকার বিহীন এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ং' শব্দে কহিয়াছেন, স্বরূপতঃ যে এক মাত্র বস্তু তাহা কি প্রকারে অংশযুক্ত হইতে পারে? অতএব এক মাত্র পরমাত্মার কোন অংশ বিশেষ যে জীবাত্মা তাহা বেদ ও যুক্তি বিরুদ্ধ; কিন্তু বেদ সিদ্ধ বাক্য এই যে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান মাত্রে জীবের জীবত্ব হইয়াছে, এবং জীবের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন।

ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
শ্রুতি॥

প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্ন দ্বারা বোধ হইতেছে যে তিনি এই প্রকার কোন দৃষ্টান্তের প্রতি বিশেষ রূপে নির্ভর করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ রূপে বুদ্ধিতে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, যে সমুদ্রের অংশ যেমন ঘট পূর্ণ জল, তদ্রূপ পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা এবং যেমন ঘট ভঙ্গ হইলে জলের আর অবস্থিতি হয় না, কিন্তু ক্রমে অদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শরীরের ভঙ্গ হইলে জীবাত্মার আর পরলোকে অন্য শরীরে অবস্থিতি হয় না, কিন্তু একেবারে পরব্রহ্মের সহিত লয় হয়। কিন্তু তিনি জল নানা পরমাণু বিশিষ্ট, অতএব তাহার কতক অংশ ঘট মধ্যে কি অন্য পাত্র মধ্যে থাকিতে পারে, পরমেশ্বর অদ্বিতীয় এক মাত্র বস্তু, তিনি কি প্রকারে অংশযুক্ত হইতে পারেন, তবে এ দৃষ্টান্তের প্রতি কখনও নির্ভর করিতেন না, এবং কহিতেন না, যে জীবের অবলম্বন যে শরীর তাহা নষ্ট হইলেই তাহার ব্রহ্মের সহিত লয় হয়। যাঁহার বুদ্ধিতে এপ্রকার স্থির আছে যে পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা, তাঁহার সুতরাং এ অনুভব সহজেই হইতে পারে, যে জীবাত্মার যে সুখ দুঃখ তাহা পরমাত্মারই সুখ দুঃখ, কারণ পরমাত্মারই এক অংশ শরীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। এই দৃষ্টান্তের প্রতি নির্ভর করিলে পরমেশ্বর স্বরূপের সম্যক্ ব্যাঘাত হয়; এতদ্দ্বারা এক মাত্র বিকার বিহীন আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরকে অংশযুক্ত বিকার বিশিষ্ট এবং সাংসারিক সুখ দুঃখ ভাগি করা হয়। এই সকল অনর্থ মূলক অনুভবের নিরাকরণ তাঁহার হয়, যিনি এই রূপে বেদ বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন যে পরমেশ্বর বিকার বিহীন ও অব্যয়, তাঁহার ইচ্ছা মাত্রে মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার অধিষ্ঠান মাত্রে সৃষ্ট জীব সকল জীবিত রহিয়াছে। এই বাক্য যখন প্রশ্নকর্ত্তা গ্রহণ করিবেন, তখন স্পষ্ট বুঝিবেন যে সৃষ্ট জীব সকল যেমন শুভাশুভ কর্ম্ম করে, তদ্রূপ ইহ কালে এবং পরকালে সুখ দুঃখ ভোগ করে, এবং সেই জীবের সুখ দুঃখে পরমেশ্বর লিপ্ত হয়েন না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া কুকর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ রূপে নিরস্ত থাকেন এবং তাঁহার নিয়ম প্রতি পালনে যত্নবান্ হয়েন, তিনিই পরব্রহ্মের জ্ঞান এবং আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত লয় হয়েন; শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক হউক বা না হউক কেবল শরীর পাত মাত্রই যে জীবের লয় হয় ইহা সর্ব্বথা শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

খ্রীষ্টিয়ান মিশনরিরা আপনারদিগের ধর্ম্মকে প্রবল রাখিবার নিমিত্তে কোন্ জাতির বা কোন্ ব্যক্তির অমূলক অপবাদ বিস্তার না করিয়া থাকেন? কোন্ দেশের ধর্ম্মকে নিন্দা না করিয়া থাকেন? দোষানুসন্ধানই যাঁহারদিগের কর্ম্ম ও ব্যবসায়, দূরস্থ পর দোষ হইতে নিকটস্থ স্বীয় দোষ তাঁহারদিগের নিকটে ব্যক্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দোষান্বেষি মিশনরিদিগের কঠোর দৃষ্টি হইতে তিল প্রমাণ অন্যের দোষ ত্রাণ পাইতে পারে না, অথচ পর্ব্বত তুল্য সমূহ স্বীয় দোষ তাঁহারদিগের নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকে! স্বরূপাভিমানি কোন শ্রীহীন পুরুষের সম্মুখে দর্পণ ধারণ করিলে সে যদ্রূপ সেই দর্পণধারকের প্রতি অনর্থক ক্রোধ প্রকাশ করে, তদ্রূপ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'রেশনল এনালিসিস অব দি গস্পেল' নামক কতিপয় ক্ষুদ্র গ্রন্থে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার নিষ্পন্ন তাৎপর্য্য দেখিয়া অভিমান বিশিষ্ট মিশনরিরা ক্রোধভরে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছেন। আমারদিগের বেদ শাস্ত্রের প্রতি তাঁহারা কত কথা উত্থাপন করিয়া কত মিথ্যা দোষ তাহাতে আরোপ রিয়াছেন, তন্মতাবলম্বি আমারদিগের প্রতি মূঢ়, পাপাত্মা, নাস্তিক প্রভৃতি কত শত দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারদিগের প্রতি কটু বাক্য মাত্র আমরা ব্যবহার করি নাই। আমারদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে সত্যের ব্যাঘাত কদাপি হয় না, সুতরাং মনুষ্যের দুষ্ট চেষ্টা দ্বারা বেদ শাস্ত্রের কোন হানি সম্ভব হইতে পারে না। সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা কি জ্বলন্ত অগ্নিকে আবরণ করা যায়? সত্যকে কি বাগ্জাল দ্বারা আচ্ছাদিত রাখা যায়? আমারদিগের দেশীয় সমুদয় লোককে মিথ্যা বাগ্জাল প্রভৃতি নানা দুষ্ট কৌশল দ্বারা যেমন মিশনরিরা স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাদৃশ উপায়কে অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম হইতে তাঁহারদিগকে বহির্ম্মুখ করিতে আমারদিগের অভিলাষ নহে। যিনি যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করুন, যে পরিমাণে পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করেন, এবং যে পরিমাণে তাঁহার নিয়ম সকল প্রতিপালন করেন, তৎ পরিমাণে তিনি শুভ ফল ভাগী অবশ্য হয়েন। যদিও বেদান্ত বেদ্য ব্রহ্মোপাসকের ন্যায় তাঁহার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, তথাপি শুভ কর্ম্মের ফল হইতে তিনি কখনও নিরাস হয়েন না। অতএব ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি মিশনরিদিগের সহিত আমারদিগের শত্রুতা ব্যবহারের সম্ভাবনা কি? তবে

তাঁহারা আমারদিগের ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাহা হইতে তাঁহারদিগকে নিবারণ করিবার উপায় চেষ্টা না করিয়া কি প্রকারে ক্ষান্ত থাকিতে পারি এবং সনাতন বেদ শাস্ত্রে তাঁহারদিগের আরোপিত মিথ্যা দোষ সকল খণ্ডন না করিয়া কি প্রকারে স্তব্ধ থাকিতে পারি! কিন্তু আমারদিগের এমত স্বভাব নহে যে প্রকৃত বাক্যের উত্তর পরিত্যাগ করিয়া কেবল গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হই। মিশনরিদিগের আচরণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহারদিগের ধর্ম্মকে কেহ আক্রমণ করিলে তাহার উত্তর প্রদান এবং তাহার আপত্তি সকল নিরাকরণ করা দূরে থাকুক, পরাজয় ভয়ে ভীত হইয়া বিপক্ষ পুস্তক সকলকে গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন, সাধ্য হইলে তাহারদিগকে এককালে দগ্ধ করেন, তাহারদিগের রচনা কর্ত্তার প্রতি যৎপরোনাস্তি কটু কাটব্য উক্ত করেন, দণ্ডভয় এবং অপমানের আশঙ্কা তাঁহার প্রতি প্রদর্শনা করেন এবং তাঁহার নানা সাংঘাতিক বিঘ্ন করিতে উদ্যত হয়েন। যে শাস্ত্রের মূল বলবান্ থাকে এবং যাহার তাৎপর্য্য সত্য হয়, তাহার অনুগত ব্যক্তিদিগের দ্বারা কদাপি এ প্রকার ব্যবহারের সম্ভাবনা হয় না। খৃষ্ট ধর্ম্মরূপ বিস্তীর্ণ দুর্গ যদিও নানা জাতির আশ্রয় প্রযুক্ত পরকীয় নানা অলঙ্কারে বিভূষিত এবং শোভনতম, তথাপি বালুভূমিতে তাহার পত্তন হইয়াছে, এবং তজ্জন্য এত অল্প কাল মধ্যেই সে জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, নতুবা কেবল এক জনের নিঃশ্বাসে তাহার এতদ্রূপ কম্পন কেন হয়? এমত দুর্ব্বল দুর্গের আশ্রয়ে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা অন্যের বলবান্ দুর্গকে কি সাহসে আক্রমণ করেন! এই বাক্য সর্ব্বদা তাঁহারদিগের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, যে এ দেশ বিদ্যাহীন ধর্ম্মহীন অসভ্য জাতির দেশ নহে, প্রাচীন কালে এই দেশ হইতেই নানা রাজ্যে বিদ্যা, ধর্ম্ম, সভ্যতা, বিকীর্ণ হইয়াছে এবং কুতর্কে এদেশের পণ্ডিতেরা নিতান্ত ভ্রান্ত হয়েন না—ইহা মিশনরিরাও না জানেন এমত নহে। প্রায় শত বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা অবগত হইয়াছেন, যে বালক ব্যতীত বয়স্ক স্বাধীন ব্যক্তিকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে আনয়ন করা সুসাধ্য নহে। অতএব পাঠশালা স্বরূপ বিচিত্র কৌশল স্থানে স্থানে তাঁহারা স্থাপিত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারদিগের এ চেষ্টাও যে বিফল হইবেক এমত উপায় সকল প্রস্তুত হইতেছে। ঘর্ষণ দ্বারা কাষ্ঠের অগ্নি প্রকাশ হয়, এবং আন্দোলন দ্বারা সত্যের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়। আমরা অগ্রে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, ইহাতে ক্রমিক তাহার প্রবলতা দ্বারা যদি তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের কুৎসিত আকার দৃষ্টি করেন, তবে আমরা দোষে লিপ্ত নহি।

এক ব্যক্তি মাত্রের চেষ্টাতে যে মিশনরিরা এমত ভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সকলে ঐক্য হইয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, ইহা ব্যক্ত করিতে তাঁহারদিগের লজ্জা উপস্থিত হয় ও স্বীয় ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়; এ নিমিত্ত যদিও 'রেশনেল এনালিসিস অব দি গস্পেল' গ্রন্থ প্রকাশক আপনার নাম স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা বৈদান্তিক দলকে উক্ত গ্রন্থের প্রকাশক রূপে ব্যক্ত করিয়া স্বীয় মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সকলেই জানেন যে বৈদান্তিক দলের যে কোন অভিপ্রায়—যে কোন বিচার, কেবল এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বা তত্ত্ববোধিনী সভা সংক্রান্ত পুস্তকেতেই প্রকাশিত হয়। উক্ত 'রেশনেল এনালিসিস অব দি গস্পেল' গ্রন্থ এ সভা হইতে মুদ্রিত হয় নাই, এবং এ প্রকার আন্দোলনের অবস্থাও অদ্যাপি হয় নাই যাহাতে বর্ত্তমানে এই সভা হইতে নিয়মিত রূপে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সাংঘাতিক উক্ত প্রকার গ্রন্থ সকল রচনা বা পুনর্ম্মুদ্রা করণের প্রয়োজন হইতে পারে।

ফলতঃ তদ্গ্রন্থ প্রকাশক বা তদ্গ্রন্থ রচনা কর্ত্তা লইয়া এ প্রকার বাহুল্য আন্দোলনের প্রয়োজন কি? মিশনরিরা পক্ষপাত রহিত হইয়া কি সেই পুস্তকস্থ আদ্যন্ত বিচার সমুদয় আলোচনা করিয়াছেন! সেই বিচা-

রের কোন প্রধান অংশকে অন্যথা বা খণ্ডন করিতে কি অদ্যাপি সমর্থ হইয়াছেন বা পরাস্ত হইয়া সরলতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন এবং অভিমানকে পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে সমাদর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? বরঞ্চ বিজাতীয় ক্রোধে আচ্ছন্ন হইয়া সত্যকে মিথ্যা রূপে ব্যক্ত করিতেছেন—সরলতাকে বঞ্চনা রূপে রটনা করিতেছেন—বিদ্যাকে মূর্খতা রূপে বর্ণনা করিতেছেন— নির্দ্দোষিকে দোষি রূপে বিখ্যাত করিতেছেন। কেবল সেই গ্রন্থ প্রকাশকের প্রতি নিন্দা ও দুর্ব্বাক্য ব্যক্ত করিয়া তৃপ্ত হয়েন নাই— তাবৎ ব্রহ্মোপাসকের প্রতি অযুক্ত, অকথ্য, অশ্রাব্য, কুৎসিত বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে কোন শেষ শব্দ অবশিষ্ট রাখেন নাই। কিন্তু পর্ব্বতে মৃৎপিণ্ড ক্ষেপ করিলে সেই পর্ব্বতের অংশ কি চূর্ণ হয়? মেঘাবরণে সূর্য্য প্রভা কি ক্ষয় হয় এবং তাহার মহিমাতে কি মালিন্য জন্মে? অতএব বিপক্ষ প্রক্ষিপ্ত নিন্দা বাক্যে আমরা দুঃখিত নহি, কেবল আক্ষেপ হইতেছে যে মিশনরীরা এতদ্রূপ বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক রূপে খ্যাত হইয়া ক্রোধভরে এপ্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম ও প্রধান উত্তর যাহা মিশনরিরা অতি যত্নের সহিত প্রদান করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই, যে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা কার্লাইল সাহেব অতি দুশ্চরিত্র ও পাপাত্মা ছিল। কিন্তু তদ্গ্রন্থকর্ত্তা কার্লাইল সাহেব বা অন্য কোন ব্যক্তি সচ্চরিত্র কি দুশ্চরিত্র তাহার সন্ধানে ঐ গ্রন্থের তাৎপর্য্য নিরাকরণের প্রতি কি সাহায্য হইতে পারে? তিনি তাঁহারদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রতি যে সকল আপত্তি আনিয়াছেন তাহার খণ্ডনের কি হইল? ৫০ খানারও অধিক বাইবেল অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক ছিল কি না? তন্মধ্যে সকলকে জঘন্য জ্ঞানে কেবল চারি মাত্র ধর্ম্ম পুস্তককে ঈশ্বর বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য করা হইয়াছে কি না? য়িশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত ছিল কি না? যাঁহারা খ্রীষ্টকে পরমেশ্বর রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, রাজা কানষ্টাণ্টাইন তাঁহারদিগের পক্ষাবলম্বী ছিলেন কি না? পরে কানষ্টাণ্টাইন রাজা সে মত পরিত্যাগ করিয়া অন্যতর মতস্থ হইয়াছিলেন কি না? ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের অনেক বাণী বাইবেলে ঈশ্বর বাক্য রূপে মান্য হইয়াছে কি না এবং তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে মদ্য পানে উন্মত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ বাণী কথনে প্রবৃত্ত হইতেন কি না? বাইবেল পুস্তকস্থ ভবিষ্যদ্বাণী সকলকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহা হইতে যথেচ্ছা অর্থ নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে কি না? ইত্যাদি কার্লাইল সাহেবের গ্রন্থ হইতে প্রকাশিত শত শত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদানের কি হইল?

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বাক্য যখন কার্লাইল সাহেব বিন্যাস করিয়াছেন, তখন সকল খ্রীষ্টানেরা অবশ্য তাঁহার শত্রু ছিলেন, অতএব শত্রু দ্বারা তাঁহার মিথ্যা দুর্নাম ঘোষণা স্বভাবতই সম্ভব বটে। যদিও তিনি যথার্থতঃ দুশ্চরিত্র হইতেন, তাহাতেই বা কি? তাঁহার বাক্য সকলকে খণ্ডন না করিয়া তাঁহার গ্রন্থকে কি প্রকারে অমান্য করা যায়? কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধ সপ্রমাণ বাক্যের উত্তর প্রদত্ত হউক বা না হউক, আপাততঃ মিশনরিরা স্বীয় মুখাবরণ জন্য অপ্রকৃত শত খণ্ডিত কতকগুলীন খ্রীষ্ট ধর্ম্মপোষক প্রাচীন অভিপ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়া দ্বারে দ্বারে নিঃক্ষেপ করিতেছেন। তাহার প্রথম সঙ্খ্যাকে কেবল কুৎসা ও দুঃশীল বাক্যের ভাণ্ডার করিয়াছেন। কোন দুর্ম্মতি ব্যক্তির যদি দুর্ব্বাক্য শিক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে মিশনরিদিগের প্রকাশিত ঐ প্রথম সংখ্যার ভূমিকা পাঠ করিলেই তাহার সে বাসনা পরিপূর্ণ হইবে। তাৎপর্য্যের মধ্যে সেই ভূমিকার প্রধান তাৎপর্য্য এই, যে গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তৎ গ্রন্থ কর্ত্তার নাম উল্লেখ না করিয়া উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই এক কথায় প্রতি নির্ভর করিয়া মুখোপাধ্যায়কে

দুর্ব্বাক্য তাহাতে কহিয়াছেন। কিন্তু যদি সেই 'রেশনেল এনালিসিস আব দি গস্পেল' পুস্তক খানি মিশনরিরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক খুলিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন, যে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার নাম গন্ধও নাই; তবে পুনর্ম্মুদ্রা কালীন সেই গ্রন্থে কি যুক্তি এবং কি ক্ষমতাতে গ্রন্থকর্ত্তার নাম লিখিত হইবেক? দ্বিতীয় সংখ্যার ভাষা যদিও তর্কের ন্যায় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ন্যায়বান্ ধীর ব্যক্তির নিকটে প্রমাণ যোগ্য কোন বাক্য তাহাতে নাই; সে সমুদয় বাগাড়ম্বরের তাৎপর্য্য এই যে "যদি খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া সকলকে প্রামাণ্য না কর, তবে তদ্রূপ কোন অলৌকিক ক্রিয়া তোমরা কর দেখি"। তৃতীয় সংখ্যার স্থূল মর্ম্ম এই যে "খ্রীষ্টান শাস্ত্রের কোন ভবিষ্যৎ বাণী যখন পূর্ণ হইয়াছে, তখন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সত্য না হইবে কেন?" কিন্তু কোন শাস্ত্রান্তর্গত কতক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ হইলেই যদি সেই শাস্ত্র ঈশ্বর বাক্য রূপে মান্য হয়, তবে 'এই কালে সকলে এক বর্ণ হইবে' ইত্যাদি ভবিষ্যৎ পুরাণান্তর্গত নিঃসন্দিগ্ধ বাক্যের পূর্ণাবস্থার প্রাক্কাল দৃষ্টে খ্রীষ্টানেরা সেই পুরাণ অনুযায়ি ঈশ্বর উপাসনা কেন না করেন! যদি পরম্পরা গৃহীত কাহারও অলৌকিক ক্রিয়ার বৃত্তান্ত প্রতি নির্ভর করিয়া তাহাকে ঈশ্বর বোধে উপাসনা কর্ত্তব্য হয়, তবে মেরীর পুত্রের সহিত শচীপুত্র গৌরাঙ্গের মনোহর মূর্ত্তিকে তাঁহারা অর্চ্চনা কেন না করেন?

নির্লজ্জ মিশনরিরা শত বৎসরাবধি হিন্দু ধর্ম্মের উচ্ছেদ চেষ্টা করিতেছে, শত বৎসরাবধি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে এদেশকে অভিষিক্ত করিবার যত্ন করিতেছে, মধ্যে মধ্যে মাতা পিতার ক্রোড় হইতে স্নেহের সন্তানকেও হরণ করিতেছে, তথাপি এদেশীয় লোকের চৈতন্য হয় না—তথাপি মিশনরিদিগের দুশ্চেষ্টা নিবারণের কোন সদুপায় ধার্য্য হয় না। সত্যের পথে যখন তাহারা কণ্টক বিস্তার করিতেছে, তখন সত্যের সাধকেরা কি প্রকারে নীরব রহিয়াছেন! খ্রীষ্টধর্ম্ম অলৌকিক ক্রিয়ার বীজ কি তাহারা ক্রমাগতই বপন করিবে? ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা চিরকালই কি তাহারদিগের অত্যাচার সহ্য করিব? আমারদিগের প্রত্যেকের কি ইহা কর্ত্তব্য নহে, যে যাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্ম এদেশস্থ লোকের মনোরাজ্যকে অধিকার না করিতে পারে এমত চেষ্টা প্রাণপণে করি! ধর্ম্ম যুদ্ধের জন্য শারীরিক বলে আমারদিগের আবশ্যক নাই, লৌহময় খড়্গেও আমারদিগের প্রয়োজন নাই, ভিন্ন জাতির আশ্রয়ও ইহাতে উপযোগ্য নহে; ধর্ম্ম আমারদিগের বল, জ্ঞান আমারদিগের অস্ত্র, এবং সত্য আমারদিগের আশ্রয়। হে দেশস্থ বন্ধুগণ! ধর্ম্ম সংগ্রামে ঐক্য হও, নানা স্থানে সভা স্থাপন কর, মিশনরিদিগের কুতর্ক জাল ছিন্ন কর এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তির পথকে মুক্ত রাখ।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়া বল্লী

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ। ততোময়া নাচিকেতশ্চিতোগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং ॥ ১০ ॥

পুনরপি তুষ্টআহ। 'শেবধিঃ' নিধিঃ কর্ম্মফললক্ষণো নিধিরিব প্রার্থ্যতইতি। অসৌ 'অনিত্যং' অনিত্যঃ 'ইতি' 'জানামি অহং'। 'ন' 'হি' যস্মাৎ অনিত্যৈঃ 'অধ্রুবৈঃ' নিত্যং 'ধ্রুবং' 'তৎ' 'প্রাপ্যতে' 'হি' 'ততঃ' তস্মাৎ 'ময়া' জানতাপি নিত্যমনিত্যসাধনৈর্ন 'প্রাপ্যতে' 'নাচিকেতঃ চিতঃ অগ্নিঃ অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ' পশ্বাদিভিঃ স্বর্গসুখসাধনভূতোঽগ্নির্নির্ব্বর্ত্তিতইত্যর্থঃ তেনাহমধিকারাপন্নঃ 'নিত্যং' যাম্যং স্থানং নিত্যা-মাপেক্ষিকং 'প্রাপ্তবান্ অস্মি' ॥ ১০ ॥

কর্ম্ম ফল অনিত্য এবং অনিত্য কর্ম্মাদি হইতে নিত্য পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না তাহা আমি জানি; এমত জানিয়াও অনিত্য বস্তু যে নাচিকেত অগ্নি তাহা চয়ন করিয়া বহুকাল স্থায়ী যে যাম্য পদ তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১০ ॥

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং। স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥ ১১ ॥

অত্র 'কামস্য' 'আপ্তিং' সমাপ্তিং অত্র হি সর্ব্বে কামাঃ পরিসমাপ্তাঃ 'জগতঃ' সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবাদেঃ 'প্রতিষ্ঠাং' আশ্রয়ং সর্ব্বাত্মকত্বাৎ 'ক্রতোঃ' ফলং হৈরণ্যগর্ভম্পদং 'অনন্তং' আনন্ত্যং 'অভয়স্য' 'পারং' পরাং নিষ্ঠাং। স্তোমং স্তুত্যং স্তোমঞ্চ তৎ মহচ্চেতি 'স্তোমমহৎ' 'উরুগায়ং' বিস্তীর্ণগতিং 'প্রতিষ্ঠাং' স্থিতিং 'দৃষ্ট্বা' 'ধৃত্যা' ধৈর্য্যেণ 'ধীরঃ' ধীমান্ সন্ হে 'নচিকেতঃ' অত্যস্রাক্ষীঃ' পরমেবাকাংক্ষন্ অতিসৃষ্টবানসি। অহোবতানুত্তমগুণোঽসি ত্বং ॥ ১১ ॥

আত্মজ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া হে নচিকেতা! কামনার পরিসমাপ্তি আর জগতের আশ্রয়, আর অনন্ত ফল, আর অভয়ের পার, আর স্তুতি যোগ্য, আর মহৎ, আর বিস্তীর্ণ গতি বিশিষ্ট, আর যাবৎ ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট যে হৈরণ্যগর্ভ পদ তাহাকে হস্ত গত দেখিয়াও ধৈর্য্য দ্বারা পরিত্যাগ করিলে ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য

সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টি রূপে হিরণ্যগর্ভ শব্দে উক্ত হয়। সমুদয় লোক যাঁহার শরীর এবং সমুদয় জীবের আত্মা যাঁহার আত্মা তিনি হিরণ্যগর্ভ। "অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ বায়ুঃ প্রাণোহৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" যজ্ঞের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। জীবের সেই ব্রহ্মলোকে গতি হইলে হৈরণ্যগর্ভ পদ প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ তাঁহার কোন বিশেষ লোকে অভিমান না হইয়া তাবৎ জগৎ তাঁহার আবাস স্বরূপ হয়, এবং তাবৎ জীব তাঁহার মিত্র হয়। তিনি বিশ্ব সংসারের গতি ও নিয়ম এবং জীবের আন্তরিক মনোগত তাবৎ ভাব অবলীলা ক্রমে জানিতে পারেন এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করিয়া এবং তাঁহার অনন্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম সুখে ব্রহ্মলোকে বাস করেন। কালে তথা হইতে ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন, তাঁহার আর এ সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ১১ ॥

তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং-
পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবম্মত্বা
ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২ ॥

যং জ্ঞাতুমিচ্ছস্যাত্মানং 'তং' 'দুর্দর্শং' দুঃখেন দর্শনমস্যেতি অতিসূক্ষ্মত্বাৎ অতঃ 'গূঢ়ং' গহনং 'অনুপ্রবিষ্টং' প্রাকৃতবিষয়বিকারৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ। 'গুহাহিতং', গুহায়াম্বুদ্ধাবাহিতং স্থিতন্তত্রোপলভ্যমানত্বাৎ। গহ্বরে স্থানে বিষমেঽনেকার্থসঙ্কটে তিষ্ঠতীতি 'গহ্বরেষ্ঠং' 'পুরাণং' পুরাতনং। 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন' বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য মনসআত্মনি সমাধানমধ্যাত্মযোগস্তেন 'মত্বা' 'দেবং' আত্মানং 'ধীরঃ' 'হর্ষশোকৌ' 'জহাতি' ॥ ১২ ॥

যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ, অতি যত্নে তাঁহার বোধ হয়, আর এই সংসারে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, আর কেবল বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়, আর দুষ্প্রাপ্য স্থানে তিনি স্থিতি করেন আর অনাদি হয়েন। সেই পরমাত্মাকে ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য

পরমাত্মা কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ দুর্দ্দর্শ— অতি দুর্জ্ঞেয় হয়। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর প্রযুক্ত যদি মূঢ় ব্যক্তিরা বোধ করে যে ঈশ্বর নাই, এজন্য শ্রুতি দয়া প্রকাশ করিয়া পরে লিখিতেছেন, যে এই সংসারে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন। তিনি আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন এবং ইন্দ্রিয় গোচর নহেন, এ নিমিত্তে শ্রুতি পরে বলিতেছেন যে কেবল বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যায়? পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগোচর যে স্বীয় মন, তাহাকে যেমন বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, সেই প্রকার বুদ্ধি দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগোচর যে পরমাত্মা তাঁহাকে কি জানা যায়? না, বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে তদ্রূপ স্পষ্ট রূপে জানা যায় না, কারণ তিনি মনেরও অভ্যন্তরে আছেন। যাহা আমরা জানিতে পারি তাহার মধ্যে মনের মত সূক্ষ্ম বস্তু আর নাই, কারণ তাহার আকার নাই। এমত সূক্ষ্ম বস্তুরও অভ্যন্তরে পরমাত্মা স্থিতি করেন, এই নিমিত্তে শ্রুতি এখানে লিখিতেছেন যে দুষ্প্রাপ্য স্থানে তিনি স্থিতি করেন। তিনি অনাদি, যিনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার আর আদি সম্ভব হয় না। এমন যে পরমাত্মা

যিনি সংসারে আচ্ছন্ন ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থিতি করেন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যায়, তাহা পরে লিখিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা ধীর ব্যক্তি জানিতে পারেন। মনের বাহ্য বৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তিকে নিরোধ করিলে যে এক অহং বৃত্তি মাত্র থাকে, সেই অহং বৃত্তির অভ্যন্তরে জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা আছেন, যিনি সকলের অন্তরাত্মা, এইরূপে তাঁহাকে সাক্ষাৎ যে যোগের দ্বারা জানা যায় তাহাকে অধ্যাত্ম যোগ বলা যায়। এই অধ্যাত্মযোগের দ্বারা ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাকে জানিয়া সাংসারিক হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন ॥ ১২ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণু-
মেতমাপ্য। স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসম্মন্যে ॥ ১৩॥

কিঞ্চ 'এতৎ' আত্মতত্ত্বং যদহমুক্তবানস্মি তৎ 'শ্রুত্বা' আচার্য্যসকাশাৎ 'সম্পরিগৃহ্য' সম্যগাত্মভাবেন পরিগৃহ্যোপাদায় 'মর্ত্যঃ' মরণধর্ম্মা 'ধর্ম্ম্যং' ধর্ম্মাদনপেতং 'প্রবৃহ্য' উদ্যম্য পৃথককৃত্য শরীরাদেঃ 'অণুং' সূক্ষ্মং 'এতং' আত্মানং 'আপ্য' প্রাপ্য 'সঃ' মর্ত্ত্যো বিদ্বান্ 'মোদতে' 'মোদনীয়ং হি' হর্ষণীয়ং হি আত্মানং 'লব্ধ্বা' তদেতদেবংবিধং ব্রহ্ম 'সদ্ম' ভবনং 'নচিকেতসং' ত্বাম্প্রত্যপাবৃতদ্বারং 'বিবৃতং' অভিমুখীভূতং 'মন্যে' মোক্ষার্হং ত্বাং মন্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩॥

এই আত্ম জ্ঞান শুনিয়া সুন্দর রূপে গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মরূপ ধর্ম্মস্বরূপ আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ ভাবিয়া যে ব্যক্তি জানেন, তিনি আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তি দ্বারা সর্ব্ব সুখ বিশিষ্ট হয়েন। আমার এই রূপ বোধ হইতেছে যে হে নচিকেতা, সেই ব্রহ্ম তোমার প্রতি অবারিত গৃহের ন্যায় হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।

যিনি আত্মা তিনি সকলের কারণ এবং অনাদি ব্রহ্ম হয়েন। যিনি আমারদিগের শরীরে নিয়োজিত থাকিয়া দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন করত সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন, যাঁহাকে জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়, তিনি ব্রহ্ম নহেন। কিন্তু সেই জীবাত্মার অভ্যন্তরে যে পরমাত্মা আছেন, যে পরমাত্মা দ্বারা জীবাত্মার আত্মত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে, যাঁহার শরীর নাই, যাঁহার মন নাই, যাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, যিনি কেবল জ্ঞান স্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম। অতএব আত্মা ব্রহ্ম ইহা শুনিয়া যে ব্যক্তি আপনার শরীরেতে অহংবৃত্তি স্বরূপ জীবাত্মাকে ব্রহ্ম রূপে দেখেন, তিনি পরমাত্মা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। কিন্তু যিনি অহং স্বরূপ জীবাত্মার অভ্যন্তরে তাহার কারণ পরমাত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ দেখেন তিনিই ব্রহ্মকে জানেন। সুতরাং তিনি আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তি দ্বারা সর্ব্ব সুখ বিশিষ্ট হয়েন ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১২ অগ্রহায়ণ ১৭৬৭

দ্বিতীয় প্রকরণ

ষষ্ঠাধ্যায়

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যিনি ইন্দ্রিয়ের গম্য নহেন, তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের এক মাত্র উপায় কেবল এই বিশ্ব রূপ বৃহৎ কার্য্যের আলোচনা। এই কার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাঁহার স্বরূপকে বুদ্ধি গম্য করিবার জন্য কত বিচার আন্দোলিত হইয়াছে—কত বিজ্ঞান শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। পৃথিবীর শৈশব কালাবধিই জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে, এখ সহস্র সহস্র বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেই জ্ঞান উপার্জ্জন জন্য সমুদয় জীবন ক্ষেপণ করিতেছেন। তথাপি সেই জ্যোতিষের পূর্ণ জ্ঞান লাভের প্রতি তাঁহারা কত নিকটস্থ হইয়াছেন ;— সূর্য্য চন্দ্র এবং কতিপয় গ্রহ ও ধূমকেতু, যাহারা সমুদয় জগতের তুলনায় কতিপয় বিন্দু মাত্র, কেবল তাহারদিগেরই কিঞ্চিৎ গতির নিয়ম এবং দূর ও আকৃতির পরিমাণ জ্ঞাত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কি প্র-

কার পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে? কি প্রকার বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে? কি রূপ রত্ন দ্বারা ভূষিত রহিয়াছে? কি প্রকার প্রাণিগণেরই বা আবাস হইয়াছে? এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত উত্তর কোন্ জ্যোতির্ব্বেত্তা মনেতেও কল্পনা করিতে শক্ত হয়েন? তদ্ব্যতীত অসীম প্রায় ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত আকাশে বিস্তারিত যে অগণ্য নক্ষত্র, তাহারদিগের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতেও কে সমর্থ হইয়াছে? তাহারদিগের দূর পরিমাণের উপায় নাই—তাহারদিগের সংখ্যা গণনার সম্ভাবনা নাই—এবং সে সংখ্যা প্রকাশ করিবার নিমিত্তে কোন ভাষাতে শব্দও নাই। দূরস্থ বস্তুর জ্ঞান দূরে থাকুক, নিকটতম পৃথিবীস্থ পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান উপার্জ্জন করা কি আমারদিগের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব হয়! ইহা কি আমরা সম্যক্ জানিতে পারি, যে কি কি সূক্ষ্ম ও আশ্চর্য্য নিয়ম দ্বারা মূল হইতে রস আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষকে পোষণ করে? কি প্রকার নিয়ম বশতঃ জীবিত শরীরের ক্রিয়া সমুদয় নির্ব্বাহ হয়—ভুক্ত অন্ন পরিপাক হয়, রক্তমাংসে পরিণত হয়, এবং শারীরিক পুষ্টির প্রতি কারণ হয়? কি আশ্চর্য্য কৌশল বশতঃ নিরাকার মনের সহিত স্থূল শরীরের এরূপ আশ্চর্য্য সম্বন্ধ হইয়াছে যে একের সুস্থতায় উভয়ের সুস্থতা এবং একের পীড়াতে উভয়েরই পীড়া হইয়া থাকে? এই সকল বিষয়ক জ্ঞান আমারদিগের নিকটে নিবিড় অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে—দৃষ্টির নিমিত্তে বুদ্ধি নেত্র তথায় রেখা মাত্রও কিরণ প্রাপ্ত না। এতদ্রূপ কার্য্যের সম্যক্ জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত তটস্থ রূপে যাঁহাকে সম্যক্ গম্য করা যায় না, স্বরূপতঃ তাঁহাকে কি প্রকারে বুঝিতে করিব? তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ আমারদিগের জ্ঞানে স্বতঃ সিদ্ধ নহে—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে—বুদ্ধির গম্য নহে—আমারদিগের মানসিক এমত কোন বৃত্তি নাই যাহার গোচর তিনি হইতে পারেন। তাঁহার জ্ঞান আশ্চর্য্য! শক্তি আশ্চর্য্য! মহিমা অপার! তাঁহাকে আলোচনা করিলে কেবল চমৎকারে স্থির থাকিতে হয় এবং মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া নিস্তব্ধ হয়!

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

বনমানুষ

সকল জন্তু অপেক্ষা বনমানুষ অধিক অংশে মনুষ্যের তুল্য হয়। তাহারা আফ্রিকা খণ্ডে বসতি করে। তাহারদিগের শরীর দুই তিন হস্ত দীর্ঘ হয়, এবং অত্যন্ত বলবান্ হয়। তাহারা এ প্রকার সাহসি যে অনায়াসে বলবান্ মনুষ্যকে আক্রমণ করে, এবং দূর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারাও আঘাত করিয়া থাকে। তাহারদিগের শরীর যে রূপ মনুষ্যের আকৃতি, ব্যবহারাদিও অনেক ভাগে তাদৃশ। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া গমনাগমন করে, মনুষ্যের ন্যায় নিদ্রা যায়, এবং মনুষ্যের স্বরের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করে। সামান্যতঃ মনুষ্যের অপেক্ষা ইতর দ্রব্য তাহারা ভক্ষণ করে। তাহারদিগের স্বভাব এ প্রকার দুষ্ট, যে স্ত্রীলোকদিগের সহিত ব্যভিচার করিতেও শঙ্কা করে না। এমত শ্রবণও করা গিয়াছে যে কাফ্রি লোকের স্ত্রীদিগের প্রতি তাহারা ভূয়োভূয় অত্যাচার করিয়াছে।

সংবাদ

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রচার নিমিত্তে এদেশস্থ বিবিধ সভার মধ্যে 'চর্চ্চ মিশনরি সোসাইটি' নামক একটি খ্রীষ্টিয়ান সভার চেষ্টা দ্বারা এ দেশীয় ১৩০০ অপেক্ষা অধিক ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে। তাহারদিগের মধ্যে মৃজাপুরে ১২২, কলিকাতার দক্ষিণে ১৯২, আগড়পাড়াতে ৭০, বর্দ্ধমানে ৪৫, কৃষ্ণনগরে ৭৮৬, এবং গোরকপুরে ৯৬ ব্যক্তি বসতি করিতেছে। যদিও ইহার মধ্যে ভদ্র লোক প্রায় নাই, কিন্তু এ দেশীয় লোকের অনুৎসাহ এবং আলস্য এতদ্রূপ থাকিলে ভদ্র সমাজে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রবল হইবার অসম্ভাবনা কি?

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত ধন

পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত ধন	৩১৭৬৬
শ্রীযুক্ত রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৫
,, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী............	২৫
,, রামধন চক্রবর্ত্তী } ,, মাধবচন্দ্র দত্ত... }	২৫
,, বৈদ্যনাথ মল্লিক.......	২৫
,, ক্ষেত্রমোহন বাবু	২৫
অল্প দানের সমষ্টি	৩৫৫
	৩২২৪৬

বিজ্ঞাপন

আগামি ৭ পৌষ শনিবার প্রাতে সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা।

আগামি ২৯ পৌষ বৃহস্পতিবার দিবা দশ ঘণ্টার সময়ে বংশবাটীস্থ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার তৃতীয় সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা উক্ত পাঠশালাতে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে। তাহার মূল্য ।।০ আট আনা।

পত্র প্রেরকের প্রতি নিবেদন

প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর যাহা প্রেরিত হইয়াছে, স্থানাভাব প্রযুক্ত এই পত্রিকাতে তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলাম।

রহিত

শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, বনমালী মল্লিক, শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহেশচন্দ্র বসু দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য প্রদান না করাতে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইয়াছেন।

অশুদ্ধ শোধন

২৮ সংখ্যক পত্রিকার ২৪৩ পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তিতে যে "ষট্ পাপের পরিত্যাগ" আছে তৎ পরিবর্ত্তে "পঞ্চ পাপের পরিত্যাগ" হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

পন

ব্রাহ্মসমাজ

আগামি ১১ মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয় ঘণ্টার সময়ে ষোড়শ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

পূর্ব্ব কালে ধর্ম্মের প্রতি এ দেশস্থ লোকের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, এবং ধর্ম্মের অনুশীলনাই তাবৎ জীবনের প্রধান কার্য্য রূপে গণ্য ছিল। তৎকালে কর সংগ্রহ, বিচার সম্পাদন, যুদ্ধ প্রবেশ, রাজ্য রক্ষা প্রভৃতির নিমিত্তে যে রূপ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারি নিযুক্ত থাকিতেন, কেবল ধর্ম্মের আলোচনা নিমিত্তে ব্রাহ্মণেরাও তদ্রূপ নিয়োজিত ছিলেন। তৎকালে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ্ প্রভৃতির যেরূপ অভ্যাস হইত, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রও তাহার সহিত নিয়মিত রূপে অধীত হইত। এপ্রযুক্ত তৎকালে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা বেদ শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিয়া পরব্রহ্মের উপাসনাতে আনন্দিত থাকিতেন, এবং তাহাতে অসমর্থ মনুষ্য সকল তাঁহার গৌণ উপাসনা দ্বারা কুকর্ম্ম হইতে বিরত হইতেন, এবং সৎকর্ম্মের চর্চ্চাতে প্রবৃত্ত রহিতেন। যেখানে ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, সুখের অভাব সেখানে কেন হইবে? অতএব ভারতবর্ষ পুরাতন কালে অতি ভাগ্যবান্ ও মনোহর রাজ্য ছিল। কিন্তু পূর্ণ চন্দ্রও হ্রাস হয়, এবং উদয় কালের সূর্য্যও সন্ধ্যাকালে অস্ত হয়। এদেশের সৌভাগ্য ক্রমশঃ অবসন্ন হইল, ধর্ম্মের হানি প্রযুক্ত বলের হানি হইতে লাগিল, আমারদিগকে দুর্ব্বল দেখিয়া পরাক্রান্ত মুসলমানেরা পরাভব করিল। হা: সে দিবস কি দুর্ভাগ্যের দিবস যে দিবসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রত্ন চির কালের নিমিত্তে হৃত হইল! এ দেশকে কেবল পরাজয় করিয়া তাহারদিগের পরিতোষ হইল না, আমারদিগের ধন, মান, বিদ্যা, ধর্ম্ম এক কালে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্তে তাহারদিগের প্রতিজ্ঞা হইল। প্রবল অত্যাচারি মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষের বৃহৎ বৃহৎ বিচিত্র দেবালয় সকল চূর্ণ করিল, এবং স্মরণ করিতে চিত্ত কম্পিত হয় যে বল দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের উপবীত সূত্র একত্র করিয়া মণ পরিমাণে দগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও এই বঙ্গ দেশে তাহারদিগের বিষম অত্যাচার বিস্তারিত হয় নাই—তাহার শত বৎসর পরেও এই বঙ্গ ভূমিতে স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তে একান্ত যত্ন কৃত হইয়াছিল। প্রায় সাত শত বৎসর হইল আদিশূর রাজা এদেশে বিদ্যা ও ধর্ম্মের উন্নতি নিমিত্তে কাণ্যকুব্জ দেশ হইতে বেদবিৎ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া

ভূম্যাদি দান দ্বারা এ দেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন। যে কালে পশ্চিম প্রদেশে জ্ঞান ও ধর্ম্ম ম্লান হইতে লাগিল, বঙ্গভূমিতে তাহার রক্ষার নিমিত্তে সদুপায় কৃত হইতেছিল। কিন্তু হিংস্রকের ক্রূর নেত্র কত ক্ষণ মুদ্রিত থাকে? মুসলমানেরা বঙ্গ ভূমিকে আক্রমণ করিল, এবং ১১২৪ শকে ইহার রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাভূত করিয়া এদেশকে অধিকার করিল। পশ্চিম প্রদেশের ন্যায় এখানেও বিদ্যা ধর্ম্ম সমুদয় বিনাশের নিমিত্তে অসহ্য অত্যাচার তাহারা বিস্তার করিল। বিষয় কার্য্যে পারস্য ভাষার ব্যবহার প্রযুক্ত কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র সকলে আপনারদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র, বিজ্ঞান শাস্ত্র, সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ধন লোভে কেবল পারস্য ভাষা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কতক গুলীন স্বকল্পিত ইতিহাস ব্যতীত সে ভাষা হইতে বিশেষ কোন হিতকারি বিদ্যা এদেশে প্রাপ্ত হয় নাই। যথার্থ জ্ঞানের উপদেশ অভাবে সকলের এই এক কুসংস্কার জন্মিল যে কেবল ধনের উপার্জ্জনই সমুদয় বিদ্যার তাৎপর্য্য — সে সংস্কার অদ্যাপি আমারদিগকে দগ্ধ করিতেছে, — অদ্যাপি তাহা আমারদিগের নানা বিপদের কারণ হইয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ বিদ্যা শিক্ষার স্থান পাঠশালা সকলের এমত দুর্দ্দশা হইল যে সেখানে অতি সামান্য বিষয়োপযোগি অঙ্ক মাত্র শিক্ষা করিতেই বালকদিগের তাবৎ বয়ঃ ক্ষেপণ হয়, বিদ্যা যাহাকে বলে তাহার বাষ্পও তাহারা জানিতে পারে না। তাহারদিগের ধর্ম্ম জ্ঞান ও নীতি জ্ঞান উপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ যে বালক গুরুমহাশয়ের প্রয়োজনীয় যত বস্তু অপহরণ করিয়াও তাঁহাকে প্রদান করিতে পারে, ততই তাহার প্রতি তিনি প্রসন্ন হয়েন। অপূর্ব্ব চরিত্র গুরুমহাশয় ছাত্রের কুরীতি শাসন না করিয়া তাহাতে আরও উৎসাহ প্রদান করেন, সুতরাং অতি অল্প বয়সেই চৌর্য্য শিক্ষাতে এবং তৎ সঙ্গে মিথ্যা বাক্যের অভ্যাসে তাহারা সম্যক্ রূপে নিপুণ হয়। এইরূপে শিক্ষিত ও প্রস্তুত হইয়া যখন বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন চৌর্য্য প্রবঞ্চনাকে যে তাহারা উপার্জ্জনের প্রধান উপায় রূপে স্থির করে, এবং তদ্দ্বারা প্রভুর সকল সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারিলেও যে তাহার নিমিত্তে এক বার মাত্র ভাবিত না হয়, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এই প্রকারে বঙ্গদেশ অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইল!

কিন্তু জগদীশ্বর প্রসাদাৎ যদবধি এদেশে পরোপকারি ইংলণ্ডীয় লোকের অধিকার হইয়াছে, তৎ কালাবধি তাঁহারদিগের যত্নে জ্ঞান বৃদ্ধি দ্বারা এ দেশ উজ্জ্বল হইবার উন্মুখ হইতেছে। তাঁহারা নগর বিশেষে গ্রাম বিশেষে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, যে খানে ছাত্রেরা নানা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, এবং যুক্তি দ্বারা সকল বিষয়ে সদসৎ বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছে। ইহাতে এ দেশের ভাগ্যোদয়ের সোপান ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু বিদ্যার উৎকৃষ্ট প্রয়োজন যাহা তাহা কি এই সমুদয় বিস্তারিত বিদ্যালয় দ্বারা কোন অংশে সুসিদ্ধ হইতেছে? যদিও এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বুদ্ধি প্রখরা হইতেছে, এবং সত্যাসত্য বিচারের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর হইতেছে, তথাপি পরম পবিত্র ধর্ম্মকে কি তাঁহারা প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইতেছেন? কেবল বুদ্ধি আলোচনা দ্বারা নির্জ্জনে কালযাপন, বা কল্পিত বৃত্তান্ত পাঠ দ্বারা ক্ষণিক আমোদ অনুভব বিদ্যার সম্যক্ তাৎপর্য্য নহে; জ্ঞানাভিমান প্রযুক্ত স্বদেশস্থ লোকের প্রতি অনাদর ও অবহেলা করাও জ্ঞানের কর্ম্ম নহে—ইহার শ্রেষ্ঠতর ফল এক মাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই ক্ষণিক জীবন মাত্র আমারদিগের সর্ব্বায়ু নহে; অবিনাশি পরমেশ্বরের সহিত আমারদিগের চির সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধ জ্ঞানই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতার কারণ, তাঁহার পরম সৌভাগ্য, এবং তদনুযায়ি কার্য্য করাই পরম মঙ্গল। জগদীশ্বর আমারদিগের পিতা, আমারদিগের প্রভু, আমারদিগের রাজা। অসীম কাল

পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার স্থখ জনক রাজশাসনের অধীন থাকিব। তাঁহার মহারাজত্বের নিয়ম জ্ঞানের নিমিত্তে আলোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে সংস্কৃত করা যেরূপ আবশ্যক, সেই নিয়ম সমুদয় প্রতিপালনের জন্য আমারদিগের মানসিক ধর্ম্মবৃত্তি সকলকে চালনা দ্বারা পরিষ্কৃত করা তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। কেবল এই শেষোক্ত তাৎপর্য্য ধর্ম্ম বিষয়ে অবহেলা প্রযুক্ত এ দেশীয় বিদ্যালয় সকলের সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হইতেছে না, এবং নানা বিদ্যায় বিদ্বান্ হইয়াও অনেকে ধর্ম্মে রত এবং সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। যাঁহারা অতি দূরস্থ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ প্রভৃতির গতিবিধির জ্ঞান উপার্জ্জন নিমিত্তে একান্ত উৎসাহি, সেই সকলের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা পরমেশ্বরের আরাধনাতে তাঁহারা কি নিমিত্তে বিমুখ আছেন? যাঁহারা বুদ্ধির মার্জ্জনা দ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্মকে কাল্পনিক জানিয়াছেন, তাঁহারা তৎ পরিবর্ত্তে যথার্থ ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া সেই পৌত্তলিক ব্যাপারে অতি উৎসাহের সহিত কি নিমিত্তে আমোদে মগ্ন হয়েন? যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসের তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ভূয়োভূয়ঃ গ্রন্থে শিক্ষা করিয়াছেন যে পরস্পর প্রীতি এবং একতা দ্বারা স্বদেশের হিত চেষ্টা প্রাণ পণে কর্ত্তব্য, তাঁহারাও কি নিমিত্তে নিরুদ্যোগ এবং নিরুৎসাহ হইয়া রাজ্যের সকল শুভ সূচক কার্য্যে বিরত থাকেন? এই সমুদয় প্রশ্নের এক মাত্র সিদ্ধান্ত এই যে ভারতবর্ষের স্থখ স্বাদু লাভের নিমিত্তে বিদ্যালয় স্বরূপ যে মনোহর উদ্যান সকল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থমিষ্ট ফলদায়ক ধর্ম্মের অঙ্কুর রোপিত হয় নাই। ছাত্রেরা শৈশব কালাবধি যদি সত্য ধর্ম্মের চর্চ্চা করিত, যদি তাহার মর্ম্ম সমুদয় হৃদয়ঙ্গম করিত, যদি চিত্ত মধ্যে এই প্রত্যয় দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিত যে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনাই নির্ম্মলানন্দ, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনই সকল মঙ্গলের কারণ, এবং তাহার অবহেলাই সমুদয় দুঃখের হেতু, তবে তাহারা অপার মহিম পরম দয়াবান্ পরমেশ্বরকে কি নিমেষের নিমিত্তে বিস্মৃত হইত, তাঁহার নিরাকার স্বরূপকে জ্ঞাত হইয়া কি পৌত্তলিক ব্যাপারে উৎসাহি হইত, তাঁহার নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া কি কুকর্ম্ম মদে মত্ত হইত, এবং তাঁহার প্রীতির নিমিত্তে স্বদেশস্থ লোকের মঙ্গল জন্য সাধ্যমত কোন চেষ্টা করিতে কি বিরত থাকিত? ফলতঃ এপর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ক অধ্যয়নের অভাব প্রযুক্ত যে সকল বয়স্ক ব্যক্তি ধর্ম্ম হীন রহিয়াছেন, তাঁহারদিগের সম্পূর্ণ ধর্ম্মের বল হওয়া এইক্ষণে যদিও দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহারদিগের বংশে সত্য ধর্ম্মের আশু স্ফূর্ত্তি যাহাতে হয়, তাহার যথা সাধ্য যত্ন করিতে ক্ষণ কাল বিলম্ব উচিত হয় না। এপ্রকার যত্ন করা এইক্ষণে সকলের সাধ্য নহে। ভিন্ন জাতীয় রাজা, রাজপুরুষেরা স্বয়ং কাল্পনিক ধর্ম্মে অভিষিক্ত, এ নিমিত্তে জগদীশ্বর তাঁহারদিগের হস্তে এ ভার সমর্পণ করেন নাই, অতএব তাঁহারদিগের অধীন বিদ্যালয়ে সম্যক্ রূপে ধর্ম্মের চর্চ্চা হওয়া সম্ভব নহে। আমারদিগের দেশস্থ লোকের মধ্যে যাঁহারা সাকার উপাসক, ও যাঁহারা স্বয়ং সত্যের প্রভা প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহারাই বা কিপ্রকারে জ্ঞানের ও সত্য ধর্ম্মের উপদেশ করিতে সমর্থ হইবেন? অতএব বালকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ করিবার ক্ষমতা ও ভার কেবল বৈদান্তিক ব্রহ্মোপাসকদিগেরই হস্তে অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা যদি এই নিয়মে বৈষয়িক ও পারমার্থিক উভয় জ্ঞান অনুশীলনা জন্য নানা স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, এবং প্রত্যেকে এই অভিলাষ স্থসিদ্ধির নিমিত্তে সাধ্যমত স্থযত্ন করেন, তবেই এ মানস ক্রমশঃ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। ইহা সত্য যে এইক্ষণে ব্রাহ্মের সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু যদি আমারদিগের দেশস্থ লোক আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, আপন সন্তানের হিত অভিলাষ করেন, পরিবারের স্থখ প্রার্থনা করেন, এবং স্বদেশের সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে অবিলম্বে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করুন, তাহার প্রচার জন্য উত্তম উপায় সকল সংগ্রহ করুন, এবং স্বীয় স্থাপিত বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপদে-

শের সহিত সাক্ষাৎ ধর্ম্মের জ্ঞান প্রদান করুন।

এই মহৎ কর্ম্মের পরীক্ষা মাত্রের নিমিত্তে এইক্ষণে তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা বংশবাটী গ্রামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে ছাত্রেরা ব্যাকরণ, ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি অন্য অন্য গ্রন্থ যেরূপ অধ্যয়ন করিতেছে, তদ্রূপ বেদান্ত শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মের উপদেশও প্রাপ্ত হইতেছে, এবং যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়ের দ্বারা পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ উপাসনা শিক্ষা করিতেছে। ইহাতে ভবিষ্যৎ কালে তাহারদিগের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা, পরমেশ্বরে ভক্তি, এবং তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে দৃঢ়তা হইলে তাহারা আপনারা কৃতার্থ হইবে, মনুষ্যের উপকারে প্রবৃত্ত হইবে, সুতরাং স্বদেশের সুখের নিমিত্তে যত্নবান্ থাকিবে। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশ মধ্যে এতদ্রূপ এক বা দুই ক্ষুদ্র পাঠশালা দ্বারা কি রূপে মানস সুসিদ্ধ হইবে? এক মাত্র বীজ বপন দ্বারা সহস্র সহস্র ক্রোশ ভূমি কিরূপে ফলবতী হইবেক? অতএব পুনর্ব্বার উচ্চারণ করি, জগদীশ্বরের নিকটে একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করি, যে আমারদিগের দেশস্থ লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে অগ্রসর হউন, সেই ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা স্বদেশের সুখ বর্দ্ধনার্থে দেশময় পাঠশালা সকল ব্যাপ্ত করুন এবং পরম প্রয়োজন ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ দ্বারা বঙ্গভূমিকে সম্যক্ রূপে উজ্জ্বল্য করুন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষা

গত ১৯ পৌষ বৃহস্পতিবার বংশবাটীস্থ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ছাত্রদিগের প্রকাশ্য পরীক্ষা করিবার জন্য স্থির করা গিয়াছিল, কিন্তু পথের মধ্যে বিশেষ দুর্ঘটনা প্রযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা উপযুক্ত সময়ে পাঠশালাতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এ নিমিত্তে সে দিবস ঐ কার্য্য সুতরাং রহিত হইল। শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন, মাধবচন্দ্র সেন, লোকনাথ রায়, দ্বারিকানাথ মিত্র, অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কতিপয় বিদ্যোৎসাহি ব্যক্তি স্ব স্ব কর্ম্মানুরোধ প্রযুক্ত পর দিবস পর্য্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ জন্য অপেক্ষা করিতে না পারিয়া কলিকাতা নগরে প্রত্যাগমন করেন, ইহাতে অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহারদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। পর দিবসে দিবা দ্বিপ্রহর কালে পরীক্ষা আরম্ভ হয়, তদুপলক্ষে প্রায় চারি শত ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়, অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, কৈলাসচন্দ্র সিদ্ধান্ত বাগীশ, শ্রীধর বিদ্যারত্ন, রাধাবিনোদ ন্যায়রত্ন, ব্রহ্মণ্যদেব ন্যায়রত্ন, নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অভয়াচরণ নন্দী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তর ইস্‌ডেল সাহেব, রচ্‌ফোর্ড সাহেব, ক্লিণ্ট সাহেব, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বদনচন্দ্র চৌধুরী, জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ বসু প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন, এবং সকলেই ছাত্রদিগের বেদান্ত, ব্যাকরণ, ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি সমুদয় অধীত গ্রন্থের পরীক্ষা সন্দর্শনে পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়া বল্লী

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥ ১৪॥

এতচ্ছ্রুত্বা নচিকেতাঃ পুনরুবাচ। যদ্যহং যোগ্যঃ প্রসন্নশ্চাসি ভগবন্ মাম্প্রতি 'অন্যত্র ধর্ম্মাৎ' ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পৃথক্‌ভূতমিত্যেতৎ। তথা 'অন্যত্র অধর্ম্মাৎ'। তথা 'অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ' কৃতং কার্য্যমকৃতং কারণং অস্মাদন্যত্র। কিঞ্চ 'অন্যত্র ভূতাৎ চ' অতিক্রান্তাৎ কালাৎ 'ভব্যাৎ চ' ভবিষ্যতশ্চ তথা বর্ত্ত-

যানাং কালত্রয়েণযন্নপরিচ্ছিন্নমিত্যেতৎ। 'যৎ' ঈদৃশমস্তসর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরাতীতং 'তৎ' 'পশ্যসি' জানাসি 'তদ্বদ' মহ্যং ॥ ১৪ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কার্য্য আর কারণ হইতে ভিন্ন, আর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জ্ঞান, অতএব তুমি কহ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য

যে নিয়মের অধীন সেই ধর্ম্মের অধীন; পরমেশ্বর স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, তিনি কোন নিয়মের অধীন নহেন, কিন্তু নিয়মই তাঁহার অধীন, এপ্রযুক্ত তৎকর্ত্তৃক কোন লৌকিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না, অতএব তিনি ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন। যে কার্য্যের দ্বারা সৃষ্টির অপকার হয় তাহাকে অধর্ম্ম শব্দে কহা যায়; মঙ্গল স্বরূপ স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্টির অপকার অসম্ভব, অতএব তিনি অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন। এই জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, তিনি অসৎ হইতে এই সদ্রূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; এই অনিত্য জগদ্রূপ কার্য্যের যে স্বরূপ তাহা নিত্য পরমেশ্বরের স্বরূপ নহে, অতএব তিনি কার্য্য হইতে ভিন্ন। যত কাল এই জগৎ আছে ততকাল তিনি তাহার কারণ রূপে আছেন, কিন্তু যখন জগৎ ছিল না তখন সুতরাং তিনি এই জগতের কারণ রূপে ছিলেন না। এপ্রযুক্ত পরমেশ্বর যেমন নিত্য জ্ঞান স্বরূপ, নিত্য আনন্দ স্বরূপ, তদ্রূপ তিনি নিত্য জগতের কারণ স্বরূপ নহেন, অতএব স্বরূপতঃ তিনি কারণ হইতে ভিন্ন রূপে জ্ঞেয়। পরমেশ্বরকে জগতের নিত্য কারণরূপে জানিলে তাঁহার স্বরূপের ব্যাঘাত হয়। যদি জগতের নিত্য কারণ পরমেশ্বর হয়েন, যদি তাঁহার স্থিতিতে জগতের সৃষ্টি অবশ্যই হয়, যেমন আলোকে পুরুষের স্থিতিতে তাহার ছায়া ভূমিতে অবশ্যই পড়ে, তবে তাঁহার স্বতন্ত্রতা এবং সর্ব্বনিয়ম কর্ত্তৃত্ব আর থাকে না। কিন্তু বেদ ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ আছে যে পরমেশ্বর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; তিনি ইচ্ছা মাত্র এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যখন তিনি ইহার প্রলয়ের ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ ইহা নষ্ট হইবে। যে অবধি চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে সে অবধি কালের পরিমাণ হইতেছে; যিনি এই চন্দ্র সূর্য্যকে সৃষ্টিই করিয়াছেন, তিনি আর কাল দ্বারা পরিমেয় নহেন, অতএব তিনি কাল হইতে ভিন্ন ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বে বেদাযৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি
চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে
পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১৫ ॥

ইত্যেবম্পৃষ্টবতে মৃত্যুরুবাচ পৃষ্টমর্থং বিশেষণান্তরঞ্চ বিবক্ষন্। 'সর্ব্বে বেদাঃ' 'যৎপদং' পদনীয়মবিভাগেন 'আমনন্তি' প্রতিপাদয়ন্তি। 'তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি' যৎ প্রাপ্ত্যর্থানীত্যর্থঃ। 'যৎ ইচ্ছন্তঃ' 'ব্রহ্মচর্য্যং' গুরুকুলবাসনিমিত্তমন্যদ্বাব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থং 'চরন্তি' 'তৎ' 'তে' তুভ্যং 'পদং' যজ্জ্ঞাতুমিচ্ছসি 'সংগ্রহেণ' সংক্ষেপতঃ 'ব্রবীমি' 'ওঁ ইতি এতৎ' তদেতৎ পদং যদ্বুভুৎসিতং ত্বয়া যদেতৎ ওঁ ইতি ওঁ শব্দবাচ্যোং শব্দ প্রতীকঞ্চ ॥ ১৫ ॥

যম কহিতেছেন, সমুদয় বেদ যাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন, আর সকল তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির প্রয়োজন হইয়াছে, আর যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি, তিনি ওঁকার হয়েন ॥ ১৫

তাৎপর্য্য

বেদেতে ওঁকারের দ্বারা ব্রহ্ম বাচ্য হয়েন, এনিমিত্তে এই শ্রুতিতে প্রাপ্ত হইতেছে, যে ব্রহ্ম ওঁকার হয়েন ॥ ১৫ ॥

সঙ্ক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, যিনি তাবৎ শুভাশুভের নিয়ন্তা, যিনি আমার দেহের ও আয়ুর এবং সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম, সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই পূর্ণানন্দে সমাধান করি।

শ্রুতিঃ

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়[illegible]

বিন্নং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্মনীষী পরিভূঃস্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃসমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

উক্তশ্রুতিনিষ্পন্নার্থঃ

যঃ পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বাবয়বহীনঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতোবিশুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বান্তর্যামী পরাৎপরোনিত্যঃ স্বপ্রকাশঃ সসর্ব্বাভ্যঃ প্রজাভ্যোযথোচিতং শুভাশুভং চিরং বিহিতবান্। তস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ প্রাণমনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আকাশবায়ুজ্যোতিঃ পয়ঃপৃথিবীভূতানি চ চরাচরাণি সমুৎপদ্যন্তে। তস্য প্রশাসনাৎ অগ্নির্জ্বলতি সূর্য্যস্তপতি মেঘোবর্ষতি বায়ুর্ব্বহতি মৃত্যুঃ সঞ্চরতি যথোপযুক্তং।

সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, সর্ব্বপাপশূন্য, বিশুদ্ধভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, পরাৎপর, স্বপ্রকাশস্বরূপ, নিত্য পরমেশ্বর সর্ব্ব কালে প্রজা সকলকে যথোপযুক্ত শুভাশুভ বিধান করিতেছেন। তাঁহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী তাবৎ চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রশাসন দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

স্তোত্রং

ওঁ নমস্তে সতে তজ্জগৎকারণায়।
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় ॥
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
[illegible] ॥

ত্বমেকং শরণ্যন্ত্বমেকম্বরেণ্যং।
ত্বমেকঞ্জগৎপালকং স্বপ্রকাশং ॥
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ।
ত্বমেকং পরন্নিশ্চলন্নির্ব্বিকল্পং ॥
ভয়ানাম্ভয়ং ভীষণম্ভীষণানাং।
গতিঃ প্রাণিনাম্পাবনম্পাবনানাং ॥
মহোচ্চৈঃ পদানান্নিয়ন্তৃ ত্বমেকং।
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং ॥
বয়স্ত্বাংস্মরামোবয়ন্ত্বান্তজামঃ।
বয়ন্ত্বাঞ্জগৎসাক্ষিরূপংনমামঃ ॥
সদেকন্নিধানন্নিরালম্বমীশং।
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যম্ব্রজামঃ ॥

প্রার্থনা

হে পরমেশ্বর! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়ম প্রতিপালনে আমাকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা ও নির্ম্মলানন্দ স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে নিত্য পরম সুখ লাভ করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বালকের প্রতি উক্তি

বাল্যেনুতিষ্ঠেত্তৎকর্ম্ম যদযৌবনসুখং নয়েৎ।
যৌবনেপ্যাচরেত্তত্তু বার্দ্ধক্যং যৎসুখং নয়েৎ ॥
যাবজ্জীবন্তু তৎকুর্য্যাদমুত্র সুখং নয়েৎ ॥

বালকের অন্তঃকরণ রূপ কোমল মৃত্তিকাতে যেরূপ আকৃতি নির্ম্মাণ করা যায়, যৌবন কালে তাহা পাষাণের স্বভাব ধারণ করিয়া জীবন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে; অতএব হে বালক! আলস্য পরিত্যাগ করিয়া গুরুবাক্যকে চিত্তেতে ধারণ কর। তোমার চরিত্র এইক্ষণে আপন অধীন রহিয়াছে, এবং তোমার ভবিষ্যৎ অবস্থা অনেক পরিমাণে তোমারই হস্তে অর্পিত হইয়াছে। তোমার প্রকৃতি অদ্যাবধি অভ্যাসের বশীভূত হয় নাই, এবং [illegible]

এ পর্য্যন্ত তোমার বুদ্ধিকে মলিন করিতে সমর্থ হয় নাই। সংসার তোমার চিন্তাকে আক্রমণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, এবং দুষ্প্রবৃত্তি তোমার হৃদয়কে অধিকার করিতে অশক্ত রহিয়াছে। এই সময়ে তুমি অভিলাষ ও ভাবনাকে যেপ্রকার পথে স্থাপন করিবে, তাহারা সেইরূপ পথেই তাবৎ কাল ধাবিত হইবেক, এবং ভাবি মঙ্গল বা অমঙ্গলের মূল পত্তন করিবেক। অতএব বিবেচনাকে অগ্রগামি করিয়া জীবনের বর্ত্মে পদার্পণ কর। যেরূপ জগতের অখণ্ড নিয়মানুসারে এক ঋতুর ফলাফল অপর ঋতুর প্রতি নির্ভর করে, সেইরূপ মনুষ্যের পূর্ব্বাবস্থা যে প্রকার নিয়মে যাপন হয়, আগামি অবস্থা তদনুযায়ি পাপ পুণ্য ও সুখ দুঃখের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত কৈশোর কাল ক্রমে ক্রমে ধার্ম্মিক এবং যশোযুক্ত যৌবন দশার উৎপত্তি করে, এবং এতদ্রূপ সাধু যৌবন অনায়াসে শান্ত এবং সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ দশাকে উপস্থিত করে। কিন্তু যখন কোন অংশে স্বভাবের ব্যতিক্রম জন্মে, তখন সমুদয় অংশেরই অনিয়ম বৃদ্ধি হইতে থাকে। যদি বসন্ত সময়ে বৃক্ষগণ মুকুলের সহিত পূর্ণ না হয়, তবে গ্রীষ্মকালের শোভা এবং শরৎ কালের পক্ক ফল প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ যদি বাল্য সময় যোগ্যরূপে ক্ষেপণ না হয়, তবে যৌবন কালের সৌভাগ্য এবং বৃদ্ধ কালের পুরুষার্থ সাধন সম্ভব হয় না।

কৌমারে খেলাতে কাল করিলে যাপন। কামরসে রসোল্লাসে তুষিলে যৌবন। জরাতে দুঃখ বিপুল, আধি ব্যাধি সমাকুল, কোথা সন্তো মন॥

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

মূর্খোহি জল্পতাংপুংসাংশ্রুত্বাবাচঃ শুভাশুভাঃ।
অশুভংবাক্যমাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ ॥
প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাংপুংসাং শ্রুত্বাবাচঃশুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ ॥
অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যাংস্তুষ্টোভবতি দুর্জ্জনঃ ॥
বরং কূপশতাদ্বাপী বরংবাপীশতাৎক্রতুঃ।
বরং ক্রতুশতাৎপুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরং ॥
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেকংবিশিষ্যতে ॥
সর্ব্ববেদাধিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনং।
সত্যঞ্চ বচনং রাজন্ সমং বাস্যান্ন বাসমং ॥
নাস্তি সত্যসমোধর্ম্মোন সত্যাদ্বিদ্যতে পরং।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে ॥
নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে ॥
যদা নকুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥
যৎপৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি নপর্য্যাপ্তং তস্মাত্তৃষ্ণাংপরিত্যজেৎ ॥
ন হীদৃশং সম্বদনং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
দয়া মৈত্রী চ ভূতেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাক্ ॥
তস্মাৎ শান্ত্বং সদা বাচ্যং নবাচ্যম্পরুষং কৃচিৎ।
পূজ্যান্ সম্পূজয়েদ্দদ্যান্ন চ যাচেৎ কদাচন ॥
পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।
যেন যেনাচরেদ্ধর্ম্মং তস্মিন্ গর্হা নবিদ্যতে ॥
অর্থেপ্সুতাপরং দুঃখমর্থপ্রাপ্তৌ ততোঽধিকং।
জাতস্নেহস্যচার্থেষু বিপ্রয়োগে মহত্তরং ॥
অবশ্যং নিধনং সর্ব্বৈর্গন্তব্যমিহ মানবৈঃ।
অবশ্যম্ভাবিন্যর্থে বৈ সন্তাপোনেহ বিদ্যতে ॥
দৃষ্টাদৃষ্টফলার্থংহি ভার্য্যা পুত্রোধনং গৃহং।
সর্ব্বমেতদ্বিধাতব্যং বুধানামেষনিশ্চয়ঃ ॥
কুর্য্যান্ন নিন্দিতং কর্ম্মন নৃশংসং কথঞ্চন।
ইতিপূর্ব্বে মহাত্মানআপদ্ধর্ম্মবিদোবিদুঃ ॥
গুরোর্হিবচনং প্রাহুর্ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মজ্ঞসত্তম।
গুরুণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতাপরমকোগুরুঃ ॥
দুষ্টেন মনসা যোবৈ প্রচ্ছন্নেনান্তরাত্মনা।
ব্রয়ান্নিঃশ্রেয়সংনামকথং কুর্য্যাৎ সতাংমতং ॥
অব্যাপারঃ পরার্থেষু নিত্যোদ্যোগঃস্বকর্ম্মসু।
রক্ষণং সমুপাত্তানামেতদ্বৈভবলক্ষণং ॥
বিপত্তিষ্বব্যথোদক্ষোনিত্যমুত্থানবান্নরঃ।
অপ্রমত্তোবিনীতাত্মা নিত্যং ভদ্রাণিপশ্যতি ॥
যস্য নাস্তি নিজাপ্রজ্ঞা কেবলন্তু বহুশ্রুতঃ।
ন সজানাতি শাস্ত্রার্থং দর্ব্বীসূপরসানিব ॥
লোককৃত্যাপ্রাজ্ঞবৃত্যন্যসাহ বৃক্ষবাক্ত্যঃ।
[illegible]

যঃপুনর্ব্বিতথং ব্রুয়াদ্ধর্ম্মদর্শী সভাং গতঃ।
অনৃতস্য ফলং কৃৎস্নং সপ্রাপ্নোতীতিনিশ্চয়ঃ॥
জানন্নবিব্রুবন্ প্রশ্নান্ কামাৎক্রোধাত্তয়াত্তথা।
সহস্রং বারুণান্ পাশানাত্মনি প্রতিমুঞ্চতি॥

সংবাদ

গত ২৭ পৌষ দিবসীয় ইংরাজি হরকরা পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে সত্যসঞ্চারিণী নাম্নী এক পত্রিকা প্রকাশ হইবেক। এসংবাদ অমূলক, যেহেতু এসভাতে এমত কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই।

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার গত পরীক্ষা কালীন ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ ২০ বিংশতি টাকা প্রদান করিয়াছিলেন; তাহা প্রথম শ্রেণীস্থ প্রধান দুই বালককে বিভাগ করিয়া দেওয়া গিয়াছে।

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে বংশবাটীস্থ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ছাত্রদিগের গত পরীক্ষার নিমিত্তে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র তাহারদিগের অধীত সমুদয় ইংলণ্ডীয় ভাষার গ্রন্থের প্রশ্ন সকল প্রস্তুত করিতে এবং তাহার উত্তর সকল আলোচনা করিতে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাপন

সুখসাগরস্থ পাঠশালা

আগামি ২০ মাঘ রবিবার সুখসাগরস্থ পাঠশালার সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইবেক।

বিজ্ঞাপন

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয় স্থাপনের দিন ও তৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ অধ্যক্ষ নিয়োগ প্রভৃতির নির্ণয় জন্য আগামি ৬ মাঘ রবিবার প্রকাশ্য সভা হইবেক, উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যকারিরা সভাস্থ হইয়া তৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীহরিমোহন সেন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

বৃত্তি সহিত অথর্ব্ববেদীয় কঠোপনিষৎ, যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ, সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ, অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ, অথর্ব্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষৎ, যজুর্ব্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষৎ মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে; তাহার মূল্য এক টাকা। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রত্যেক সভ্য প্রার্থনা মতে তাহার এক খান বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

বেদান্ত অধ্যয়ন জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে চারি জন ছাত্র নিযুক্ত করা স্থির হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকে মাসিক চারি টাকা প্রাপ্ত হইবেন। এক বৎসর মধ্যে কঠাদি সপ্তোপনিষদের পাঠ সমাপ্ত করিয়া পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলে পুরস্কার স্বরূপ অধিক পঞ্চাশৎ টাকা এবং এক প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইবেন। তত্ত্ববোধিনী সভা সম্বন্ধীয় কোন বিদ্যালয়ে বা কোন ব্রাহ্মসমাজে যদি কোন পদ শূন্য হয়, তবে সেই প্রশংসা পত্র উপস্থিত করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবেন। সম্বৎসর অধ্যয়ন পরেও যিনি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ না হইতে পারিবেন, তাঁহার প্রার্থনা মতে তাঁহাকে আর ছয় মাস কাল অধ্যয়ন কার্য্যে বিনা বেতনে নিযুক্ত রাখা যাইবেক, এবং তদন্তে পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিলে তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি টাকা ও এক প্রশংসা পত্র দান করা যাইবেক।

যাঁহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের অতীত না হইবেক, এবং যাঁহার ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি থাকিবেক, তিনি এইরূপ ছাত্র হইবার যোগ্য হইবেন।

যিনি এইরূপে অধ্যয়ন করিতে প্রার্থনা করেন, তিনি সম্পাদকের নিকটে আবেদন পত্র প্রদান করিবেন, এবং আগামি ১৩ মাঘ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীধর বিদ্যারত্নের নিকটে পরীক্ষা প্রদান করিবেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্ত্ববোধিনী সভার জন্মাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা দ্বারা তাহার উন্নতি আলোচনা করিলে অবশ্য অত্যন্ত আহ্লাদে মগ্ন হইতে হয়। প্রথমকালে দশজন মাত্র সভ্য দ্বারা ইহার সংস্থাপন হয়, এইক্ষণে পাঁচশত অপেক্ষা অধিক সভ্য উৎসাহের সহিত ইহাকে আশ্রয় দিতেছেন; তৎকালে মাসে দশ মুদ্রা একত্র হওয়া দুষ্কর ছিল, এইক্ষণে প্রতিমাসে প্রায় চারি শত টাকা অনায়াসে সংগৃহীত হইতেছে, এবং আয়ের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে; তৎকালে সভার অভিপ্রেত ব্রহ্মোপাসনার প্রচার জন্য প্রধান প্রধান সমুদয় উপায়ের অভাব ছিল, এইক্ষণে তজ্জন্য জ্ঞান জনক নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ এই পত্রিকা মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে, উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তৎসংক্রান্ত অন্য অন্য গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া বিস্তারিত হইতেছে, দূরস্থ কাশীধামে কতিপয় ছাত্র বেদাধ্যয়ন জন্য প্রেরিত হইয়াছে, এবং বংশবাটী গ্রামের পাঠশালাতে বালকেরা ব্রহ্ম বিদ্যা এবং তৎ উপযোগি অন্য অন্য বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। পরন্তু যিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এইরূপ উজ্জ্বল উৎসাহ দেখিয়া এবং এই সকল শুভ কার্য্য আলোচনা করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি অদ্যকার এই পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি দশ জন সভ্য প্রেরিত পত্র পাঠ করিলে কি বিস্ময়াপন্ন হইবেন না? এমত মহতী সভার আবাস নিমিত্তে একটি গৃহ অদ্যাপি নির্ম্মিত হইল না! ইহার শরীরকে অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্তে যাঁহারা একান্ত যত্নযুক্ত, সেই শরীরের স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন জন্য তাহার উপযুক্ত বাস স্থান সংস্থাপনের প্রতি তাঁহারা এপর্য্যন্ত উদ্যোগি ছিলেন না! সকল বিষয়ে এই সভার ক্রমিক উন্নতি হইতেছে, কিন্তু বাস উপযুক্ত আবরণ সহিত কিঞ্চিৎ ভূমি অধিকার বিষয়ে সেই জন্ম দিবসে যেরূপ, অদ্য পর্য্যন্ত ইহাঁর তাবৎ বয়ঃক্রম সেই রূপ দুঃখে গত হইতেছে। প্রথমতঃ কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন দিবসে এই সভা প্রতিষ্ঠিতা হয়, এবং কিয়দ্দিবস তৎকালের যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম সেই স্থানেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। পরন্তু কার্য্যের কিঞ্চিৎ বাহুল্য দ্বারা স্থানের সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত সভার কার্য্যালয় ১৭৬২ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ষষ্টিমুদ্রা মাসিক বেতনে কলিকাতার শিমুলিয়া স্থিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহে পরিচালিত হয়, সেখানে তৎকালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কর্ম্ম এবং সভার অন্য অন্য তাবৎ কার্য্য একত্র নির্ব্বাহ হইত। তদনন্তর তত্ত্ববো-

ধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে বংশবাটী গ্রামে অন্তর হইবার নিশ্চয় হওয়াতে পাঠশালার ব্যয় এবং সেই বৃহৎ বাটীর বেতন একত্র নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া অধ্যক্ষেরা সভার ক্ষুদ্র কার্য্যালয় ১৭৬৪শকের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার যোড়াসাঁকো স্থিত ব্রাহ্মসমাজের গৃহে স্থাপন করিলেন। পরন্তু অল্প দিবস পরেই সভার অবস্থা সুন্দর রূপে পরিবর্ত্ত হইল, সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের কল্পনা হইল, বহু কর্ম্মচারি আবশ্যক হইল, দশজন ছাত্রকে বেদাধ্যাপনা করিবার প্রস্তাব নিশ্চিত হইল,সুতরাং ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ গৃহের এক ক্ষুদ্রাংশ দীর্ঘ প্রস্থ পঞ্চ হস্ত স্থানে এই সমুদয় ব্যাপার সম্পোদ্য হইবার আর কি সম্ভাবনা থাকিল? অতএব ১৭৬৫ শকের আষাঢ় মাসে সেখান হইতে হেদুয়াপুষ্করিণীর দক্ষিণ অঞ্চলে এক প্রশস্ত গৃহে সভার কার্য্যালয় আনীত হইল। কিন্তু সেও তাঁহার স্বীয় গৃহ নহে, তাহার অধিকারি শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের অনুগ্রহে বিনা বেতনে কিয়ৎকাল তাহা ভোগ করিয়া তাহার বিক্রয় কালে শরীরের দীর্ঘতা প্রযুক্ত আপনার কতক অঙ্গকে ব্রাহ্মসমাজের গৃহে এবং কতক তাহার উত্তরস্থ ৪৭ সংখ্যক ভবনে তদধিকারিদিগের কৃপাতে আপাততঃ রক্ষা করিলেন। পরের স্থানে বিনা বেতনে কেবল ভিক্ষা দ্বারা কত কাল যাপন হইতে পারে? কিয়দ্দিবস জন্য উক্ত যোড়াসাঁকোস্থ ৪৭ সংখ্যক ভবন প্রদত্ত হইয়াছিল, কারণ বশতঃ এইক্ষণে তাহা হইতেও অবসর হইতে হইয়াছে। সভার কার্য্যের বাহুল্য সহিত স্থানের নিতান্ত সঙ্কীর্ণতা অত্যন্ত বিপদের কারণ হইল। সভার পুস্তকাদি কোন্ স্থানে রক্ষা করা যায়, এবং কর্ম্মচারিরা বা কোন্ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এই দারুণ ভাবনা উপস্থিত হইল। এতকাল পরের অনুগ্রহে যৎসামান্য স্থানও প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে ভিক্ষা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। মাসিক বেতন দ্বারাই বা কি প্রকারে বাটী লওয়া যাইতে পারে? নিতান্তপক্ষে মাসিক পঞ্চাশৎ টাকা ব্যতীত সভার সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হয় এমত বাটী প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু সভার মাসিক আয় এতদ্রূপ নহে যে বর্ত্তমান সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পুনর্ব্বার বাটীর নিমিত্তে এত টাকা প্রতি মাসে প্রদান করা যাইতে পারে। অতএব এই অবস্থা মহা উৎকণ্ঠার হেতু হইল। এমত বিপদ্কালে দয়াবান্ শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয় দুই তিন মাসের নিমিত্তে আপন বাটীতে কিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিয়াছেন, সেই স্থানে পুস্তকাদি রক্ষা করিয়া সভা এইক্ষণে কোন প্রকারে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং তাঁহার কোন কোন কর্ম্মচারিরাও সেই স্থানে স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন। এই রূপে ভিক্ষাতে নির্ভর করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করা এবং কোন দিন কোন্ স্থানে দূরীকৃত হইতে হইবে এই আশঙ্কাতে দিবারাত্রি ভীত থাকা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? অধিক কি বলিব, সভার কার্য্য সম্পাদন জন্য স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, রক্ষা করিবার স্থানাভাব প্রযুক্ত সে সকল ক্রয় করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতেও সাহস হয় না। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে যে এই বিষয়ের উপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্তে বিশেষ সভা আহ্বান যেখানে করা যায়, সভার অধিকারে এমত বিন্দুমাত্র স্থানও নাই? এই কারণে পত্র প্রেরকেরা পরব্রহ্মের উপাসনার স্থল যে ব্রাহ্মসমাজের গৃহ তাহাতে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ফলতঃ নিতান্ত প্রয়োজনীয় যাহা তাহা সুসিদ্ধ অবশ্য হয়; প্রচণ্ড রৌদ্র দ্বারা যখন পৃথিবী দগ্ধ প্রায় হয়, বর্ষার আগমন দ্বারা তখন শীঘ্র শীতল হইয়া থাকে। অতএব সকল সভ্য একান্ত মনে যথা সাধ্য যত্ন করুন, যত্ন করিলেই মানস সফল হইবেক। কিন্তু ইহা দুঃসাধ্য কার্য্যই বা কি? প্রতি সভ্য যদি ন্যূন সংখ্যা বিংশতি মুদ্রা মাত্র এক কালে দান করেন, তবে তাহাতেই আপাততঃ সভার উপযুক্ত বিলক্ষণ এক অট্টালিকা

নির্ম্মিত হইতে পারে। এ সাহায্য না ক-রিবারই বিষয় কি? মাসিক দান নহে, বার্ষিক দানও নহে, চিরকালের নিমিত্তে একবার মাত্র কিঞ্চিৎ দান করিলে যখন এরূপ মহোপকার হয়, তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়া কি তাহাতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন? তত্ত্ববোধিনী সভার অতি দরিদ্র সভ্যও যিনি তিনি আপনার ভরণ পোষণের দৈনিক ব্যয়কে সঙ্কেপ করিযাও ইহার আনুকূল্য করিতে কি কৃপণ হইতে পারেন?

যদিও স্থানের অভাব প্রযুক্ত এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু এইক্ষণে আহ্লাদের বিষয় এই যে অনেক সভ্য এ দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এবং তাহার প্রতীকার জন্য বিশেষ সভা আহ্বান করিতেছেন। অতএব সভার নিয়মানুযায়ি সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত পত্রের মর্ম্মানুসারে আগামি ১২ ফাল্গুণ রবিবার বৈকালে তিন ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা সভাস্থ হইয়া উপস্থিত বিষয় যাহাতে অবিলম্বে সুসিদ্ধ হয় বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করুন।

করুণাময় পরমেশ্বর আমারদিগের নিমিত্তে এসংসারে অসীম প্রকার সুখের উপায় বিস্তার করিয়াছেন; হা! কত লোকে কুব্যবহার দ্বারা সেই সকলকে দুঃখের কারণ রূপে পরিণত করে! জগতের বিচিত্র শোভা সন্দর্শন দ্বারা আনন্দ লাভের নিমিত্তে আমারদিগকে অপূর্ব্ব চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, কত লোকে অপবিত্র ইচ্ছার সহিত শোভনীয় বস্তু সকলের সৌন্দর্য্য প্রতি সেই রূপে তাহাকে চালনা করে যদ্দ্বারা কুকর্ম্মের লালসা উদয় হয় এবং পাপেতেই চিত্ত আসক্ত থাকে। প্রচুর সুখের সহিত আমারদিগের জীবন পালনের জন্য জিহ্বাতে নানা প্রকার রসাস্বাদনের যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু যাহাতে তাঁহার এই সুখজনক নিয়মের লঙ্ঘন হয় এই রূপে কত ব্যক্তি তাহাকে ব্যবহার করিয়া থাকে। কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা আমারদিগকে কত সুখ সম্ভোগ সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন;— বিহঙ্গদিগের মধুর স্বর, বাদ্যযন্ত্রের সুমিষ্ট ধ্বনি, মনুষ্যদিগের মনোহর সঙ্গীত কত নির্দ্দোষ আমোদের কারণ হইয়াছে। ইহা আমারদিগের জীবন পালনের জন্য আবশ্যক নহে,—জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তেও নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে, বিশেষ রূপে এই কর্ম্মক্ষেত্রে যে আমরা সুখি হই, এই উদ্দেশে জগদীশ্বর গীত রসাস্বাদন ক্ষমতা আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন। সংসার প্রতিপালন জন্য নানা কর্ম্মে ভ্রমণ করিয়া যখন আমারদিগের শরীর ও মনের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন সম্যক্‌রূপ তাহার শান্তি হইবার ও চিত্তে বিশেষ উল্লাস জন্মিবার প্রতি সঙ্গীত কি আশ্চর্য্য উপায় হইয়াছে!—তৎ শ্রবণোপলক্ষে বন্ধুদিগের সহিত প্রণয় বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহা কি মনোহর কৌশল স্বরূপ হইয়াছে! বিশেষতঃ গীত শক্তির শ্রেষ্ঠ কার্য্য এই যে তদ্দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হয়। পরমেশ্বরের মহিমা গানে চিত্ত যে প্রকার প্রীতি রসে আর্দ্র হয় তাহা বাক্যেতে কি রূপে ব্যক্ত করা যায়? আমারদিগের জীবন পালন এবং সুখ সম্ভোগের হেতু করিয়া যিনি রসনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারই ধন্যবাদ করা অপেক্ষা আর আনন্দের কারণ কি হইতে পারে? কিন্তু বিষপূর্ণ মনুষ্য যাহাকে স্পর্শ করে তাহাই বিষাক্ত হয়! এমত যে দুর্ল্লভ রত্ন মনোহর সঙ্গীত তাহাকেও কেহ কেহ কুৎসিত অঙ্গারের ন্যায় মলিন করিয়াছে—অভদ্রতা এবং কুকর্ম্মের নিগূঢ় আশ্রয় স্থান করিয়াছে! পবিত্র সুখের কারণ নির্দ্দোষ সঙ্গীতকে দুঃশীল মনুষ্য অপব্যয়, অভদ্রতা, লম্পটতা প্রভৃতি যে কত দুষ্কর্ম্মের সহযোগি করিতে পারে, তাহার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল এই দুর্ভাগ্য বঙ্গ ভূমি সম্যক্ রূপে হইয়াছে।

বিশেষতঃ এই কলিকাতা নগরে কবিতা এবং আখড়াই গানের যে কি [illegible]

সিত আকৃতি তাহা চিন্তা করিলে ঘৃণা উপস্থিত হয়, এবং স্বদেশের দুরবস্থা মনোগত হইয়া হৃদয় ব্যাকুল হইতে থাকে। যে সকল কার্য্য অতি নিন্দিত, দুঃসহ এবং লজ্জাকর, এই কবিতাকার গায়কেরা উত্তর প্রত্যুত্তর ছলে সেই সকলের নিগূঢ় ভাব নানা অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা শ্রোতাদিগের হৃদয়ে বিলক্ষণ রূপে মুদ্রিত করিয়া দেয়। পূর্ব্বে কবিতা ব্যবসায়ি ইতর লোকেরা এই প্রকার ইতর সঙ্গীত গান দ্বারা বিকৃত চিত্ত বাবুদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিতে উদ্যুক্ত ছিল; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে উৎসাহান্বিত কতিপয় বাবুরা কুৎসিত বাক্য সকল কেবল শ্রবণ দ্বারা তৃপ্ত না হইয়া তাহারদিগের দৃষ্টান্তে আপনারাও পরে স্বীয় মুখে সেই সকল অশুচি রসালাপ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন —স্বপরিবারে পরিবৃত থাকিলেও চিত্তে উৎসাহ সহিত আমোদের পূর্ণাধিকার প্রযুক্ত তৎকালে লজ্জা আর তাহাতে বিন্দু মাত্র স্থানও প্রাপ্ত হয় না। ভদ্রনামে খ্যাত যাঁহারা তাঁহারা যখন স্বয়ং কবিতা গায়ক হইলেন, তখন দুঃখি ইতর ব্যক্তিদিগের উক্ত ব্যবসায় লোপ প্রায় হইল। পরন্তু কবি সম্প্রদায়ের অধিপতি ধনিদিগের মধ্যে যখন স্ব স্ব পক্ষে জয় লাভের জন্য ঈর্ষা প্রজ্বলিত হইল, তখন তাঁহারা ভদ্র সমাজে উপযুক্ত গায়ক অপ্রাপ্ত হইয়া সুতরাং ইতর ব্যক্তিদিগকে স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়ে মিশ্রিত করিতে বাধ্য হইলেন,— ইহাতে পূর্ব্বে যাহারদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করিতেন, পরে তাহারদিগকে শিরোমণি স্বরূপ সমাদর পূর্ব্বক ধন লজ্জা দ্বারা তুষ্ট রাখিতে বিশেষ রূপে যত্নশীল হইলেন। এইরূপে বিশেষতঃ কার্ত্তিক, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী প্রত্যেক পূজার দুই তিন মাস পূর্ব্বে এই কলিকাতার স্থানে স্থানে বাদী প্রতিবাদী রূপে সম্প্রদায় সকল স্থাপিত হয়, ইহাতে আশ্বিন মাসাবধি মাঘ মাস পর্য্যন্ত সম্প্রদায়িরা প্রায় চৈতন্য শূন্য থাকেন। উদ্দিষ্ট পূজার দিন যত নিকট হইতে থাকে, যে ধনিদিগের উৎসাহ ক্রমে তত প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তাঁহারদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যে যত ধন ব্যয় হউক—নীচ লোকের যত উপাসনা করিতেই হউক, আপনারদিগের ভবনে প্রতিমার সম্মুখে ঐ ঘৃণিত সঙ্গীতের আমোদ অবশ্য হইবেক। এক রাত্রি মাত্র আখড়াই গানের নিমিত্তে তাঁহারা কখন কখন বাদী প্রতিবাদী উভয় সম্প্রদায়েরই সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, সম্প্রদায়িদিগের মধ্যে প্রধান প্রধানকে ধন দ্বারা, স্তব দ্বারা, বিনয় বাক্য দ্বারা তুষ্ট রাখেন, এবং বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্যও প্রতিশ্রুত হয়েন। ধনিদিগের এপ্রকার অসম্ভব সমাদরে তাহারা স্পর্দ্ধাতে স্ফীত হইতে থাকে, এবং কোন বিদ্যাতে—কোন কর্ম্মেতে নিপুণ না হউক, তথাপি তাহারদিগের এ ভরসা দৃঢ় থাকে যে বাবুর বাটীতে নির্দ্দিষ্ট রজনী কালে চীৎকার করিতে পারিলে উপজীবিকার জন্য আর অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবেক না। ইহাতে তাহারা কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে যাহাতে স্বরের উচ্চতা হয় এই দৃষ্টিই সর্ব্বদা রাখে, কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ হউক বা না হউক।

পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি সঙ্গীত আলোচনার যে এক প্রধান তাৎপর্য্য তাহাও এই আখড়াই সম্প্রদায়ে দিন দিন লুপ্ত হইতেছে, এবং বিচ্ছেদেরই মূল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। পরস্পর ঈর্ষা প্রযুক্ত এক সম্প্রদায়ের অধিপতি বাবু অন্য সম্প্রদায়ি গায়কগণকে আপন সম্প্রদায়ে আনয়ন জন্য নানা অনুরোধ এবং নানা লোভ প্রদর্শনা করেন। কেহ বা অনুরোধ রক্ষা করে কেহ বা তাহা পরিত্যাগ করে, কেহ বা লোভ সম্বরণ করে কেহ বা লোভে পতিত হয়, এই সূত্রে ধনির সহিত ধনির দ্বেষ, পিতার সহিত পুত্রের কলহ, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার বিবাদ, বন্ধুর সহিত বন্ধুর বিচ্ছেদ ইত্যাদি কত অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। এসমুদয় মিথ্যা জনশ্রুতি নহে; অনুমান মাত্র নহে, কেবল সম্ভব পর বাক্যও নহে, কিন্তু স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ অবগত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে [illegible] দিলে যিনি আত্মীয়

বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন, ঊনবিংশ দিবসে তিনি অত্যন্ত অপ্রীতির পাত্র হইয়াছেন। এই আখড়াই গানের উদ্যোগ কালে নীচ সঙ্গ, অসৎ ব্যবহার, দুষ্ট চেষ্টা; সঙ্গীত কালে উৎকণ্ঠা, অভদ্রতা, নির্লজ্জতা, এবং সমাপ্তি পরে শরীরের ক্লেশ, মনের গ্লানি, মিত্রদ্রোহ, পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ সঙ্ঘটনা হয়। অতএব হে স্বদেশস্থ বান্ধব সকল! এরূপ অনিষ্ট জনক কুৎসিত ব্যবহার হইতে বিরত হও, এবং অলীক আমোদ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল আনন্দ উপভোগে যত্নবন্ত হও, যাহাতে আপনার হিত এবং দেশের মঙ্গল এক কালে প্রদীপ্ত হইবেক।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়া বল্লী

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যোযদিচ্ছতি তস্য তৎ॥১৬॥

অতঃ 'এতৎ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম' অপরং 'এতৎ হি এব অক্ষরং পরং' চ। তয়োর্হিপ্রতীকমেতদক্ষরং। 'এতৎ হি অক্ষরং জ্ঞাত্বা' উপাস্যব্রহ্মেতি 'যঃ' 'যৎ' পরস্যাপরস্য বা ব্রহ্মণঃ সাধনাফলং 'ইচ্ছতি' 'তস্য তৎ' ভবতি॥ ১৬॥

এই ওঁকার অপর ব্রহ্ম, আর এই ওঁকার পরব্রহ্ম, এই ওঁকারকে জানিয়া ইহার মধ্যে যিনি যে উপাসনার ফল ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা পান ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য

যে কোন নিষ্পাপ পুরুষ ব্রহ্মলোকে গতির ইচ্ছা করিয়া অপর ব্রহ্ম রূপে ওঁকারের অর্থকে ধ্যান করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, আর যে নিষ্পাপ পুরুষ পরব্রহ্ম লাভের ইচ্ছা করিয়া ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরব্রহ্ম লাভ করেন। স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয় তিনি পরব্রহ্ম, আর কেবল তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তিনি অপর ব্রহ্ম। এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় রূপ কৌশল দেখিয়া তাহার কারণ জ্ঞান মাত্র রূপে [illegible] প্রথমতঃ ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয়। এই রূপে যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন তখন অপর ব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ রূপে সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা যখন ব্রহ্মের প্রতি সেই সাধকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ বোধ হয়, তখন তাঁহারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তৃত্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মকে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বোধে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই রূপে যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন, তখন তিনি পর ব্রহ্ম শব্দ বাচ্য হয়েন। এই প্রত্যক্ষ জগতের কারণ রূপে ব্রহ্মকে বোধ হইলে পরে অনায়াসে জগতের সম্বন্ধ ব্যতীতও কেবল জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বোধে তাঁহাকে উপলব্ধি হয়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ রূপে ব্রহ্মকে বোধ করা তাঁহার পরোক্ষ বোধ, এ নিমিত্তে এরূপে জ্ঞেয় হইলে তিনি অপর ব্রহ্ম নামে লক্ষ্য হয়েন, এবং নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ তাঁহার প্রত্যক্ষ বোধ এ নিমিত্তে এরূপে তিনি জ্ঞেয় হইলে পরব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন। যিনি কেবল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা রূপে জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি [illegible] পুরুষ হইলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং তথা হইতে তাঁহার স্বরূপ সম্যক্ জানিয়া মুক্তি লাভ করেন। যিনি শান্ত হইয়া সংসার অতীত জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে অহরহ চিত্ত সমর্পণ করেন, তিনি এই পৃথিবী হইতেই মুক্তি লাভ করেন। ওঁকারের অর্থ যিনি তিনি অপর ব্রহ্ম। অকার উকার মকার এই তিন অক্ষর সংযোগে ওঁকার হয়। অকার বর্ণের অর্থ পালন কর্ত্তা, উকার বর্ণের অর্থ সংহার কর্ত্তা, মকার বর্ণের অর্থ সৃষ্টি কর্ত্তা, অতএব ওঁ স্বরূপ প্রণবের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা। এবং পরব্রহ্ম যিনি তিনিও এই ওঁকারের প্রতিপাদ্য। যখন পর ব্রহ্মের প্রতিপাদক এই ওঁকার হয়েন, তখন এই প্রণব তিন বর্ণ বিশিষ্ট না হইয়া এক বর্ণ মাত্র হয়েন, যাহার অর্থ সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥১৭॥

'এতৎ' ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং 'আলম্বনং' 'শ্রেষ্ঠং' 'এতৎ আলম্বনং পরং'। অতঃ 'এতৎ আলম্বনংজ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে'॥১৭॥

ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে আলম্বন আছে, তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন অতি উত্তম, এই অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

পল্লীগ্রামে মধ্যে মধ্যে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে সকল খ্রীষ্টান হইয়াছে, তাহার বিবরণ খ্রীষ্টানদিগেরই লেখনানুসারে পশ্চাতে প্রকাশ করিতেছি; ইহা পাঠ করিয়া হিন্দু মাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইবেন।

আগড়পাড়া গ্রামে ৮৫ জন। কাঁটোয়াতে ১৩৭জন। কার্পাসডাঙ্গাতে ৯৬০জন। কৃষ্ণনগরে ৩১০ জন। কৃষ্ণপুরে ১০০ জন। খাড়িতে ১০০ জন। গাঙ্গরাই স্থানে ১৭৫ জন। চাটিগাঁতে ১০৩ জন। চাপড়াতে ৪২২ জন। জলেশ্বরে ৪১ জন। জাননগরে ১৯০ জন। টালিগঞ্জে ৫৪৪ জন। ঠাকুরপুকুরে ২১৭ জন। ঢাকায় ১৮ জন। তমলুকে ১১১ জন। দিনাজপুরে ৩৮ জন। নর্সিংদাচকে ২৭৩ জন। বরিশালে ৭০ জন। বর্দ্ধমানে ১৮৬ জন। বহরমপুরে ১০০ জন। বালেশ্বরে ১৫ জন। বারিপুরে ১৩২১ জন। মলয়াপুরে ২৫ জন। যশোহরে ৩২২ জন। রত্নপুরে ৮৫৮ জন। রামমাখালচকে ১৬০ জন। লক্ষ্মীকান্তপুরে ২৫০ জন। শিউড়িতে ৮২জন। শ্রীরামপুরে ৯ জন। সাধমহলে ৩৪ জন। সোলোতে ৮৭০ জন। হাবড়াতে ১৯৫ জন।

আমারদিগের দেশস্থ লোক দৃষ্টি করুন যে তাঁহারদিগের অনুৎসাহ এবং আলস্য প্রযুক্ত খ্রীষ্টানেরা কি প্রকার প্রবল হইতেছে। অতএব স্বধর্ম্ম রক্ষা এবং কাল্পনিক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম নিবারণ জন্য যে যৎ যত্নের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি দ্বারা [illegible] করিতে সকলে প্রাণ-

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ॥

তস্মাৎ প্রাজ্ঞৈশ্চ বৃদ্ধৈশ্চ স্বস্বভাবৈস্তপস্বিভিঃ।
সদ্ভিশ্চ সহ সংসর্গঃ কার্য্যঃ শমপরায়ণৈঃ॥

বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ।
মধ্যমৈর্ম্মধ্যতাংযাতি শ্রেষ্ঠতাংযাতিচোত্তমৈঃ॥

রাগাভিভূতঃ পুরুষঃ কামেন পরিকৃষ্যতে।
ইচ্ছা সংজায়তে তস্য ততস্তৃষ্ণা বিবর্দ্ধতে॥

তৃষ্ণা হি সর্ব্বপাপিষ্ঠা নিত্যোদ্বেগকরী স্মৃতা।
অধর্ম্মবহুলা চৈব ঘোরা পাপানুবন্ধিনী॥

অনাদ্যন্তা তু সা তৃষ্ণা অন্তর্দ্দেহগতা নৃণাং।
বিনাশয়তি ভূতানি অযোনিজইবানলঃ॥

যাদুস্ত্যজাদুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতাং।
যোসৌপ্রাণান্তিকোরোগস্তাস্তৃষ্ণাস্ত্যজতঃ সুখং॥

যথৈধঃ স্বসমুত্থেন বহ্নিনা নাশমর্হতি।
তথাহকৃতাত্মা লোভেন সহজেন বিনশ্যতি॥

রাজতঃ সলিলাদগ্নেশ্চৌরতঃ স্বজনাদপি।
ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাণভৃতামিব॥

তস্মাদর্থাগমাঃ সর্ব্বে লোভমোহবিবর্দ্ধনাঃ।
কার্পণ্যং দর্পমানৌচ ভয়মুদ্বেগএবচ॥

অসন্তোষপরামূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
অন্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখং॥

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং রত্নসঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সম্বাসোগৃধ্যেত্তত্র ন পণ্ডিতঃ॥

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থীচ সূনৃতা।
সতামেতানি গেহেষু নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনং।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনং॥

চক্ষুর্দ্দদ্যান্মনোদদ্যাদ্বাচং দদ্যাৎ সুভাষিতাং
উত্থায় চাসনং দদ্যাদেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

শিশ্নোদরকৃতেহপ্রাজ্ঞঃ করোতি বিঘসংক্ষয়।
মোহরাগবশাক্রান্তইন্দ্রিয়ার্থবশানুগঃ॥

ততঃ সংকল্পবীজেন কামেন [illegible]।
[illegible]
[illegible]

সংবাদ

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আগামি ১৯ ফাল্গুণ হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবেক।

পত্রপ্রেরকের প্রতি

"হিন্দু যুবকগণের সভার সভ্য" এই স্বাক্ষর বিশিষ্ট পত্রে তৎপত্রপ্রেরক যে সকল প্রশ্ন লিখিয়াছেন তৎ সমুদয়ের উত্তর স্বরূপ অভিপ্রায় পূর্ব্বে ২৬ সংখ্যক পত্রিকাতে প্রকাশ হইয়াছে, তাহা এ পত্রিকাতে পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই। পত্রপ্রেরক তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার সংশয়ের মীমাংসা জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

দশ জন সভ্য প্রেরিত পশ্চাল্লিখিত পত্র দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি ১২ ফাল্গুণ রবিবার বৈকালে তিন ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, তাহাতে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ের নিমিত্তে বাটী নির্ম্মাণ বিষয়ে বিবেচনা হইবেক, এবং বর্ত্তমান শকের নিয়ম পত্রের ২।১০।১৭।২০।২৪।২৭। ৩৩।৩৪।৩৭।৩৮ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হইবেক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথা সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং।

বাটী অভাবে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ের কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর হইয়াছে, অতএব ইহার কোন উপায় ধার্য্য করিবার নিমিত্তে আগামি ১২ ফাল্গুণ রবিবার বৈকালে তিন ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের [illegible] গণকে বিজ্ঞাপন করিবেন যে সেই সভাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের পশ্চাল্লিখিত ২। ১০।১৭।২০।২৪।২৭।৩৩।৩৪।৩৭।৩৮ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হয়।

২। তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সময়ে সময়ে মুদ্রিত হইবেক।

১০। আট টাকার অনধিক মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করণ তার সম্পাদকের প্রতি থাকিল।

১৭। পাঠশালা নিমিত্তক পুস্তক ভিন্ন যে কোন পুস্তক সভা হইতে মুদ্রিত হইবে তাহা প্রত্যেক সভ্য প্রার্থনা মতে এক খান প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু যে সভ্যের মত যত দিন পর্য্যন্ত গ্রহণ যোগ্য না হইবে, তত দিনের বা পূর্ব্বের মুদ্রিত পুস্তক তিনি প্রাপ্ত হইবেন না।

২০। দূর দেশস্থ সভ্যের নিকট ডাকযোগে পুস্তক প্রেরিত হইলে ডাকের বেতন সেই সভ্য দিবেন। যদি কোন কারণ বশতঃ প্রেরিত পুস্তক ফিরিয়া আইসে,তবে তাহার গমনাগমন জন্য ডাকের বেতন না দিলে তিনি আর কোন পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন না।

২৪। মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র না হইলে বিশেষ সভা হইবেক না।

২৭। মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র না হইলে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক না।

৩৩। মাসিক দাতব্য দুই টাকা বা তাহার অধিক প্রদাতা ব্যক্তি সভাতে মত গ্রহণ যোগ্য হইলে অধ্যক্ষ পদের উপযুক্ত হইবেন।

৩৪। প্রতিমাসে অধ্যক্ষ সভা হইবেক।

৩৭। অধ্যক্ষ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তিন জন অধ্যক্ষের নিমিত্তে অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত [illegible]

অধ্যক্ষ সভার কর্ম্ম নিষ্পন্নার্থে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৩৮। কোন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ সভার নিমিত্তে সম্পাদককে জানাইলে সম্পাদক অধ্যক্ষদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন।

২৩ মাঘ ১৭৬৭।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযশোদাকুমার পাণি।
শ্রীহাজারিলাল লালা।
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীরমানাথ ঘোষ।
শ্রীঅভয়াচরণ গুপ্ত।
শ্রীভবানীচরণ সেন।
শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীবেণীমাধব দে।

তত্ত্ববোধিনী সভার পূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদকীয় পদ হইতে অবসর হইয়াছেন, ইহাতে অধ্যক্ষেরা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তৎপদে নিযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ সভা আহ্বান করিতে অনুমতি করিয়াছেন, অতএব সভার প্রচলিত নিয়মানুসারে পূর্ব্বোক্ত বিশেষ সভাতে সে প্রস্তাবও বিচারিত হইবেক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
সহকারি সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

বিজ্ঞাপন

কঠাদি সপ্তোপনিষৎ	১
রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থের চূর্ণক	॥০
বস্ত্রবিচার	।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	।৶০
ভূগোল	॥০
পদার্থ বিদ্যা	॥০
ইংরাজিভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	॥০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতক অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়	॥০

বিজ্ঞাপন

বেদান্ত অধ্যয়ন জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে চারি জন ছাত্র নিযুক্ত করা স্থির হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকে মাসিক চারি টাকা প্রাপ্ত হইবেন। এক বৎসর মধ্যে কাঠকাদি সপ্তোপনিষদের পাঠ সমাপ্ত করিয়া পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলে পুরস্কার স্বরূপ অধিক পঞ্চাশৎ টাকা এবং এক প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইবেন। তত্ত্ববোধিনী সভা সম্বন্ধীয় কোন বিদ্যালয়ে বা কোন ব্রাহ্মসমাজে যদি কোন পদ শূন্য হয়, তবে সেই প্রশংসা পত্র উপস্থিত করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবেন। সম্বৎসর অধ্যয়ন পরেও যিনি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ না হইতে পারিবেন, তাঁহার প্রার্থনা মতে তাঁহাকে আর ছয় মাস কাল অধ্যয়ন কার্য্যে বিনা বেতনে নিযুক্ত রাখা যাইবেক, এবং তদন্তে পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিলে তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি টাকা ও এক প্রশংসা পত্র দান করা যাইবেক।

যাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের অনধিক, এবং যাঁহার ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি আছে, তিনি এই রূপ ছাত্র হইবার যোগ্য হইবেন।

যিনি এইরূপে অধ্যয়ন করিতে প্রার্থনা করেন, তিনি সম্পাদকের নিকটে আবেদন পত্র প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীধর বিদ্যারত্নের নিকট পরীক্ষা প্রদান করিবেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর হওয়াতে গত ১২ ফাল্গুণ বিশেষ সভাতে সভ্যেরা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তৎপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

এক মাত্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা এদেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য এবং তৎপরিবর্ত্তে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূজা দেশময় ব্যাপ্ত করিবার নিমিত্তে চতুষ্পত্র ধারি “নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা” পত্রিকা কলিকাতা নগরে সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। ধর্ম্মানুরঞ্জিকা প্রকাশকদিগের সাহসকে আমরা ধন্যবাদ করি। এই জ্ঞানের উদয় কালে যখন সত্যের প্রভা ঊষা কালের সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় ক্রমে দীপ্ত হইতেছে, তাঁহারা আপনারদিগের ভ্রান্তি স্বরূপ অন্ধকার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে যত্ন করিতেছেন—দেবকী পুত্র দ্বিভুজ মুরলীধর নটবর শ্যামসুন্দরকে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ পরমেশ্বর রূপে প্রচার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার নিমিত্তে তাঁহারদিগের চতুরতা ও পরিশ্রমই বা কত? শ্লোক সকলের প্রকৃত অর্থকে যত্ন পূর্ব্বক সংগোপন করিয়াছেন, এবং ব্যুৎপত্তি বলে অক্ষর সকলকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহা হইতে অপূর্ব্ব অনেক অদ্ভুত অর্থ নির্গত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কত অক্ষরকে খণ্ডন করিয়া এই প্রকার বিপরীত অর্থ নিষ্পন্ন করিবেন? যখন বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সকল শাস্ত্রই সহস্র সহস্র শ্লোক দ্বারা নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাকেই মুখ্যকল্প রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তখন তাঁহারদিগের এই অশাস্ত্রীয় দুষ্ট চেষ্টা সফল হইবার কি সম্ভাবনা? তাঁহারদিগের এই চেষ্টা যৎকিঞ্চিৎ বালুকা কণা দ্বারা সমুদ্র স্রোত নিবারণের ন্যায় কি উপহাসের কারণ নহে? হা! ইহাও কি তাঁহারদিগের বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় নাই যে শব্দের পরম্পরা গৃহীত অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া অমূলক অর্থ নিষ্পন্ন করিলে সেই কুতর্কবাদিদিগের বাক্য বিজ্ঞ লোকেরা কেন মান্য করিবেন, এবং বেদ ও যুক্তি বিরুদ্ধ ও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের বিপরীত উক্তি করিলে তাঁহারদিগের সহিত বাদানুবাদ দ্বারা বৃথা কাল ব্যয় করিতে কে প্রবৃত্ত হইবেক? “অরূপ” শব্দের অর্থ “কঠিন দৃশ্য রূপ” “অশ-” শব্দের অর্থ “কঠিন দৃশ্য শরীর” “রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ” ইহার অর্থ “রূপ নামাদিতে বর্জ্জিত নহেন

কিন্তু বিশেষণবর্জ্জিত" "ব্রহ্মণোরূপকল্পনা" ইহার অর্থ "নিত্য বিগ্রহধারি পরব্রহ্মের রূপের কল্পনা" এই সমুদয় অযুক্ত অর্থ শ্রবণ করিলে সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ জ্ঞান দূরে থাকুক, যে ব্যক্তির প্রচলিত বঙ্গ ভাষার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে এবং যাহার সামান্য লৌকিক জ্ঞান নিতান্ত হত হয় নাই, সেও চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারে না। কৃষ্ণের রূপ যদি কঠিন দৃষ্ট রূপই হয়, তবে বৃন্দাবন ধামবাসি গোপিনীগণ প্রভৃতি তাঁহার ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ কি প্রকারে অনায়াসে দৃষ্টি করিতে সমর্থ হইত? কিন্তু বৃন্দাবন বাসিরা যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিতে পাইতেন ইহাতে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি না, কারণ যাহার রূপ আছে সে অবশ্য দৃষ্টি গোচর হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে যখন কোন পরিমিত রূপ বিশিষ্টকে সর্ব্বব্যাপি বলিতে কেহ উদ্যুক্ত হয়েন, তখনই আমরা তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যের প্রতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকি। বিশেষতঃ ঈশ্বর যদি সাকারই হইতেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে সকলের প্রধান রূপে নিত্য শরীরি কেন স্বীকার করা যায়, শাক্তদিগের বিশ্বাসানুসারে দশভুজা ভগবতী নিত্য কায়া কেন না হয়েন? নবম বর্ষীয় বালকও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের বল দ্বারা জ্ঞাত আছে যে জ্ঞানের আকার অসম্ভব এবং আলোক অন্ধকার পরস্পর বিপরীত পদার্থ, অতএব "জ্ঞানময় রূপ" এই বাক্যকে সে কি কৃত্রিম ও অলীক জ্ঞান করে না? উক্ত পত্রিকাস্থিত যুক্তি সকলেরই বা কি পারিপাট্য! তৃতীয় সংখ্যার এক প্রধান যুক্তি এই যে "শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপক" কেন না কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপন্ন অর্থ "সর্ব্বাত্মা" হা! যদিও ইহার এই স্বরূপ অর্থ হয়, তথাপি ইহা কি তাঁহারদিগের বুদ্ধিতে উদয় হইল না যে কৃষ্ণ শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপক হইলেই যদি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপক হয়েন, তবে এইক্ষণেও যে সকল মনুষ্য কৃষ্ণ নামে পরিচিত হয়, তাহারাও সর্ব্বব্যাপি হইতে পারে! চতুর্থ সংখ্যার এই আশ্চর্য্য যুক্তি পাঠ করিলে অতিশয় আমোদ উপস্থিত হয়, যে "সাকারোপাসনা মুখ্য, নিরাকার উপাসনা গৌণ" কেন না যাহার কোন ঈশ্বর বুদ্ধি নাই, ইন্দ্রিয় গোচর স্থূল পদার্থ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম নিরাকার "এক জন অদ্বিতীয় আছেন" ইহা শীঘ্র তাঁহার বুদ্ধিগম্য হয়। কিন্তু সুখের কারণ এই যে ধর্ম্মানুরঞ্জিকা প্রকাশকেরা তাঁহারদিগের এই নূতন যুক্তিকে আপনারাই খণ্ডন করিয়াছেন; তাঁহারাই এই পশ্চাদ্ভূত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে কৃষ্ণের সূক্ষ্ম অচিন্ত্য রূপের ভাবনা নিমিত্ত অগ্রে স্থূলতর প্রতিমা পূজা আবশ্যক। "অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য রূপের রূপ কঠিন দৃশ্য অপ্রত্যক্ষ প্রযুক্ত তদ্রূপে মন স্থির হয় না একারণ তাঁহার রূপের কল্পনা অর্থাৎ প্রতিমাদি নির্ম্মাণ দ্বারা প্রত্যক্ষ রূপে মনস্থির করত উপাসনা করিতে শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, কারণ চক্ষুর সংস্কারে দর্শন বিষয়ে মন স্থির হয়।" অতএব তাঁহারা অসাধারণ ভ্রান্তি বশতঃ স্থূল ধ্যানকে মুখ্য কল্প বলিয়া পরে আপনারাই তাহার গৌণত্ব স্বীকার করিয়াছেন; যদিও অচিন্ত্য রূপের রূপ কঠিন দৃশ্য অপ্রত্যক্ষ ইত্যাদি কঠিন কঠিন শব্দ ও পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন, তথাপি তাহার পর্য্যাবসানে সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সূক্ষ্ম নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার মুখ্যত্ব আপনারাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় যে জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্ম, তিনি কদাপি দৃষ্টি গোচর স্থূল পদার্থ অপেক্ষা অগ্রে মনোগত হইতে পারেন না।

যেরূপ বিদ্যার কাল বর্ত্তমান হইয়াছে, তাহাতে এপ্রকার অযুক্ত, অপ্রসিদ্ধ, কাল্পনিক বাক্যেতে পরিপূর্ণ যে পত্রিকা তাহার অভিপ্রায় সকল বিশেষ রূপে খণ্ডন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সত্য কি কদাপি মিথ্যা দ্বারা অবসন্ন হয়, এবং সূর্য্য কি কদাপি মেঘান্ধকারে বিনষ্ট হয়? আক্ষেপ এই যে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রকাশকেরা নিরর্থক কার্য্যে পরিশ্রম, ধন ব্যয় ও কালক্ষেপণ করিতেছেন। তাঁহারা দেখুন যে তাঁহারদিগের প্রধান পক্ষ চন্দ্রিকা-

কার পূর্ব্বে এই রূপ অনেক মিথ্যা বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচীন হইয়া বুদ্ধির পরিপক্বতা বশতঃ তাহা হইতে সম্পূর্ণ রূপে নিরস্ত হইয়াছেন,অতএব তাঁহারাও ঐ দৃষ্টান্তের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইযা বৃথা ক্লেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজ্ঞতার কার্য্য করুন। তাঁহারা যদি নিরপেক্ষ হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শাস্ত্র সমুদয় আলোচনা করত এই কাল ব্যয় করিতেন, এবং এই পরিশ্রম গ্রহণ করিতেন,তবে অনায়াসে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইতে সমর্থ হইতেন, এবং সমুদয় বেদের সার মর্ম্ম এক মাত্র নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার উপাসনা দ্বারা কৃতার্থ হইবার যোগ্য হইতেন।

অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে কতিপয় ব্রাহ্মের উৎসাহ দ্বারা সুখসাগর গ্রামে পরব্রহ্মের উপাসনা জন্য এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। তৎ সভার সম্পাদকের নিকট হইতে এই পশ্চাল্লিখিত বক্তৃতা প্রাপ্ত হইয়া মুদ্রিত করিতেছি।

করুণাময় পরমেশ্বর এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিচিত্র মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট,পতঙ্গ বৃক্ষ,গুল্ম,লতা প্রভৃতি অসংখ্য স্থাবর জঙ্গম রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকে নিরীক্ষণ করিলে পরমেশ্বরের অতুল্য এবং আশ্চর্য্য জ্ঞান ও শক্তি ও কৌশল ও মহিমা এবং কৃপা প্রকাশ পায়। দেখুন, কি আশ্চর্য্য নিয়ম এবং শাসন দ্বারা দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রি কালে চন্দ্র ও নক্ষত্র সকল বিভাস পাইতেছে! আপনারা কেহ কখন এমত দর্শন কিম্বা শ্রবণ করিয়াছেন, যে তাহারদিগের নির্দ্দিষ্ট উদয়াস্তের কাল লেশ পরিমাণেও কদাপি অন্যথা হইয়াছে? "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" ইঁহার ভয়েতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ও মেঘ, বায়ু, মৃত্যু ইহারা স্ব স্ব কার্য্যে ধাবমান হইতেছে।

পরন্তু অতি বৃহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র জন্তু পর্য্যন্ত সকলের প্রতি অবলোকন করিলে দেখিবেন যে প্রত্যেকের জীবন পালন এবং সুখ সম্ভোগের উপযুক্ত শরীর, মন, ইন্দ্রিয় করুণাময় পরমেশ্বর পরিপাটী রূপে প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রকাণ্ড হস্তিতে, যে প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদনুযায়ি ক্ষুদ্রতম পিপীলিকাতেও তাহার উপযুক্ত তাবৎ অঙ্গাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। জল বায়ু প্রভৃতি নানা ভূতে পিপীলিকা অপেক্ষাও শত গুণ সূক্ষ্ম অদৃশ্য জীব আছে, তাহাতেও তাদৃক্ যোগ্য অঙ্গ সকল রচনা করিয়াছেন। এমত পরম নিপুণ শিল্পকার বিশ্বরচকের জ্ঞান ও মহিমা বাক্য দ্বারা কি কহিব, মনেও গম্য হয় না।

মনুষ্যের জীবন তিনি কি আশ্চর্য্য করিয়াছেন, তাহা স্থির হইয়া বিবেচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। দেখুন এক বিন্দু মাত্র রেতঃ দ্বারা প্রথমতঃ স্ত্রীগর্ভে জীবের সঞ্চার হয়, দশমাস পর্য্যন্ত গর্ভে থাকিয়া পরে ঈশ্বর ইচ্ছায় সে ভূমিষ্ঠ হয় এবং তদ্গর্ভধারিণী কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রত্যেক অবস্থার ক্রমশঃ বৃদ্ধি বিবেচনা করিলে আশ্চর্য্য সাগরে মগ্ন হইতে হয়। তাঁহার কি অসীম ও অনুপম কৃপা যে তিনি গর্ভে জীবের সঞ্চার করিয়া তাহার ভূমিষ্ঠানন্তর আহারের আবশ্যকতা প্রযুক্ত পূর্ব্বে মাতৃ স্তনে দুগ্ধ সংস্থান করেন, যাহা বালক প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত পান করিয়া বলিষ্ঠ হয়। পরমেশ্বর সম্পূর্ণ রূপে নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত থাকিয়া প্রজাবর্গের পালনের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন। মনুষ্যাদির চিত্তে যদি জগদীশ্বর স্নেহের সঞ্চার না করিতেন,তবে মাতা পিতার স্নেহাভাব প্রযুক্ত সন্তানেরা কোন মতে রক্ষা পাইত না। অতএব তাঁহার কৌশল ও মহিমা ও কৃপা কি আশ্চর্য্য! জগদীশ্বর মনুষ্যকে পশুর ন্যায় অন্য অন্য সকল ইন্দ্রিয়াদি প্র-

শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। অতএব আমারদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হয় কি না যে তাঁহাকে আমরা সর্ব্বদা স্মরণ ও উপাসনা করি, এবং যেরূপ আমরা তাঁহার নিকট হইতে সাধারণ রূপে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্রূপ সাধারণে একত্র হইয়া তাঁহার ধন্যবাদ করি? হা! কি ক্ষোভের বিষয় যে যিনি সকলের কর্ত্তা ও যিনি পিতার পিতা এবং যিনি রাজাধিরাজ হইয়া উপযুক্ত রূপে আমারদিগের কামনা পরিপূর্ণ করেন, তাঁহাকে আমরা নিমেষের নিমিত্তে স্মরণ করি না!!

অতএব হে সভ্য মহাশয়েরা, সাংসারিক সুখ দুঃখে বিশেষ রূপে মগ্ন না হইয়া আপনারা নিত্য সুখ স্বরূপ পরব্রহ্মে চিত্তকে অভিনিবেশ করুন। এইক্ষণে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি তাঁহার অসীমানুকম্পাম্বুসেচন দ্বারা আমারদিগের এতন্নবোদ্ভূত সভাকে রক্ষিতা এবং বর্দ্ধিতা করুন।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়া বল্লী

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন-
বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পু-
রাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮ ॥

অথেদানীমোঙ্কারালম্বনস্যাত্মনঃ সাক্ষাৎ স্বরূপনির্দ্দিধারয়িষয়েদমুচ্যতে। 'ন জায়তে' নোৎপদ্যতে 'ম্রিয়তে বা' ন ম্রিয়তে। উৎপত্তিমতোবস্তুনোহনিত্যস্যানেকবিক্রিয়াস্তাসামাদ্যন্তে জন্মবিনাশলক্ষণে বিক্রিয়ে ইহ আত্মনি প্রতিষিধ্যেতে সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধার্থং ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি। 'বিপশ্চিৎ' মেধাবী অপরিলুপ্তচৈতন্যস্বভাবত্বাৎ। কিঞ্চ 'ন' 'অয়ং' আত্মা 'কুতশ্চিৎ' কারণান্তরাৎ বভূব। অয়ং 'ন বভূব কশ্চিৎ' অর্থান্তরভূতঃ। অতঃ 'অয়ং' আত্মা 'অজঃ নিত্যঃ' 'শাশ্বতঃ' অপক্ষয়বিবর্জ্জিতঃ। যোহশাশ্বতঃ সোপক্ষীয়তে অয়ন্তু শাশ্বতোতএব 'পুরাণঃ' যতএবমতঃ 'ন হন্যতে' নহিংস্যতে 'হন্যমানে' শস্ত্রাদিভিঃ 'শরীরে' তৎস্থোপ্যাকাশবদেব ॥ ১৮ ॥

আত্মার জন্ম নাই এবং মৃত্যু নাই, তিনি নিত্য জ্ঞান স্বরূপ হয়েন, কোন কারণ দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই। এই জন্মহীন নিত্য, হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, অনাদি যে আত্মা তিনি শরীর নষ্ট হইলে নষ্ট হয়েন না ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য

জন্ম মৃত্যু শূন্য নিত্য বস্তু যে আত্মা তাঁহার উৎপত্তিই নাই, অতএব তাঁহার উৎপত্তির প্রতি কারণ আর কি প্রকারে সম্ভব হয়? এই আত্মা যে বিকার বিহীন, তাহাও এই শ্রুতিতে স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে "আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই" অর্থাৎ পরমাত্মা অন্য কোন বস্তু রূপে পরিণত হয়েন না। ইনি তাবৎ শরীর এবং মনের অন্তরাত্মা, শরীর ও মন নষ্ট হইলেও এই অবিনাশি অন্তরাত্মা নষ্ট হয়েন না। নচিকেতার তৃতীয় বর ঘটিত প্রশ্ন যে শরীর মন নষ্ট হইলে পরমাত্মা থাকেন কি না, তাহার উত্তর এই শ্রুতিতে স্পষ্ট রূপে প্রদত্ত হইল যে জন্ম হীন, নিত্য, হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, অনাদি যে আত্মা তিনি শরীর মন নষ্ট হইলেও নষ্ট হয়েন না ॥ ১৮ ॥

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

এবম্ভূতমপ্যাত্মানং শরীরমাত্রাত্মদৃষ্টিঃ 'হন্তা' 'চেৎ' যদি 'মন্যতে' চিন্তয়তি 'হন্তুং' হনিষ্যাম্যেনমিতি। যোপ্যন্যঃ 'হতঃ' সোপি 'চেৎ মন্যতে হতং' আত্মানং। 'উভৌ' অপি 'তৌ ন বিজানীতঃ' আত্মানং যতঃ 'অয়ং' হন্তা 'ন' 'হন্তি' আত্মানং অবিক্রিয়ত্বাদাত্মনস্তথা আত্মা 'ন হন্যতে' ॥ ১৯ ॥

আত্মাকে বধ করিতে পারে এমত যে ব্যক্তি মনে করে, আর আত্মা হত হইতে পারেন এমত যে ব্যক্তি জ্ঞান করে, সে উভয় ব্যক্তিই আত্মাকে জানে না, যেহেতু আত্মাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না, আর আত্মা নষ্ট হয়েন না ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য

এই জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যে নিত্য পরমাত্মা ছিলেন, এবং ইদানীং যিনি সকলের অন্তরাত্মা রূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই সমুদয় জগতের ধ্বংস হইলেও তিনি অবশিষ্ট থাকিবেন ॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তো-
র্নিহিতো গুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীত-
শোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

কথম্পুনরাত্মানং জানাতীত্যুচ্যতে। 'অণোঃ' সূক্ষ্মাৎ 'অণীয়ান্' [illegible] 'মহতঃ' মহৎপরিমাণাৎ

'মহীয়ান্' মহত্তরঃ। সচ 'আত্মা' 'অস্য' 'জন্তোঃ' ব্রহ্মাদিস্থাবরপর্য্যন্তস্য প্রাণিজাতস্য 'গুহায়াং' হৃদয়ে 'নিহিতঃ' স্থিতইত্যর্থঃ। 'তং' আত্মানং 'অক্রতুং' যাগযজ্ঞাদুপরতবুদ্ধিঃ মনআদীনি করণানি ধাতবঃ শরীরস্য ধারণাৎ প্রসীদন্তীত্যেষাং ধাতুনাম্প্রসাদাৎ ধাতুপ্রসাদাৎ 'ধাতুঃ প্রসাদাৎ' 'আত্মনঃ' 'মহিমানং' 'পশ্যতি' ততঃ 'বীতশোকঃ' ভবতি ॥ ২০ ॥

এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম আর স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন, ইনি আমারদিগের হৃদয়েতে স্থিতি করেন। যজ্ঞহীন ব্যক্তি মনের প্রসন্নতা দ্বারা এই আত্মার মহিমাকে জানিয়া শোক হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।

বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা অনায়াসে স্পষ্টরূপে যে বস্তুর বোধ হয়, তাহাকে স্থূল বলা যায়, আর তদ্দ্বারা অস্পষ্ট রূপে অতি যত্নে যে বস্তুর বোধ হয় তাহাকে সূক্ষ্ম বলা যায়। সুতরাং যে বস্তু স্বভাবতঃ বহিরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য তাহাকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিতে হইবেক। জাত পদার্থের মধ্যে মনের মত আর সূক্ষ্ম বস্তু নাই, যেহেতু মন বহিরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। এমত যে সূক্ষ্মতম মন তাহার অভ্যন্তরে যিনি আছেন তিনি অবশ্য সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম হয়েন। সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর সমষ্টিকে ব্রহ্মাণ্ড কহা যায়, সুতরাং এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হইতে আর স্থূলতর বস্তুর সম্ভব হয় না। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্ত্তা যে পরমাত্মা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন; সৃষ্ট বস্তু কখন তাহার স্রষ্টাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব তিনি স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন। সেই পরমাত্মা আমারদিগের হৃদয়াকাশে মনোমধ্যে স্থিতি করেন; যখন মনের চাঞ্চল্য রহিত হয়, যজ্ঞহীন নিষ্কাম ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানি ব্যক্তি এই স্থূল সূক্ষ্ম মহিমা বিশিষ্ট আত্মাকে মনোমধ্যে দেখিতে পায়েন। কিন্তু যেমন চঞ্চল জলে আপনার স্বরূপকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ মনের চাঞ্চল্য বশতঃ আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আত্মাকে দেখিবার যাঁহারদিগের বাসনা, তাঁহারদিগের মনকে অগ্রে শান্ত করা উচিত হয়। আত্মাকে

আসীনোদূরংব্রজতি শয়ানোযাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদন্দেবমদন্যোজ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১ ॥

'আসীনঃ' অবস্থিতোঽচলএব সন্ 'দূরং ব্রজতি' 'শয়ানঃ যাতি সর্ব্বতঃ'। এবমসাবাত্মা দেবোমদামদঃ 'মদঃ' আনন্দস্বরূপঃ 'অমদঃ' বিষয়জনিতলৌকিকসুখরহিতঃ 'কঃ তং মদামদং দেবং মদন্যঃ জ্ঞাতুং অর্হতি' অস্মদাদেরেব সূক্ষ্ম বুদ্ধেঃ পণ্ডিতস্য সুজ্ঞেয়োয়মাত্মা ॥ ২১ ॥

এই আত্মা অচল হইয়াও দূরে গমন করেন, আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন, আমার ন্যায় জ্ঞানী ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি সেই লৌকিক সুখের অতীত পূর্ণানন্দ স্বরূপ আত্মাকে জানিতে পারে ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য

নিরাকার পরমাত্মা বিচিত্র আকৃতি বিশিষ্ট জগৎকে অসৎ পদার্থ হইতে সৃষ্টি করিয়া আপনি তাহার আধার রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। পরিপূর্ণ রূপে তিনি এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এমত স্থান নাই যেখানে তিনি নাই। সুতরাং এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে তাঁহার যাওয়া সম্ভব হয় না। অতএব শ্রুতি বলিতেছেন যে "আত্মা অচল হইয়াও দূরে গমন করেন আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন।" সুপ্ত ব্যক্তি যেমন স্থির থাকে পরমাত্মা তদ্রূপ স্থির থাকিয়াও সাক্ষী রূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। অণু মাত্র যাহার আকৃতি তৎ পরিমাণ স্থান ব্যাপী সে অবশ্য হয়, কিন্তু যাঁহার একেবারে আকারই নাই তিনি আর বিন্দু মাত্র স্থানও আপনার শরীর দ্বারা ব্যাপী হইতে পারেন না। অতএব যেমন আকৃতিমান্ বস্তু সকল স্বীয় স্বীয় পরিমিত আকৃতি অনুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, পরমেশ্বরের আকার নাই, সুতরাং তিনি তদ্রূপ আকার দ্বারা জগতে ব্যাপ্ত নহেন; কিন্তু জ্ঞান এবং শক্তি দ্বারা জগতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপ্ত আছেন। এমত বিন্দু মাত্র স্থান নাই যাহা তিনি জানিতেছেন না এবং যাহার উপরে আপনার শক্তি প্রকাশ না করিয়াছেন এবং না করিতে পারেন। যদিও শরীর বিষয়ে মনের সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই এবং শরীরের উপর তাহার সম্পূর্ণ

দ্বারা নিরাকার মন শরীর ব্যাপী হইয়া রহিয়াছে। শরীর হইতে মনের উৎপত্তি হয় নাই এবং মন হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় নাই, কিন্তু শরীর এবং মন উভয় ভিন্ন পদার্থ, পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার কৌশল দ্বারা পরস্পর বদ্ধ রহিয়াছে; এই মর্ত্যলোকে শরীর সম্বন্ধে মন আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং মন সম্বন্ধে শরীর আপনার শক্তি লাভ করিতেছে। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব নিরাকার পরমেশ্বর বিন্দু মাত্র স্থানকেও অবলম্বন করিয়া নাই, কিন্তু জগদন্তর্গত সমুদয় স্থানই সেই নিরবলম্ব পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। যাঁহাতে স্থান নাই তিনি স্থানের সৃষ্টি কর্ত্তা এবং আধার হইয়াছেন। এই প্রকার জ্ঞান লাভ ব্যতীত সেই লৌকিক সুখের অতীত পূর্ণানন্দ স্বরূপ আত্মাকে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে ॥ ২১ ॥

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতং।
মহান্তং বিভুমাত্মানম্মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥২২॥

তদ্বিজ্ঞানাচ্চ শোকাত্যয়ইত্যভিদর্শয়তি। 'অশরীরং' স্বেন রূপেণাকাশকল্পআত্মা তং 'শরীরেষু' মনুষ্যাদিশরীরেষু 'অনবস্থেষু' অবস্থিতিরহিতেষু 'অবস্থিতং' নিত্যমবিকৃতমিত্যেতৎ। 'মহান্তং' 'বিভুং' ব্যাপিনং 'আত্মানং' 'মত্বা' 'ধীরঃ' ধীমান্ 'ন শোচতি'। নহ্যেবম্বিধস্যাত্মবিদঃ শোকোৎপত্তিঃ ॥ ২২ ॥

শরীর রহিত আত্মা নশ্বর শরীরে স্থিতি করেন, আর তিনি মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন, এই রূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানি ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য

পরমাত্মা যিনি তিনি অশরীরী সকলের অন্তরাত্মা এবং সর্ব্বত্রব্যাপী ॥ ২২ ॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোনমেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ-আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং ॥ ২৩ ॥

'ন অয়ং আত্মা' 'প্রবচনেন' অনেকবেদস্বীকরণেন 'লভ্যঃ' জ্ঞেয়ঃ। 'ন' অপি 'মেধয়া' গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা। 'ন বহুনা শ্রুতেন' কেবলেন। কেন তর্হি লভ্যইত্যুচ্যতে। 'যং এব' আত্মানং 'এষঃ' সাধকঃ 'বৃণুতে' প্রার্থয়তে 'তেন' সাধকেন 'লভ্যঃ'। কথং লভ্যইত্যুচ্যতে। 'তস্য' আত্মকামস্য 'এষঃ আত্মা' 'বৃণুতে' প্রকাশয়তি পারমার্থিকীং 'স্বাং' স্বকীয়াং 'তনুং' স্বরূপং ॥ ২৩ ॥

এই আত্মা বহু বচনের দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, মেধার দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, অনেক শ্রবণ দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে সেই তাঁহাকে পায়; সেই আত্মা তখন সেই সাধকের প্রতি আপনার যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করেন ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য

যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে সেই তাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে যত্ন করে, এবং সেই যত্নশীল ব্যক্তি বচনের দ্বারা শ্রুতির দ্বারা মেধার দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারে। যে বিষয়ে যত্নের অভাব সে বিষয় কর্ণ শুনে না এবং চক্ষুও দেখে না, সুতরাং সহজ কর্ম্মও যত্ন বিনা সিদ্ধ হয় না। অতএব এমত সুকঠিন যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা যত্ন হীন ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ পাইবার কি সম্ভাবনা ? ॥ ২৩ ॥

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥২৪॥

'ন' 'দুশ্চরিতাৎ' পাপকর্ম্মণঃ 'অবিরতঃ' অনুপরতঃ 'ন' অপি ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ 'অশান্তঃ' 'ন' অপি 'অসমাহিতঃ' অনেকাগ্রমনাবিক্ষিপ্তচিত্তঃ 'ন' 'অপি' 'অশান্তমানসঃ' ব্যাকুলচিত্তঃ কর্ম্মফলার্থিত্বাৎ। 'বা' কেবলং 'প্রজ্ঞানেন' ব্রহ্মবিজ্ঞানেন 'এনং' প্রকৃতমাত্মানং 'আপ্নুয়াৎ'। যস্তু দুশ্চরিতাদ্বিরতইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ সমাহিতচিত্তঃ কর্ম্মফলাদপ্যপশান্তমানসশ্চাচার্য্যবান্ প্রজ্ঞানেন যথোক্তমাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর কর্ম্ম ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য

কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন সর্ব্বদা অশান্ত, অনেক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত প্রযুক্ত যাহার মন অসমাহিত, ইন্দ্রিয় সুখাসক্তি জন্য যাহার মন চঞ্চল, এবং দুষ্কর্ম্মেতে রতি নিমিত্ত যাহার মন অশুচি, সে ব্যক্তির ব্রহ্ম জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্তিই হয় না, তবে তাহার জ্ঞান লাভ কি প্রকারে হইতে পারে? সুতরাং

তাহার ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ তাহার দুর্গতিই হয় ॥ ২৪ ॥

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবতওদনং।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনঙ্কইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ ২৫ ॥

'যস্য' আত্মনঃ 'ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ' ব্রহ্মক্ষত্রে সর্ব্বধর্ম্মবিধারকেঽপি 'উভে' 'ওদনং' অশনং 'ভবতঃ' স্যাতাং। সর্ব্বহরোঽপি 'মৃত্যুঃ' 'যস্য উপসেচনং' এব। তং প্রাকৃতবুদ্ধির্যথোক্তসাধনরহিতঃ সন্ 'কঃ' 'ইত্থা' ইত্থং এবং যথোক্তসাধনবানিবেত্যর্থঃ 'বেদ' বিজানাতি 'যত্র' 'সঃ' আত্মেতি ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যে আত্মার অন্ন হয়েন, আর মৃত্যু যে আত্মার উপসেচন হয়েন, সে আত্মাকে কোন্ অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি জ্ঞানির ন্যায় জানিতে পারে? ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য

স্থাবর জঙ্গম সহিত এই সমুদয় বিচিত্র জগৎ অন্তকালে সেই ব্রহ্মেতে লীন হয়। এনিমিত্তে শ্রুতি কহিতেছেন যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আত্মার অন্ন হয়েন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সৃষ্টির মধ্যে প্রধান, এস্থলে প্রধানের উপলক্ষণ দ্বারা সমুদয় সৃষ্টির লয় ব্রহ্মেতে হয় ইহা শ্রুতি জানাইতেছেন। এই প্রকার সমুদয় জগতের লয় হইলে আর কে অবশিষ্ট থাকিবে যে তাহার মৃত্যু হইবেক? সুতরাং জগতের প্রলয়ে তৎ সঙ্গে মৃত্যুরও বিনাশ হয়, এনিমিত্তে শ্রুতি কহিয়াছেন, যে মৃত্যু আত্মার উপসেচন হয়েন। যেমন ভোজন কালে অন্নের উপসেচন ঘৃতাদি হয়, তদ্রূপ জগদ্রূপ অন্নের উপসেচন মৃত্যু হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ইতি কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়া বল্লী।

ব্রহ্মসঙ্গীত

ভূপালী রাগিণী।

কাল রাইছে তাঁহারে ভাবনা মন রে আমার।
বদ্ধ হৈয়া আশা পাশে মিছা কাল কেন
[illegible]

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

পাত্রে দত্ত্বা প্রিয়াণ্যুক্ত্বা সত্যমুক্ত্বা চ ভারত।
অহিংসানিরতঃ স্বর্গং গচ্ছেদিতি মতির্ম্মম ॥
সত্যং দমস্তপোদানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা।
সাধকানি সদা পুংসাং নজাতির্ন কুলং নৃপ ॥
মনুষ্যাস্তপ্ততপসঃ সর্ব্বাগমপরায়ণাঃ।
স্থিরব্রতাঃ সত্যপরা গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ ॥
সুশীলাঃ শুক্লজাতীয়াঃ ক্ষান্তাদান্তাঃ সুতেজসঃ।
শুচিযোন্যন্তরগতাঃ প্রায়শঃ শুভলক্ষণাঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ত্বাদ্বশিনঃ শুক্লত্বান্মন্দরোগিণঃ।
অল্পাবাধপরিত্রাসাদ্ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ ॥
চ্যবন্তং জায়মানঞ্চ গর্ভস্থঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
স্বমাত্মানং পরঞ্চৈব বুধ্যন্তে জ্ঞানচক্ষুষা ॥
ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম।
যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
যোধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্বা যাজয়েত বা।
দদ্যাদ্বাপি যথাশক্তি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
ব্রহ্মচারী চ বেদান্ যোঽধীয়াদ্দ্বিজপুঙ্গবঃ।
স্বাধ্যায়ে চাপ্রমত্তো বৈ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যথার্হং প্রতিপূজা চ সর্ব্বভূতেষু বৈ সদা ॥
ন চ কামান্ন সংরম্ভান্ন দ্বেষাদ্ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ।
প্রিয়েনাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে নচ সংজ্বরেৎ ॥
ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ।
কর্ম্ম চেৎ কিঞ্চিদন্যৎ স্যাদিতরং তন্ন সমাচরেৎ ॥
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েত্তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ।
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ ॥
ন ধর্ম্মোস্তীতি মন্বানাঃ শুচীনবহসন্তি যে।
অশ্রদ্দধানা ধর্ম্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
বিকর্ম্মণা তপ্যমানঃ পাপাদ্বিপরিমুচ্যতে।
ন তৎ কুর্য্যাৎ পুনরিতি [illegible] পরিমুচ্যতে ॥
[illegible]
[illegible]

ত্যক্ত তান্ জ্ঞানমাশ্রিত্য ধার্ম্মিকানুপসেব্য চ।
কামলোভগ্রহাকীর্ণাং পঞ্চেন্দ্রিয়জলাং নদীং।
নাবং ধৃতিময়ীং কৃত্বা জন্মদুর্গাণি সন্তর॥
অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতহিতং পরং।
অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ সচ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠান্তু প্রবর্ত্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ।
সত্যমেব গরীয়স্তু শিষ্টাচারনিষেবিতং॥
ক্ষমাসত্যার্জ্জবং শৌচং সত্যমাচারদর্শনং।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তো অহিংসানিরতাঃ সদা॥
পরুষঞ্চ ন ভাষন্তে সদা সন্তোদ্বিজপ্রিয়াঃ।
ন্যায়োপেতাগুণোপেতাঃ সর্ব্বলোকহিতৈষিণঃ॥
সন্তঃ স্বর্গজিতঃ শুক্লাঃ সন্নিবিষ্টাশ্চ সৎপথে।
দাতারঃ সংবিভক্তারোদীনানুগ্রহকারিণঃ॥
সর্ব্বপূজ্যাঃ শ্রুতধনাস্তথৈব চ তপস্বিনঃ।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তস্তে শিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ॥
দাননিষ্ঠাঃ সুখাল্লোকানাপ্নুবন্তীহ চ শ্রিয়ং।
লোকযাত্রাঞ্চ পশ্যন্তোধর্ম্মমাত্মহিতানি চ॥
অদ্রোহোনাভিমানশ্চ হ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ।
ধীমন্তোধৃতিমন্তশ্চ ভূতানামনুকম্পকাঃ॥
অকামদ্বেষসংযুক্তাস্তেসন্তোলোকসাক্ষিণঃ।
সর্ব্বত্রচ দয়াবন্তঃ সন্তঃ করুণবেদিনঃ॥
গচ্ছন্তীহ সুসন্তুষ্টাধর্ম্মোপন্থানমুত্তমং।
শিষ্টাচারামহাত্মানোযেষাং ধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতঃ॥
অনসূয়া ক্ষমাশান্তিঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
কামক্রোধপরিত্যাগঃ শিষ্টাচারনিষেবনং॥
কর্ম্ম চ শ্রুতসম্পন্নং সতাং মার্গমনুত্তমং।
শিষ্টাচারং নিষেবন্তে নিত্যং ধর্ম্মমনুব্রতাঃ॥

বিজ্ঞাপন.

"[illegible] মহিমা বর্ণন" নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে। [illegible] [illegible] প্রার্থনা [illegible] হইবেন একখানি প্রাপ্ত হইবেন।

The Editor of the *Calcutta Standard* was pleased to publish a translation from our Puttrika in his issue of the 3rd instant, and with his remarks on the article, politely offered us a challenge to a discussion on Christianity. We cordially accept the challenge, in as much as it will give us a fresh opportunity of laying before our readers and the Christian community, a fair and correct view of the claims of Christianity on the attention and veneration of mankind. The Editor says, "let him derive his matter from any source he pleases; only let it be such as he is willing to stake his credit upon, before the English and native community." Let us assure our contemporary that we willingly offer to stake our credit, even before the world at large, upon the source from which we shall derive our matter. But will he himself enter into the same conditions which he requires us to abide by? Will he stake his own credit upon the issue of the discussion? We hope he will. But the mere observance of such conditions on his part, is not enough for our purpose. He must keep his temper in the heat of discussion. This is a great requisite in a controversial writer and it is a requisite which we are sorry to say we have not hitherto observed in those who have come forward to discuss on religious topics. And we fear the Editor of the *Standard* will sin like his predecessors. He has already given us enough of his temper to judge of the extent of control he will hereafter exercise over it. We do not mean to speak disparagingly of his character or of his talents. On the contrary we have a high opinion of them both—and we know moreover, that we shall meet from him with as much justice as we can possibly expect from any quarter.

It has been asked "why, since the Puttrika disapproves so strongly of the conduct of the missionaries in not having formally answered the '*Rational Analysis of the Gospel*,' he has never formally answered the [illegible] remarks made by the missionaries on the Shastras he professes to revere." It appears that the Editor is not at all aware of our religious views. He has taken us for what we do not profess to be. We do not, in the least revere the Shastras which it has been the object of missionaries to vilify and to decelerate so loudly against. On the contrary it has been our constant aim to put down every religious book which forms the basis of idolatry in our country. Vaidantism is our creed and Oopunishud our book of religion. When any attempts have been made by the missionaries to throw discredit upon the doctrines inculcated in that book, we have [illegible] hesitated to do what we possibly [illegible] to repel those attempts. But we have nothing to do with the Shastras to which our [illegible] alludes. We shall rather rejoice [illegible] analysis is made of their contents and the doctrines which they teach, held up to public ridicule.

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা [illegible] [illegible] তত্ত্ববোধিনী [illegible] [illegible] প্রকাশিত হয়।